

প্রথম প্রকাশ
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক
সুধীর পাল
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্য :
শোভন সংস্করণ—২৫·০০ টাকা
সুলভ সংস্করণ—১৬·০০ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

স্তালিনের জন্মদিনের মহালগ্নে তাঁর জীবনীসহ সমগ্র রচনাবলীর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কয়েক বছর ধরে গ্রাহকরা যে সহৃদয় ঔৎসুক্যের সঙ্গে খণ্ডগুলি সংগ্রহ করেছেন—এ জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই বৃহৎ প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করা নিঃসন্দেহে স্পর্ধার তুল্য। তবু নানান ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও যে আমরা শেষ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব, সর্বাংশে যদি না-ও হয়, অনেকাংশে পালন করতে পেরেছি তার জন্য কিছুটা গর্বিতও বটে।

পাঠকদের কাছে আমাদের আরেকটি প্রতিশ্রুতির কথা আমরা নিজেরাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। স্তালিনের যে সব রচনা এর আগে কখনও রীতিবদ্ধভাবে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়নি সেগুলিকে সংকলিত করে আরেকটি খণ্ড আমরা প্রকাশ করতে চাই। বলা বাহুল্য, এর জন্য অনেক সময় ও প্রয়াসের প্রয়োজন। তবু পাঠকদের আনুকূল্যে একাজেও আমরা সফলতা লাভ করব বলেই আশা রাখি।

অভিনন্দন সহ।

মজহারুল ইসলাম

লেখকের কথা

মার্কস-এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক মতবাদের বাস্তব রূপায়ণে এবং মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রসারণায় মহান লেনিনের পাশাপাশি যে নাম অন্যতম শিরোনাম হয়ে আছে, সে হল যোশেফ স্তালিন। বিপ্লবের সফল রূপায়ণ ও লেনিনের মৃত্যুর পর পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক রুশ দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মূলে লেনিনের শিক্ষা ও কোটি কোটি রুশ জনগণের অসামান্য অবদান মূল শক্তি হলেও প্রধান স্থপতি ও রূপকার ছিলেন স্তালিন। ফ্যাসিস্ট হিটলারকে চরম-ভাবে পরাজিত করতে এবং বিশ্বের বিপুলাংশে সাম্যবাদের পতাকা উড্ডীন করতে যে নেতৃত্ব স্তালিন দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। লেনিনের পরে তিনিই ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববিপ্লবের উদ্গাতা এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষক।

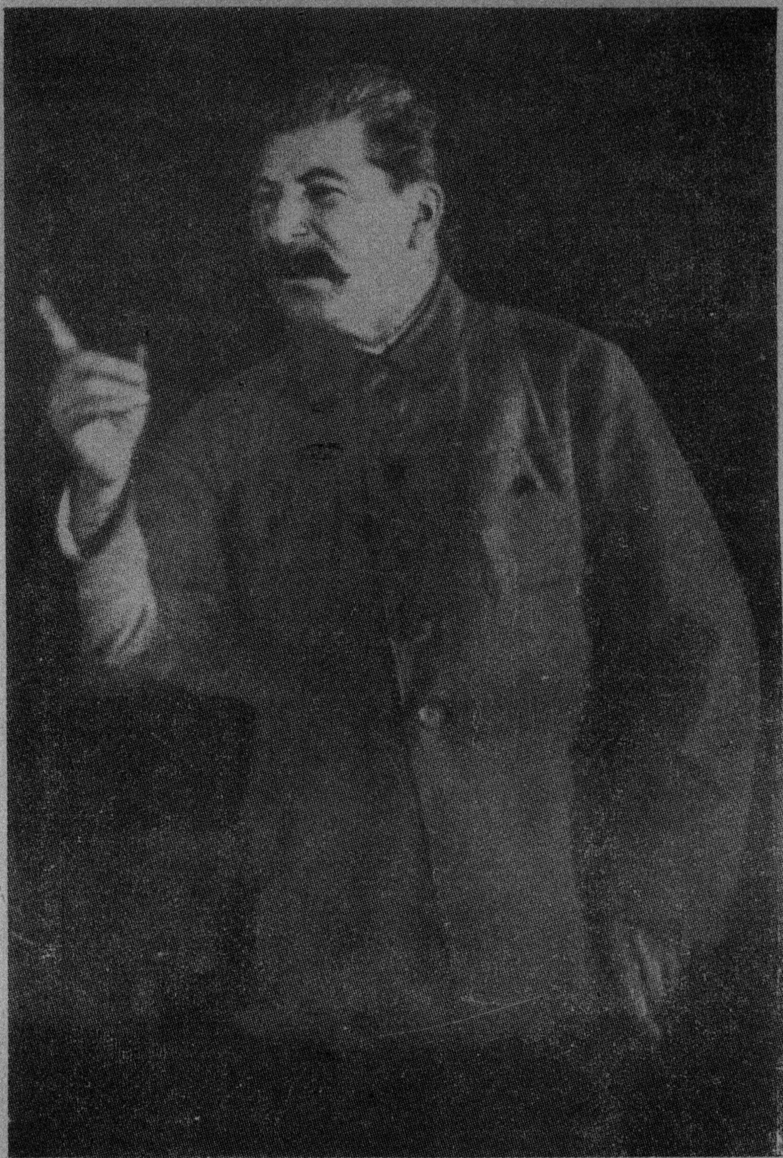
তাঁর মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে রুশ সংশোধনবাদ তাঁকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে আমাদের কাছ থেকে, পরবর্তী প্রজন্মের সামনে থেকে তাঁর রচনাবলী সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব বিপ্লবের পশ্চাদ্ভাগে করেছে ছুরিকাঘাত। সংশোধন-বাদী নিষ্ঠুরতা শুধু অবমূল্যায়ন ঘটিয়েই নিরস্ত হয়নি, কবর খুঁড়ে এনে যে বর্বরতা ঘটিয়েছে তা নজিরবিহীন। আজ মানুষ উপলব্ধি করেছেন স্তালিনের অবমূল্যায়ন ও বিপ্লব-বিরোধিতা সমার্থক, স্তালিন-বিরোধিতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধিতার নামান্তর। রুশ সংশোধনবাদী কোলাহল আজ তাই ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত। মানুষ জানতে চাইছেন স্তালিনকে, পড়তে চাইছেন তাঁর রচনাবলী। এ এক উদগ্র আকাঙ্খা। এই আকাঙ্খাকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন নবজাতক প্রকাশন। তাঁরা বাংলা ভাষায় স্তালিন রচনাবলী প্রকাশ সম্পূর্ণ করে জনগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁদের এই সাফল্য স্তালিনের প্রতি বিপ্লববাদী মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন।

স্তালিনের একখানি রাজনৈতিক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত করে 'নবজাতক প্রকাশন' আমার উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সংশোধনবাদ জীবনী-রচনার আকর তথ্যাবলী গোপন করে এই কাজে বহু বাধা সৃষ্টি করেছে, তা সত্ত্বেও বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেও চেষ্টা করেছি দায়িত্ব পালনে। পরিসর সীমাবদ্ধ, তবু তারই মধ্যে এই কর্মময় ঐতিহাসিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। তত্ত্বের ক্ষেত্রে স্তালিনের মৌলিক অবদান, কর্মের ক্ষেত্রে অসামান্য তৎপরতার নিদর্শনগুলির প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর রণনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্ব-স্বীকৃত প্রতিভার মূল্যায়নও করা হয়েছে। একটি পরিচ্ছেদে শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা-চেতনার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় দুয়েকখানা স্তালিন জীবনী যা রয়েছে তা অসম্পূর্ণ বা অতি সংক্ষিপ্ত। এই গ্রন্থে তাঁর সুবিপুল কর্মকাণ্ডের বৃহদংশের বিস্তৃত আলোচনা করা হলেও শেষাংশে অনিবার্যভাবেই আকৃতির কথা চিন্তা করে সংক্ষেপণ করা হয়েছে। মুদ্রণ প্রমাদ কিছু পরিমাণে থেকে গেল, এজন্য সহৃদয় পাঠকের কাছে লেখক ও প্রকাশক উভয়েই ক্ষমাপ্রার্থী। আপনাদের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হলে পরবর্তী সংস্করণ ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিশেষে এই গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশনায় যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

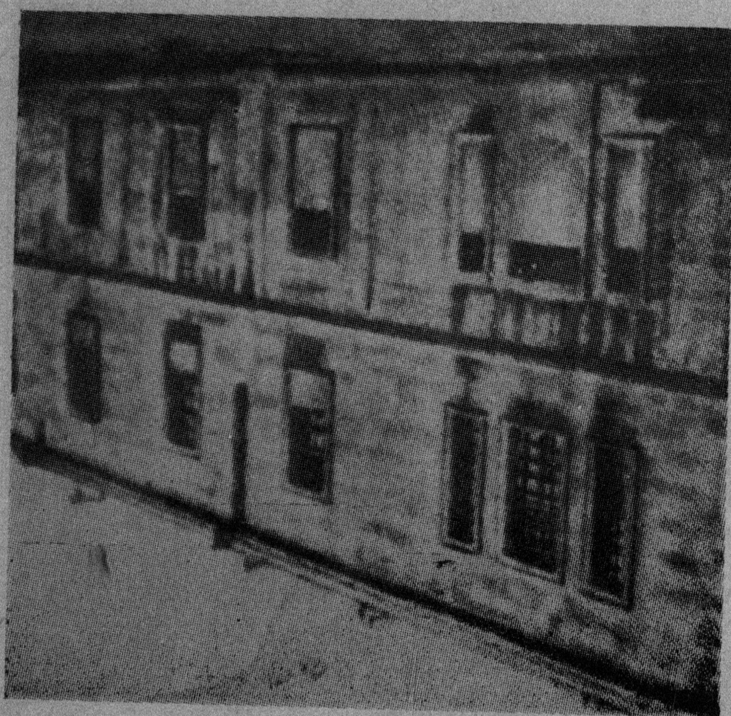
সূচীপত্র



তিরিশের দশকে স্তালিন



স্কুলের ছাত্র স্তালিন



বাকুর বাইলভ কারাগার—এখানে স্তালিন কয়েকবার
বন্দী জীবন যাপন করেন

জারের পুলিশের রেকর্ডে স্তালিন ১৯১২



লেনিন এবং স্তালিন ১৯২০



তেহেরান বৈঠক-১৯৪৩ এ চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে স্তালিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য ও কৈশোর

'স্তালিনের জীবন হচ্ছে উত্তুঙ্গ বাধা-বিপত্তির মধ্যে এক বিজয় অভিযান। ১৯১৭ সালের পর থেকে তাঁর জীবনে প্রতি বছরই তিনি এমন কাজ করেছেন যা করে একজন লোক বিখ্যাত হতে পারে। তিনি লোহা দিয়ে গড়া মানুষ। তাঁর নামেই এর পরিচয়—স্তালিন, রুশ ভাষায় যার অর্থ হল ইস্পাত। ইস্পাতের মত তিনি কঠিন আবার ইস্পাতের মতই তিনি নমনীয়। তাঁর ক্ষমতার উৎস হচ্ছে, তাঁর বুদ্ধিমত্তার গভীরতা, তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি, তাঁর অদ্ভুত একাগ্রতা, প্রতিটি বিষয়ে সূক্ষ্মবোধ, তাঁর দৃঢ় নীতিনিষ্ঠতা, দ্রুত স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যোগ্যপদে নির্বাচন করা।

'মৃতেরা মাটির মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু বিপ্লবীরা যেখানে আছেন সেখানেই লেনিন বেঁচে আছেন। আরও বলতে পারা যায়, অন্য কারও চেয়ে বিশেষভাবে স্তালিনের মধ্যেই লেনিনের চিন্তা ও বাণী জাগ্রত হয়ে আছে। তিনিই আজকের যুগের লেনিন।'

—অঁরী বারবুস : **স্তালিন**, পৃঃ ২৮৯-৯০।

'স্তালিন ভাল, তাই সব ভাল'—মাও সে-তুঙ্।

ঊনবিংশ-বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বিপ্লবী মহানায়ক জোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্তালিন (জুগাশভিলি)-এর জন্ম হয় ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর রাশিয়ার তিফলিস্ প্রদেশের গোরী শহরে। শহরের বস্তি অঞ্চলে এক শ্রমিক পরিবারে পরবর্তীকালের এই ঐতিহাসিক পুরুষের জীবনযাত্রা শুরু হয়। পিতা ভিসারিওনোভিচ জুগাশভিলি জর্জীয় কৃষক পরিবারের সন্তান হলেও জমি থেকে উৎখাত হয়ে চর্মশিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী জীবনে তিফ্লিসের আদেলখানভ জুতা কারখানায় কাজ করেন। গোরী শহরে স্তালিনের বাসগৃহে এখনও

তাঁর পিতার জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি দেখতে পাওয়া যাবে—একটি জীর্ণ চেয়ার, হাতুড়ী ও জুতোর ফর্মা। স্তালিনের মাতা একাতারিণাকেও সংসার চালাবার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে হতো, রোজগার করবার জন্য বাইরে গিয়ে তাঁকে ধোপানীর কাজও করতে হতো। স্তালিনের স্কুল-জীবনের এক সহপাঠী নিজস্ব জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা করেছেন: 'যে ঘরটিতে স্তালিনদের পরিবার বাস করতেন, তার আয়তন ৪৫ বর্গফুটের চেয়ে বেশী নয়। ঘরটি ছিল রান্নাঘরের সংলগ্ন। ঘরের মেঝে ছিল সান দিয়ে বাঁধানো। দরজা দিয়ে বেরলেই উঠোন। একটি ছোট জানালা দিয়ে অল্প কিছু আলো ঘরে এসে ঢুকতো। ঘরের আসবাবের মধ্যে ছিল একটি ছোট টেবিল, একটি টুল ও একটি বড় আরাম-কেদারা—যার উপর বিচালী পেতে বিছানা করা হতো।'[১]

স্তালিনের শৈশব সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। জন্মের পর তিন সন্তানের মৃত্যুর পর চতুর্থ সন্তান স্তালিন শৈশব থেকেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ছ-সাত বছরে তাঁর একবার গুটি বসন্ত হয়েছিল যার ক্ষত পরিণত বয়সেও তাঁর মুখে ছিল। বাল্যে একবার বাঁ হাতে বিষাক্ত ঘা হয়েছিল যে জন্য তাঁর বাঁ হাতে খুঁত থেকে গিয়েছিল। এ কারণে পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীতে তিনি উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারেননি। জাতকতা সূত্রেই স্তালিনের জীবনে পরবর্তীকালের বিপ্লবী জীবনের ধ্রুবপদ রচিত হয়েছিল, তাঁর রক্তে প্রবহমান ছিল সর্বহারা শ্রমিক-ক্ষেতমজুরের যুগ যুগ ব্যাপী বঞ্চনার পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা। শোষণের জ্বালাময়ী অভিজ্ঞতার গর্ভেই নিহিত ছিল তাঁর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর। প্রাচুর্যের গজদন্ত মিনার থেকে সহানুভূতির ভেলায় ভেসে সর্বহারা মানুষের জীবনের শরিক তাঁকে হতে হয়নি। স্তালিন শৈশব থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই চতুর্দিকে চাষী ও মজুরদের দুর্দশা তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সহমর্মিতার উন্মেষ ঘটায়।

শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত স্তালিনের পিতা-মাতা কিন্তু নিদারুণ অভাব-অভিযোগের মধ্যেও একটি আকাঙ্খাকে মনে মনে লালন করেছিলেন, তাঁদের প্রিয়তম সন্তান সোসোকে (স্তালিন) লেখাপড়া শেখাবেন, স্কুলে ভর্তি করবেন; দশজনের একজন করে তুলবেন। শিশু স্তালিনের অসাধারণ মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি: **জোসেফ স্তালিন** পৃঃ ১

তাঁদের এই স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার প্রচেষ্টায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন সামন্ত শোষণের জগদ্দল পাথর বুকে ঠেলে শিশু রক্তকরবীকে বড় করে তুলবেন। আর শুধু পিতামাতা কেন পাড়া-প্রতিবেশীর স্বপ্নই কি কম ছিল এই এক টুকরো আগুনকে ঘিরে! ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে স্তালিন পাদরিদের স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে গ্রাজুয়েট হন। তারপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিফ্লিসের থিওলজিক্যাল সেমিনারীতে প্রবেশ করেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। লেখাপড়ার সঙ্গে ছবি আঁকা ও গান গাওয়ার সহজাত ক্ষমতারও উন্মেষ ঘটতে লক্ষ্য করা যায় শৈশবেই।

স্তালিনের পিতা একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ ছিলেন। শ্রমিক-জীবনের যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার। কিন্তু ব্যাপারটা তো সহজ নয়, শোষণের ব্যবস্থা তা হতে দেবে কেন? পিতার এই ব্যর্থতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে পরবর্তীকালে স্তালিন লেখেন: 'কল্পনা করুন, একজন জুতো প্রস্তুতকারক তার একটি নিজস্ব ছোট্ট কারখানা রয়েছে অথচ প্রতিযোগিতায় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দাঁড়াতে পারছেন না। সেই জুতো প্রস্তুতকারক নিজের দোকান বন্ধ করে দিয়ে আদেলখানভের তিফ্লিস জুতো কারখানায় কাজ করতে আসেন। চিরকাল শ্রমিক হিসেবে থাকার জন্য আদেলখানভের কারখানায় তিনি আসেননি বরং তাঁর ইচ্ছা ছিল কিছু অর্থ সঞ্চয় করে স্বল্প পুঁজি জমা করে তাঁর নিজস্ব কারখানা আবার খুলবেন। আপনারা দেখছেন এই জুতো প্রস্তুতকারকের অবস্থান নির্ধারিত ছিল সর্বহারার স্তরে কিন্তু তাঁর চেতনা তখনও সর্বহারা চরিত্র পায়নি, তিনি আগাগোড়া পেটি-বুর্জোয়া চেতনায় আচ্ছন্ন ছিলেন।'[১] অনিবার্যভাবেই তাঁর পিতার স্বপ্ন সফল হয়নি। ব্যর্থতা নিয়েই ১৮৯০ সালে তিফ্লিসে তিনি মারা যান। স্তালিনের বয়স তখন এগার বছর।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্তালিনের মাতা একাতারিণা জুগাশভিলি এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে অসীম সাহসিকতায় হাল ধরেন। পুত্রের জীবনে এই মহীয়সী নারীর অবদান অসামান্য। তাঁর চরিত্রে ছিল সুগভীর ধৈর্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে দৃঢ়তা—কোন বাধাই যেন তাঁর কাছে কোন বাধা নয়। মাতার এই গুণ স্তালিনের চরিত্রকে প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। এই নিরক্ষর মহিলা শুধু দারিদ্র্যের

১। জে. স্তালিন: সোচিনেনিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪-১৫।

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই একমাত্র জীবিত পুত্রকে দশজনের একজন করে গড়ে তুলেছিলেন তাই নয়, পরবর্তী জীবনে কৃতী সন্তানের উপযুক্ত মা হিসেবেও নিজেকে গড়ে তোলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লিখতে-পড়তেও শিখেছিলেন এবং দেশের কাজেও যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সারল্য কখনও মুছে যায়নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিপ্লবী সন্তানের যোগ্য মায়ের মত আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদে সহজ-সরল ছিলেন। দারুণ গরমের মধ্যেও মোটা কালো পোশাক যখন পরতেন তখন তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, 'আমাকে এরকমই পরতে হবে।...তোমরা দেখছ না আশেপাশের সকলেই জানে আমি কে?' এই ছোট্ট মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য গর্ব যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি তাঁর চারিত্রিক মহত্বও সুপরিস্ফুট। কাপড় ধোয়ার কাজ করে স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের শিক্ষাজীবনকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত। তখনকার দিনে একজন অনাথা মহিলার ছেলের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ একেবারেই বিরল ঘটনা।

শোশো গোরীর স্কুলে পড়াশোনা করেন ১৮ ৮ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত, পাঁচ বছর। গরীব ঘরের এই ছাত্রের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে তাঁদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা খানিকটা কাটলেও সমস্যা দেখা দিল সহপাঠীদের মধ্যে। সহপাঠীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল ধনীর ছেলে, কেননা তখন শ্রমিক-কৃষকের ঘরের ছেলের পড়াশোনার প্রচলন একেবারেই ছিল না। জুতো কারখানার শ্রমিকের ছেলে, যার পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ, চালচলন গরীব ঘরের মত সে ক্লাশের সব ছেলের মাথা ছাপিয়ে উঠত—এ এক অসহ্য ঘটনা সহপাঠীদের ও তাদের অভিভাবকদের পক্ষে। শিক্ষকদের মধ্যে কারও কারও পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বিনা আয়াসে পাঠ্য বিষয় অধিগত হয়ে যায়, অপূর্ব ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর এবং সুরেলা আবৃত্তি। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোথায় যেন স্বাতন্ত্র্য। শিক্ষকরাও চমকে যেতেন বালকসুলভ সারল্যের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার ইঙ্গিত ও আত্মসম্মানবোধ লক্ষ্য করে। স্বভাবতই ধনীর ছেলে সহপাঠীদের মধ্যে ঈর্ষা জেগে উঠল, তারা বারবার শোশোকে স্মরণ করিয়ে দিত অর্থনৈতিক ও জন্ম-পরিবেশ সম্পর্কে। পড়াশোনার জগতে তাঁর উন্নত মাথার ধারেকাছে না পৌঁছতে পেরে এই ছেলেরা খেলার মাঠে তাঁকে জব্দ করতে চাইল। কিন্তু সেখানেও

শোশো সবার সেরা। অবশেষে পরাজয়ের গ্লানি এবং শোশোর মধুর ব্যবহারে অন্যান্য সহপাঠীরা ধীরে ধীরে তাঁকে সহজ মনে গ্রহণ করল। শোশো তাদের নেতা হয়ে গেলেন। এ ঘটনার তাৎপর্য বালক শোশোর মনে ভবিষ্যতের জন্য গভীর রেখাপাত করেছিল। শ্রেণী-বৈষম্যের বিষময়তা ঐ বয়সেই তাঁর উপলব্ধির দরজায় হাত রেখেছিল।

আরেকটি বিষয় ঐ স্কুল জীবনে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সেটা হল পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষার অস্বীকৃতি। রুশ ভাষাই তখন স্কুল-কলেজে শিক্ষার মাধ্যম ছিল, জর্জীয় বা অন্যান্য ককেশীয় ভাষাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হতো। এই নিয়ে গোরীতে বহুবার ছাত্রদাঙ্গা হয়ে গেছে, বহুবার শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ লাঞ্ছিত হয়েছেন রুশ ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। যদিও শোশো রুশ ভাষা সাবলীলভাবে শিক্ষা করেছিলেন কিন্তু পাশাপাশি মাতৃভাষা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ককেশীয় ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ছাত্রজীবনে বহু ভাষা শিক্ষার ফলে পরবর্তীকালে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে যেমন সহজে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন তেমনি বিভিন্ন ভাষায় সহজ অধিকারে ইস্তাহার, পুস্তিকা, প্রবন্ধাদি রচনা করতে পারতেন। পারতেন অনেকগুলি ভাষায় সাবলীলভাবে বক্তৃতা করতে। এই ভাষা-বৈষম্যের প্রত্যক্ষতা জাতিগত প্রশ্নে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা ভিত্তি তৈরী করেছিল।

স্তালিনের শৈশব ও কৈশোর অভিনন্দিত হয়েছিল দেশব্যাপী সামন্ত শোষণ ও উন্মেষমুখীন শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের উদ্বোধনে। সমগ্র রাশিয়ায় তখন শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্র ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছিল এবং পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও তার বিশ্বস্ত দর্শন মার্কসবাদেরও প্রসার ঘটছিল। ইতিমধ্যেই রুশ বিপ্লবের জন্মদাতা ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উদ্গাতা কমরেড ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির শপথে 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ লীগ অফ স্ট্রাগল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংগঠনের জন্মমুহূর্ত থেকেই গোটা দেশে সমাজবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। বিশেষ করে ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চল শ্রমিক আন্দোলনে দুর্বার হয়ে ওঠে কেননা এখানে ধনতন্ত্র খানিকটা শিকড় বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং জাতীয় ও উপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই স্তালিন চাষী-মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা বুঝবার চেষ্টা করতেন, আর এর জন্য দায়ী সমাজব্যবস্থার বৈষম্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর এক সহপাঠী এলিসা বেদাসভিলি লিখেছেন কিভাবে একদিন গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে তাদের একদল চাষীর সঙ্গে আলাপ হল। একজন চাষী তখন রুটি ও সিমের তরকারী খাচ্ছিল। স্তালিন তার কাছে গিয়ে বললেন :' "তোমরা এত খারাপ খাদ্য কেন খাও? তোমরা নিজেরা চাষ কর, বীজ বোনো, ফসল কাটো, তোমাদের অবস্থা আরও ভাল হওয়া উচিত।" চাষীটি উত্তর দিল, "আমরা নিজেরা ফসল কাটি বটে, কিন্তু পুলিশের বড় দারোগাকে এক অংশ দিতে হয় এবং পুরোহিতের এক অংশ প্রাপ্য। অতএব দেখছো আমাদের জন্য বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।" এভাবে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল, যার মধ্য দিয়ে স্তালিন ধীরে ধীরে তাদের বুঝিয়ে দিলেন কেন চাষীরা এত গরীব, কারা তাদের শোষণ করে, কারা তাদের হিতৈষী, আর কারাই-বা তাদের শত্রু। তিনি এত সরল ও চিত্তাকর্ষকভাবে কথাগুলি বুঝিয়ে দিলেন যে, কৃষকেরা আবার তাঁকে এসে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করল।'[১]

ধর্মযাজকদের স্কুলের ছাত্র হলেও ঐ সময়েই তিনি যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ডারউইনের লেখা ইতোমধ্যেই তিনি পড়ে ফেলেছেন। স্তালিনের অপর একজন বাল্যবন্ধু গ্লুরদ্‌জিদ্‌জে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'আমি ভগবানের কথা বলছিলাম। জোসেফ আমার কথা সব শুনল, তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল—"তুমি জান না ওরা আমাদের বোকা বানাচ্ছে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই।"

'আমি সে কথায় আশ্চর্য হলাম, আমি এরকম কথা আগে কখনও শুনিনি। বলে উঠলাম, "তুমি এ কথা বলতে সাহস কর কি করে?"

জোসেফ বলল, "আমি তোমাকে একটা বই পড়তে দেব। সেটা পড়লে এই বিশ্ব এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে তোমার ধারণা বদলে যাবে। ঈশ্বরের বিষয়ে যা বলা হয় তা অত্যন্ত গাঁজাখুরি।"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "কোন্ বইয়ের কথা বলছ?"

১। ই. ইয়ারোস্‌লাভস্কি : **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ৩।

জোসেফ বলল, "ডারউইনের বই, তুমি নিশ্চয়ই পড়বে।"[১]

গোরীতে স্তালিনের আর এক সহপাঠী ভেনো কেটস্‌খোভেলী তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেছেন :

'বসন্তে ও শরৎকালে আমরা প্রত্যেক রবিবার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের প্রিয় স্থান ছিল গরিদ্‌স্কভারী পাহাড়ের পাদদেশে একটুকরো খালি জায়গা। বছরের পর বছর কেটে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শৈশবের আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। গোরী স্কুলের উঁচু শ্রেণীতে আমরা জর্জিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম. কিন্তু আমাদের রসবোধ বা চিন্তাধারাকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করার মত উপদেষ্টা কেউ ছিল না। চভ্‌চভদ্‌জের কবিতা 'দস্যু কানো' আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কাজবেগীর বীরদের কাহিনী আমাদের তরুণ প্রাণে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাদের প্রত্যেকেই স্কুল ছাড়ার পর দেশসেবার দিকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তবে আমাদের কারো স্পষ্ট ধারণা ছিল না কিভাবে দেশসেবা করা যেতে পারে।'[২]

এই সময়ের মধ্যে স্তালিন রুশ ও জর্জিয়ান ভাষায় অনেক বই পড়ে ফেলেন। এ ছাড়া বৈদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ পাঠে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল ব্যাপক ও জ্ঞান ছিল বহুমুখী এবং সব সময়েই তিনি নিজের জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সচেষ্ট থাকতেন। তিফ্‌লিসের একটি গ্রন্থাগারের তিনি সভ্য হয়েছিলেন যদিও সেমিনারীর ছাত্রদের পক্ষে তা নিষিদ্ধ ছিল। বিশ্বের সেরা চিরায়ত সাহিত্যগুলি তিনি দ্রুত পড়ে ফেলেন। বিশেষ করে শেক্সপীয়র, শিলার ও টলস্টয়ের রচনার তিনি ভক্ত ছিলেন। চের্নিশেভস্কি, পিসারেভ, সেল্টিকভ, সেফ্রিন, গোগোল ও শেকভ প্রমুখের রচনাও তাঁর অতি প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর ভাষণে তিনি এঁদের লেখা থেকে প্রায়শই উদ্ধৃত করতেন। মানবসভ্যতার ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। আর রসায়ন ও ভূতত্ত্ব তো তাঁর পাঠ্য বিষয়ই ছিল।

কৈশোরে স্তালিনের কাব্যপ্রতিভার কথা অনেকেই অবগত নন। 'সোসেলো' নাম দিয়ে 'আইবেরিয়া' পত্রিকায় তিনি কয়েকটি ভাল কবিতা প্রকাশ করেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর একটি কবিতার কয়েক ছত্র :

১। ই. ইয়ারোস্‌লাভস্কি : **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ৩।

২। ঐ, পৃঃ ৪।

'শ্রমভরে যার মেরুদণ্ড ভেঙে ভেঙে গেছে
কাল অবধি যে আতঙ্কভরে হাঁটু গেড়েছিল
সে আবার উঠবে পর্বতের চেয়ে উঁচুতে
আশার ডানা মেলে সে উঠবে সবার উপরে।'

ষোল বছর বয়সে স্তালিন এই কবিতা লিখেছিলেন—সেদিনই তাঁর আশা ছিল এমন একদিন আসবে যেদিন সবার নীচে যে পড়ে রয়েছে সে উঠবে সবার উপরে। তাঁর তরুণ বয়সের অনেক কবিতাই সেকালে জর্জিয়ার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর একটি কবিতা বিখ্যাত জর্জিয়ান লেখক র‍্যাফাইল এরিস্তাভির সম্মানে উৎসর্গীকৃত সংকলন পুস্তকে স্থান পেয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে শ্রমিক ও কৃষকদের নির্মমভাবে শোষণ করে ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে ধনতন্ত্র দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ করছিল। ফলে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খলও দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। বিশেষ করে খনিজ সম্পদ ও খনিজ তেল আহরণ এবং পরিস্রুতকরণ শিল্পই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এর মালিকানার সিংহভাগ ছিনিয়ে নেয় বিদেশী পুঁজি। এই সময়কার এতদঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে ভি. আই. লেনিন বলেছেন: 'রুশ ধনতন্ত্র ককেশাসকে বিশ্ব পণ্যবিনিময়ের পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত করে এবং তার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সমূহ ও প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক একাকীত্বের অবশেষগুলি ধুয়ে মুছে দিয়ে নিজস্ব পণ্যের বাজার হিসেবে গড়ে তোলে। সংস্কারবাদী যুগোত্তরকালের শুরুতে যে দেশ ছিল জনবিরল বা বিশ্ব অর্থনীতি ও ইতিহাসের গতির পরি-মণ্ডলের বাইরে অবস্থিত, পার্বত্য জাতিসমূহের দ্বারা অধ্যুষিত সেই দেশ ক্রমান্বয়ে খনিজ তেল আহরণকারী মদ্য ব্যবসায়ী, বৃহৎ গম ও তামাক উৎপাদন-কারীদের স্বর্গভূমিতে রূপান্তরিত হতে থাকল।'[১]

শিল্পনগরী গড়ে উঠলে শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হবে এবং শ্রমিকশ্রেণী থাকলে শ্রেণী-সংগ্রাম থাকবে এতো ঐতিহাসিকভাবে সত্য। ইতোমধ্যে ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে নির্বাসিত রুশীয় মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে

১। ভি. আই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলী,** ৩য় রুশ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। মার্কসবাদের প্রচারও বেশ শুরু হয়েছে। স্তালিনের পাঠকেন্দ্র তিফ্‌লিস অর্থডক্স সেমিনারী তখন মুক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান—সকল রকমের সংস্কারবাদ ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রাণকেন্দ্র —জাতীয়তাবাদী নারদবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদী মার্কসবাদ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ যুবকদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। সেমিনারীর স্বৈরাচারী প্রশাসন ও কুসংস্কারপ্রিয়তা কিশোর স্তালিনের মধ্যে এক বিদ্রোহী চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং ছাত্রদের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন হন। মাত্র পনের বছর বয়সেই স্তালিন একজন বিপ্লবী রূপে পরিচিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে বসবাসকারী রুশ মার্কসবাদীদের কয়েকটি গোপন দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পরে মাত্র পনের বছর বয়সে আমি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করি। এই দলগুলি আমার উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং বে-আইনী মার্কসীয় সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণের সঞ্চার করে আমার মধ্যে।'[১]

কমরেড জি. পার্কেজ-এর লেখায় স্তালিন ও তাঁর সহপাঠীদের এই সময়কার জ্ঞানচর্চার অনেক তথ্য জানা যায়। পার্কেজ লিখেছেন:

'আমাদের অল্পবয়স্ক তরুণদের মধ্যে জ্ঞানলাভের জন্য অদম্য স্পৃহা ছিল। সেমিনারীর ছাত্রদের মধ্যে বাইবেলোক্ত ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টির কল্পনা খণ্ডনের জন্য পৃথিবীর জন্ম ও বয়স সম্পর্কে ভূতত্ত্বের মতবাদ আমাদের অধ্যয়ন করতে হয়েছিল যাতে আমরা তর্ক করে তাদের বোঝাতে পারি। ডারউইনের মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের লেখাপড়া করতে হয়েছিল। এতে আমরা গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস সম্বন্ধে লিখিত বই ও ক্যামিল ফ্ল্যামারিওনের মনোমুগ্ধকর লেখা থেকে সাহায্য পেয়েছিলাম। আমরা লিয়েলের "মানুষের প্রাচীন ইতিহাস" ও সেকেনভের দ্বারা অনূদিত ডারউইনের "মানুষের বিকাশ" বই দুখানি পড়ি। কমরেড স্তালিন সেকেনভের বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন।

'আমরা ক্রমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে শুরু

১। জে. ভি. স্তালিন: 'জার্মান লেখকদের' সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এমিল লুডউইগ,' রুশ, সংস্করণ, পৃঃ ৯।

করলাম। এইভাবে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনার সঙ্গে পরিচয় হল। সে-সময় মার্কসীয় সাহিত্যপাঠ বৈপ্লবিক কার্যকলাপ হিসেবে দণ্ডনীয় ছিল।

'সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নক্ষত্র বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। ফয়েরবাখ-এর "খ্রীষ্টধর্মের সার-তত্ত্ব" বইটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হই। কমরেড স্তালিন এইসব বইয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলতেন—প্রথমে আমাদের নিরীশ্বর-বাদী হতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধীরে বস্তুবাদী দর্শন গ্রহণ করে ধর্মশাস্ত্রের বিষয়গুলি উপেক্ষা করতে লাগল।

'বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে আমাদের তরুণদের মন থেকে সেমিনারীর নির্বোধ সংকীর্ণচিত্ত মনোভাব ঘুচে গেল এবং মার্কসীয় চিন্তাধারা গ্রহণের উপযোগী মন তৈরী হয়েছিল। যে বিষয়েই আমরা পড়ি না কেন, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নক্ষত্র বিজ্ঞান, প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস—প্রত্যেকটিই মার্কস-বাদের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে তুলেছিল।

'আজকের তরুণদের পক্ষে বোঝা শক্ত যে, সে-সময়ে বই সংগ্রহ করা এবং পড়া কি কঠিন ব্যাপার ছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। সেমিনারীর কর্তৃপক্ষ কমরেড স্তালিনের কাছ থেকে ভিক্টর হুগোর "টয়লার্স অব দি সী" বইখানি নিয়ে বাজেয়াপ্ত করে। আরেকটি বই ভিক্টর হুগোরই লেখা "তিরানব্বই"ও তাঁর কাছ থেকে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করে।

'কমরেড স্তালিন আমাদের শিখিয়েছিলেন—কি করে বইয়ের সারমর্ম গ্রহণ করতে হয় এবং কোন বিষয়ে বই না পেলে সাময়িক পত্রিকা, সমালোচনা ও টীকাটিপ্পনী থেকে কেমন করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এতে আমরা যা পড়তাম তার সারাংশ লেখায় এবং বই থেকে স্থানবিশেষ কপি করে রাখায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম। পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্তালিন প্রথমে সহজ জনপ্রিয় লেখা ও পরে অপেক্ষাকৃত কঠিন সাহিত্য উল্লেখ করতেন এবং আমরা পড়ে যা বুঝতাম না তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় বুঝিয়ে দিতেন।

'১৮৯৬ সালে কমরেড স্তালিনের বয়স যখন মাত্র সতের বৎসর সে-সময়ে সেমিনারীতে তিনি প্রথম বে-আইনী মার্কসীয় পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং মার্কসবাদের প্রচারক হন। দ্বিতীয় পাঠকচক্র পরে গঠিত হয়। আমি প্রথম

পাঠচক্রেরই সভ্য ছিলাম।'[১]

সেমিনারীতে স্তালিনের আরেকজন সহপাঠী কমরেড জি. গ্লুরেদ্‌জিদ্‌জের লেখা থেকে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'আমরা মাঝে মাঝে গীর্জায় প্রার্থনার সময় আসনের নীচে বই লুকিয়ে রেখে পড়তাম। অবশ্য আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হতো যাতে শিক্ষকদের কাছে ধরা না পড়ি। বই ছিল জোসেফের সবসময়কার সাথী, খাওয়ার সময়েও সে বই ছাড়ত না।...সেমিনারীর শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের এক আনন্দ ছিল গানে। শোশো (স্তালিনের শৈশবের ডাক নাম) যখন আমাদের সমবেত সঙ্গীতে একত্র করে তার পরিষ্কার মিষ্টি গলায় লোকসঙ্গীত গাইত তখন "আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।'[২]

সেমিনারীর কর্তৃপক্ষের লেখা ছাত্রদের 'স্বভাব-চরিত্র' সম্পর্কিত নোট থেকেও স্তালিনের বই পড়ার আগ্রহ বিষয়ে বহু ঘটনা জানা যায়, যার জন্য তাঁকে বহুবার শাস্তি পেতে হয়েছিল। একটি নোটে মন্তব্যকারী লিখছেন :

'রাত্রি এগারোটায় আমি জোসেফ জুগাশভিলির (স্তালিনের পিতৃদত্ত নাম) কাছ থেকে "সুলভ পাঠাগার" থেকে আনা লেটুনোর "বিভিন্ন জাতির সাহিত্যিক বিকাশ" বইটি কেড়ে নিয়ে এলাম। লাইব্রেরীর ছাপ বইটির মধ্যে ছিল। জুগাশভিলিকে গীর্জার সিঁড়িতে বসে বইটি পড়তে দেখা যায়। এবার নিয়ে তেরবার এই ছাত্রটিকে "সুলভ পাঠাগার'-এর বই পড়তে দেখা গেল। আমি বইটি তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা দিয়েছি। স্বাক্ষর : এস. মুরাখোভস্কি, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক।' এই রিপোর্টের গায়ে লেখা আছে : 'অধ্যক্ষের আদেশে তাকে শাস্তির ঘরে বহুক্ষণ আটকে রাখ এবং বিশেষভাবে সতর্ক করে দাও।'

এইভাবে কিশোর স্তালিন ১৮৯৬-৯৭ সালেই সেমিনারীর মার্কসবাদী পাঠচক্র পরিচালনা করতে থাকেন এবং ১৮৯৮ সালে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। নানা উপদলে বিভক্ত এই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির জর্জীয় সংগঠনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। এই সংগঠনের সাংকেতিক নাম ছিল 'মেসামে দাসি'। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রচারে এই জর্জীয় সংগঠনের গৌরবজনক ভূমিকা ছিল, কিন্তু

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি : **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ৭-১০

২। ঐ, পৃঃ ১১।

এরাও সবসময় রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। এর বেশীর ভাগ সদস্যই 'আইনী মার্কসবাদী' দৃষ্টিকোণের সমর্থক এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দিকে অনুরক্ত ছিলেন। সত্যসন্ধ স্তালিন ভি. জে. কেটস্‌খোভেলি এবং এ. জি. সুলুকিদ্‌জে প্রমুখকে নিয়ে মেসামে দাসি দলের মধ্যে একটি বিপ্লবী মার্কসবাদী সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। মূলতঃ এই গোষ্ঠীই সমগ্র জর্জীয়ায় সমাজ-বাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারিত করে।

এই সময়ে স্তালিনের ব্রত হয় সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যেও কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করা। মাত্র আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই তিনি 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' সহ মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায় সমগ্র রচনাবলীই পাঠ করেন। এমনকি 'ক্যাপি-টাল'-এর মত দুরূহ গ্রন্থও তাঁর অধিগত হয়। এইভাবে তত্ত্বগত ভিত্তি রচিত হওয়ার পাশাপাশি দেশীয় ক্ষেত্রে বিপ্লব-বিরোধী নানা মতবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ঘটতে থাকে। বিশেষ করে 'আইনী মার্কসবাদ', 'অর্থনীতিবাদ' ইত্যাদি নারদবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের মূল্যবান রচনাগুলি স্তালিনকে তৎকালীন রাজনৈতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহিত করে এবং সঠিক পথের নিশানা দেখায়। লেনিনের লেখা তাঁকে এতখানি প্রভাবিত করে যে তিনি সতীর্থদের কাছে ঘোষণা করেন, 'যে-কোন-ভাবেই হোক তাঁর (লেনিনের) সঙ্গে আমি দেখা করবই।' শুধু মার্কসবাদই নয়, এই সময় তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়ে, এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ধারায় অবগাহন করেন এবং অমিত মেধার বলে পাণ্ডিত্যের উচ্চ-শিখর স্পর্শ করেন। সাহিত্যের চিরায়ত রচনাবলী এবং নন্দনতত্ত্বও তিনি সমপরিমাণ উৎসাহ নিয়ে পাঠ করেন।

কিন্তু শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতেই কি এই জ্ঞানতাপস নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন? তিফ্‌লিসের অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে একটি পাঠচক্র সংগঠন এবং সেখানে গভীর রাজনৈতিক প্রচার করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠন গড়ে তুলে ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে প্রয়োগের উপযোগী করে সহজ ভাষায় তিনি শ্রমিকদের জন্য ইস্তাহার রচনা এবং ব্যাপকভাবে তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অচিরেই তিফ্‌লিসের জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের

ময়দানেই স্তালিনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের হাতেখড়ি হয়। পরবর্তীকালে তিনি লেখেন :

'১৮৯৮ সালকে আমি স্মরণ করি যখন সর্বপ্রথম রেলশ্রমিকদের এক পাঠ-চক্রের দায়িত্বে নিযুক্ত হই।...এখানে এই শ্রমিকদের মধ্যেই আমার বৈপ্লবিক দীক্ষালাভ হয়।...তিফ্লিসের শ্রমিকরাই আমার প্রথম শিক্ষক।'[১]

এইভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়েন সেমিনারীর ছাত্র স্তালিন। স্বভাবতই রক্ষণশীল সমাজ ও সেমিনারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আক্রমণ আসতে দেরী হল না। কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবৎ তাঁর উপর প্রখর দৃষ্টি রাখছিলেন। অবাঞ্ছিত বই পড়া ও হোস্টেল ছেড়ে প্রায়শঃই বাইরে থাকার জন্য তাঁকে বহুবার শাস্তি পেতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শাস্তিস্বরূপ আটক করে রাখতেন। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনার অজুহাত নিয়ে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন অর্থাৎ তাঁকে সেমিনারী থেকে বহিষ্কৃত হতে হল। একদিন তল্লাসী করার জন্য ফাদার ডিমিট্রি স্তালিনের ঘরে প্রবেশ করলেন। স্তালিন তখন গভীর মনোনিবেশ সহকারে বই পড়ছিলেন। ফাদারের দিকে নজর না পড়ায়, ফাদার রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছ না ?' স্তালিন উঠে চোখ ঘষে বললেন, 'আমি আমার সামনে একটি কালো বিন্দু ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

১৮৯৯ সালের ২৭শে মে এই 'কালো বিন্দু' ফাদার ডিমিট্রি সেমিনারীর পরিচালক সভায় প্রস্তাব আনলেন—'রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত বলে জোসেফ জুগাশভিলিকে সেমিনারী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক!' এই প্রস্তাব সমর্থিত হল পরিচালক সভায়। জারের পক্ষে বিপজ্জনক মতবাদ পোষণ করতেন বলে তাঁকে সেমিনারী থেকে বহিষ্কৃত করা হল। বহুদিন পরে স্তালিন নিজেই এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন। ১৯৩১ সালে মস্কোর 'স্তালিন' অঞ্চলের পার্টি সম্মেলনে সদস্যদের কাছে যে প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়েছিল, তাতে সভ্যের 'শিক্ষার মান' এই প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন লিখেছিলেন, 'ধর্মতত্ত্বের সেমিনারী থেকে মার্কসবাদ প্রচারের অপরাধে বহিষ্কৃত।'[২]

১। **স্তালিন রচনাবলী,** অষ্টম খণ্ড, নবজাতক সং।

২। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি : **জোসেফ স্তালিন,** পৃঃ ১৪।

বহিষ্কারের পর পুলিশ ও গুপ্তচরেরা স্তালিনের উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। তাঁর গতিবিধি লিপিবদ্ধ করার জন্য আলাদা নথি তৈরী হল। এরপর কয়েকমাস তিনি ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেন। অবশেষে এই বছরের শেষের দিকে তিফ্‌লিস ফিজিক্যাল অবজারভেটারিতে তিনি চাকরী পান। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের অবসর ছিল না। শিক্ষায়তনের দরজা থেকে বিতাড়িত হয়ে বৃহত্তর জীবনের অঙ্গনে শুরু হল সর্বক্ষণের বৈপ্লবিক জীবন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের প্রথম যুগে স্তালিন

রুশ বিপ্লবের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে স্তালিনের প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চল। ট্রান্স ককেশিয়া ছিল জারের একটি উপনিবেশ। লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'রুশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ' গ্রন্থে ট্রান্স ককেশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন :

'প্রাচীন কুটীর শিল্পগুলো মস্কো থেকে আমদানী করা কারখানার তৈরী পণ্যের প্রতিযোগিতায় লোপ পাচ্ছিল⋯এভাবে রুশ পুঁজিপতিরা ককেশিয়ার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে সে দেশকে ধনতন্ত্রের বিশ্বপণ্য বিনিময় ব্যবস্থার আওতায় আনছিল এবং নিজেদের কারখানার পণ্যের বাজারে পরিণত করেছিল।'

বাকু একটি বিরাট শিল্পকেন্দ্র হলেও সমগ্র দেশ হিসেবে আজারবাইজান অত্যন্ত অনুন্নত ভূম্যধিকারী শাসিত অবস্থায় ছিল। সবদিক দিয়েই এদেশ ছিল জারের অধীন রাজ্য। ককেশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলি তিন দিক দিয়ে নির্যাতন ভোগ করত—জারের সামরিক সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন, জাতি হিসেবে নিপীড়ন এবং শ্রেণী-শোষণ। অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, স্কুলের যেসব ছেলেমেয়ে নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলত, তাদের গলায় জিভ বের করা একটা কুকুরের ছবি ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা কাজ করছিলেন এবং জনতার মধ্যে বিপ্লবী চেতনার ক্রমজাগরণ ঘটছিল।

এই পর্যায়ে ককেশিয়ার বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রামাণ্য ইতিহাসের মধ্যে বেরিয়ার 'ট্রান্স ককেশিয়াতে বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় উনবিংশ শতকের শেষভাগে জর্জিয়ার সামাজিক আন্দোলনে দুটি প্রগতিশীল ধারা ছিল—লেখক ইলায়া স্তাভ-স্তাভেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত সামন্ততান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন, অন্যটি জর্জ সেরেতেলি পরিচালিত বুর্জোয়া উদারনৈতিক ধারা। এই আন্দোলন

ককেশাসের স্থানীয় প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারদনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছিল। ১৮৯০ সালের পর তৃতীয় দলের সৃষ্টি হয়। তাদের স্থানীয় সাংকেতিক ভাষায় বলা হতো 'মেসামে দাসি'। এই দলের অধিকাংশই ছিলেন 'নো জর্ডানিয়া'র (জর্জিয়ার লিগ্যাল মার্কসবাদী) অনুগামী। তাঁরা জর্জিয়ার মজুর-শ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রচার করতেন এবং তাঁদের মতে জর্জিয়ার সকল শ্রেণীর স্বার্থ এক। 'মেসামে দাসি' দলে এ. জি. সুলুকিদ্জে ১৮৯৫ সালে, ভি. জে. কেটস্‌খোভেলি ১৮৯৭ সালে এবং ১৮৯৮ সালে স্তালিন যোগ দেন। পূর্বেই বলা হয়েছে এই তিনজন তরুণ মার্কসবাদী মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের মতবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্রান্স ককেশিয়ায় একটি বিপ্লবী মার্কসবাদী সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর মধ্যে কেটস্‌খোভেলী ১৯০৩ সালের ১৭ই আগস্ট জেলে আটক থাকা অবস্থায় কারারক্ষীর গুলিতে নিহত হন। দলের গুপ্ত সংগঠন পরিচালনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, তাই জার সরকার তাঁকে বাঁচতে দেয়নি। সুলুকিদ্জেও ১৯০৫ সালে যক্ষ্মা রোগে মারা যান। মেনশেভিকদের সঙ্গে বিতর্কে ইনি ছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বহু রাজনৈতিক প্রবন্ধের রচনাকার। স্তালিন এই দুইজন নেতার সহযোগিতায় শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকটি মার্কসবাদী পাঠচক্র পরিচালনা করতে থাকেন। এই পাঠচক্রে অগ্রণী শ্রমিকদের বিপ্লবী চেতনা গড়ে তোলার প্রতি তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্তালিনের পাঠচক্র পরিচালনা সম্পর্কে জর্জিনিস্থয়া নামে একজন শ্রমিক-কর্মী, যিনি একটি শিক্ষা কেন্দ্রের সভ্য ছিলেন, লিখেছেন :

'স্তালিন যে বিষয়েই বক্তৃতা দেন না কেন, বিষয়টি নানা অংশে ভাগ করে নিতেন। ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং তাঁর বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করত। স্তালিন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই থেকে যেমন সাবলীলভাবে উদ্ধৃতি দিতেন আবার সর্বদাই বাস্তব জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েও দিতেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাঁর সামনে একটি নোট বই অথবা এক টুকরো লেখা কাগজ থাকত। প্রত্যেক বক্তৃতার জন্যই তিনি ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে আসতেন বোঝা যেত।

'কমরেড স্তালিনের বক্তৃতা অনেকটা ব্যক্তিগত আলাপের মত হতো।

সাধারণতঃ তিনি কোন বিষয় আমরা সবাই ভালভাবে না বোঝার আগে অন্য বিষয় ধরতেন না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি শ্রমিকদের জীবনের ঘটনা থেকে উল্লেখ করতেন, কারখানায় কিভাবে আমরা মালিক, ঠিকাদার ও তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা শোষিত হচ্ছি তা স্পষ্ট করে দিতেন। যখন এই সব বিষয়ে আলোচনা হতো তখন এতে স্তালিনের বেশী আগ্রহ দেখা যেত। তিনি শ্রমিকদের অনেক প্রশ্ন করতেন এবং ভালভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন। এই সিদ্ধান্তগুলি বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠত। কমরেড স্তালিন আমাদের শিক্ষক ছিলেন কিন্তু তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি শ্রমিকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন।'[১]

এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের অবসর ছিল না। প্রধানতঃ স্তালিন এবং তাঁর পূর্বোক্ত দুই সহকর্মীর নেতৃত্বে লেনিনের আদর্শে শ্রমিক অধ্যুষিত তিফ্লিসে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে যদিও 'মাসামে দাসি'র তাঁরা সংখ্যালঘু অংশ কিন্তু বিপ্লবী কর্মপন্থা, তত্ত্বগত সঠিক নিশানা ও রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ ও আইনী মনোভাবের চোরাবালি থেকে মুক্ত করেন। তাঁদের যোগ্য নেতৃত্বে জার শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমাবেশ, অভিযান ইত্যাদিতে তিফ্লিস গণজাগরণের উত্তাল ভূমিতে পরিণত হয়। স্বভাবতই 'মাসামে দাসি'র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যাঁরা অর্থনীতিবাদের পঙ্ককুণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীকে আবদ্ধ করে রাখার প্রতিবিপ্লবী কৌশল অবলম্বন করে চলেছিলেন তাঁরা স্তালিনের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের স্তরে উত্তরণকে ভাল চোখে দেখেননি। এই গোষ্ঠী স্তালিনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলেন। তিফ্লিসের অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণী স্তালিনের সংগ্রামের রণকৌশল ও বৈপ্লবিক আদর্শে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তার ফলে সুবিধাবাদীদের বাধা দেওয়ার সমস্ত ঘৃণ্য প্রচেষ্টা পরাভূত হয়। এই সময় তাঁর জীবনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ ঘটে যায়। ভিক্টর কুর্ণাতভস্কি নামে লেনিনের জনৈক ঘনিষ্ঠ সমর্থক ও সহযোগী ১৯০০ সালে তিফ্লিসে আসেন পার্টির কাজ উপলক্ষে। তিনি এখানে এসে স্তালিন এবং 'মাসামে দাসি' দলের সংখ্যালঘু উপদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং সঠিক মার্কসবাদের প্রয়োগে এই উপদলকে সাহায্য করেন।

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি: **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ২২

এতদিন লেনিনের সঙ্গে স্তালিনের পাঠক হিসেবে পরিচিতি ছিল, আদর্শের মিল ছিল, ক্র্যাস্নোভস্কির বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় তা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে লেনিনের 'ইস্ক্রা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্তালিন নিজেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি মতাদর্শগত প্রশ্নে লেনিনের অনুগামী হিসেবে নিজের সর্বৈব মিল খুঁজে পেলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হল লেনিনই প্রকৃত মার্কসবাদী পার্টির স্রষ্টা, শিক্ষক ও নেতা হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। পরবর্তী জীবনে স্তালিন লিখেছেন:

'নবম দশকের শেষদিক থেকে লেনিনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের খবরাখবর এবং বিশেষ করে ১৯০১ সালের পরে অর্থাৎ "ইস্ক্রা" প্রকাশের পরে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে লেনিনের মধ্যে এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান আমরা পেয়েছি। নিছক একজন পার্টির নেতা হিসেবেই আমি তাঁকে গণ্য করি না, প্রকৃতপক্ষে তিনি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, কারণ আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য ও আশু প্রয়োজনগুলি তিনি এককভাবেই বুঝতেন। যখনই আমি পার্টির অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছি তখনই আমার মনে হয়েছে প্লেখানভ, মার্তভ, আক্সেলরভ প্রমুখ নেতাদের অনেক অনেক উপরে তাঁর স্থান, তিনি পার্টির অন্যতম নেতা মাত্র নন, এঁদের সঙ্গে তুলনায় তিনি উচ্চতম সারির, তিনি একজন পাহাড়ী ঈগল যিনি সংগ্রামে ভয় কি জিনিস জানেন না, রুশ বিপ্লবী সংগ্রামের অজানা পথে পার্টিকে সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।[১]

১৯০০-১৯০১ সালে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট চরমে ওঠে ফলে সরকারের সহযোগিতায় মালিকশ্রেণী সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপাতে থাকে। ব্যাপকভাবে লে-অফ ও শ্রমিক ছাঁটাই হতে থাকে। ১৯০০ সালের ২৩শে এপ্রিল 'মে দিবস' উপলক্ষে তিফ্লিসের লবণ হ্রদ অঞ্চলের শ্রমিক সমাবেশে স্তালিন প্রথম ভাষণ দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু গোপন আঞ্চলিক সংগঠনের মাধ্যমে ধর্মঘট ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত করতে থাকেন। কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে থাকে, বিশেষ করে রেলওয়ে শেড ও লোকোমোটিভ কারখানাগুলিতে ধর্মঘট সরকারের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এই সব আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম বিপ্লবী নায়ক মিখাইল কালিনিনের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কালিনিন এই সময় কিছুকাল পিটার্সবুর্গ

১। **স্তালিন রচনাবলী**, ষষ্ঠ খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

থেকে ককেশাসে নির্বাসিত হয়েছিলেন। যদিও এই ধর্মঘটগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক দাবীভিত্তিক ছিল, কিন্তু এর দ্বারা ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের ভূমি তৈরী হয়েছিল। ১৯০১ সালের ২২শে এপ্রিল স্তালিনের নেতৃত্বে 'মে দিবস' উপলক্ষে তিফ্লিসের কেন্দ্রস্থল সোল্দাৎস্কি বাজার অঞ্চলে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ সমাবেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সমগ্র ককেশাসের পরবর্তীকালের সংগ্রামে এই সমাবেশ এক রাজনৈতিক জোয়ার এনে দিয়েছিল। লেনিনের 'ইস্ক্রা' পত্রিকায় এই সমাবেশের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জানানো হয়।

ককেশাস অঞ্চলের সর্বহারার ক্রম জাগরণ জার সরকারের ঘুম কেড়ে নিল। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতলব নিয়ে জার সরকার নজিরবিহীন নিপীড়ন নামিয়ে আনল সমগ্র এলাকায়। ১৯০১ সালের ২১শে মার্চ পুলিশ স্তালিনের কর্মস্থল ও বাসস্থানে হানা দেয় এবং খানাতল্লাসি করে। কিন্তু আশৈশব বিপ্লবী নায়ককে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে সহজ ছিল না। পুলিশী হানার সম্ভাবনা অনুমান করে তিনি আত্মগোপন করেন। প্রকাশ্যে কাজ করার দিন শেষ হয়ে গেল। এই সময় থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর স্তালিনকে আত্মগোপনে থেকেই বিপ্লব সংগঠিত করতে হয়। গোপন রাজনৈতিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছল্য হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন।

জারের দমনপীড়ন বিপ্লবী আন্দোলনের গতিরোধ করতে বিন্দুমাত্র সক্ষম হল না বরং শ্রমজীবী মানুষের মন বিপ্লবের জন্য আরও বেশী করে প্রস্তুত হতে থাকে। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জর্জিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট দলের প্রথম বে-আইনী মুখপত্র 'বর্দজোলা' (সংগ্রাম) প্রকাশিত হয়। স্তালিন ও তাঁর অন্যতম সহযোগী কেটস্খোভেলির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই নিরবচ্ছিন্নভাবে লেনিনের 'ইস্ক্রা'র নীতি ও দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম সংখ্যায় 'সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে' শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্তালিন পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লেখেন :

'জর্জিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে এমন একটি সময় এর মধ্যেই এসে পড়েছে যখন একটি সাময়িক পত্র বিপ্লবী কার্যকলাপের অন্যতম একটি প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছে। আমাদের নবাগত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আইনানুগভাবে মুদ্রিত

সংবাদপত্রগুলো সম্পর্কে কটি কথা বলা আমরা প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের মতে এ ধরনের একটি পত্রিকাকে—যে অবস্থাধীনেই তা প্রকাশিত হোক না কেন বা যে-কোন ভাবধারাই তা ব্যক্ত করুক না কেন—তাকে তার অর্থাৎ কর্মীটির স্বার্থের মুখপত্র বলে গণ্য করা হবে একটি বিরাট ভুল। শ্রমিকদের "দেখা-শোনার" দায় রয়েছে য সরকার বাহাদুরের হাতে, এইসব সংবাদপত্রের ব্যাপারে তাদের চমৎকার একটা সুযোগ রয়েছে। তাদের অধীনে "সেন্সর" নামধারী কর্মচারীদের বিরাট একটি সম্পূর্ণ বাহিনী রয়েছে এগুলোর ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার জন্য এবং সত্যের একটি আলোকরেখাও যদি দেখা যায় তবে তাতে লাল কালি বুলিয়ে দিয়ে বা কাঁচি দিয়ে কেটেকুটে ফেলাই হল তাদের বিশেষ কাজ। "শ্রমিকদের ব্যাপারে কিছুই পাশ করে দিও না, অমুক অমুক ঘটনার কিছুই প্রকাশিত হতে দিও না, অমুক অমুক ব্যাপারে কোন আলোচনাই হতে দিও না" ইত্যাকারের সব নির্দেশ নিয়ে সেন্সরের কমিটিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সার্কুলারের পর সার্কুলার আসতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে, একটি সংবাদপত্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা একান্তই অসম্ভব ; এইসব পত্রিকার পাতায় আভাসে ইঙ্গিতেও কোন খবরের অনুসন্ধান বা শ্রমিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের একটি সঠিক মূল্যায়ন খুঁজতে গেলে একজন কর্মীকে হতাশই হতে হবে। যদি কেউ এটা বিশ্বাস করেন যে একান্ত মাঝে-মধ্যে কোন-না কোন আইনানুগভাবে মুদ্রিত পত্র-পত্রিকায় কথা প্রসঙ্গে তাদের প্রশ্নের উল্লেখমাত্র করে দুয়েক লাইন বের হয়, প্রতিক্রিয়াশীল সেন্সরের ভুলের জন্যই যা ছাড়া পেয়েছে তা দিয়ে একজন কর্মীর কোন উপকার হবে, তাহলে আমাদের বলতেই হয় যিনি এরকম টুকরো খবরের উপরই ভরসা করতে চান এবং এধরনের খণ্ডছিন্নের উপর একটি প্রচার ব্যবস্থা দাঁড় করাতে চান—তিনি চিন্তার দৈন্যই প্রকাশ করবেন।...তাহলে জর্জিয়ায় একটি স্বাধীন সাময়িকপত্র সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।' [১]

পত্রিকার নীতি ও লক্ষ্য ঘোষণা করে স্তালিন আরও লেখেন :

'জর্জিয়ান পত্রিকাকে তত্ত্ব ও কৌশলের মূলনীতি সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের ব্যাপারেই তার পাঠকদের ওয়াকিবহাল রাখতে হবে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে, প্রত্যেকটি ঘটনার উপর যথোচিত

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ

আলোকপাত করতে হবে, একটি তথ্যকেও এড়িয়ে গেলে চলবে না এবং আঞ্চলিক শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে এমন সমস্ত প্রশ্নেরই সদুত্তর উপস্থাপিত করতে হবে। জর্জিয়ার সংবাদপত্রকে জর্জিয়ান ও রাশিয়ান জঙ্গী শ্রমিকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এই পত্রিকা নিজ দেশে, রাশিয়ায় এবং বিদেশে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যা কিছু ঘটছে তার সবকিছু সম্পর্কেই তার পাঠকদের ওয়াকিবহাল রাখবে। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্নেরই সহজ-সরল উত্তর দিতে হবে জর্জিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পত্রিকাটিকে, নীতিগত প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করতে হবে, এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী যে ভূমিকা নেবে তার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে হবে এবং কর্মীদের সামনে উপস্থিত প্রতিটি ব্যাপারের উপরই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আলোকসম্পাত করতে হবে।'[১]

পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 'রাশিয়ার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি ও তার জরুরী কর্তব্য' নামে স্তালিনের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সম্পর্ক নির্দেশ করেন, সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন। সর্বহারাশ্রেণীর একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন।

শুধু পত্রিকা নয় বহু ভাষাভাষী ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষায় ইস্তাহার জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিলি করার ব্যবস্থা হয়। তিফ্লিসের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাজের বিবরণ দিয়ে লেনিনের 'ইস্ক্রা'য় বলা হয়: 'রুশীয়, জর্জীয় এবং আর্মেনীয় ভাষায় সুলিখিত ইস্তাহারে তিফ্লিসের প্রতিটি জেলা প্লাবিত হয়ে গেছে।'[২] স্তালিনের সহকর্মী কেটস্খোভেলি বাকুতে লেনিনের 'ইস্ক্রা'পন্থী এক চক্র গঠন করেন এবং একটি গোপন ছাপাখানাও স্থাপন করেন। ১৯০১ সালের ১১ই নভেম্বর একটি সম্মেলনের মাধ্যমে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির তিফ্লিস কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে স্তালিনও নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি বেশীদিন তিফ্লিসে থাকেননি। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ককেশাস অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম শ্রমিক কেন্দ্র

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড. নবজাতক সংস্করণ।

২। ইস্ক্রা, ২৫শ সংখ্যা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০২।

বাকুতে (প্রথম বাকু ও দ্বিতীয় তিফ্‌লিস) তাঁকে পাঠানো হয় পার্টির নির্দেশে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য।

শুরু হল বাটুমে, নতুন কর্মক্ষেত্রে স্তালিনের বিপ্লবী জয়যাত্রা। তুরস্কের সীমানায় অবস্থিত এই শহরে কাজ করার সময় জুগাশভিলি 'কোবা' নাম গ্রহণ করেন। তুর্কী ভাষায় 'কোবা' মানে অদম্য। পরবর্তীকালের সুপরিচিত ছদ্মনাম 'স্তালিন' ছাড়া 'কোবা' নামে তিনি বহুদিন কাজ করেন। এর মধ্যে অবশ্য বহুবার তাঁকে বিভিন্ন ছদ্মনাম নিতে হয় পুলিশের চোখে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। প্রথমেই তিনি রাজনৈতিক ধ্যানধারণাসম্পন্ন কিছু শ্রমিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং একটি মার্কসবাদী কেন্দ্র গঠন করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে রথস্‌চাইল্ড, মান্তাশেভ, সিদেরিদিস প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯০১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কোবা (স্তালিন) নববর্ষের পার্টি ছদ্মনামে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পাঠচক্রগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এই সম্মেলন থেকে তাঁর নেতৃত্বে একটি পরিচালক গোষ্ঠী নির্বাচিত হয় যারা প্রকৃতপক্ষে লেনিনবাদী ইস্‌ক্রাপন্থীদের বাটুম কমিটি হিসেবে পরিগণিত হয়।

অসাধারণ সংগঠক স্তালিন শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে একটি গোপন ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকে জলস্রোতের মত প্রবাহিত হতে থাকে স্তালিনের লেখা অগ্নিবর্ষী ইস্তাহার যা শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনার জোয়ার এনে দেয়। আরম্ভ হল শিল্পভিত্তিক ধর্মঘট। মান্তাশেভ শিল্পকেন্দ্রে স্তালিনের নেতৃত্বে ৩১শে জানুয়ারী থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে ধর্মঘট চলে তা বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। এর পরের ধর্মঘট রথস্‌চাইল্ডে। পরের পর ধর্মঘটে ভীত হয়ে সরকার বাটুমে একজন সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করল। কিন্তু কোন ফল হল না। ধর্মঘট জোরদার হতে থাকল। ৭ই মার্চ ৩২ জন ধর্মঘটী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হল। পরের দিন ৮ই মার্চ লেনিনের নেতৃত্বে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ধৃত কর্মীদের মুক্তি দাবী করল। উন্মত্ত শাসকদল ঐদিন প্রায় ৩০০ জনকে সমাবেশ থেকে গ্রেপ্তার করে নিল। ৯ই মার্চ স্তালিন বাটুমের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা থেকে ছয় হাজারেরও বেশী শ্রমিকের মিছিল সংগঠিত করলেন। বিক্ষোভকারীরা পতাকা হাতে বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে জেলখানার দিকে অগ্রসর হল যেখানে ধৃত শ্রমিকদের আটকে রাখা হয়েছিল। মানুষের মিছিলের

এই উত্তাল তরঙ্গে ভীত কাপুরুষ জার সরকার মিছিলের উপর গুলি চালায়। গুলিতে ১৫ জন শ্রমিক নিহত ও ৫৪ জন আহত হয় এবং প্রায় ৫০০ জন বিক্ষোভকারী গ্রেপ্তার হয়। ঐদিন রাতে স্তালিন এই গুলি চালনার বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ঘোষণাপত্র রচনা করেন। এইসব আন্দোলনে স্তালিনের ভূমিকা বর্ণনা করে বাটুমের অনেক বৃদ্ধ শ্রমিক বলেছেন: 'স্তালিন বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মাঝখানে থেকে নিজে এই আন্দোলন চালনা করছিলেন। কালান্দাদ্‌জে নামে একজন শ্রমিক গুলি চালনার সময় বাহুতে আহত হয়, স্তালিন তাকে ভিড়ের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসেন এবং পরে নিজেই তাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসেন।'[১]

১২ই মার্চ শহীদদের সমাধিস্থ করা হয় উপযুক্ত বৈপ্লবিক মর্যাদায় এবং ঐদিনও একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্তালিনের লেখা একটি ইস্তাহার বাটুম ও অন্যান্য শহরে বহু সংখ্যায় বিলি করা হয়। ইস্তাহারে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে স্তালিন লেখেন:

'যারা সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের শ্রদ্ধা জানাই। যে মায়ের স্তন্যে তোমরা পালিত সেই মায়েদেরও প্রণাম জানাই। শহীদের কাঁটার মুকুট যারা পরেছে, যারা মরণের মুহূর্তে বাণী দিয়ে গেছে, তাদের স্মৃতি আছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কানে কানে বলছে—"আমাদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও"।'[২]

এই সময় পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য স্তালিন শহর থেকে দূরে এক চাষী পরিবারে থাকতেন। ঐ চাষীর বাড়ীতে তাঁর ঘরে একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। ঐ মুদ্রাযন্ত্রে ইস্তাহার ছেপে মেয়েদের দিয়ে বা চাষীদের মারফৎ বিলি করতেন। বাড়ীর মালিক সরল চাষী ফলের ঝুড়িতে করে নির্দিষ্ট স্থানে ইস্তাহারগুলি পৌছে দিতেন। এইভাবে বহু কৃষক ও কৃষক মেয়ে স্তালিনের গোপন কাজকর্মে সাহায্য করত।

এইভাবে তিফ্‌লিস, বাকু, বাটুম প্রভৃতি প্রদেশে শক্তিশালী লেনিনবাদী সংগঠন গড়ে উঠার ফলে সমগ্র ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চল সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সাচ্চা বিপ্লবীদের এক দুর্জয় ঘাঁটিরূপে পরিচিত হয়। জর্জীয়, আর্মেনীয়, আজারবাইজানীয় ও রুশীয় জাতিসমূহের শ্রমজীবী মানুষ শ্রমিকশ্রেণীর

১। ই, ইয়ারোস্লাভস্কি: **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ২৯।
২। ঐ পৃঃ ৩০।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শে এই সংগঠনের মধ্যে নিজেদের শোষণমুক্তির পথের সন্ধান পান। পরবর্তীকালে লেনিন বহুবার ককেশীয় অঞ্চলের পার্টির সংগঠনকে আদর্শস্থানীয় বলে প্রশংসা করেছেন।

বাটুমের শ্রমিকদের জাগরণ ও উদ্দীপনা জার সরকারের অসহ্য হল। অবিলম্বে সমস্ত প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রমিক বস্তী ও অঞ্চলগুলির উপর, উদ্দেশ্য দলের সর্দারকে গ্রেপ্তার করা। প্রায় একমাস পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সমর্থ হলেও ১৯০২ সালের ৫ই এপ্রিল নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্যদের নিয়ে সভা করার সময় গ্রেপ্তার হয়ে যান। প্রথম তাঁকে বাটুম জেলে রাখা হয়, কিন্তু জেলে বসেও তিনি সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নেতৃত্বের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পেরে জার সরকার তাঁকে কুটাইস জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেও তিনি অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের মধ্যে লেনিনবাদী 'ইস্ক্রা'র পক্ষে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। অবশ্য কিছুদিন পরে আবার তাঁকে বাটুম জেলে আনা হয় :৯শে এপ্রিল, ১৯০৩। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিপ্লবী নায়ক স্তালিন কিন্তু কারাবাসকালে এক মুহূর্তের জন্যও দলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হননি। ইতোমধ্যে মার্চ মাসের প্রথমদিকে ককেশীয় অঞ্চলে পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস থেকে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির ককেশিয়ান শাখা গঠিত হয়। কারাবন্দী অবস্থাতেই স্তালিন এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

জেলে থাকাকালীন তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের (যাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে আসেন) কাছ থেকে পার্টির মধ্যে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মতভেদের বিষয় জানতে পারেন। জেলে বসেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি লেনিনের পক্ষে থাকবেন, বলশেভিকদের নীতিকে অনুসরণ করবেন। বাটুম জেল থেকেই তাঁকে ১৯০৩ সালের শরৎকালে পূর্ব সাইবেরিয়ার ইর্কুটস্ক প্রদেশের বালাগানস্ক জেলার নোভায়া উদা গ্রামে তিন বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়। ২৭শে নভেম্বর থেকে তাঁর এই নির্বাসিত জীবন শুরু হয়। একজন শিল্পীর আঁকা স্তালিনের এই নির্বাসনকালীন ছবি অনেকেই দেখেছেন। পায়ে বুট জুতো, গায়ে ওভারকোট, মাথায় ফারটুপি—সর্বাঙ্গ তুষারাবৃত, চেয়ে আছেন বহু দূরের দিকে—যেখানে আছে সেই মানুষগুলি যাদের মাঝে কাজ করতেন।

নির্বাসনকালেই তিনি লেনিনের কাছ থেকে একখানি ব্যক্তিগত পত্র পান। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে স্তালিন লেখেন :

"১৯০৩ সালে প্রথম আমি লেনিনের সংস্পর্শে আসি। এ কথা ঠিকই যে এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার মাধ্যমে হয়নি, পত্রালাপের দ্বারাই সংযোগ রক্ষিত হতো। এই পত্র সংযোগ আমার উপর এমন দুরপণেয় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যা পার্টিতে আমার সারা জীবনের কাজের মধ্যেও মুছে যায়নি। সেই সময় আমি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলাম·· তুলনামূলকভাবে লেনিনের চিঠি সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু তার মধ্যে আমাদের পার্টির বাস্তব কার্যাবলীর বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সমালোচনার সঙ্গে আশু ভবিষ্যতে পার্টির কাজের সামগ্রিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল।'[১]

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্টির পরিকল্পনা জানার পরে স্তালিন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, নির্বাসিত অলস জীবন তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। লেনিনের নির্দেশিত পথে বলশেভিক পার্টি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য তাঁর বিপ্লবী সত্তা উন্মুখ হয়ে ওঠে। সুযোগ সন্ধান করতে থাকেন কি করে নির্বাসিত জীবন থেকে পালিয়ে যাবেন কাজের জগতে। অবশেষে ১৯০৪ সালের ৫ই জানুয়ারী সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে পালাতে সমর্থ হন এবং নানা দুর্গম পথ ঘুরে ফেব্রুয়ারী মাসে ককেশাসের প্রথমে বাটুম এবং পরে তিফ্‌লিসে ফিরে আসেন।

নাটালিয়া কির্তাদ্‌জে তাঁর আত্মবিবরণীতে স্তালিনের নির্বাসন থেকে আসার কাহিনী বর্ণনা করেছেন :

'১৯০৪ সালের প্রথম দিকে একদিন মধ্যরাত্রে আমার দরজায় করাঘাত হল। আমি বললাম—কে ?

'আমি। আমাকে ঢুকতে দাও।

'আপনি কে ?

'আমি শোশো।

'আমার কাছে এ কথা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না তিনি আমাদের সাংকেতিক ''সহস্রায়ু হও'' কথাটি বললেন ততক্ষণ আমি দরজা খুলে দিইনি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে তিনি বাটুমে ফিরে এলেন। শোশো বললেন, আমি পালিয়ে এসেছি।'

এর কিছুদিন পরেই তিনি তিফ্‌লিসে গেলেন। আবার শুরু হল নতুন উদ্যমে নবীন পরিকল্পনায় বলশেভিক পার্টি গড়ার কাজ।

১। **স্তালিন রচনাবলী**, ষষ্ঠ খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম রুশ বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রস্তুতি

বন্দী ও নির্বাসিত অবস্থায় স্তালিনের প্রায় দুবছর কেটে যায়। কাজের মধ্যে ফিরে এসে তিনি দেখেন সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের জোয়ার অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই কংগ্রেসে অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের জয় হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে 'অর্থনীতিবাদে'র সমর্থক মার্তভের দলের পরাজয় ঘটে। এই সময় থেকেই কংগ্রেসে নির্বাচন উপলক্ষে যে-লেনিনপন্থীরা অধিকাংশ ভোট পায় তাদের বলশেভিক (কথাটি এসেছে 'বল্‌শিন্‌স্টভো' হতে, এর অর্থ 'সংখ্যাগুরু অংশ') নামে অভিহিত করা হতে থাকে।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলী বিচার করলে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়:

(ক) অর্থনীতিবাদ ও প্রকাশ্য সুবিধাবাদের উপর কংগ্রেসে মার্কসবাদের বিজয় সূচিত হল।

(খ) কংগ্রেসে কর্মসূচী ও নিয়মাবলী গৃহীত হওয়ার ফলে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির একক পার্টি হিসেবে কাঠামো তৈরী হল।

(গ) সংগঠনের প্রশ্নে সংগ্রামে সুস্পষ্টভাবে দুটি মত দেখা দিল এবং এর ফলে পার্টি বলশেভিক ও মেনশেভিক দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বলশেভিকরা বিপ্লবী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সাংগঠনিক নীতির সমর্থক এবং মেনশেভিকরা সাংগঠনিক অব্যবস্থা ও সুবিধাবাদের পৃষ্ঠপোষক।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর এই মতভেদ চরম স্তরে উন্নীত হল। সুবিধাবাদী মেনশেভিকরা 'ইস্‌ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পরাজিত হলেও এখন চাপ দিতে থাকে তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য। বলশেভিকরা তাদের দাবী অগ্রাহ্য করলে পার্টিকে লুকিয়ে মার্তভ, ট্রট্‌স্কি ও আক্সেলরড একটি উপদলীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। মার্তভের ভাষায় তাঁদের লক্ষ্য হয় 'লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা'। যদিও দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় প্লেখানভ

লেনিনের সমর্থক ছিলেন কিন্তু এই সময় থেকে পার্টি ভাঙার হুমকির ফলে তাঁদের সঙ্গে আপোষ করতে গিয়ে ক্রমশঃ লেনিনের বিরুদ্ধতায় জড়িয়ে পড়েন এবং মেনশেভিকদের দাবীগুলির পক্ষে ওকালতি করতে থাকেন। লেনিন বুঝতে পারেন 'ইস্ক্রা'কে মেনশেভিকদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না, তাই তিনি 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর 'ইস্ক্রা' ৫২তম সংখ্যা থেকে মেনশেভিকদের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

মেনশেভিকরা পার্টিতে প্রতিটি শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রকে সদস্য করার জন্য দাবী জানিয়েছিল এবং পার্টির সদস্যদের শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। লেনিন মার্কসবাদী পার্টির চরিত্র ও লক্ষ্য সম্পর্কে এই সময় 'এক পা আগে দু পা পিছে' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য মেনশেভিক-দের উপযুক্ত জবাব দেওয়া এবং বলশেভিকদের মার্কসবাদী পার্টি গঠনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা। পার্টি সংগঠনের লেনিনবাদী মত হল—মার্কসবাদী পার্টি শ্রমিক-শ্রেণীর একটি অংশ, একটি বাহিনীস্বরূপ। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনী আছে; অতএব শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিটি বাহিনীকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলা চলে না। শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য বাহিনী থেকে পার্টির প্রধান পার্থক্য হল—পার্টি একটি সাধারণ বাহিনী নয়—পার্টি হল অগ্রগামী বাহিনী; শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাহিনী, শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী বাহিনী। সমাজ জীবন, সামাজিক বিকাশের নিয়ম, শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান এই বাহিনীর হাতিয়ার এবং সে-কারণেই পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব করতে ও সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি দখল করার সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণীর হাতে এই পার্টি সংগঠন ছাড়া আর কোন হাতিয়ার নেই। লেনিন লিখেছেন:

'রাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রামে সংগঠন বিনা সর্বহারাশ্রেণীর আর কোন হাতিয়ার নেই। বুর্জোয়া জগতের অরাজক প্রতিযোগিতার রাজত্বে সর্বহারারা ছত্রভঙ্গ, পুঁজিপতিরা জবরদস্তি করে তাদের খাটিয়ে নিষ্পিষ্ট করছে, তারা প্রতি-নিয়ত চরম দুঃস্থতা, বর্বরতা ও অধঃপাতের নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। যখন মার্কসবাদী নীতির সাহায্যে তাদের মতাদর্শগত ঐক্য সংগঠনের বাস্তব ভিত্তির উপরে সুসংহত হয়ে গড়ে ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনীরূপে একসূত্রে গেঁথে দেয় তখন সর্বহারারা এক অজেয় শক্তিতে

পরিণত হতে পারে এবং অবশ্যই তা হবে। রুশ দেশের সরকার জারতন্ত্র কিংবা নির্বীর্য আন্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্রের এ বাহিনীকে বাধা দেওয়ার সাধ্য নেই।'[১]

লেনিনের এই 'এক পা আগে দু পা পিছে' বইটি পার্টি-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারিত হওয়ার পর অধিকাংশ স্থানীয় কমিটিগুলি বলশেভিকদের পক্ষে আসতে থাকে। জনসমর্থন যত বেশী করে বলশেভিকদের পক্ষে যেতে থাকে ততই মেনশেভিকদের পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৪ সালের গ্রীষ্মকালে প্লেখানভের সহায়তায় ক্রাসিন ও নস্কভ নামে দুজন বিচ্যুত বলশেভিকের সঙ্গে মিলিত চক্রান্তে মেনশেভিকরা কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ পদ দখল করে নেয়। কেন্দ্রীয় কমিটি ও মুখপত্র 'ইস্ক্রা' বেদখল হয়ে যাওয়ার ফলে লেনিন এবং বলশেভিকদের নতুন করে মুখপত্র প্রকাশ করা ও পার্টি কংগ্রেস করে সংগঠন মজবুত করার চিন্তা করতে হল। ১৯০৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী 'ভ্পেরিঃদ্' (আগে চল) নামে বলশেভিকদের মুখপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে লেনিনের পরিচালনায় বিশ জন বলশেভিককে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে এক সম্মেলন বসে এবং ঐ সম্মেলন থেকে 'পার্টির প্রতি' শীর্ষক এক আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। তিনটি প্রদেশের (দক্ষিণ, ককেশীয় ও উত্তর) বলশেভিক কমিটির সম্মেলনে সংখ্যাধিকদের কমিটিগুলোর ব্যুরো নির্বাচিত হয় এবং এই ব্যুরোর উপরই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সর্ববিধ ব্যবস্থাপনার ভার অর্পিত হয়।

মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে ককেশাসে লেনিনের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন স্তালিন। নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসেই তিনি ককেশাস অঞ্চলে পার্টিকে সুবিধাবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তীব্রতম অভিযান চালান। নিরবচ্ছিন্নভাবে বাটুম, চিয়াতুরি, কুতাইস, তিফ্লিস, বাকু এবং পশ্চিম জর্জিয়ার মফঃস্বল জেলাগুলিতে ভ্রমণ করেন এবং যেখানে পুরনো সংগঠন ছিল সেখানে রাজনৈতিক শিক্ষামূলক সভা করে বলশেভিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং যেখানে সংগঠন ইতিপূর্বে ছিল না সেখানে নতুন করে স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। এইভাবে স্তালিন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সমগ্র ককেশাসে বলশেভিক সংগঠনের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে ওঠে।

১। লেনিন: **নির্বাচিত রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০।

পার্টি সংগঠনের পাশাপাশি স্তালিন শ্রমিকদের নিজস্ব জীবন-জীবিকার সংগ্রামের প্রতিও সমপরিমাণ দৃষ্টি রাখেন। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাকুতে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হয়, নেতৃত্বে থাকেন স্তালিন ও জা পারিজে। আঠারো দিন ধর্মঘট চলার পর বাকুর তেল মালিকদের সঙ্গে এক যুক্ত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে শ্রমিকদের জয় হয়। রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই হল প্রথম শ্রমিক-মালিক চুক্তি। বৃহত্তর ককেশীয় অঞ্চলে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ভিত্তিমূলে ছিল বাকুর এই ধর্মঘট। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাসে ধর্মঘটের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'বলশেভিকদের বাকু কমিটির নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে বাকু শহরে শ্রমিকদের এক বিরাট ও সুসংবদ্ধ ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটে শ্রমিকরা বিজয়ী হন এবং তেল-খনির শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি সমষ্টিগত চুক্তি হয়। রুশ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের চুক্তি এই প্রথম হল। ট্রান্স ককেশীয় ও রুশ দেশের নানাস্থানে বিপ্লবী জাগরণের সূচনা হল এই বাকু ধর্মঘট। সারা রুশ দেশ জুড়ে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে গৌরবময় সংগ্রাম চলল বাকু ধর্মঘট হল তারই পূর্বসংকেত। এই ধর্মঘট যেন বিপুল বিপ্লবী ঝঞ্ঝা র আহ্বানে বজ্রধ্ব'নর মতো শুনালো।' (পৃঃ ৭১-৭২।)

ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটির সঙ্গে লেনিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় থাকে। মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, জাতীয়তাবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন স্তালিন এবং তাঁর প্রধান হাতিয়ার ছিল ককেশাস থেকে প্রকাশিত পার্টি পুস্তক-পুস্তিকাগুলি, যার অধিকাংশের রচয়িতা তিনি নিজেই। এত অধিক সংখ্যক ইস্তাহার, পুস্তিকা, গ্রন্থ আর রাশিয়ার আর কোন অঞ্চলে প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়নি। এই প্রচার অভিযানে প্রধান সহায় ছিল তিফ্‌লিসের আভ্‌লাবার ছাপাখানাটি ; পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে স্তালিন এই ছাপাখানাটি চালু রাখেন ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত। এই ছাপাখানা থেকে অনেক মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। যেমন : লেনিনের 'দি রিভলিউ-শনারি ডিমোক্র্যাটিক ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত এণ্ড দি পেজান্ট্রি,' 'টু দি রুরাল পুওর' ; স্তালিনের 'ব্রিফ্‌লি এবাউট দি ডিসএগ্রিমেণ্টস ইন দি পার্টি', 'টু ক্লাসেস,' পার্টি কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র এবং আরও অনেক ইস্তাহার

যার অধিকাংশই স্তালিনের রচনা। এই ছাপাখানা থেকেই 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা' (সর্বহারার সংগ্রাম) ও 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা পুর্তসেলি' (সর্বহারার সংগ্রামের অগ্রদূত) নামে সংবাদপত্র দুটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। রুশীয়, জর্জীয় ও আর্মেনীয় ভাষায় একযোগে পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার, পুস্তক-পুস্তিকা এই ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়।

ককেশাস অঞ্চলে বলশেভিক মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে স্তালিন প্রতিষ্ঠিত 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা' সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল লেনিন সম্পাদিত কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রলেতারী'র পরেই। প্রলেতারীর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি এই পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হতো এবং বাকী অধিকাংশ রচনাই লিখতেন স্তালিন স্বয়ং। এই প্রবন্ধগুলিতে বিরুদ্ধবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে যে সমস্ত তত্ত্বগত ও কৌশলগত বক্তব্য উপস্থাপিত হতো সংগঠনের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা অপরিসীম বলে বিবেচিত হয়। লেনিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্তালিনের এই প্রবন্ধগুলিকে সাধুবাদ জানান মার্কসবাদী চিন্তা ও উচ্চমানের জন্য।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'পার্টিতে মতদ্বৈধতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য', 'ক্যুতাইয়ের চিঠি' এবং 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের উত্তরে' প্রভৃতির ভূমিকা ঐতিহাসিক। 'ক্যুতাইয়ের চিঠি' (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৪) প্রবন্ধে স্তালিন নতুন মেনশেভিক পরিচালিত 'ইস্ক্রা'য় লেনিনের 'কী করতে হবে' কেন্দ্রিক প্লেখানভের প্রতিবিপ্লবী রচনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সাচ্চা মার্কসবাদী পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি শ্রমিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততা ও চেতনা সম্পর্কিত প্রশ্নে লেনিনের মতবাদের সমর্থনে লড়াই চালান। তিনি লেখেন:

"কী করতে হবে" তা ব্যাখ্যা করে প্লেখানভ যে প্রবন্ধগুলো লিখেছেন তাও আমি পড়েছি। হয় লোকটির মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, আর নয়তো ঘৃণা ও বৈরিতাই তাকে চালনা করেছে। আমার মনে হয় দুটোই কাজ করেছে। মনে হচ্ছে প্লেখানভ "নতুন সমস্যাগুলোর" পিছনে পড়ে আছেন। তিনি কল্পনা করে নিয়েছেন যে তাঁর সামনে সেই পুরনো বুদ্ধিবাদীরাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং তিনি তাঁর সেই পুরনো ভঙ্গিতেই বারবার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন: "সামাজিক চেতনা সামাজিক অস্তিত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, ভাবাদর্শ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না"। যেন লেনিন বলেছেন যে মার্কসের সমাজতন্ত্র দাস ব্যবস্থা এবং ভূমিদাস ব্যবস্থার অধীনেই সম্ভবপর হবে! স্কুলের

বাচ্চারাও জানে যে "ভাবাদর্শ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না।" যাই হোক, প্রশ্নটা হচ্ছে যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমস্যার সম্মুখীন।…এখন আমরা যাতে যাতে আগ্রহী তা হল কিভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবগুলিকে একটা অখণ্ড ভাবধারায় (সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে রূপায়িত করা যায়, কিভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবগুলিকে এবং ভাবের ইঙ্গিতগুলিকে সংযোজিত করে একটি সুসমঞ্জিত ভাবধারায় (সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে) রূপ দেওয়া যায়, আর কে তা করবে, কে সেগুলোকে দেবে সুসমন্বিত রূপ। জনসাধারণ কি তাদের নেতাদের সামনে একটা কর্মসূচী এবং সেই কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত মূল নীতিগুলি এনে দেয়, না, নেতারা সেগুলি দেন জনসাধারণকে? জনসাধারণ নিজেরা এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনই যদি আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বটি এনে দেয়, তাহলে সংশোধনবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জুবাতেভিজম এবং নৈরাজ্যবাদের বিষাক্ত প্রভাব থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য ঝামেলা পোহানোর কোন দরকারই নেই: "স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নিজের থেকেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়।" ·· এ থেকে যে সিদ্ধান্তে (বাস্তব বক্তব্যে) উপনীত হতে হয় তা হচ্ছে: শ্রমিকশ্রেণীকে তার যথার্থ শ্রেণীস্বার্থের চেতনায়, সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শের চেতনায় উন্নীত করতে হবে এবং এই ভাবাদর্শকে খণ্ডে খণ্ডে পর্যবসিত করা বা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া চলবে না। এই বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হবার তত্ত্বগত ভিত্তিটি উপস্থিত করেছেন লেনিন। আর এই তত্ত্বগত ভিত্তিটি গ্রহণ করাই যথেষ্ট, তাহলে সুবিধাবাদ আপনার ধারেকাছেও ঘেঁষবে না। লেনিনের তত্ত্বের তাৎপর্য রয়েছে এখানেই।'[১]

১৯০৫ সালের প্রথম দিকে লিখিত ও মে মাসে প্রকাশিত স্তালিনের 'পার্টিতে মতভেদ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য' শীর্ষক পুস্তিকাটি বলশেভিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ সংযোজন। এই পুস্তিকা লেনিনের 'কী করতে হবে'র পরিপূরক। এখানে লেনিনের বক্তব্যের সারবত্তা উচ্চে তুলে স্তালিন অনেকখানি বিকশিত করেছেন। শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি লেনিনের মতো তিনিও শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন অর্থনৈতিক আন্দোলন কিছু নয়, সমাজতান্ত্রিক আদর্শই সবকিছু—এই একদেশদর্শিতাও বর্জনীয়। স্তালিনের জিজ্ঞাসা—শ্রমিক আন্দোলন কিছু নয়, সমাজতন্ত্রই সব কিছু—একথা কি বলা

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ

যায়? উত্তরে নিজেই বলেছেন: 'অবশ্যই না। একমাত্র ভাববাদীরা এ কথা বলে। কোন এক সময়, যদিও সে-সময় আসতে বেশ দেরি হবে, অর্থনৈতিক বিকাশ অনিবার্যভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজবিপ্লবে পৌঁছে দেবে এবং পরবর্তীকালে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করবে। কিন্তু একটি কথা—এই পথ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী এবং কষ্টসাধ্য।'[১]

স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক চেতনার মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে স্তালিন সমস্ত দিক বিবেচনা করে উক্ত প্রবন্ধে লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করেন:

'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তাহলে কি? তা হল এমন একটা দিক্‌নির্ণায়ক যন্ত্র যা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থেকে এমন জং ধরে যায় যে তাকে ফেলে দিতে হয়।

'সমাজতন্ত্রবিহীন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনটি তাহলে কি? তা হল দিক্‌-নির্ণায়ক যন্ত্রহীন একটা জাহাজের মতো যা এদিক-সেদিক করে শেষ পর্যন্ত অন্য উপকূলে পৌঁছাবে ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রটি থাকলে অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক অল্প ঝুঁকি নিয়েই সেখানে পৌঁছাতে পারতো।...

'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করুন সমাজতন্ত্রকে, তাহলে আপনি পাবেন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আন্দোলন যা আপনাকে সোজা দ্রুত পৌঁছিয়ে দেবে "প্রতিশ্রুত দেশে"।'[২]

এই পুস্তিকায় স্তালিন স্বতঃস্ফূর্ততার সুবিধাবাদী চিন্তাকে পর্যুদস্ত করে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী পথ ও বিপ্লবী তত্ত্বের অসাধারণ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি লিখেছেন:

'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে, বাস্তব কার্যকলাপ এবং তত্ত্বগত চিন্তাকে একত্র মিলাতে হবে এবং এভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক চরিত্র দিতে হবে, কারণ "শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্মিলনই হল সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাসি"। তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে একটা শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর থেকে একটা বিপুল শক্তিতে পরিণত হয়।... আমাদের কর্তব্য, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হল শ্রমিকশ্রেণীর

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।
২। ঐ।

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সংকীর্ণ ট্রেড ইউনিয়নবাদের পথ থেকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পথে নিয়ে আসা। আমাদের কর্তব্য হল এই আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রবর্তন করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর শক্তিসমূহকে একটি কেন্দ্রীভূত পার্টিতে সংঘবদ্ধ করা। আমাদের কর্তব্য হল সব সময় আন্দোলনের সম্মুখভাগে থাকা এবং যারা এই কাজটি সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে তা তারা শত্রু হোক বা 'মিত্র'ই হোক সেই শক্তির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।'[১]

স্তালিনের এই সব প্রবন্ধ লেনিন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। উপরোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেনিন 'প্রলেতারী'র ২২ নং সংখ্যায় মন্তব্য করেন: শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চারের প্রশ্নে এ এক 'চমৎকার সূত্রায়ণ'। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর মতাদর্শগত বিতর্ক যখন উচ্চগ্রামে পৌছয় তখন স্তালিন লেনিনবাদের সপক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন যেগুলি মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। লেনিন 'এক পা আগে দু পা পিছে' গ্রন্থে সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে বলশেভিকদের নীতি বিষয়ে যে বিশ্লেষণ রাখেন তাকেই সমর্থন করে এবং পার্টি গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদকে অনুসরণ করে স্তালিন তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন: 'শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি' (১লা জানুয়ারী, ১৯০৫)। এই প্রবন্ধে স্তালিন বলেন:

'এযাবৎকাল আমাদের পার্টির ধরন-ধারণ ছিল অতিথিপরায়ণ কর্তা-শাসিত একটা পরিবারের মতো—সকল দরদীর জন্যই সেখানে ঠাঁই ছিল। কিন্তু এখন পার্টি হয়েছে একটা কেন্দ্রীভূত সংগঠন। গোষ্ঠী-কর্তার শাসনের দিকটা খসে গিয়ে সব দিক থেকে তা হয়ে উঠেছে একটা দুর্গের মতো, যার দরজা একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যই উন্মুক্ত। এটা আমাদের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বৈরতন্ত্র যখন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনাকে "ট্রেড ইউনিয়নবাদ", জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা প্রভৃতির মাধ্যমে কলুষিত করার চেষ্টা করছে, আবার অন্যদিক থেকে উদারনীতিবাগীশ বুদ্ধিজীবীর দল ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে বিনষ্ট করতে এবং নিজেদের মাতব্বরি শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিতে—তখন আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে এবং আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের পার্টি হল একটা দুর্গ, এই দুর্গের দরজা খোলা হবে কেবল তাদেরই জন্য যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন।...সুতরাং

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সভ্য তিনিই হবেন যিনি এই পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেন, পার্টিকে আর্থিক সাহায্য দেন এবং পার্টির কোনও একটা সংগঠনে কাজ করেন।'[১]

এই পর্যায়ে কয়েক মাস আগে লিখিত তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'জাতিগত প্রশ্নে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দৃষ্টিকোণ' (সেপ্টেম্বর, ১৯০৪)। এই প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবাদী নানা প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ আনার সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বহারার শ্রেণী-সংগঠন গড়ার আহ্বান জানান। তাঁর পরবর্তীকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্বমূলক রচনা 'মার্কসবাদ ও জাতীয় প্রশ্ন'-এর সূচনা এই প্রবন্ধে।

এদিকে সমগ্র রাশিয়ার বুকে তখন অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। জার শাসন অবিন্যস্ত, হয়ে উঠেছে, চতুর্দিকে টলটলায়মান অবস্থা। শ্রমিক আন্দোলন উত্তাল, কৃষকরাও সংগঠিত হতে শুরু করেছে, এমনকি সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা দিয়েছে বাঁধন ছেড়ার ইঙ্গিত। খাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা-হীনতা, পোশাক-পরিচ্ছদের অপ্রতুলতা শ্রমিকদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। জারের হয়ে দূর প্রাচ্যে গিয়ে মশা-মাছির মতো মরতে তারা আর রাজী নয়। তাই দেখা দিতে লাগল বিক্ষোভ, প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ। অপরদিকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে আমদানী অর্থ ক্রমশ কমতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদীরা বেতো ঘোড়ার পিছনে অর্থ লগ্নী করতে দ্বিধান্বিত। জারের নিজস্ব কোষাগারও শূন্য হতে লাগল। শিল্পক্ষেত্রে সংকট দিনের পর দিন তীব্র হয়ে উঠছে, কল-কারখানায় তালা ঝুলছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রুটি ও কাজের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের ক্ষুধার জ্বালা আরও তীব্র।

সংকট জর্জরিত জার সরকার উপায়ান্তর না দেখে বকধার্মিকের মতো সাম-রিক সমঝওতার ফিকির খুঁজতে শুরু করেছে এবং উদারনীতিবাদীদের মাধ্যমে আবেদন-নিবেদনের পথ ধরেছে। কিন্তু সাচ্চা বিপ্লবীরা এই ধাপ্পায় ভুলবে কেন? বিশেষতঃ যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন লেনিন ও স্তালিনের মতো নেতারা। স্তালিনের স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টবাদিতা জারের অপকৌশলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিল। তিনি 'ককেশাসের শ্রমিক ভাইসব, প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে!' শীর্ষক ইস্তাহারে জনগণের উদ্দেশ্যে লিখেছেন:

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

'স্বৈরতন্ত্র নির্লজ্জের মতো আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার রক্তমাখা হাত আর সমঝওতার পরামর্শ। ওরা এক ধরনের "সম্রাটের সনদ" জারী করেছে যাতে আমাদের এক ধরনের "স্বাধীনতার" প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।…ধাপ্পাবাজ বদমাশ! ওরা ভাবছে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত সর্বহারা মানুষকে ওরা কথা দিয়ে পেট ভরিয়ে দেবে! তারা আশা করছে কোটি কোটি রিক্ত উৎপীড়ক কৃষককে কথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে! প্রতিশ্রুতির জল ছিটিয়ে যুদ্ধের বলি—শোকাকুল ক্রন্দনরত পরিবারগুলিকে শান্ত করতে পারবে! হায়রে হতচ্ছাড়া শয়তানের দাস! এ হল ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরে পরিত্রাণের চেষ্টা!

'হ্যাঁ কমরেডরা, জার সরকারের সিংহাসনের ভিত্তিটাই কেঁপে উঠছে। যে সরকার আমাদের নিঙড়ে আদায় করা ট্যাক্স দিয়ে আমাদের ঘাতকদের—মন্ত্রী, রাজ্যপাল, নগরপাল, কারাপাল, পুলিশ অধিকর্তা, **ঠাঙাড়ে বাহিনী আর গোয়েন্দাদের**—পুষছে; যে সরকার আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরই ভাই, আমাদেরই সন্তান-সৈন্যদের বাধ্য করছে আমাদের রক্ত ঝরাবার জন্য; যে সরকার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে জমিদার ও মালিকদের প্রতিদিনের লড়াইয়ে মদত দিচ্ছে; যে সরকার আমাদের হাত-পা বেঁধে আমাদের সমস্ত অধিকার-বঞ্চিত ক্রীতদাসে পরিণত করেছে; যে সরকার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় আমাদের মানবিক মর্যাদাকে—আমাদের পরমতম সম্পদকে পদদলিত করেছে—আজ সেই সরকারই খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে, বুঝতে পারছে তার পায়ের তলার মাটিই ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

'এই তো হল প্রতিশোধ নেবার সময়! ইয়ারোস্লাভল, দমব্রাউয়া, রিগা, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, বাতুম, তিফ্লিস, জ্লাতাউস্ত, তিখোরেতস্কায়া মিখাইলোভা কিশিনেভ, গোমেল, ইয়াকুৎস্ক, গুরিয়া বাকু এবং অন্যান্য জায়গায় আমাদের যে নির্ভীক কমরেডরা নির্মমভাবে জারের কামানের গোলার মুখে নিহত হয়েছেন—এই তো হল তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার সময়! দূর প্রাচ্যের রণক্ষেত্রে যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ হতভাগ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই তো হল সেই সরকারের কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় তার মূল্য আদায় করার সময়! এই তো হল তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের চোখের জল মুছে দেবার সময়! যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা আর শৃঙ্খলের নির্লজ্জ বাঁধনে এতদিন আমাদের বেঁধে রাখার জন্য এই সরকারের কাছ থেকে জবাব নেবার এই তো সময়! জারের

সরকারকে খতম করার এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য পথ পরিষ্কার করার এই তো সময়। এই তো হল জারের সরকারকে ধ্বংস করার সময়। এবং আমরা তাকে ধ্বংস করবই।'[১]

প্রথম রুশ বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে তখন। স্তালিন দৃঢ়তার সঙ্গে লেনিনের রণনীতি ও রণকৌশল এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের তত্ত্বকে অনুসরণ করেন এবং প্রচার করতে থাকেন। ইতিমধ্যে উদারনীতিবাদীরা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি লক্ষ্য করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জারের সঙ্গে আপোষ করার জন্য। এ এক নতুন বিপদ। বিপ্লবের ভয়ংকর মূর্তিতে ভীত এই সব সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিন ও স্তালিনকে নিদারুণ সংগ্রাম করতে হয়। এঁদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে স্তালিন ঐ ইস্তাহারে ঘোষণা করেন :

'জারের টলটলায়মান সিংহাসনকে রক্ষা করার জন্য উদারনৈতিক মহাশয়রা অনর্থক পণ্ডশ্রম করছে। অনর্থক তারা জারকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে। তারা তার কাছে ভিক্ষা চাইছে, তাদের "খসড়া সংবিধানে"র সপক্ষে তার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করছে, যাতে ছোটখাটো **সংস্কারের** মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের পথটি তৈরি করে নেওয়া যায়, জারকে তাদের হাতিয়ারে পরিণত করা যায়, জারের স্বৈরতন্ত্রের জায়গায় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বৈরাচার কায়েম করে তারপর শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক জনতাকে ধারাবাহিকভাবে শুরু করে দেওয়া যায়। অন্যদিকে উৎপীড়িত জনসাধারণ প্রস্তুত হচ্ছে **বিপ্লবের জন্য,** জারের সঙ্গে আপোষরফার জন্য নয়। "কবরে গেলেই শুধু কুঁজোর পিঠ সোজা হবে" এই প্রবাদকেই তারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রয়েছেন। হ্যাঁ ভদ্রলোকেরা, আপনাদের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক! রাশিয়ার বিপ্লব অনিবার্য। সূর্য ওঠার মতই তা অবধারিত। সূর্য ওঠা ঠেকাতে পারবেন আপনারা? এই বিপ্লবের প্রধান শক্তি হল গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সর্বহারা এবং তার পতাকাবাহী হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি। হে উদারনৈতিক ভদ্রলোকরা, আপনারা নন।'[২]

ইতিমধ্যে জার সরকার জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে চীন দেশকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা লেগে যায়। রাশিয়া চীনের কিছু অংশ দখল

১। **স্তালিন রচনাবলী,** ১ম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।
২। ঐ।

করে নেয়, বিশেষ করে রেলপথ স্থাপনের অধিকার তারা লাভ করে। জার উত্তর মাঞ্চুরিয়া দখল করে কোরিয়ার দিকে হাত বাড়ায়। স্বভাবতই তৎকালীন অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান রাশিয়ার এই প্রসার ভাল চোখে দেখেনি। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা। চীনে রুশ দখলীকৃত অঞ্চলের উপর জাপান আক্রমণ হানল। রাশিয়ার বুর্জোয়ারা ব্যবসার জন্য নতুন বাজার পাওয়ার আশায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য জারকে উৎসাহ দিল। এদিকে জারের তরফে যুদ্ধ ঘোষণার অপেক্ষা না করেই জাপান ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে যুদ্ধ ঘোষণা করে পোর্ট আর্থারের রুশ দুর্গ আক্রমণ করে। এইভাবে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হল। জার সরকার ভেবেছিল যুদ্ধ জার শাসনের রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু এ হিসাব সঠিক ছিল না পূর্বেই বলা হয়েছে। অনুপযুক্ত জারের সৈন্যরা প্রচণ্ডভাবে মার খেল। এই যুদ্ধে তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে এক লক্ষ কুড়ি হাজারের মত মারা যায়, আহত বা বন্দী হয়। সুশিমা প্রণালীতে ভয়ংকর যুদ্ধে জারের কুড়িখানা জাহাজের মধ্যে তেরখানা ডুবে যায় এবং চারখানা অচল হয়ে যায়। সুতরাং যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে জার জাপানের সঙ্গে একটি অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হয়। জাপান কোরিয়া দখল করে এবং আর্থার ও সাখালিন দ্বীপের অর্ধাংশ রাশিয়ার থেকে কেড়ে নেয়।

জনসাধারণ এ যুদ্ধ চায়নি। যুদ্ধে যে সাধারণ মানুষের উপকার হয় না বরং অর্থনৈতিক সংকট বাড়ে তা তারা বুঝতে পেরেছিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে বলশেভিকদের ধারণাও ছিল ভিন্ন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে বলা হয়েছে :

'মেনশেভিকদের মধ্যে ট্রট্স্কিও ছিল—তারা দেশ রক্ষাবাদের পঙ্কে ডুবেছিল অর্থাৎ জার, জমিদার ও পুঁজিদারদের পিতৃভূমি রক্ষায় সামিল হচ্ছিল। অপরদিকে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা বলল যে, এই দস্যু-যুদ্ধে জার সরকারের পরাজয়ই প্রয়োজন, কারণ পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্র দুর্বল হবে ও বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।·· লেনিন লিখলেন যে পোর্ট আর্থারের পতনের অর্থ হল স্বৈরতন্ত্রের পতনের সূচনা। বিপ্লবকে রোধ করার জন্য জার যুদ্ধকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু হল সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশ-জাপান যুদ্ধ দ্রুত বিপ্লব আরম্ভ করার কাজ ত্বরান্বিত করল।' (পৃঃ ৭১।)

এই সময় রাশিয়ার সাধারণ মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে উপরোক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে :

'জারের রাশিয়ার পুঁজিদারদের জোয়ালকে জারতন্ত্রের জোয়াল আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। শ্রমিকদের যে কেবল পুঁজিবাদী শোষণ ও অমানুষিক পরিশ্রমের কষ্ট সহ্য করতে হতো তাই নয়, সমগ্র জনগণের সঙ্গে তাদেরও সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। সুতরাং রুশনীতির দিক থেকে অগ্রসর শ্রমিকরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শহর ও গ্রামের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির বিপ্লবী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করল। জমির অভাবের দরুণ এবং ভূমিদাস প্রথা টিঁকে ছিল বলে চাষীরা নিদারুণ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ছিল; জমিদার ও কুলাকদের দাসত্ব করেই তারা জীবনযাপন করত। জারের রাশিয়ায় যে নানা জাতি বসবাস করত তারা একদিকে নিজেদের জমিদার ও পুঁজিদার এবং অন্যদিকে রুশ জমিদার ও পুঁজিদার—এই দ্বৈত চাপে আর্তনাদ করত। ১৯০০-০৩ সালের অর্থনৈতিক সংকটে শ্রমিক সাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধ এই দুর্দশাকে আরও নিদারুণ করে তুলল। জার শাসনের প্রতি জনসাধারণের যে বিদ্বেষ ছিল, যুদ্ধে পরাজয় সে বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন যোগাল। জনগণের ধৈর্যচ্যুতি হয়ে আসছিল। (পৃঃ ৭১।)

সাধারণ মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে অর্থাৎ তারা আর এই শোষণ মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তাই শুরু হল কলেকারখানায় শ্রমিকদের সংগ্রাম—দাবী মূলতঃ অর্থনৈতিক। সমগ্র রাশিয়ায় বিশেষতঃ পিটার্সবুর্গে তখন চলেছে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘটের প্রস্তুতি। শ্রমিকদের মধ্যে এই ধুমায়মান বিক্ষোভকে লক্ষ্য করে জার সরকার অঙ্কুরেই তাকে বিনাশ করার জন্য গাপন নামে এক পাদরিকে দিয়ে 'রুশ কারখানা শ্রমিক সভা' নামে একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলে। সরকারের দালাল হিসেবে গাপন শ্রমিকদের মধ্যে দাবী-দাওয়া জারের হাত থেকে পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শ্রমিকদের বলশেভিকদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। বিশ্বাসঘাতক গাপন শ্রমিকদের আশ্বাস দেয়, গির্জার পতাকা ও জারের ছবি নিয়ে জারের শীত-প্রাসাদে মিছিল করে গেলে দাবী-দাওয়া সব আদায় হবে। বলশেভিকরা শ্রমিকদের সভায়-নিজেদের পরিচয় না দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেন জারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে দাবী আদায় করা যাবে না, অন্য কায়দায় লড়তে হবে। বলশেভিকরা শ্রমিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তাদের উপর গুলি চলতে পারে। গাপনের প্রতিশ্রুতি পশ্চাদপদ শ্রমিকদের মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে মিছিল বন্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কাছে তারা

যে মর্মান্তিক অভ্যর্থনা পেল—তার ফলে সহস্রাধিক শ্রমিক নিহত হল এবং কয়েক সহস্র গুরুতরভাবে আহত হল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের রাজপথ শ্রমিকদের রক্তে প্লাবিত হয়ে গেল।

বলশেভিকরা মিছিলে শ্রমিকদের সঙ্গেই ছিল। তাদেরও বেশ কিছু মারা গেল বা গ্রেপ্তার হল। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকল। জারের প্রতি শ্রমিকদের মনে যে বিশ্বাস খানিকটা গড়ে তোলা হয়েছিল তা এক আঘাতে চুরমার হয়ে যায়। সেদিনই শ্রমিক মহল্লাগুলিতে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করা হল। শ্রমিকরা ঘোষণা করল: 'জার আমাদের যা দিয়েছে—এখন আমরা তা ফেরৎ দেব।' জারের এই ভয়াবহ নৃশংসতার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, শুরু হল সাধারণ ধর্মঘট। কণ্ঠে তাদের একটিই শ্লোগান—স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক। জানুয়ারী মাসেই ধর্মঘটীদের সংখ্যা দাঁড়াল চার লক্ষেরও বেশী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম রুশ বিপ্লবের অভ্যুত্থান ও পরাজয়

সমগ্র রুশ ব্যাপী রাজনৈতিক ধর্মঘট শ্রমিকদের মধ্যে এক ব্যাপক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি গড়ে তুলছিল। শ্রমিকশ্রেণী আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। গ্রামে গ্রামে কৃষকরাও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে ইতস্তত: সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করতে থাকে। ককেশাস অঞ্চলে স্তালিন ও তাঁর সহযোগীদের প্রধান কাজ হল সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করা এবং অস্ত্র সংগ্রহ করা। ১৯০৫ সালের ২৬শে মার্চ 'প্রকৃত অবস্থা কী' শীর্ষক একটি ইস্তাহারে বিপ্লবী পরিস্থিতির এক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয় শ্রমিকশ্রেণীই জারতন্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত সকল সম্প্রদায়কে একত্রিত করে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিগত দিনগুলির ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, শ্রমিকশ্রেণীই বিপ্লবের পতাকাবাহী এবং প্রধান শক্তি। এই ইস্তাহারে পার্টির সংহতি প্রতিষ্ঠা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য সকলকে আহ্বান জানান হয়। এতে বলা হয়, পার্টির কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্র আমরা বিদ্রোহ করে অস্ত্রাগার, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, রেলওয়ে প্রভৃতি দখল করার জন্য প্রস্তুত থাকব। তাছাড়া আমাদের দেখতে হবে যেন প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলো যুগপৎ আক্রমণ করা যায়, যাতে সরকার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ না পায়।

১৫ই জুলাই, ১৯০৫ 'শ্রমিকের সংগ্রাম' পত্রিকায় স্তালিনের 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং আমাদের রণকৌশল' প্রবন্ধে বলা হয়: 'জারতন্ত্রের সর্বশেষ প্রক্ষেপের আস্ফালন—সর্বপ্রকার নিপীড়নের তীব্রতম প্রয়োগ, অর্ধেক দেশ জুড়ে সামরিক আইন ঘোষণা এবং ফাঁসিকাঠের বহুগুণ সংখ্যাবৃদ্ধি—এইসব কিছুর পাশাপাশি লিবারেলদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছে মনোহরণ বাক্যচ্ছটা আর সংস্কারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি—কিন্তু এর কোনটাই জারতন্ত্রকে ইতিহাস-নির্দেশিত ভবিতব্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। স্বৈরতন্ত্রের দিন ঘনিয়ে এসেছে; ঝড় আসছে অনিবার্য গতিতে। একটা নতুন সমাজব্যবস্থা

এর মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে সমগ্র জনগণের স্বাগত অভিনন্দন ধ্বনির মধ্য দিয়ে নব বিধান ও নব জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে।'[১]

আসন্ন অভ্যুত্থানে শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টির প্রকৃত ভূমিকা নির্দেশ করে স্তালিন বলেন :

'ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচার এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সকলেই মেনে নেবে। কিন্তু এর বেশী কোন নির্দেশ না দেওয়া হলে সেটা জীবনমরণ সমস্যার সমাধান এড়িয়ে যাওয়া হবে অথবা এতে জাগ্রত বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মনীতি গ্রহণ করবার সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। অবশ্য আমরা রাজনৈতিক প্রচারের কাজ দ্বিগুণভাবে চালাব, শুধু শ্রমিকশ্রেণী নয় "জনগণে"র বিভিন্ন স্তরের যে মানুষেরা ক্রমশঃ বিপ্লবে যোগদান করছে তাদের উপরেও আমরা আমাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করব। জনসাধারণের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অভ্যুত্থান যে প্রয়োজন—এই ভাবনাকে আমরা জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করব। কিন্তু একমাত্র এর মধ্যেই আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। নিজের শ্রেণী-সংগ্রামের উদ্দেশ্যে আসন্ন বিপ্লবকে কাজে লাগাতে শ্রমিকশ্রেণী যাতে সমর্থ হয়, এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনে—যে-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের জন্য পরবর্তী সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী নিশ্চয়তা এনে দেবে তেমন এক ব্যবস্থা স্থাপনে—শ্রমিকশ্রেণী যাতে সমর্থ হয় তারই জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে—যে শ্রমিক-শ্রেণীর চারপাশে আজ জারের বিরোধীরা এসে সমবেত হচ্ছে—সেই শ্রমিক-শ্রেণীকে শুধু সংগ্রামের কেন্দ্র হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে অভ্যুত্থানের নেতা ও পথপ্রদর্শক। শ্রমিকশ্রেণীর সামনে জীবন আজ যে নতুন কর্তব্য-গুলো এনে হাজির করছে তা হল সমগ্র রাশিয়া ব্যাপী অভ্যুত্থানের এই প্রযুক্তিগত পরিচালনার আয়োজন করা এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা। আর আমাদের পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা হতে চায় তাহলে এই নতুন কর্তব্যগুলো অগ্রাহ্য করতে পারবে না।...

'এইরূপ সর্বতোভাবে বিদ্রোহের জন্য আয়োজন করলে তবেই সমাজতন্ত্রী দল স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের আসন্ন সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। সংগ্রামের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারলে তবে শ্রমিকরা পুলিশ ও সৈন্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘর্ষগুলিকে দেশব্যাপী বিদ্রোহে পরিণত করতে পারবে যাতে জার

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

সরকারের পরিবর্তে আমরা এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারব।'[১]

রুশ দেশে বিপ্লব শুরু হয়ে গেল বলা চলে। শ্রমিক ধর্মঘট বহু জায়গায় পুলিশ ও জার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হল। বিশেষ করে মে দিবসের সমাবেশের উপর বিভিন্ন স্থানে সরকারী আক্রমণ ও গুলিবর্ষণ চলে। ওয়ারশতে সমাবেশের উপর গুলি চালিয়ে কয়েকশ মানুষকে হত্যা করা হয়। তার প্রতিবাদে পোলিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের আহ্বানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই ঘটনার পর থেকে সারা মে মাস ধরেই সভা, মিছিল, ধর্মঘট নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে সমগ্র রাশিয়ায়। প্রায় দু'লক্ষ শ্রমিক এইসব ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। বাকু, লজ ও ইভানোভোভেজনেসেনস্ক অঞ্চলে পরের পর সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয় এবং জারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। পোলিশ শিল্পকেন্দ্র লজে এই সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। পথে পথে শ্রমিকদের ব্যারিকেড রচিত হয় এবং ২২ থেকে ২৪শে জুন, ১৯০৫ সালে জারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে তীব্রতম লড়াই চলে। লেনিন এই লড়াইকে রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রথম সশস্ত্র লড়াই বলে অভিহিত করেন। বলশেভিক উত্তরাঞ্চলীয় কমিটির নেতৃত্বে ইভানোভোভেজনেসেনস্কতে প্রায় আড়াই মাস যাবৎ শ্রমিক ধর্মঘট চলে। সহস্র সহস্র ধর্মঘটী শ্রমিক শহরের বাইরে টাল্কা নদীর ধারে প্রতিদিন সমবেত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করত। জার সরকার বারবার এই সমাবেশের উপর গুলি চালিয়েও শ্রমিকদের কাজে ফেরাতে সমর্থ হয়নি। এই ধর্মঘটী সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী হয়। এই ধর্মঘট কেন্দ্রিক শ্রমিকদের পরিচালক পর্ষৎই রাশিয়ার শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রথম সোভিয়েতগুলোর অন্যতম।

এই ধর্মঘটের প্রভাব গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বিভিন্ন স্থানে 'কৃষকদের বিপুল জনতা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান করে তাদের কাছারী, চিনির কল ও মদের ভাঁটি আক্রমণ করল। জমিদারদের প্রাসাদ ও খামার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। বহু জায়গায় কৃষকরা জমি দখল করে বসল, বনজঙ্গল সাফ করে বসত করতে লাগল এবং দাবী জানাল জমিদারীগুলো জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হোক। তারা জমিদারদের ফসল বোঝাই মরাই ও অন্যান্য জিনিসের ভাণ্ডার দখল করে উপবাসী জনগণের

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

মধ্যে ভাগ করে দিল। জমিদাররা ভয়ে শহরে পালিয়ে গেল। কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য জার সরকার সৈন্য ও কসাক বাহিনী পাঠাল। সৈন্যরা কৃষকদের উপর গুলি চালাল, তাদের "সর্দারদের" গ্রেপ্তার করল, বেত মারল, নানাভাবে নিগৃহীত করল। কিন্তু কৃষকরা তাদের সংগ্রামে অবিচল রইল। রুশ দেশের মধ্যভাগে, ভল্‌গা অঞ্চলে এবং ট্রান্স ককেশিয়ায় বিশেষ করে জর্জিয়াতে কৃষক আন্দোলন আগের চেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।'[১]

এইসব আন্দোলনের মাধ্যমে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটারা নিবিড়ভাবে গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের কাজে নিজেদের বিজড়িত করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'কৃষক ভাইসব! তোমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের এই আহ্বান' শীর্ষক একটি আবেদন কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়। ১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের নেতৃত্বে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম বহু জেলায় সংগঠিত হয়। এক কথায় গ্রামাঞ্চলের এক বড় অংশে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন দেখা দিল।

এই সময়কার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯০৫ সালের জুন মাসে কৃষ্ণ-সাগরে নৌবাহিনীর 'পোটেমকিন' নামে একটি যুদ্ধ-জাহাজে বিদ্রোহ। 'পোটেমকিন' জাহাজটি যখন ওডেসার কাছে ছিল তখন ওডেসাতে সাধারণ ধর্মঘট চলছিল। এই ধর্মঘটের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে জাহাজের বিক্ষুব্ধ নাবিকদের মধ্যে। তারা বিদ্রোহী হয়ে অত্যাচারী অফিসারদের হত্যা করে এবং আসন্ন বিপ্লবের সপক্ষে চলে আসে। লেনিন এই বিদ্রোহের উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 'পোটেমকিনে'র বিদ্রোহ দমনের জন্য জার কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ পাঠায় কিন্তু সেইসব জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করতে অস্বীকার করে। বেশ কয়েকদিন যাবৎ লালপতাকা 'পোটেমকিন'-এর মাস্তুলে শোভা পেতে থাকে। কিন্তু এই বিদ্রোহে শুধু বলশেভিকরা ছিল না, বেশ কিছু মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও নৈরাজ্যবাদীরাও ছিল। কয়েকদিন যেতে না যেতেই তারা সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়াল, বলশেভিকরা একা হয়ে গেল। কৃষ্ণ সাগরের অন্যান্য যুদ্ধ-জাহাজ এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগ দিল না। ফলে কয়লা ও অন্যান্য রসদের অভাবে বিদ্রোহী নাবিকেরা রুমানীয় তীরে ভিড়তে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ৭৫।

'পোটেমকিন' যুদ্ধ-জাহাজের নাবিকদের বিদ্রোহ পরাজিত হল। বিচারে ধৃত নাবিকদের কিছু অংশকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, বাকীদের নির্বাসনে পাঠানো হয়। বিদ্রোহের পরাজয় ঘটলেও এই বিদ্রোহ জারের সেনাবাহিনীর বিরাট অংশের বিপ্লবের পথে যোগদানের সূচনা। স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী শ্রমিক সাধারণের সঙ্গে যোগ দিতে পারে, এ ধারণা শ্রমিক-কৃষকদের কাছে এবং বিশেষ করে সৈন্য ও নাবিকদের কাছে আগের চেয়ে সহজবোধ্য হল এই বিদ্রোহের পরে।

সারা দেশব্যাপী ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট, ছোট ছোট সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং 'পোটেমকিন' জাহাজে নৌবাহিনীর বিদ্রোহের ফলে জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে পরিস্থিতি ক্রমেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিপ্লবী পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হয় এবং বিপ্লবের কারিগর শ্রমিক-কৃষকরা যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হয় তখন বিপ্লবের শত্রুদের মধ্যেও সাজসাজ রব পড়ে যায়। সরকার ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিপ্লব অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য পাশব হিংস্রতার পথ ধরে আর লিবারেল বুর্জোয়ারা চেষ্টা করে আইনশৃঙ্খলা, শান্তি রক্ষা ইত্যাদি অজুহাত তুলে সরকারের আক্রমণের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার। স্বভাবভীরু মধ্যবিত্তের একাংশ এই প্রচারের শিকার হয়ে পড়ে। বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্য ও জনমতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য লিবারেলরা কিছু কিছু সংস্কারের কথাও বলতে শুরু করে। লিবারেল বুর্জোয়ারা কিছু কিছু সংস্কার-দাবী করল। লিবারেল জমিদাররা বলল, 'আমাদের মাথা হারানোর চেয়ে বরঞ্চ কিছু জমিজমা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।' লিবারেল বুর্জোয়ারা শ্রেণী-স্বার্থে এই সংকটের সময় জারের শাসন-কাঠামোর মধ্যে অংশীদার হওয়ার সুযোগ খুঁজে নিল। লেনিন এদের সম্পর্কে বলেন, 'সর্বহারারা লড়ছে আর বুর্জোয়ারা চুরি করে শাসন ক্ষমতা অধিকার করার তালে রয়েছে।' জার সরকার এই সময় ইহুদিদের খুন করে এবং আর্মেনিয়ান ও তাতারদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়ে দিয়ে বিপ্লবী পরিস্থিতিকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে।

জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার নকল অভিনয় করে জার 'প্রতিনিধিত্ব-মূলক সভা' বা ডুমা গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, বলশেভিকরা এই ডুমার ভাঁওতা উপলব্ধি করে তা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অপরদিকে মেনশেভিকরা ডুমাতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মেনশেভিকদের

সুবিধাবাদী দলভাঙন ও বিপ্লবের পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি কার্যতঃ দুভাগ হয়ে যায়। সরাসরি দুটি পৃথক পার্টি হিসেবে সাইনবোর্ড ব্যবহার না করলেও বাস্তবে দুটি পার্টি হিসেবেই কাজকর্ম চলতে থাকে। এতদিন সাংগঠনিক প্রশ্নে মতবিরোধ প্রধান থাকলেও কর্ম-কৌশলগত প্রশ্ন যখন অধিকতর গুরুত্বলাভ করতে থাকে তখন লেনিনের বলশেভিক দল মেনশেভিকদের কাছে প্রস্তাব দেন একটি পার্টি কংগ্রেসে মিলিত হয়ে বিপ্লবের কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য। কিন্তু মেনশেভিকরা পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করল না। বাধ্য হয়েই লেনিন তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের আহ্বান জানালেন।

১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িটি বলশেভিক কমিটির চব্বিশ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে মিলিত হন। মেনশেভিকদের 'দলত্যাগী অংশ' বলে ঘোষণা করে কর্মকৌশল নির্ধারণের প্রশ্নে কংগ্রেস আত্মনিয়োগ করে। একই সময়ে জেনেভা শহরে মেনশেভিকদের সম্মেলন বসে। 'দুই কংগ্রেস দুই পার্টি' নাম দিয়ে লেনিন এই দুই বিপরীত মতাদর্শের কংগ্রেসের চরিত্রায়ণ করেন। পার্টি কংগ্রেসের দুই মাস পরে অর্থাৎ জুলাই মাসে 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দুই ধরনের কর্মকৌশল' নামক দলিলে তিনি কর্মকৌশল বিষয়ে পার্টির মৌলিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা করেন। কর্মকৌশল বিষয়ে লেনিনের মূল সিদ্ধান্ত হল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণী নেতা হতে পারে এবং নেতা তাকে হতেই হবে, রুশ দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীই হবে পরিচালক শক্তি। এই বিপ্লবের প্রকৃতি যে বুর্জোয়া, তা লেনিন স্বীকার করেন কারণ তিনি বলেন, 'নিছক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমারেখা সরাসরি অতিক্রম করার শক্তি এর নেই।' তাঁর মত হল, এ বিপ্লব শুধু উচ্চশ্রেণীর মানুষের বিপ্লব নয়, এ বিপ্লব জনগণের বিপ্লব; এ বিপ্লব সমগ্র জনতা, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র কৃষকসমাজকে কর্মক্ষেত্রে টেনে আনার। সুতরাং সর্বহারাশ্রেণীর কাছে বুর্জোয়া বিপ্লবের যথার্থ তাৎপর্যকে বিকৃত করা, বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর অংশগ্রহণকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং বিপ্লব থেকে সর্বহারাশ্রেণীকে সরিয়ে রাখার যে চেষ্টা মেনশেভিকরা করে, লেনিনের মতে তার অর্থ হল সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

লেনিন বলেন, 'মার্কসবাদ সর্বহারাশ্রেণীকে এই শিক্ষা দেয় যে সে বুর্জোয়া

বিপ্লব থেকে দূরে থাকতে পারে না, বিপ্লব সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারে না; বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না বরং এই শিক্ষাই দেয় যে সে যেন বিপ্লবে একান্ত উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করে, প্রকৃত সর্বহারা গণতন্ত্রের জন্য এবং বিপ্লবকে তার যথার্থ পরিণতিতে পৌঁছে দেবার জন্য সে যেন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সংগ্রাম করে।'[১] প্লেখানভও এই সময় মেনশেভিকদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের মতোই বলতে থাকেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব থাকবে লিবারেল বুর্জোয়াদের হাতে। তিনি সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর বিরোধিতাও করতেন। বিপ্লবের রণনীতি হিসেবে আইনতান্ত্রিক পথকেই মেনশেভিকরা উচ্চে তুলে ধরেন। কিন্তু লেনিনের মতে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটান এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম করার পক্ষে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায় হল বিজয়ী জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। মেনশেভিকদের মতের বিরুদ্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল যে, 'সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনকে ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করেছে', ইতিমধ্যেই 'পার্টির যে সব জরুরী প্রধান ও অপরিহার্য কাজ এখনই করতে হবে, সে সব কাজের মধ্যে বিদ্রোহের জন্য সর্বহারাশ্রেণীর সংগঠনের কথা নির্ধারিত হয়েছে' এবং 'সর্বহারার হাতে অস্ত্র তুলে দেবার জন্য, প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহে নেতৃত্ব নেবার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে।'[২]

একনায়কতন্ত্র উৎখাত করে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লেনিনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নীতিকে সুযোগ্য সহযোগী স্তালিন সম উৎসাহের সঙ্গেই তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৫-০৭ সালের মধ্যে লিখিত প্রবন্ধাবলীতে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সপক্ষে লেখনী ধারণ করেন। লেনিনের মতো তিনিও বলেন, 'বিজয়ী অভ্যুত্থানের মধ্যেই জনগণের মুক্তি নিহিত আছে।' সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, অস্ত্র সংগ্রহ করা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্যও তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকেন। এই সময় তিনি লেখেন, 'সর্বহারার জীবনে যে নতুন কর্তব্য জড়িত হয়ে পড়েছে তা হল সমগ্র রাশিয়া ব্যাপী অভ্যুত্থানের জন্য কারিগরী পরামর্শ দান ও

১। লেনিন, **নির্বাচিত রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯।
২। ঐ, পৃঃ ৩৮৬।

সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা।'[১] ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে বলশেভিক সংগঠনগুলিকে তিনি নিজে দৈনন্দিন উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করতে থাকেন।

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের লেনিনবাদী নীতিকে তিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জোরদার করেন। মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থিত করে তিনি বলেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয় অনিবার্যভাবে এই ধরনের সরকারের জন্ম দেবে। যেহেতু এই অভ্যুত্থানের ফলে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী জয়ী হবে সেহেতু এই সরকার তাদেরই সুখ-দুঃখের মুখপাত্র হবে। এই সরকারের নেতৃত্বে থাকবে সর্বহারা-শ্রেণী কেননা একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বই প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করে জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে মূর্ত করতে পারে। স্তালিনের নেতৃত্বে ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটি অক্লান্তভাবে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে প্রচার করেন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান জানান। 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং আমাদের রণকৌশল', 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি', 'প্রতিক্রিয়া জাগছে' ইত্যাদি আদর্শ প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে মেনশেভিকদের সমস্ত অপপ্রচারকে নস্যাৎ করে স্তালিন সশস্ত্র বিপ্লবের অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের সারাদেশ ব্যাপী রাজনৈতিক ধর্মঘটের ব্যাপকতা ও শক্তি জারের ঘুম কেড়ে নেয়। স্বৈরাচারী জার সাময়িকভাবে হলেও জনগণের সোচ্চার কণ্ঠকে চাপা দেওয়ার জন্য ১৭ই অক্টোবর এক ঘোষণা জারী করে। ঐ ঘোষণায় দেশের লোককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, 'নাগরিক অধিকারের অটল ভিত্তি: প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা, বিবেক, বক্তৃতা ও সভাসমিতি বিষয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হবে।' জনগণের মধ্যে সকল অংশকে ভোটের অধিকার দিয়ে একটি ডুমার প্রতিনিধিত্বমূলক সভা আহ্বান করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় ঐ ঘোষণায়।

এই প্রতিশ্রুতি যে কত প্রতারণামূলক ছিল কয়েকদিনের মধ্যেই তা জনগণের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। জারের সরকার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু আসলে কিছুই দেয়নি। মানুষ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আশা করেছিল, তার পরিবর্তে ২১শে অক্টোবর তারিখে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনকে মাত্র ছেড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের

১। **স্তালিন রচনাবলী,** প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ

শক্তিকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে সরকারী প্ররোচনায় ইহুদীদের মারবার জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তারক্তি লাগিয়ে দেওয়া হয়, এর ফলে প্রাণ যায় বহু সহস্র লোকের। বিপ্লবকে নিষ্পিষ্ট করার জন্য 'রুশ জনগণের সংঘ' ও 'দেবদূত মাইকেলের সংঘ' নামে দুটি গুণ্ডাদল পুলিশের আশ্রয়ে সৃষ্টি করা হয়। এই সংগঠনগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার-ব্যবসাদার, পুরোহিত এবং ভবঘুরে ধরণের আধা-দুর্বৃত্তের দল প্রধান অংশ গ্রহণ করে। দেশের লোক এদের নাম দেয় 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড'। এরা পুলিশের সাহায্য নিয়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে অগ্রসর শ্রমিক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের প্রকাশ্যে মারধর ও খুন-খারাপী করে, সভাসমিতির জায়গাতে আগুন লাগায় এবং সভায় সমবেত নাগরিকদের উপর গুলি চালায়। সে-সময় লোকের মধ্যে এই গানটি খুব প্রচলিত ছিল :

'ভয় পেয়ে জার ছাড়ল ইস্তাহার
স্বাধীনতা শুধু মৃতের জন্য, জীবিতেরা গ্রেফতার।'[১]

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা জনগণকে বুঝাতে লাগলেন, জারের এই ঘোষণা বিপ্লবকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সময় নেওয়ার কৌশলমাত্র। বিপ্লবীদের পক্ষে এ এক মরণ ফাঁদ। স্তালিন তিফ্লিসে তখন এই ঘোষণার বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করতে ব্যস্ত। ১৮ই অক্টোবর এক শ্রমিক সভায় তিনি বলেন, 'প্রকৃত জয়লাভের জন্য সত্যিই আমাদের কী প্রয়োজন? আমাদের তিনটি জিনিস প্রয়োজন: প্রথম—অস্ত্র, দ্বিতীয়—অস্ত্র, তৃতীয়—অস্ত্র এবং বারবার অস্ত্র।' স্তালিন ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির ককেশিয়ান ইউনিয়ন কমিটির চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। ঐ সম্মেলন থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি, জারের ডুমা বয়কট এবং শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী সংগঠন শক্তিশালী করার শপথ নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মেনশেভিকদের বিপ্লব-বিরোধী ও কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহক রূপে চরিত্রায়ণ করে সম্মেলন প্রস্তাব নেয়। বিপ্লবের শিখা সমগ্র ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। ককেশীয় অঞ্চলের ব্যাপক জঙ্গী বিপ্লবী সংগ্রাম ইতিপূর্বে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে স্তালিন ফিনল্যাণ্ডে আসেন ককেশাস অঞ্চলের বলশেভিকদের প্রতিনিধি হিসেবে বলশেভিক সম্মেলনে। লেনিনও এই সম্মেলনে

১। সোভিয়েত কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ৯৩।

উপস্থিত থাকেন। এখানেই লেনিন ও স্তালিনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এ প্রসঙ্গে স্তালিন লেখেন :

'লেনিনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্যামার ফোরসে (ফিনল্যাণ্ড) বলশেভিক সম্মেলনে। আশা ছিল আমি এখানে পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতাকে দেখব। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব, শুধু রাজনৈতিক হিসাবে নয় ; আমার মানসকল্পনায় তাঁর গঠনও হবে সুউচ্চ ও আকৃতি গরিমাময়। আমাকে এদিক দিয়ে হতাশ হতে হল, যখন আমি দেখলাম—তিনি একজন সাধারণ চেহারার লোক ও খর্বাকৃতি। সাধারণ লোকের তুলনায় তাঁর চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

'সাধারণ রীতি এই যে, বড় নেতারা সভায় দেরী করে আসেন যাতে সভার লোকেরা উৎসুকভাবে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করে। তারপর যখন নেতা সভায় পদার্পণ করেন, তার পূর্ব মুহূর্তে সভায় জানান দেওয়া হয়—"চুপ চুপ আমাদের নেতা আসছেন।" এই ব্যবস্থা আমার কাছে কখনও অহেতুক মনে হয়নি, কারণ এতে জনতার উপর ভাল প্রভাব হয় এবং নেতার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আমি তাই নিরাশ হলাম যখন শুনলাম, লেনিন সব প্রতিনিধিরা আসার আগেই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এবং এক কোণে বসে সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনাড়ম্বরে অত্যন্ত সাধারণ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। আমি এ কথা গোপন করব না যে, সে-সময় আমার মনে হয়েছিল, এতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় রীতিনীতি লংঘন করা হচ্ছে।

'অবশ্য পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই সরলতা, বিনয় ও নিজেকে প্রকাশ না করার প্রচেষ্টা অথবা অন্ততঃ নিজেকে সকলের কাছে জাহির না করা ও নিজের শ্রেষ্ঠতার উপর জোর না দেওয়া—এগুলি নবোত্থিত জনতার নতুন নেতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল, কারণ তিনি অত্যন্ত সাধারণ জন-সমাজের নেতা।'[১]

লেনিনের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্তালিন বর্ণেন : 'লেনিন এই সম্মেলনে যে দুটি বক্তৃতা দেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি বক্তৃতা রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে, অন্যটি কৃষক সমস্যা সম্বন্ধে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বক্তৃতাগুলি সংরক্ষিত করা হয়নি। এই দুই ওজস্বিনী বক্তৃতায় সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের

১। 'লেনিন সম্বন্ধে স্তালিন' গ্রন্থ। ই. ইয়ারোস্লাভস্কির **জোসেফ স্তালিন** গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৫৭-৫৮।

স্তালিন—৪

মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস, তাঁর যুক্তির সরলতা ও স্বচ্ছলতা, ছোট ছোট সহজবোধ্য বাক্য ব্যবহার, অন্যদিকে বাগাড়ম্বরহীনতা ও নাটকীয় ভাবের অভাব—সাধারণ পেশাদারী রাজনৈতিকের বুলির চেয়ে তাঁর বক্তৃতা ভালভাবে গৃহীত হয়েছিল।

'অবশ্য আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল লেনিনের বক্তৃতার এই বৈশিষ্ট্যগুলি নয়। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর বক্তৃতায় অকাট্য যুক্তির প্রয়োগে। তাঁর যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল, ক্রমে তাঁদের উদ্দীপিত করেছিল, অবশেষে তাঁরা একেবারে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে আছে, অনেক প্রতিনিধি বলেছেন, লেনিনের বক্তৃতার যুক্তিগুলি শুঁড়ের মতো সবদিক জড়িয়ে জড়িয়ে সাঁড়াশীর মতো আঁকড়ে ধরে, এই যুক্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই, হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা মনকে সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আমার মনে হয় এটাই বক্তা হিসেবে লেনিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[১]

লেনিনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্তালিনের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকাশ দেখা যায় স্তালিনের কার্যকলাপে, পার্টি সভ্য ও তরুণ কমিউনিস্ট সংঘের সভ্যদের নিয়ত শিক্ষাদানে, যাতে তারা লেনিনের মতো নেতা হয়ে উঠতে পারে।

ইতিপূর্বে অক্টোবরের রাজনৈতিক ধর্মঘটের সময়ে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুনে শ্রমিক সাধারণের বিপ্লবী সৃষ্টি-প্রতিভা ও উদ্যোগের ফলে এক নতুন ও শক্তিশালী অস্ত্র নির্মিত হয়েছিল—তা হল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। জারতন্ত্রের সকল আইনকানুন ও হুকুম অগ্রাহ্য করে জনগণের মধ্যে যাঁরা বিপ্লবী, কেবল তাঁরাই এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সোভিয়েতগুলির প্রভাব ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল। যদিও তখনও কোনও সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে ওঠেনি তবুও ছোটখাট স্থানীয় কর্তৃপক্ষরূপে এগুলি কাজ করতে থাকে। আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব না থাকলেও তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আটঘন্টা কাজের প্রথা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারী তহবিল বাজেয়াপ্ত করে সেই টাকা বিপ্লবের কাজে ব্যয় করেন।

মস্কোতে সশস্ত্র বিদ্রোহ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। লেনিনের উপদেশে

১। 'লেনিন সম্বন্ধে স্তালিন' গ্রন্থ। ই. ইয়ারোস্লাভস্কির **জোসেফ স্তালিন** গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৫৮।

সম্মেলন তাড়াতাড়ি শেষ করে ফিনল্যাণ্ড থেকে নেতৃবৃন্দ ফিরে এলেন বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেওয়ার জন্য। জার সরকারও নিশ্চুপভাবে বসে ছিল না। জাপানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে সরকার শ্রমিক-কৃষকের বিদ্রোহের উপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে সব প্রদেশে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সেখানে সামরিক আইন জারি করে সরকার আদেশ দিল 'কাউকে কয়েদী করো না' এবং 'গুলি বাঁচিও না'। মস্কোর শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলি পাল্টা আক্রমণ হানলো। এ সময় প্রায় দু হাজার যোদ্ধা ছিল শ্রমিকদের— কারখানায় কারখানায় সশস্ত্র স্কোয়াড তৈরী করা হল। বিপ্লবীরা আশা করেছিলেন বিক্ষুব্ধ জারসৈন্যদের সমর্থন পাওয়া যাবে, অন্ততঃ নিরপেক্ষ করে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু এ আশা পূর্ণ হল না—জার সেনাবিভাগের মধ্যে বিক্ষোভকে দমন করে চারগুণ শক্তি নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনল। মস্কোর রাস্তাগুলো ব্যারিকেডে ছেয়ে গেল। সরকার ব্যারিকেড-গুলোর উপর কামান দাগতে শুরু করল। নয়দিন ধরে বিপ্লবী যোদ্ধারা প্রাণপণ লড়াই করেও পরাজয় রোধ করতে সক্ষম হল না। মস্কোর নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। বিদ্রোহ রক্তের বন্যায় ডুবে গেল, কামানের আগুনে জ্বলেপুড়ে গেল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের এই বিদ্রোহ শুধু মস্কোতে নয় অন্যান্য অনেক প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মস্কোর মতোই যে সমস্ত জায়গায় বিপ্লব নৃশংস অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়ে গেল।

এই পরাজয়ের কারণগুলো স্তালিন পর্যালোচনা করেন কিছু দিন পরেই চতুর্থ কংগ্রেস থেকে ফিরে আসার পর 'বর্তমান পরিস্থিতি এবং ওয়ার্কার্স পার্টির ঐক্য কংগ্রেস' শীর্ষক প্রবন্ধে। কারণগুলো নির্দেশ করে তিনি পার্টির পক্ষে প্রচণ্ড আত্মসমালোচনা করে লেখেন :

'ডিসেম্বরের সংগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছিল যে, অন্যান্য সব অপরাধ ছাড়াও, আমরা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ হল যে, শ্রমিকদের সশস্ত্র করা এবং সেই সঙ্গে লালবাহিনীকে সংগঠিত করার কাজে কষ্ট স্বীকার করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম, বা কতটা কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন ছিল তার অতি সামান্যই করেছি। ডিসেম্বরকে স্মরণ করুন। তিফ্লিসে, পশ্চিম ককেশাসে, রাশিয়ার দক্ষিণে, সাইবেরিয়ায়, মস্কোতে, সেন্ট পিটার্সবুর্গে এবং বাকুতে যে উদ্দীপিত জনগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের কথা কে না স্মরণ করবে? স্বৈরতন্ত্র এই

রোষদীপ্ত জনগণকে এত সহজেই ছত্রভঙ্গ করতে কেন সক্ষম হয়েছিল? তার কারণ কি এই যে জনগণ তখনও পর্যন্ত ঠিকভাবে উপলব্ধি করেননি যে জার সরকার ভাল নয়। নিশ্চয়ই তা নয়। তাহলে কেন এরকম হল?

'তার সর্বপ্রথম কারণ হল, জনগণের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সচেতনতা যত বিপুলই হোক না কেন, খালি হাতে বুলেটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় না। হ্যাঁ, তারা যখন আমাদের অভিসম্পাত করে বলেছিল: তোমরা আমাদের কাছ থেকে অর্থ নাও, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র কোথায়?—তখন তারা খুব ঠিক কথাই বলেছিল।

'দ্বিতীয় কারণ: আমাদের সুশিক্ষিত লালবাহিনী ছিল না যারা বাকিদের নেতৃত্ব দিতে, অস্ত্রের জোরে অস্ত্র জোগাড় করতে এবং জনগণকে অস্ত্রে সজ্জিত করতে সক্ষম। রাস্তার লড়াই-এ জনগণ বীর, কিন্তু তারা যদি তাদের সশস্ত্র ভাইদের দ্বারা পরিচালিত না হয়, যদি তাদের সামনে উদাহরণ স্থাপন না করা হয়, তাহলে তারা পরিণত হয় নিছক একটা জনতায়।

'তৃতীয় কারণ: আমাদের অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত। মস্কো যখন ব্যারিকেড গড়ে তুলে লড়াই করেছিল, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ তখন ছিল নিষ্ক্রীয়। তিফ্‌লিস এবং ক্যুতাইস যখন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল, তার আগেই কিন্তু মস্কো অবদমিত হয়ে গিয়েছিল। সাইবেরিয়া যখন অস্ত্র ধরল, ততদিনে দক্ষিণের মানুষ এবং লেটরা পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী বিচ্ছিন্ন দলে দলে ভাগ হয়ে অভ্যুত্থানের ধ্বজা তুলেছিল, জার সরকার অপেক্ষাকৃত সহজেই পরাজয় চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

'চতুর্থ কারণ: আমাদের অভ্যুত্থানে আমরা আত্মরক্ষার নীতি আঁকড়ে ধরেছিলাম, আক্রমণের নীতি নয়। সরকার নিজেই ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানকে প্ররোচিত করে। সরকার আমাদের আক্রমণ করল; তার একটি পরিকল্পনা ছিল; পক্ষান্তরে, আমরা সরকারের আক্রমণ অপ্রস্তুত অবস্থায় মোকাবিলা করলাম; আমাদের কোন সুনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল না, আমরা বাধ্য হলাম আত্মরক্ষার নীতি আঁকড়ে ধরে থাকতে এবং এইভাবে ঘটনার পিছন পিছন টেনে-হিঁচড়ে চললাম।...

'আমাদের বলা হবে: ডিসেম্বরের "পরাজয়ের" এইগুলিই একমাত্র কারণ নয়; তোমরা ভুলে গেছ যে, কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এটাও ডিসেম্বরের পিছু হটার অন্যতম প্রধান কারণ। এ কথা

সম্পূর্ণ সত্য এবং আমরা তা ভুলতেও চাই না। কিন্তু কেন কৃষকেরা শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছিল? তার কারণ কি ছিল? আমাদের বলা হবে: সচেতনতার অভাবই তার কারণ। সেটাও মেনে নেওয়া হল; কিন্তু কিভাবে আমরা কৃষকদের সচেতন করব? পুস্তিকা বিতরণ করে? সেটা অবশ্যই যথেষ্ট নয়! তাহলে কিভাবে? লড়াই করে, তাদের লড়াই-এর মধ্যে টেনে এনে এবং লড়াই-এর সময় তাদের নেতৃত্ব দিয়ে। আজকে শহরের দায়িত্ব হল গ্রামাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেওয়া, শ্রমিকদের দায়িত্ব হল কৃষকদের নেতৃত্ব দেওয়া এবং শহরে যদি অভ্যুত্থান সংগঠিত না হয়, তাহলে এই সংগ্রামে কৃষকসমাজ কখনো অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অগ্রসর হবে না।'[১]

সশস্ত্র বিদ্রোহ পরাজিত হওয়ার ফলে বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের মতপার্থক্য আরও তীব্র হল। মেনশেভিকদের মুখপাত্র প্লেখানভ বলেন, 'অস্ত্রধারণ করা উচিত হয়নি।' তাঁদের যুক্তি সশস্ত্র বিদ্রোহে সাফল্য আসবে না, বিপ্লব শান্তিপূর্ণ উপায়ে আসবে। এই উক্তির প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে লেনিন বলেন, 'আরও দৃঢ়ভাবে, আরও উৎসাহ নিয়ে এবং আক্রমণাত্মকভাবে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত ছিল। আমাদের উচিত ছিল জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে কেবল শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটে নিজেদের আবদ্ধ রাখা অসম্ভব এবং নির্ভীক, নির্মম, সশস্ত্র সংগ্রাম অপরিহার্য।'[২] সাময়িকভাবে বিপ্লবের প্রবাহ স্তিমিত হল, দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি পেল জারের অত্যাচার। বলশেভিকরা বয়কট করার ফলে ডুমা অপসৃত হওয়ায় জার আবার এক আইন-প্রণয়িনী ডুমা গঠনের আহ্বান জানাল। এই ডুমা নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হল—নারী এবং সংগঠিত শ্রমিকদের প্রায় সর্বাংশকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বলশেভিকরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ডুমা বয়কট করে গেলেও মেনশেভিক, কনস্টিটিউশনাল ডিমোক্র্যাট, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি প্রমুখরা শ্রমিক-কৃষককে বুঝাতে লাগলেন ডুমার মাধ্যমে দাবীদাওয়া আদায় করা সম্ভব হবে।

জনগণের কিছু অংশ এই প্রচারে প্রতারিত হলেও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিকরা মেনশেভিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে বলশেভিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্টির শক্তিকে বৃদ্ধির জন্য। লেনিন আপোষপন্থীদের

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড।

২। লেনিন: **নির্বাচিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড।

বিরুদ্ধে নির্মম মতাদর্শগত লড়াই চালানোর পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ পার্টি কংগ্রেসে সম্মত হলেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে স্টকহল্মে (সুইডেন) রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর-বিদ্রোহের সময় থেকে বহু পার্টি কমিটি ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ায় এবং বহু নেতা কারাবন্দী থাকায় এই সম্মেলনে বলশেভিকদের উপস্থিতির সংখ্যা মেনশেভিকদের চেয়ে সামান্য কিছু কম ছিল। ফলে সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বেশীর ভাগই বলশেভিকদের আদর্শের বিরুদ্ধে চলে যায়। এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাঁরা নির্বাচিত হলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন বলশেভিক এবং এবং ছ'জন মেনশেভিক। সমস্ত আপোষপন্থী মনোভাবকে নস্যাৎ করে কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার সময় লেনিনের সুযোগ্য সহযোগী স্তালিন বলেন: 'হয় সর্বহারাশ্রেণীর নায়কত্ব, নয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের নায়কত্ব—এই হল পার্টির সামনে সমস্যা, এখানেই আমাদের মতভেদ।'[১]

সুতরাং পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে মতাদর্শগত লড়াই আরও বেড়ে গেল। কংগ্রেসের কিছু পরেই 'বর্তমান পরিস্থিতি ও শ্রমিক পার্টির ঐক্য সম্মেলন' নাম দিয়ে স্তালিন একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ঐ পুস্তিকায় তিনি ডিসেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের শিক্ষা ও বিপ্লবে বলশেভিক মতবাদকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে চতুর্থ কংগ্রেসের ফলাফল পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পিছিয়ে দেবে কেননা বলশেভিকদের প্রস্তাব সেখানে বাতিল হয়ে যায়। গৃহীত প্রস্তাবে আন্দোলনের সীমারেখা বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি উচ্চতর সংগ্রাম দাবী করছিল। স্তালিন লিখেছেন: 'স্পষ্টতঃই একমাত্র নিশ্চিত পথ হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। কেবলমাত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারাই জারের শাসন উৎখাত হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে জনগণের শাসন, যদি অবশ্য এই অভ্যুত্থান পরিণামে বিজয়মণ্ডিত হয়। ঘটনা যখন এই, তখন, যেহেতু আজকের দিনে অভ্যুত্থানের বিজয় ছাড়া জনগণের বিজয় অসম্ভব, এবং অন্যদিকে, যেহেতু বাস্তব জীবনই সশস্ত্র সংগ্রামের জমিন তৈরী করে দিচ্ছে এবং যেহেতু এই সংগ্রাম অনিবার্য—এটা সুস্পষ্ট যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হল সচেতনভাবে এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি করা, এর বিজয়ের জন্য সচেতনভাবে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড।

জমিন তৈরী করা। দুটি বিষয়ের একটি : হয় জনগণের সার্বভৌমত্ব (একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র) আমাদের বাতিল করতে হবে এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে—এবং সেক্ষেত্রে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করা আমাদের কাজ নয় বলাটা ঠিকই হবে; নতুবা জনগণের সার্বভৌমত্বকে (একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র) আমাদের অবিচল লক্ষ্য হিসেবে রাখতেই হবে এবং জারের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে—এবং সেক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামকে সচেতনভাবে সংগঠিত করা আমাদের কাজ নয়—একথা বলা ভুল হবে।'[১]

কংগ্রেস থেকে ট্রান্স ককেশিয়ায় ফিরে স্তালিন নতুন উদ্যমে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে এবং বিপ্লব-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রচার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তিফ্‌লিস থেকে জর্জীয় ভাষায় প্রকাশিত 'আখালি স্‌খোভ্‌রেবা' (নতুন জীবন), 'আখালি ত্রয়েভা' (নতুন কাল), 'চেভ্‌নি স্‌খোভ্‌রেবা' (আমাদের জীবন), 'দ্রো' (সময়) ইত্যাদি সংবাদপত্রগুলি ছিল স্তালিনের প্রচার সংগ্রামের হাতিয়ার। ট্রান্স ককেশিয়ায় ক্রপটকিনপন্থী নৈরাজ্যবাদীদের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'নৈরাজ্যবাদ অথবা সমাজবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধমালা এই সময় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে স্তালিন সহজভাষায় বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, দ্বন্দ্ববাদ ইত্যাদি দুরূহ বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য নতুন ধরনের রণনীতি ও রণকৌশল সমৃদ্ধ পার্টি সংগঠনের উপরও তিনি গুরুত্ব দেন। এই প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়েই পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসের ভূমিকা রচিত হচ্ছিল।

এত বিপুল সংখ্যক রচনাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল স্তালিনের উদ্যোগে স্থাপিত গোপন ছাপাখানা 'আভ্‌লাবারের প্রেস'-এর জন্য। এমন গোপন স্থানে এই ছাপাখানা ছিল যে পুলিশ বহু চেষ্টা করেও এর সন্ধান পাচ্ছিল না। এই প্রেসে রুশ, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান ও আজারবাইজানিয়ান ভাষাতেও প্রচারপত্র ও পুস্তিকা ছাপা হতো, যা শুধু ট্রান্স ককেশিয়ায় নয়, রাশিয়ার অন্যান্য স্থানেও পার্টি শাখাগুলির মধ্যে প্রচারিত হতো। অবশেষে ১৯০৬ সালের ১৫ই এপ্রিল পুলিশ এই ছাপাখানা হস্তগত করে। এই ছাপাখানা সম্পর্কে তৎকালীন বুর্জোয়া পত্রিকা 'কাভ্‌কাজ' (ককেশাস) এর ১৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় যে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড।

'১৫ই এপ্রিল শনিবার আড্‌জাবারে শহর হাসপাতালের একশো-দেড়শো হাত দূরে ডি-রস্টোমাস্‌ভিলীর এক পোড়ো বাড়ীর আঙিনায় প্রায় ৭০ ফুট গভীর কুয়ো দেখতে পাওয়া যায়, কপিকল বা দড়ির সাহায্যে নামা যায়। ৫০ ফুট নীচ থেকে একটা সিঁড়ি গেছে আরেকটি কুয়োর দিকে, সেখান থেকে ৩৫ ফুট উঁচু সিঁড়ি গেছে এক ভূগর্ভস্থ ঘরের মধ্যে, যে ঘরটি বাড়ীর মাটির তলায় ভাঁড়ার ঘরের নীচে অবস্থিত। এই ঘরে সমস্ত যন্ত্রপাতি সহ এক ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়—তাতে বিশ বাক্স রুশ, জর্জিয়ান ও আর্মেনিয়ান টাইপ, ১৫০০/২০০০ রুবল দামের হাত মেশিন, নানাপ্রকার এ্যাসিড, বিস্ফোরক জিলেটিন এবং বোমা তৈরী করার অন্যান্য সরঞ্জাম, বহু পরিমাণ বে-আইনী সাহিত্য, বিভিন্ন সেনাবাহিনী ও সরকারী দপ্তরের শিলমোহর এবং ১৫ পাউণ্ড ডিনামাইটপূর্ণ একটি মারাত্মক যন্ত্র। এই ছাপাখানায় এ্যাসিটিলিন গ্যাসের বাতি জ্বালান হতো এবং এখানে বৈদ্যুতিক সংকেত জানাবার ব্যবস্থা ছিল। বাড়ীর আঙিনায় একটি চালার নীচে তিনটি তাজা বোমা, কতকগুলি বোমার খোল ও অনুরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। 'এলভা' সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর অফিসে এক সভায় ২৪ জনকে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলে গ্রেপ্তার করা হয়। 'এলভা' কাগজের দপ্তরে খানাতল্লাসী করে বহু পরিমাণ বে-আইনী সাহিত্য ও পুস্তিকা এবং বিশটি খালি পাসপোর্টের ফর্ম পাওয়া যায়। সম্পাদকীয় দপ্তর তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র থেকে বৈদ্যুতিক তার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলির সূত্র ধরে মাটির তলায় আরও ঘর আবিষ্কার করার আশায় মাটি কাটা হচ্ছে। এই ছাপাখানায় প্রাপ্ত যন্ত্রাদি সরাতে ৫টি গাড়ী বোঝাই হয়েছিল। সেইদিন সন্ধ্যায় আরও তিনজনকে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক জাতীয় সঙ্গীত 'মার্সেঁলিজ' গাইতে গাইতে যাচ্ছিলেন।'[১]

এই ছাপাখানা আবিষ্কারের ঘটনা থেকে বোঝা যাবে কি বিচিত্র ধরনের কাজ স্তালিনকে করতে হতো এবং কত বেশী বিপ্লবী সতর্কতা তাঁকে অবলম্বন করতে হতো। গোপন সংগঠন করার ক্ষেত্রে কী বিপুল পরিমাণ দক্ষতা থাকলে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে দীর্ঘদিন এমন একটি বিরাট ছাপাখানার কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে—তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

এ পর্যন্ত স্তালিনের জীবন ও কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে

১। ই. ইয়ারোস্‌লাভস্কি, **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ৩৯-৪০।

আকৈশোর তিনি শুধু একজন সুকুশলী সংগঠক ছিলেন না, প্রতিভাবান তাত্ত্বিক রূপেও বিকশিত হয়েছিলেন। লেনিনের সান্নিধ্য থেকে দূরে থেকেও মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের সফল প্রয়োগে এবং তত্ত্বগত বিশ্লেষণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিশেষতঃ 'শ্রেণী-সংগ্রাম' এবং 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র?' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। তথাপি স্তালিন নিজে কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলিকে একজন অপরিণত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর রচনা বলে অভিহিত করেছেন। 'কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচীর প্রশ্ন' এবং 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভের শর্ত সম্পর্কিত প্রশ্ন'-এ লেনিনের সঙ্গে যে মতপার্থক্য ঘটেছিল তা উল্লেখ করে স্তালিন লেনিনের মতের সঠিকতা স্বীকার করেন। আত্মসমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আমাদের তত্ত্বগত শিক্ষাদীক্ষার স্বল্পতার জন্য এবং তত্ত্বগত প্রশ্নে যে অবহেলা ব্যবহারিক কর্মীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সেই অবহেলার জন্য আমরা যথেষ্ট গভীরভাবে প্রশ্নটি অধ্যয়ন করিনি এবং তার বিরাট তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।'[১] এই বিনয়ই দ্রুত তাঁকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছিল।

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সাংস্করণ, প্রথম খণ্ড।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার যুগ ও বলশেভিকদের সংগ্রাম

প্রথম রুশ বিপ্লবের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নজিরবিহীন অত্যাচার ও নিপীড়ন। বিপ্লবী জোয়ারের সময় পার্টির নেতৃত্বে কাজ করার যে ভাব-প্লাবন দেখা দিয়েছিল স্বভাবতই অত্যাচারী স্তলিপিনের শাসনের আমলে তাকে ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সংগঠনের কাজ চালান দুরূহ হয়ে ওঠে। এই সময়কার কথা স্মরণ করে স্তালিন ১৯২২ সালের ৫ই মে 'প্রাভদা' পত্রিকায় 'প্রাভদা পত্রিকার দশ বছর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন: 'পার্টির তরুণ সভ্যরা সেই সময়কার রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি অথবা তাদের কিছু মনেও নেই। পার্টির প্রবীণ সভ্যদের মনে আছে এসময়ে সরকার থেকে "পিটুনি পুলিশের" অভিযান বের হতো, এরা শ্রমিক সংগঠন-গুলির উপর দস্যুদলের মতো হানা দিত, আবালবৃদ্ধ চাষীদের বেত্রাঘাত করে জর্জরিত করত এবং এসমস্ত সরকারী অত্যাচারের আবরণস্বরূপ ছিল 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড' নামে অত্যাচারী জমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডার দল ও বুর্জোয়া ক্যাডেট দলের চালিত মন্ত্রণাসভা "ডুমা"। জনসাধারণের কণ্ঠ রুদ্ধ, সাধারণের মধ্যে অবসাদ ও ঔদাসীন্য, শ্রমিকদের মধ্যে অভাব ও নৈরাশ্য, কৃষকরা পদ-দলিত ও ভীতিগ্রস্ত, পুলিশ, জমিদার ও ধনিকদের সমবেত অত্যাচার—এই ছিল মন্ত্রী স্তলিপিনের শান্তি প্রতিষ্ঠার যুগ। সরকারী চাবুকের জয় ও জনগণের বিমূঢ়তা এই ছিল সে সময়কার অবস্থা। তখনকার রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করা যায় এই বলে—"এক জনশূন্য মরুভূমি"।[১]

বিপ্লবের অভ্যুদয়ের কালে জার সরকার যে ভীতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অত্যাচারী শাসনকর্তারা শ্রমিকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে ১৯০৫ সালের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছিল। শহরে, গ্রামে রাস্তাগুলো রক্তে ভেসে গেল। পিটুনি পুলিশ বাহিনীগুলো বিপ্লবের কেন্দ্রগুলোকে বিধ্বস্ত করছিল। প্রতিক্রিয়ার এই যুগে শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করে স্তালিন লেখেন:

১। ই, ইয়ারোস্লাভস্কি: জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ৬৫-৬৬।

'অর্থনৈতিক শোষণ কমে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। বোনাস ও বাড়ীভাড়া বাবদ ভাতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। আটঘণ্টা করে তিন শিফ্‌টে কাজের পরিবর্তে দুই শিফ্‌টে কাজ করতে হতো। তার উপর বাধ্যতামূলক উপরি খাটুনি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রমিকদের চিকিৎসা ও স্কুলের জন্য ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা হয়েছিল।...সাধারণ ক্যান্টিনগুলো তুলে দেওয়া হয়েছিল। তেলের খনি ও ফ্যাক্টরি কমিশনের নির্দেশ এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হচ্ছিল। জঙ্গী শ্রমিকদের বিতাড়িত করা হয়। জরিমানা ও দৈহিক শাস্তি দেওয়াও শুরু হয়েছিল।'[১]

জারের প্রচেষ্টা ছিল শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে ঠেলে দেওয়ার এবং সে কারণেই বুলিগিন ডুমা আহ্বান করেছিল। কিন্তু বলশেভিকরা এই বুলিগিন ডুমা বয়কট করায় তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তারও পরবর্তীকালে উইট ডুমা অর্থাৎ প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডুমা লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা বর্জন করেন। এবার কিন্তু বলশেভিকদের বর্জনের জন্য ডুমার অধিবেশন বন্ধ হল না। বুলিগিন ডুমা বর্জন সফল হয়েছিল কারণ তখন বিপ্লবের জোয়ার উর্ধ্বগতি ছিল কিন্তু উইট বা প্রথম ডুমার সময় বিপ্লব পরাজিত হয়ে গেছে। সুতরাং প্রথম ডুমা বয়কট প্রচেষ্টা বিফল হল। লেনিন এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা 'বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা'তে লেখেন:

'১৯০৫ সালে "পার্লামেণ্ট" বয়কট করায় বলশেভিক নীতি বিপ্লবী সর্বহারাকে অত্যন্ত মূল্যবান রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা জোগাল এবং দেখাল যে একসঙ্গে বৈধ ও অবৈধ, পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাইরে কাজ করার সময় কখনও কখনও আইনসভার কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়া দরকার হয়, এমনকি নিতান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।...কিন্তু ১৯০৬ সালে বলশেভিকদের ডুমা বয়কট ভুল হয়েছিল, যদিও এ ভুল সাংঘাতিক হয়নি এবং সহজেই এ ভুল সংশোধন করা যেত।'[২]

দ্বিতীয় স্টেট ডুমা সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল যে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এবং বিপ্লব অবসন্ন হয়ে পড়ার দরুণ বলশেভিকদের 'নিশ্চয়ই স্টেট ডুমা বয়কট করার নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে।'[৩] অতঃপর বলশেভিকরা স্থির

১। এল. বেরিয়া—ট্রান্স ককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস।

২। লেনিন: **সংগৃহীত রচনাবলী,** পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৮২।

৩। ঐ, পৃঃ ৪৫০।

করলেন তাঁরা দ্বিতীয় ডুমার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁরা কনস্টিটুশনাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে জোট বেঁধে আইন প্রণয়ন করে শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য ডুমাতে যাননি, একে প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু মেনশেভিকরা চাইছিলেন ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে নির্বাচনী চুক্তি করতে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে মেনশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় এই মত গৃহীত হল কিন্তু অধিকাংশ স্থানীয় পার্টি সংগঠন এই মতের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের মতকেই সমর্থন করল।

এমতাবস্থায় বলশেভিকরা পার্টি কংগ্রেস দাবী করলেন। ১৯০৭ সালের মে মাসে লণ্ডনে পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এই সময় রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। এই সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বমোট ৩৩৬ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দেন—তার মধ্যে ১০৫ জন বলশেভিক, ৯৭ জন মেনশেভিক, আর বাকী প্রতিনিধিরা ছিলেন পোলিশ ও লেটিশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ও বুন্দদের মধ্য থেকে। ট্রট্স্কি এক মধ্যপন্থী আধা-মেনশেভিক উপদল দাঁড় করাবার চেষ্টা করে সমর্থকের অভাবে ব্যর্থ হন। বুর্জোয়া পার্টিগুলো সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হবে এটাই ছিল এই কংগ্রেসের মূল আলোচ্য বিষয়। ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড, অক্টোবরপন্থী ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের বলশেভিকদের দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাব কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়। কনস্টিটুশনাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির ভণ্ডামিপূর্ণ 'গণতান্ত্রিক' মুখোস এবং নারদনিক বা ক্রুদোভিক পার্টিগুলির 'সমাজবাদী' ছদ্মাবরণ খুলে দিয়ে এই সব পার্টির প্রকৃত বিপ্লব-বিরোধী চরিত্র উদ্ঘাটন করার সিদ্ধান্তও কংগ্রেসে গৃহীত হয়। তবে প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করার নমনীয় কৌশলও গ্রহণ করা হয়। এই কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়। মেনশেভিকরা দাবী করে ট্রেড ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ করে দিতে হবে, এর উপর পার্টির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। কংগ্রেস মেনশেভিকদের এই প্রস্তাব বাতিল করে বলশেভিকদের বক্তব্য গ্রহণ করে। গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় পার্টিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উপর মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

এক কথায় এই কংগ্রেসে বলশেভিকদের জয়জয়কার হয়। কিন্তু লেনিন শিখিয়েছিলেন, আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই, এর ফলে মেনশেভিকদের

সঙ্গে বিরোধ তীব্র হবে। লেনিনের সহযোগীরূপে স্তালিন এই সময় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে স্তালিন 'জনৈক প্রতিনিধির মন্তব্য' নাম দিয়ে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের এক পর্যালোচনা করেন। স্তালিন লেখেন:

'লণ্ডন কংগ্রেস শেষ হয়েছে।...এটি ছিল একটি প্রকৃত সর্বরুশ ঐক্যের কংগ্রেস, কারণ এই প্রথম আমাদের পোল্যাণ্ডের কমরেড, আমাদের বুন্দের কমরেড, আমাদের লেট-এর কমরেডদের এই কংগ্রেসে সর্বাধিক এবং পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ছিল, এই প্রথম তাঁরা কংগ্রেসের কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন এবং তার ফলে এই প্রথম তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব সংগঠনগুলির ভবিষ্যৎ সমগ্র পার্টির ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করলেন। এই দিক থেকে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিকে শক্তিশালী ও সংহত করার ক্ষেত্রে লণ্ডন কংগ্রেসের প্রভূত অবদান ছিল।'[১]

যেহেতু রাশিয়ার বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবে, সেহেতু এই বিপ্লবের নেতা শুধু বুর্জোয়ারাই হতে পারে—কংগ্রেসে মেনশেভিকদের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলশেভিকদের যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়: 'আমাদের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীই হল একমাত্র নেতা যে জার স্বৈরতন্ত্রের উপর আঘাত হানার জন্য রাশিয়ার বিপ্লবী শক্তিগুলোকে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী এবং সমর্থ। দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলি একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই তার চারিপাশে সমবেত করবে; আমাদের বিপ্লবকে সমাপ্তি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির কর্তব্য হল বিপ্লবের নেতার ভূমিকা পালনের জন্য সর্বাধিক সম্ভাব্য উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত করা।'[২]

এই কংগ্রেসে বলশেভিকদের শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে গিয়ে স্তালিন বলেন: 'স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে বলশেভিকদের কর্মকৌশল হচ্ছে বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে সর্বহারাদের কর্মকৌশল, যে সব অঞ্চলে শ্রেণী-বৈষম্য খুবই পরিষ্কার আর শ্রেণী-সংঘাত খুবই প্রবল, সেই সব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্মকৌশল। যথার্থ সর্বহারার কর্মকৌশলই হল বলশেভিকবাদ। অপরপক্ষে, এও সমান স্পষ্ট যে মেনশেভিক কর্মকৌশল হল প্রধানতঃ যারা হস্তশিল্পী এবং যারা অর্ধ সর্বহারা কৃষক তাদের কর্মকৌশল, যে সব অঞ্চলে শ্রেণী-বৈষম্য একেবারে পরিষ্কার নয় এবং শ্রেণী-

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সং।
২। ঐ।

সংঘাতও প্রচ্ছন্ন, সেসব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্মকৌশল। যারা আধা-বুর্জোয়া, মেনশেভিকবাদ তাদেরই কর্মকৌশল।'[১]

পর্যুদস্ত প্রথম রুশ বিপ্লব ও দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে প্রায় এক যুগের ব্যবধান। বলশেভিকদের প্রধান কাজ হল এই সময় অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করা, তাদের মধ্যে বিপ্লবের মতাদর্শকে সঞ্চার করা এবং সংগ্রামে সহনশীল করে তোলা। বিপ্লবের নায়ক লেনিন ও স্তালিন এই বছরগুলিতে গোপন বিপ্লবী পার্টি সংগঠন ও শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীকে বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন। জার সরকার স্তালিনের মধ্যে অনিবার্যভাবে এক বিপ্লবী অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করেছিল, তাই বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে তাঁকে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। একের পর এক গ্রেপ্তার, কারাগারে বন্দী জীবন ও নির্বাসিত জীবন চলতেই থাকে। ১৯০২ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে স্তালিন সাতবার গ্রেপ্তার ও ছবার নির্বাসিত হন। পাঁচবার তিনি নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তুরুখন্স্কে শেষবারের নির্বাসন থেকে আর তিনি পালাতে পারেননি। বিপ্লবের সময় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখান থেকে তিনি মুক্ত হন।

১৯০৭ সালের জুন মাস থেকে স্তালিন বাকুতে উপস্থিত থেকে কাজ শুরু করেন। পার্টির নির্দেশ অনুসারে তিনি তিফ্লিস থেকে বাকুতে আসেন বিরাট শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা সংগঠিত করার জন্যে। বাকু হল রাশিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্পাঞ্চল। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাকুর চারটি জেলার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে বলশেভিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বাকিন্স্কি প্রলেতারি', 'গুদক', 'বাকিন্স্কি রাবাচি' ইত্যাদি আইনী ও বে-আইনী পত্রিকাগুলি তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় প্রকাশিত হয় এবং লেনিনের মতাদর্শ প্রচারে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯০৭ সালের ৩রা জুন জার দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভেঙে দেয় এবং তৃতীয় স্টেট ডুমা গঠন করে। তৃতীয় ডুমা নির্বাচনের জন্য যে নিয়মতন্ত্র জার ঘোষণা করে তাতে শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি-সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পন্থীদের প্রতিনিধি-সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে তৃতীয় ডুমায় ৪৪২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৭১ জন দক্ষিণপন্থী (ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড), ১১৩ জন অক্টোবরপন্থী, ১০১ জন কনস্টিটুশন্যাল ডিমোক্র্যাট, ১৩ জন ত্রুদোভিকী

১। পঞ্চম কংগ্রেসের রিপোর্ট, পৃঃ ২১-২২।

এবং ১৮ জন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট স্থান পায়। দক্ষিণপন্থীরা ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রুদের প্রতিনিধি—যে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড জায়গীরদারের দল কৃষক আন্দোলন দমনের সময় দলে দলে চাষীদের উপর চাবুক চালাত ও গুলি করে মারত, যারা ইহুদী নিপীড়নের ব্যবস্থা করত, সভা-সমিতিতে আগুন ধরিয়ে দিত—তাদেরই প্রতিনিধি। দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভেঙে দেওয়ার পরে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে ছত্রভঙ্গ করে জার সরকার সোৎসাহে সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করতে লাগল। কারাগার, দুর্গ ও নির্বাসন কেন্দ্রগুলো বিপ্লবীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গেল। কয়েদখানায় তাঁদের নৃশংসভাবে অত্যাচার ও হত্যা করা হতো। জারের মন্ত্রী স্তলিপিন দেশের সর্বত্র ফাঁসিকাঠ খাড়া করল। কয়েকশ বিপ্লবীকে ফাঁসিকাঠে দেওয়া হল। তখনকার দিনে ফাঁসিকাঠকে বলা হতো 'স্তলিপিনের গলাবন্ধ'। শুধু তাই নয় কৃষকদের কমিউন ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে স্তলিপিন এক কৃষি আইন প্রবর্তন করল যার ফলে কয়েক লক্ষ চাষী নিদারুণ অভাবে জমিদার বা কুলাকদের কাছে জমি বিক্রী করে দিয়ে জমিহারা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিদের ফুলে ফেঁপে উঠতেও সরকার যথেষ্ট সাহায্য করতে থাকে।

প্রথম বিপ্লবের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই বিপ্লবের সহযাত্রীদের কারও কারও মধ্যে এক ধরনের ভাঙন ও অধঃপতন শুরু হয়ে গেল। এই অধঃপতন বেশীমাত্রায় দেখা দিল বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে। একদল ছদ্মবেশী মার্কসবাদী লেখকের আবির্ভাব ঘটল যারা বিপ্লবের প্রতি বিদ্রূপ ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রশংসা করতে থাকল। এঁদের মধ্যে বগ্দানভ, বাজারভ, লুনাচার্স্কি, ভার্লেস্টিনভের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন। মার্কসবাদ থেকে পলাতকদের উপযুক্ত জবাব দিয়ে পার্টির সভ্য ও দরদীদের সাচ্চা পথে চালিত করাই বলশেভিকদের প্রধান কাজ হল। লেনিন স্বয়ং এ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য লেখেন 'মেটিরিয়ালিজম এণ্ড এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজম' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ।

এই সময় আরেকটি সংকট দেখা দেয়। সরকারী প্রশ্রয়ে গুণ্ডাদের দিয়ে বলশেভিক কর্মীদের খুন করা হতে লাগল। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে খানলার নামে একজন শ্রমিককর্মী আততায়ীর হাতে খুন হয়। এই সম্পর্কে বাকু সংগঠনের জেলা কমিটি স্তালিন লিখিত এক ইস্তাহার প্রচার করে। এই ইস্তাহারে লেখা হয়:

'খানলারের বিষয় আমাদেরই বিষয়। যে আততায়ীরা খানলারকে গুলি

করেছে, তারা আমাদেরই অগ্রণী কর্মীর উপর গুলি চালিয়েছে। এইভাবে আমাদের আক্রমণ করে ধনিকদের অনুচরেরা আমাদের অগ্রণী কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চায় যাতে করে তারা অনায়াসে বাকুর শ্রমিকদের গলায় শক্ত করে দাসত্বের ফাঁস লাগিয়ে দিতে পারে।'[১]

এই ইস্তাহারে শ্রমিকদের ধর্মঘট করে খানলারের আততায়ীদের শাস্তি দাবী করা হয়। দুই সপ্তাহের ধর্মঘট ঘোষণা করা হয় এবং প্রচারপত্রে বলা হয়: 'আমরা জগৎকে দেখাতে চাই যে, খানলার একা ছিল না, প্রত্যেক অগ্রণী কর্মীর পিছনে হাজারে হাজারে শ্রমিক রয়েছে যারা তাদের কমরেড ও নেতাদের রক্ষা করতে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত।'[২]

খানলারের পরে আরও কয়েকজন বলশেভিক কর্মী ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের হাতে নিহত হন। তখন পার্টিকে আত্মরক্ষা বাহিনী গঠনের বিষয় ভাবতে হল। আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা হবে কিনা এ বিষয়ে পার্টির অভ্যন্তরে মতামত চাওয়া হল। যথারীতি মেনশেভিকরা এর বিরোধিতা করতে থাকল। মেনশেভিকদের উপেক্ষা করেই বলশেভিকরা আত্মরক্ষা বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শ্রমিকদের এই বাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্তালিনের সময়োপযোগী ভূমিকা সমগ্র দেশের পার্টির প্রশংসা অর্জন করে।

স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার যুগে স্তালিনের নেতৃত্বে বাকুর শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রাম মিলিয়ে-মিশিয়ে লেনিনবাদী সংগ্রামের এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। চরম আঘাত ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্তালিন বাকু থেকে আইনী ও বে-আইনী পত্রপত্রিকার মাধ্যমে মেনশেভিক ও সর্বধরনের সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে যান এবং বাকুর বলশেভিকদের এই প্রচার সমগ্র রাশিয়ার সুবিধাবাদের দুর্গ ধ্বসিয়ে দিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কিওলেটভ, বাকভ, মেলিগিন, জাপারিজে, মেমেদভ প্রমুখ সাচ্চা বিপ্লবীদের সহায়তায় স্তালিন বাকু অঞ্চলের পার্টি থেকে সুবিধাবাদীদের বিতাড়িত করে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করেন এবং ক্রমশঃ বাকু বলশেভিক রাজনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তাঁর জীবনে বাকুর কর্মময় দিনগুলি এক অসাধারণ গুরুত্ব ও তাৎপর্যময়। তিনি নিজেই বলেছেন: 'তেল

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি: **জোসেফ স্তালিন,** পৃঃ ৭২।

২। ঐ, পৃঃ ৭২।

শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে তিন বছরের বিপ্লবী কাজকর্ম আমাকে একজন প্রত্যক্ষ যোদ্ধা ও অন্যতম স্থানীয় নেতা হিসেবে ইস্পাতদৃঢ় করে তোলে। একদিকে ভাটসেক, সারাতোভেট ও ফিওলেটভের মতো মানুষ সহ বাকুর অগ্রগামী শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠতা, অপরদিকে তেলমালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঝড় আমাকে প্রথম শিখিয়েছিল শ্রমিকদের বিরাট অগ্রগামী অংশ প্রকৃতপক্ষে কী চান। এই বাকুতেই আমি দ্বিতীয়বার বিপ্লবী অগ্নিদীক্ষা লাভ করেছিলাম।'[১]

ইতিমধ্যে তৃতীয় ডুমার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বলশেভিকদের রাজনৈতিক প্রচার চলতে থাকে। বাকুতে স্তালিন প্রত্যক্ষভাবে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ বাকু শহরের শ্রমিক পরিষদের সভায় তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ডেপুটিদের প্রতি এক নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশনামায় বুর্জোয়া পার্লামেন্টে বিপ্লবীদের কিভাবে কাজ করা উচিত তার এক আদর্শ আচরণবিধি স্তালিন রচনা করেন যা সর্বকালের বিপ্লবীদের পক্ষে শিক্ষণীয়। বিপ্লবী কার্যবিধির সঙ্গে সংসদীয় ভূমিকাকে কতখানি সতর্কভাবে ও রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হয় স্তালিনের শিক্ষা তার এক আদর্শ নজির। এই নির্দেশনামায় বলা হয়:

'আমাদের ডেপুটিদের অবশ্যই ডুমার মধ্যে ব্লাক হাণ্ড্রেড জমিদার দলের এবং বিশ্বাসঘাতক লিবারেল রাজতন্ত্রী, বুর্জোয়া, ক্যাডেট পার্টি সকলেরই সামগ্রিক প্রতিবিপ্লবী চরিত্রের স্বরূপটিকে ধারাবাহিকভাবে উদ্ঘাটন করতে হবে। অন্যদিকে তাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে কৃষক পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলিকে (সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, পপুলার সোশ্যালিষ্ট এবং ক্রদোভিক) লিবারেলদের কাছ থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাদেরকে সংগতিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী কর্মনীতির পথে এগিয়ে দেওয়া যায় এবং ব্লাক হাণ্ড্রেড ও ক্যাডেট বুর্জোয়া উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিচালিত করা যায়। একই সঙ্গে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলকে অবশ্যই সেই প্রতিক্রিয়াশীল মেকি সমাজতান্ত্রিক কল্পনাবিলাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে যার সাহায্যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, পপুলার সোশ্যালিষ্ট ও অন্যান্যরা তাদের পেটি-বুর্জোয়া দাবীগুলিকে আবৃত করে রাখে এবং যার সাহায্যে তারা শ্রমিকশ্রেণীর

১। **স্তালিন রচনাবলী,** অষ্টম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

ঘাঁটি সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী-সচেতনতাকে ধোঁয়াটে করে তোলে। যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি; তার সম্পর্কে পূর্ণ সত্যটি ডুমার মঞ্চ থেকে সমস্ত জনগণের কাছে আমাদের দলকে অবশ্যই বলতে হবে। জনগণের কাছে উচ্চৈস্বরে তারা ঘোষণা করবে যে, রাশিয়াতে শান্তিপূর্ণ পথে তাদের মুক্তি অর্জন করা যাবে না, মুক্তির একমাত্র পথ হল জার শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের পথ।...

'রাষ্ট্রীয় ডুমার দৈনন্দিন আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দল সমালোচনা ও আন্দোলন সৃষ্টির নিয়মিত দায়িত্ব অবশ্যই পালন করবে এবং নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে চলবে না; এবং তাকে জনগণের কাছে বোঝাতে হবে যে যতদিন প্রকৃত ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে স্বেচ্ছাচারী সরকারের হাতে থাকবে, ততদিন এ ধরনের আইন প্রণয়ন ক্ষণস্থায়ী ও নিরর্থক হবে। এইভাবে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার কাজ করে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দল, ডুমার বাইরে জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী যে বিপ্লবী সংগ্রাম বর্তমানে চালিয়ে যাচ্ছে তাকে সাহায্য করবে।'[১]

১৯০৭ সালের ২৫শে অক্টোবর রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির বাকু অঞ্চলের এক সম্মেলনে স্তালিন বাকু কমিটিতে নির্বাচিত হন। স্তালিনের তখন প্রধান কর্মকেন্দ্র বাকুর শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে। এই সময় তিনি কে. কাতো ছদ্মনামে বহু ইস্তাহার ও প্রবন্ধ লেখেন বিশেষ করে 'গুদক' পত্রিকায়। তাঁর এই পর্যায়ের 'সম্মেলন বয়কট কর', 'নির্বাচনের পূর্বে', 'গ্যারান্টি সহ সম্মেলন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা', 'সাম্প্রতিক ধর্মঘটগুলি আমাদের কি শিক্ষা দেয়?', 'তেল শিল্প মালিকদের কৌশল বদল', 'অর্থনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং শ্রমিক আন্দোলন' ইত্যাদি রচনাগুলি সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাকুর তেল মালিকদের চক্রান্তমূলক শ্রমিক-মালিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রচিত।

মালিকশ্রেণীর নির্মম অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কখনও-সখনও ইতস্ততঃ শ্রমিকদের মধ্যে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস-বাদী কায়দায় প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। অনেক সময় মাথা-গরম কোন কোন নেতাও এ কাজে উৎসাহ জুগিয়ে থাকে শ্রমিকদের রাতারাতি

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

জঙ্গী করে তুলবার জন্য। কিন্তু মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে যে শ্রমিক আন্দোলন চিহ্নিত তাকে আরও ধৈর্য সহকারে সংগঠিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। কেননা অর্থনৈতিক সন্ত্রাসমূলক এইসব শ্রমিক আন্দোলন শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী, বিপ্লবের পথে বাধাস্বরূপ। বাকুর শ্রমিকদের মধ্যে কোথাও কোথাও এই প্রবণতা লক্ষ্য করে স্তালিন তাঁর 'অর্থনৈতিক সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং শ্রমিক আন্দোলন' নামক রচনায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেন যা তত্ত্বমূলক রচনা হিসেবে দিশারী হয়ে আছে। রচনাটি বাকুর জেল থেকে লেখা। স্তালিন বলেন :

'একটা সময় ছিল যখন শ্রমিকেরা তাদের মালিকদের সঙ্গে সংগ্রাম করবার সময় মেশিনপত্র চূর্ণ করত এবং ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগিয়ে দিত। মেশিনই হল দারিদ্র্যের হেতু! কারখানাই হল অত্যাচারের পীঠস্থল! সুতরাং সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেল, জ্বালিয়ে দাও! সে-সময় শ্রমিকরা এইরকম বলত। এটা ছিল অসংগঠিত নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহী সংঘর্ষের সময়কাল।

'আমরা অন্য ধরনের ঘটনার কথাও জানি যেখানে আগুন দেওয়া এবং ধ্বংস সাধন সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে শ্রমিকরা "আরও হিংসাত্মক পদ্ধতি" গ্রহণ করে—ডিরেক্টর, ম্যানেজার, ফোরম্যান প্রভৃতিদের হত্যা করে। সে-সময়ে শ্রমিকরা বলল, সমস্ত মেশিন এবং সমস্ত কারখানা ধ্বংস করা অসম্ভব এবং অধিকন্তু তা করা শ্রমিকদের স্বার্থসাধনও করে না, কিন্তু সন্ত্রাসসৃষ্টির দ্বারা তাদের আতংকিত করা, আঘাত দ্বারা তাদের কঠোরতা পর্যুদস্ত করা সব সময়েই সম্ভব—সুতরাং তাদের মারধর কর, সন্ত্রস্ত কর তাদের! এটা ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী সংঘর্ষের সময়কাল।

'সংগ্রামের এই দুটি ধরনকেই শ্রমিক আন্দোলন তীব্রভাবে নিন্দা করল এবং এদের অতীতের ঘটনায় পর্যবসিত করল।

'কোন সন্দেহ নেই যে, কারখানা হল প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের শোষণের পীঠস্থল এবং মেশিন এই শোষণ বিস্তৃত করতে সর্বদাই বুর্জোয়াদের সাহায্য করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মেশিন ও কারখানা আপনা থেকেই হল দারিদ্র্যের হেতু। পক্ষান্তরে, ঠিক এই কারখানা এবং মেশিনই দাসত্বের শৃংখল ভাঙতে, দারিদ্র্যের বিলোপসাধন করতে এবং অত্যাচারকে পর্যুদস্ত করতে শ্রমিকশ্রেণীকে সক্ষম করে তুলবে—যা কিছু প্রয়োজন তা হল, কারখানা

ও মেশিনগুলিকে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের নিজস্ব সম্পত্তি থেকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা।...

'অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ... সংগঠন গড়ার আগ্রহকে বিনষ্ট করে, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং আত্মনির্ভরতার সঙ্গে বেরিয়ে আসার আগ্রহ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে—কেননা তাদের রয়েছে সন্ত্রাসবাদী বীরেরা, যারা তাদের জন্য কার্যকলাপ চালাতে সক্ষম। আমরা কি শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যের জন্য আকাঙ্খাকে উদ্দীপিত করব না? অবশ্যই আমরা তা করব।

'ব্যক্তিগত, চোরাগোপ্তা হিংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা বুর্জোয়াদের সন্ত্রস্ত করা আমাদের নীতিবিরোধী। এরকম "কাজ" কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী লোকজনদের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে দাঁড়াতে হবে, যে পর্যন্ত না চূড়ান্ত জয় অর্জিত হয়, সে পর্যন্ত সব সময়ের জন্যই তাদের ভয়ভীতির অবস্থার মধ্যে আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু তার জন্য অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজন আমাদের নেই, প্রয়োজন হল একটি শক্তিশালী গণ-সংগঠনের যা শ্রমিকদের সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।'[১]

বাকুর এই শ্রমিক আন্দোলন তখন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা তখনও শ্রমিকদের মজুরী অনেকটা বকশিস জাতীয় ছিল। স্তালিনের নেতৃত্বে শ্রমিকদের মূল দাবীই ছিল মধ্যযুগীয় মজুরী প্রথার পরিবর্তে ইউরোপীয় পদ্ধতির মজুরী। মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও শ্রমিকদের প্রতিনিধি-সম্মেলনে কয়েকমাস যাবৎ চলে এবং শ্রমিকদের সমস্ত সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে ঐক্যমতে পৌছায়। স্তালিনের তৎকালীন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরবর্তীকালের ভারী শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী সারগো অরজোনিকিদ্জে মন্তব্য করেন, 'সমগ্র রাশিয়ায় যখন কালো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দাপাদাপি করছে তখন বাকুতে সত্যিকারের এক শ্রমিক সংসদ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।' যদিও বাকুর এই সংগ্রাম সমগ্র নিস্তরঙ্গ রাশিয়াকে তোলপাড় করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না তথাপি ককেশাস অঞ্চলে অসামান্য গুরুত্ব অর্জন করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং নেতৃবৃন্দ লেনিনের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আইভানোভিচ কোবা ক্রমশ লেনিনের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিলাভ করেন। শুধু বাকুর সংগ্রামের খবরই লেনিনকে উৎসাহিত করেছিল

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

তাই নয় বাকু থেকে রুশ ভাষায় প্রকাশিত 'বাকিনস্কি প্রলেতারী' ও 'গুদক' পত্রিকায় লিখিত কোবার লেখাগুলি লেনিনকে মুগ্ধ করেছিল। লেখাগুলি তত্ত্বগতভাবে ভারাক্রান্ত না হয়েও স্পষ্টতা ও যুক্তিসিদ্ধতায় এত কার্যকরী হয়েছিল যে তা রুশ ভাষাভাষী অন্যান্য প্রদেশের কর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করে। তাই কোবা নামটি তখন লেনিনের কাছে সুপরিচিত যদিও ইতিপূর্বে তিনবার মাত্র ট্যামারফোর্স, স্টকহোম ও লণ্ডনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়েছে।

এই সময় স্তালিন 'কোবা' নামে পার্টির মধ্যে সুপরিচিত হলেও বাকুতে কাজ করছিলেন গাইওজ নিমারাদজে ছদ্ম নামে। আট নয় মাস শ্রমিকদের মধ্যে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯০৮ সালের ২৫শে মার্চ তিনি এবং অরজো নিকিদজে জারের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বাইলভ জেলখানায় নিয়ে আসা হয়। বিচারাধীন হিসেবে তাঁকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই জেলখানায় থাকতে হয়। কিন্তু এখানেও তো কাজের বিরাম নেই। তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে একটি মার্কসবাদী পাঠচক্র গড়ে তোলেন এবং অন্যান্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি বন্দীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক পরিচালনা করেন। বিতর্কে বহু ভিন্ন মতাবলম্বীকে রাজনীতিগতভাবে সপক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হন। যখনই একটুকরো কাগজ যোগাড় করতে পেরেছেন তাতেই কিছু-না-কিছু লিখে গোপন পথে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং 'গুদকে' ছাপা হয়েছে। জেলে বসেই বাকুর বাইরের কমরেডদের সঙ্গে প্রায় দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রতিটি সমস্যায় সঠিক পথের সন্ধান দিতেন। কিন্তু বাকুর এই বাইলভ জেলের প্রশাসন ছিল ভীষণ কঠোর ও সতর্ক। নিপীড়নের পদ্ধতিও ছিল মধ্যযুগীয়, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত বন্দীদের ঘরের সামনে খোলা জায়গায় ফাঁসিকাঠে। মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্য বিভিন্ন বন্দীদের মনের উপর এমন অসহ্য চাপ সৃষ্টি করত যে অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী এসবে স্তালিনের মধ্যে বাহ্যত কোন প্রতিক্রিয়া হত না। অন্য বন্দীরা যখন আতঙ্কে ঘুমতে পারত না, নিজেদের শেষের সেই ভয়ংকর দিনের অপেক্ষা করত, স্তালিন তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুতেন। এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঘৃণা জাগ্রত করে স্তালিন সহবন্দীদের মনে সাহস যোগাতেন।

জেল কর্তৃপক্ষ এইভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করত তাই নয়, বন্দীদের মধ্যেই গুপ্তচর রেখে বন্দীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখত। বলশেভিকদের

সাংকেতিক ভাষা ও স্তালিনের কার্যকলাপ সমস্ত বিপ্লবী সতর্কতা সত্বেও গুপ্তচরের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নজরে এসে যায়। তখন তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর তাঁকে দু বছরের জন্য ভোলগ্দা গুবারনিয়ায় পুলিশের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে নির্বাসিত করা হয়। সতর্ক প্রহরায় তাঁকে ভোলগ্দায় আনা হয় জানুয়ারীর প্রথম দিকে এবং ভোলগ্দা জেলে রাখা হল কয়েকদিনের জন্য কেননা তখনও তাঁর নির্বাসনের নির্দিষ্ট স্থান স্থিরীকৃত হয়নি। অবশেষে ২৭শে জানুয়ারী ১৯০৯, স্থির হল ভোলগ্দা গুবারনিয়ার সল্ভিচেগোদ্স্ক নামক জনবিরল স্থানে তাঁকে নির্বাসিত করা হবে। সল্ভিচেগোদ্স্ক হল রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের ভোলগ্দা প্রদেশের উত্তরে একটি পরিত্যক্ত অঞ্চল—এখানে চতুর্দশ শতকে রুশ ব্যবসায়ীদের লবণ ও পশমের ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। জলহাওয়া মনুষ্যবাসের যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। সেখানে পৌছানোও সহজ ব্যাপার ছিল না, মাসাধিককাল সময় লাগত। পুলিশ প্রহরায় যাওয়ার পথে ৮ই ফেব্রুয়ারী স্তালিন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন ও ভিয়াৎকা জেলে নীত হন এবং অসুস্থতা প্রবল হলে নিকটবর্তী ভিয়াৎকা গুবারনিয়া জেমস্তভো হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। সুস্থ হওয়ার পর আবার ভিয়াৎকা জেলে পাঠান হল। সেখান থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী সল্ভিচেগোদ্স্কতে পৌছলেন। শুরু হল নির্জন নির্বাসন জীবন। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ বিপ্লবীকে দীর্ঘদিন আটকে রাখা জার সরকারের শত চেষ্টাতেও সম্ভবপর ছিল না। ইতিপূর্বেও নির্বাসন থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইতিহাস তাঁর ইতিপূর্বেও ছিল, তাই জার সরকার এবার তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ প্রহরায় রেখেছিল। তা সত্বেও প্রায় চার মাস নির্বাসন জীবন যাপনের পর ২৪শে জুন প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে স্তালিন পালিয়ে গেলেন। পাগলের মত পিছু ধাওয়া করেও জারের পুলিশ তাঁকে ধরতে পারল না। তিনি ভিন্ন পথে নিদারুণ কষ্টভোগ করে ককেশাসের পথে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সেন্ট পিটার্সবুর্গে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁর ভাবী শ্বশুরের মাধ্যমে পার্টির গোপন কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং একটি ভূয়ো পাশপোর্টও সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। সেই পাশপোর্ট নিয়ে মাকার গ্রেগরিয়ান মেলিকিয়াস্তস ছদ্ম নামের আড়ালে বাকুতে এসে হাজির হলেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গে অবশ্যই বাকুর এই বীর কমরেডকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় দপ্তরে এসে পার্টির অবস্থা যা শুনলেন তা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এমনকি

ককেশাসের সংবাদ জানতে চেয়েও সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। বুঝতে পারলেন কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ শিথিল হয়ে গেছে। তিনি তখন নিজেই কেন্দ্রীয় মুখপত্রের ককেশীয় সংবাদ-প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

প্রায় দেড় বৎসর অনুপস্থিতির পর বাকুতে পা দিয়ে সেখানকার সংগঠনেরও অধোমুখী পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন। পার্টির সদস্য-সংখ্যা বেশ কমে গেছে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সভ্য-সংখ্যাও কমের দিকে। তেল শিল্পে শ্রমিকদের উপর শোষণ ও নিপীড়ন বেড়েছে। শ্রমিকদের কাজের সময় আট ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বার ঘণ্টায় দাঁড় করান হয়েছে। মালিকদের প্রচুর মুনাফা হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছে না, নেতৃত্ব চুপচাপ রয়েছে। শ্রমিকদের কাছে পার্টির বক্তব্য পৌঁছানোর কোন. ব্যবস্থা নেই; ইস্তাহার, প্রচারপত্র ইত্যাদি বিলি বন্ধ হয়ে গেছে এমনকি 'বাকিনস্কি প্রলেতারী'র প্রকাশও বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বের সেই সংগ্রামের দুর্গ বাকুকে আর চেনা যাচ্ছে না। স্তালিন কিন্তু হতাশ হয়ে পড়লেন না, তাঁর অনুপস্থিতিতে সংগঠনের যে হাল হয়েছে তা চাঙ্গা করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তিনি কোবা-মেলিকিয়ান্তস নামে কাজ করছেন। বালাখ্লানা তেল খনি এলাকার মধ্যে এক গোপন স্থানে আস্তানা করে প্রথমেই 'বাকিনস্কি প্রলেতারী' পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বাকুতে উপস্থিতির তিন সপ্তাহের মধ্যেই অক্লান্ত পরিশ্রমে স্তালিন ১লা আগস্ট পত্রিকা আবার প্রকাশ করলেন। নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যাতেই 'পার্টির সংকট এবং আমাদের করণীয় কাজ' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমাংশ মুদ্রিত হয় এবং বাকী অংশ মুদ্রিত হয় ২৭শে আগস্টের সংখ্যায়। এই প্রবন্ধটি পার্টির জীবনে এক অসাধারণ মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। এতে শুধু বাকুর অবস্থা বিশ্লেষিত হয়নি, সমগ্র পার্টির দুর্বলতাও পর্যালোচিত হয়েছে এবং কীভাবে সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় সেই পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

'কারো কাছে এটা গোপন নেই যে, আমাদের পার্টি গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। পার্টির সদস্য-সংখ্যা হ্রাস, সংগঠনগুলির সংকোচন এবং তাদের দুর্বলতা, সংগঠনগুলির পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং সুসংবদ্ধ পার্টি-কাজের অভাব—এ সমস্তই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, পার্টি অসুস্থ এবং তা গুরুতর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে।

'সর্বপ্রথম জিনিস যা বিশেষভাবে হতাশ করে তুলেছে তা হল, ব্যাপক

জনসাধারণ থেকে তার সংগঠনগুলির বিচ্ছিন্নতা। এক সময়ে আমাদের সংগঠনগুলির কর্মী ছিল হাজার হাজার এবং তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিচালিত করত। সে-সময়ে জনসাধারণের মধ্যে পার্টির দৃঢ় শিকড় ছিল। এখনকার অবস্থা তা নয়। হাজার হাজারের পরিবর্তে এখন কয়েক ডজন কিংবা খুব বেশী হলে কয়েকশ করে কর্মী আমাদের সংগঠনগুলিতে রয়েছে।...

'পার্টি শুধু জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছে না, সে আরও একটি বিষয়ে ভুগছে, তা হল—তার সংগঠনগুলির পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ নেই, একই পার্টি জীবনের শরিক নয়, সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ককেশাসে কি ঘটছে সেন্ট পিটার্সবুর্গ জানে না, ককেশাস জানে না উরাল অঞ্চলে কি ঘটছে ইত্যাদি; প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্ত নিজ নিজ বিচ্ছিন্নতায় রয়েছে। সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের একটি অখণ্ড পার্টি জীবন আর নেই, নেই সেই অভিন্ন সত্তা ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সময় পর্বে আমরা সকলেই যে সম্বন্ধে গর্ব বোধ করতাম। আমরা অত্যন্ত কলঙ্কজনকভাবে সখের কর্মীর পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছি।'[১]

এই সংকটের কারণ সম্পর্কে স্তালিন বলেন :

'এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে, এসবের কারণ হল, বিপ্লবের নিজস্ব সংকট, প্রতিবিপ্লবের সাময়িক বিজয়লাভ, বিভিন্ন কর্মতৎপরতার পরে ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা এবং সর্বশেষে ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে পার্টি যে আধা-স্বাধীনতাগুলি ভোগ করত সেগুলিও হারানো। যখন বিপ্লবে অগ্রগতি ঘটছিল, স্বাধীনতাগুলি বিদ্যমান ছিল, তখন পার্টির উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটছিল, পার্টি শক্তিশালী হচ্ছিল। বিপ্লব পশ্চাদপসরণ করল, স্বাধীনতাসমূহ অন্তর্হিত হল—তখন পার্টি অসুস্থ হতে লাগল, বুদ্ধিজীবীরা পার্টি ত্যাগ করতে আরম্ভ করল এবং তার পরে শ্রমিকদের মধ্যে যারা সর্বাধিক দোদুল্যমতি তারা এদের অনুসরণ করল।'[২]

এই সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কি করতে হবে, সে সম্পর্কে স্তালিনের মত :

'পার্টিকে যথাসম্ভব আইনসম্মত কর এবং ডুমার আইনী গোষ্ঠীর চারপাশে তাকে ঐক্যবদ্ধ কর—কেউ কেউ আমাদের বলেন। কিন্তু যখন সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতির মতো নির্দোষতম আইনী প্রতিষ্ঠানগুলিও সাংঘাতিক নির্যা-

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।
২। ঐ।

তন ভোগ করছে, তখন পার্টিকে যথাসম্ভব আইনসম্মত করা কিভাবে সম্ভব? তার বিপ্লবী দাবীগুলি পরিত্যাগ করে তা কি করা যেতে পারে? কিন্তু তা করলে, তার অর্থ হল পার্টিকে কবর দেওয়া, তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা নয়। অধিকন্তু ডুমায় যে গোষ্ঠী আছে তা কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগ স্থাপন করতে পারে যখন সে নিজেই শুধু জনসাধারণ থেকে নয়, পার্টি সংগঠন-গুলি থেকেও বিচ্ছিন্ন? স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, সমস্যাটির এরূপ সমাধান পার্টিকে কেবল আরও বিভ্রান্তই করবে এবং পার্টির পক্ষে সংকট থেকে মুক্ত হবার কাজকে আরও দুরূহ করে তুলবে।···সংগঠনের পুরানো ব্যবস্থার অধীনে, পার্টির কাজের পুরানো পদ্ধতি বজায় রেখে এবং বিদেশ থেকে "নেতৃত্ব" নিয়ে শুধুমাত্র "কাজকর্মের স্থানান্তরণ" জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সংযোগ সাধন করতে পারে না, পারে না তাকে একটি একক অখণ্ড জীবন সত্তায় দৃঢ়রূপে সংহত করতে।···সাধারণ রাজনৈতিক কাজকর্ম চালানোর অতিরিক্ত কাজ হিসেবে আমাদের সংগঠনগুলি সমস্ত গৌণ সংঘর্ষগুলিতে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করুক, মহান শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে তারা এগুলিকে সংযুক্ত করুক এবং তাদের প্রাত্যহিক প্রতিবাদ ও দাবীতে জনসাধারণকে সমর্থন জুগিয়ে জীবন্ত ঘটনার দ্বারা আমাদের পার্টির মহান নীতিগুলিকে প্রদর্শন করুক।···কেবলমাত্র এই উপায়েই জনসাধারণকে, যাদের "দেয়াল ঠাসা করা" হয়েছে তাদেরকে সক্রিয় করা সম্ভব হবে, শুধুমাত্র এই উপায়েই অভিশপ্ত অচল অবস্থা অতিক্রম করে তাদের "সক্রিয় করা" সম্ভব হবে। আর অচল অবস্থা অতিক্রম করে "সক্রিয় করার" ঠিক ঠিক অর্থ হল—আমাদের সংগঠনসমূহের চারিপাশে তাদের সমবেত করা।···

'ঘটনাবলী দেখায় লণ্ডন কংগ্রেসের পরে পার্টি দুটি সম্মেলন সংগঠিত করতে এবং বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রগুলির বহু ডজন সংখ্যা মুদ্রিত করতে সফল হয়েছে; তথাপি একটি সত্যিকারের পার্টিতে আমাদের সংগঠনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ, সংকট অতিক্রম করার কাজ বড় একটা এগোয়নি। অতএব সম্মেলন এবং বিদেশে প্রকাশিত মুখপত্রসমূহ পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সংকট জয় করা, স্থানীয় সংগঠনগুলিকে স্থায়ীভাবে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। স্পষ্টতঃ কার্যসাধনের জন্য একটি মৌলিক উপায় প্রয়োজন। একমাত্র মৌলিক উপায় হতে পারে, একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্রের প্রকাশনা—একটি সংবাদপত্র যা পার্টির কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে এবং রাশিয়ায় প্রকাশিত হবে।

'...একটি সুপরিচালিত সারা-রাশিয়া সংবাদপত্র পার্টিকে কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে ফলপ্রসূ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে।... একমাত্র এই পথে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি অলীক কেন্দ্র থেকে একটি সত্যিকারের সারা-পার্টি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে পার্টিকে একটি মিলনসূত্রে গ্রথিত করবে এবং পার্টির কর্মতৎপরতাকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুরে বেঁধে দেবে। সেজন্য একটি সারা-রাশিয়া সংবাদপত্র সংগঠিত করা এবং পরিচালনা করা কেন্দ্রীয় কমিটির আশু করণীয় কাজ।'[১]

স্তালিনের এই বক্তব্য পার্টির সেই সংকটকালে পার্টিকে উত্তরণের যথার্থ পথ দেখিয়েছিল। লেনিন সহ কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ নেতা তখন বিদেশে থেকে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করছেন এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্র লেনিনের 'প্রলেতারী'ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। স্তালিন বাস্তবক্ষেত্রে অনুভব করেছিলেন যে এর ফলে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে রুশদেশের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা পূর্ণরূপে নেতাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না, বিশেষ করে সাংগঠনিক অবস্থা ; তখনই নেতাদের দেশে চলে আসা তিনি অনুমোদন করেননি, তাই আশা করেছিলেন অন্তত একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্র যদি দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত হয় তাহলে সমস্ত দেশের বাস্তব পরিস্থিতি তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারে এবং এর দ্বারা সংহতি বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। এই ধরনের পত্রিকা 'প্রাভদা' (সত্য) প্রকাশিত হয় আরও তিন বছর পর।

প্যারিস ও জেনেভা থেকে তখন লেনিনের 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে উভয়তঃ বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মুখপত্ররূপে। এই পত্রিকায় স্তালিন কয়েকটি চিঠি পাঠান ককেশাসের অবস্থা বর্ণনা করে। এই চিঠিগুলি লেনিন উৎসাহ সহকারে প্রকাশ করেন। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও লেনিনের সঙ্গে স্তালিনের মতাদর্শ ও কর্মকৌশলগত যে মিল এ সময় লক্ষ্য করা যায় তা বিস্ময়কর। বিদেশে তাঁর চতুর্পার্শ্বের তাত্ত্বিক নেতাদের সামলাতে যখন তাঁকে হিমসিম খেতে হচ্ছে তখন লেনিন নিশ্চিন্ত যে দেশের মধ্যে এক বিপুল শক্তিধর নেতা ও সংগঠক রয়েছেন যিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকা অক্লান্ত পরিশ্রমে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আছেন।

বাকুতে পার্টিকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে স্তালিন ১৯০৯ সালের

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিফ্‌লিসে যাত্রা করেন স্বল্প সময়ের জন্য। সেখানে পৌঁছেই মেনশেভিক বিলোপপন্থীদের বিরুদ্ধে বলশেভিকদের সংগঠিত করেন। অক্টোবরের শেষের দিকে পার্টির তিফ্‌লিস শহর সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং 'তিফ্‌লিস্কি প্রলেতারী' নামে বলশেভিকদের পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এই কাজ সমাপ্ত করেই তিনি আবার বাকুতে ফিরে আসেন।

রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু সংখ্যক বলশেভিক সদস্য গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় ভারসাম্য অনুকূলে এসেছে মনে করে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাইকভ, ট্রট্‌স্কি প্রমুখ গোপন চক্রান্ত করে লেনিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধীরা কতকগুলি সিদ্ধান্ত লেনিনের উপর চাপিয়ে দিলেন। সিদ্ধান্ত হল বলশেভিক মুখপত্র 'প্রলেতারী' বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত ট্রট্‌স্কির কাগজ 'প্রাভদা'কে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এই সময় 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট'-এর একাদশ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে স্তালিন লেনিনের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন। বিলোপপন্থী, ট্রট্‌স্কি গোষ্ঠী থেকে শুরু করে সমস্ত পার্টি-বিরোধীদের নিয়ে ট্রট্‌স্কি এক পার্টি-বিরোধী সংস্থা দাঁড় করান। এই সংস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য যাঁরা বে-আইনী পার্টিকে সংগঠিত করতে ও বিপ্লবী কাজকর্মে উৎসাহ দান করতে আগ্রহী তাঁদের নিয়ে একটি পার্টি 'ব্লক' স্থাপিত হল। এই ব্লকে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা ছাড়াও প্লেখানভের অনুসরণকারী কয়েকজন পার্টি-মুখীন মেনশেভিকও ছিলেন। প্লেখানভ ও তাঁর অনুসরণকারীরা কিছু ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যাপারে মেনশেভিকদের সমর্থন করলেও ট্রট্‌স্কির 'আগস্ট জোট' ও বিলোপপন্থীদের থেকে নিজেদের দৃঢ়তার সঙ্গে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং বলশেভিকদের সঙ্গে আপোষে আসতে চেষ্টা করেন। লেনিন প্লেখানভের এই আপোষ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানালেন এবং পার্টি-বিরোধীদের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী মোর্চা গঠনে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন কারণ এই মোর্চা পার্টির পক্ষে সহায়ক ও বিরোধী-দের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

৯১০ সালের মার্চ মাস বাকুর সংগঠন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এবং গণ-আন্দোলনের ঝুঁকি তখন সে নিতে পারে। তাই নেতা স্তালিন আর কাল-বিলম্ব না করে তেল শিল্পে ধর্মঘটের মাধ্যমে উচ্চতর সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত

করতে উদ্যোগ নিলেন। জারের সরকার বাকুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল, আন্দোলন তীব্র হওয়ার মূলে ২৩শে মার্চ শ্রমিকদের প্রধান নেতা মাকার গ্রেগরিয়ান মেলিকিয়ান্তস (স্তালিনের তৎকালীন ছদ্মনাম) আবার গ্রেপ্তার হলেন। যেদিন গ্রেপ্তার হলেন সেদিনই গোপন ছাপাখানা থেকে বিখ্যাত জার্মান নেতা অগাস্ট বেবেলের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত স্তালিনের 'জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর নেতা অগাস্ট বেবেল' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ২৬শে মার্চ তাঁকে বাকুর বাইলভ জেলে আটক রাখা হয়। সেখানে ছয় মাসকাল বন্দীজীবনের পর ৭ই সেপ্টেম্বর ককেশাসের ভাইসরয়ের আদেশ-নামা পান—এই আদেশনামায় পাঁচ বছরের জন্য তাঁর ককেশাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় এবং তাঁকে সল্‌ভিচেগোদস্ক-এ নির্বাসিত করা হয়। ২৯শে অক্টোবর তিনি পুলিশ প্রহরাধীনে নির্বাসন ক্ষেত্রে পৌছলেন। সেখানে পৌছে এক মাসের মধ্যেই তিনি লেনিনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। গোপন পথে পার্টির কাগজপত্র পৌছতে থাকল, শুরু হল কাজ। তিনি নির্বাসিত-দের সংগঠিত করে ছোট ছোট ভাগে সভা করে তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে পার্টি সংবাদ ও বলশেভিকদের মতবাদ প্রচার করেন। সল্‌ভিচেগোদস্ক-এর এই নির্বাসন ক্ষেত্র থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশ্যে এক চিঠি লেখেন ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১০। ঐ চিঠিতে তিনি ট্রট্‌স্কি জোটের বিরুদ্ধে লেনিনের ব্লক গঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লেখানভপন্থীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন :

'আমার মতে, ব্লক-এর লাইনই (লেনিন-প্লেখানভ) একমাত্র সঠিক লাইন : (১) এই লাইন এবং শুধু এই লাইনটিই রাশিয়ার কাজের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাচ্ছে—যার মূল দাবীই হচ্ছে সকল যথার্থ পার্টি অনুগামীদের একত্র সমবেত করা ; (২) এই লাইন এবং শুধু এই লাইনটিই বিলুপ্তিবাদী-দের কবল থেকে আইনসম্মত সংগঠনসমূহের অব্যাহতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে, মেনশেভিক কর্মীবৃন্দ এবং বিলুপ্তিবাদীদের মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা করবে আর শেষোক্তদের ছিন্নভিন্ন ও দফারফা করে দেবে।...লেনিন-প্লেখানভ-এর ব্লক বাস্তবনিষ্ঠ, কারণ তা পুরোপুরি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, পার্টিকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে সেই প্রশ্নে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা রচিত। কিন্তু যেহেতু এটা হল একটা ব্লক এবং মিশে যাবার ব্যাপার নয়, ঠিক সেই কারণেই বলশেভিকদের থাকবে নিজস্ব গোষ্ঠী। এটা খুবই সম্ভব যে তাঁদের

কাজের মধ্য দিয়ে বলশেভিকরা প্রেখানভপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে বশে নিয়ে আসতে পারবেন, কিন্তু সেটা তো এখনও সম্ভাবনার স্তরে। কোন অবস্থাতেই আমাদের ঘুমিয়ে পড়া চলবে না আর ঐরকম একটা পরিণতির জন্য বসে থেকে অপেক্ষা করলেও চলবে না—যদিও ঐ পরিণতিটা খুবই সম্ভব। যত বেশী ঐক্যবদ্ধভাবে বলশেভিকরা কাজ করবেন, তাঁদের কাজ যত বেশী সংগঠিত হবে, ঐ বশে আনার সম্ভাবনাটা ততই বেশী হবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য সমস্ত নেহাই-এর উপরই নিরলসভাবে হাতুড়ির ঘা মেরে চলা।'[১]

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বড় অংশ দেশের বাইরে। তাই এই সময় স্তালিনকে সর্বদাই যে প্রশ্ন উৎকণ্ঠিত রাখত তা হল রাশিয়ার অভ্যন্তরে পার্টির কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেশের মধ্যে সরাসরি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যক্ষ পার্টি নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মী ও গণ-সংগঠনগুলোকে উৎসাহ যোগান এবং ভয়-ভীতি কাটিয়ে উঠে সঠিক রাস্তায় চলতে সাহায্য করা—এটাই ছিল আশু কাজ। এই ব্যাপারে ইতিপূর্বেও স্তালিন প্রবাসী নেতাদের বারবার সচেতন করেছেন, এবারও আলোচ্য চিঠিতে তিনি তার পুনরুল্লেখ করলেন :

'সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার হল রাশিয়ার মধ্যেই কাজকর্ম সংগঠিত করে তোলা। আমাদের পার্টির ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে মতপার্থক্যসমূহ বিতর্কের মধ্য দিয়ে দূরীভূত হয়নি, হয়েছে প্রধানতঃ কাজের মধ্য দিয়ে, মূল নীতিসমূহের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে। সুতরাং আজকের কাজ হল একটি কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে রাশিয়াতে কাজকর্ম সংগঠিত করে চলা।···আমার মতে, আমাদের যে আশু কর্তব্যটা নিয়ে আর দেরী করা চলে না তা হল —একটি কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী (রাশিয়াতেই) সংগঠিত করা; বে-আইনী, আধা-আইনী এবং আইনী কার্যকলাপের মধ্যে প্রথমতঃ প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে (সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, উরাল ও দক্ষিণাঞ্চলে) সমন্বয় সাধন করা। "কেন্দ্রীয় কমিটির রাশিয়ান বিভাগ" অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির সহায়ক গ্রুপ—যে নামই দিন তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এরকম একটা গ্রুপ বায়ু ও রুটির মতোই অপরিহার্য। বর্তমান সময়ে খোঁজখবরের অভাব, নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্নতা আঞ্চলিক পার্টি-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে রয়েছে এবং তাঁরা সবাই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন। এই গ্রুপটি কাজে নতুন উৎসাহ যোগাতে পারে, এনে দিতে পারে সুস্পষ্টতা। আর তা আইনী সুবিধাগুলোর যথার্থ সদ্ব্যবহারের রাস্তাই

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

উন্মুক্ত করে দেবে। আমার মতে, তাতে করে পার্টিগত মনোভাবের পুনরুজ্জীবনেরই সূত্রপাত হবে।'[১]

পার্টির আশু কাজ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েই স্তালিন ক্ষান্ত হননি। ঐ চিঠিতে তিনি নিজের সম্পর্কেও বলেছেন :

'এখন বলি আমার নিজের সম্পর্কে। এখানে আরও ছ'মাস আমাকে কাটাতে হবে। এই মেয়াদ শেষ হলে আমি পুরোপুরি আপনাদের কাজেই নিয়োজিত থাকতে পারব। পার্টি-কর্মীদের প্রয়োজন যদি যথার্থই তীব্র হয়ে থাকে, আমি এখনই চলে যেতে পারি।'[২]

স্তালিনের এই চিঠি নিশ্চয়ই লেনিনকে নাড়া দিয়েছিল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যখন লেনিনের বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পার্টি স্কুলের সভ্যদের দ্বারাই পূর্ণ ছিল তখন রাশিয়ার মধ্যে এমন একজন তত্ত্ব-সচেতন উচ্চস্তরের নেতা রয়েছেন যাঁর যাদুস্পর্শে অল্পদিনের মধ্যেই সংগঠন চাঙ্গা হয়ে ওঠে—এটা একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা দেয়। পাকা জহুরীর দৃষ্টিতে এমন জহর ধরা পড়বেই। লেনিন বুঝলেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্তালিনকে স্থান করে দিতে হবে পার্টি এবং বিপ্লবের স্বার্থে। প্যারিসে অনুষ্ঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক অধিবেশনে ১৯১১ সালের ১লা জুন আসন্ন পার্টি সম্মেলনের জন্য গঠিত সংগঠনী কমিটির বিকল্প সদস্য হিসেবে স্তালিন নির্বাচিত হন।

তখনও তিনি নির্বাসনে। নির্বাসনে পুলিশ তাঁকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি। তাঁর গোপন কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য পুলিশ বারবার তাঁর আস্তানায় তল্লাসী চালায় এবং ২৩ থেকে ২৬শে জুন ১৯১১ নির্বাসিত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দিয়ে সভা করার অপরাধে তাঁকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হয়। অবশেষে, জুন মাসের ২৭ তারিখ তাঁর নির্বাসনদণ্ড সমাপ্ত হয় কিন্তু কোন বড় শহরে তিনি ঢুকতে পারবেন না এই নিষেধাজ্ঞাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর জারী হয়। স্বভাবতঃই, স্তালিন মস্কো ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কাছাকাছি ভলোগ্‌দা-তে থাকার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু এখানে তাঁকে প্রকৃতপক্ষে পুলিশের নজরবন্দী হয়েই থাকতে হয়। জুলাই মাসে লেনিন পরিচালিত 'রাবোচইয়া গ্যাজেতা' (শ্রমিকদের সংবাদপত্র) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে লিখিত এক পত্রে স্তালিন পুনরায় মস্কো বা পিটার্সবুর্গে কাজ করার

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।
২। ঐ।

ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি নিজেই গোপনে ভলোগ্দা থেকে পিটার্সবুর্গে চলে আসেন এবং পি. এ. চিমিকভ ছদ্মনাম পরিভুক্ত করেন। এখানে এসে তিনি বলশেভিক নেতা এস. তোদ্রিয়া ও এস. আলিলুয়েভ-এর মারফত সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পার্টি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু উক্ত নেতাদের উপর জারের পুলিশ ওখ্রাণার নজর ছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর গুপ্ত প্ররোচনাকারী ঘাতক বাগরভের দ্বারা কুখ্যাত প্রধানমন্ত্রী স্তলিপিন নিহত হয়। এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে ওখ্রাণা বাহিনী সমস্ত বলশেভিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। ঐদিনই স্তালিন পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং কয়েকমাস জেলে আটক থাকার পর তিন বছরের জন্য ভলোগ্দাতে নির্বাসিত হন। ২৫শে ডিসেম্বর তিনি ভলোগ্দাতে পৌছলেন। বারবার গ্রেপ্তার হয়ে নিদারুণ কষ্টকর নির্বাসিত জীবনযাপন করেও তিনি বিদেশে চলে যাননি। শত বাধার মধ্যেও এই অজীয় ঈগল দুর্দমনীয় মনোবল নিয়ে দেশের মধ্যে বিপ্লবী জীবন অব্যাহত রাখেন। মূর্খ জার সরকার জানত না বিপ্লবী অঙ্গারকে ছাই দিয়ে চাপা দেওয়া যায় না। এবার নির্বাসনে পূর্বের চেয়ে আরও কড়া নজর তাঁর উপর রাখা হয় কিন্তু সমস্ত সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবী বীর স্তালিন আবার ১৯১২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভলোগ্দা থেকে পালিয়ে গেলেন। উন্মত্ত কুকুরের মতো জারের ওখ্রাণা বাহিনী তাঁকে সন্ধান করে ফিরলো কিন্তু ততক্ষণে তিনি অনেক অনেক দূরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে লেনিন ও স্তালিনের নিরলস সংগ্রামের ফলে পার্টির সর্বস্তরে এক সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার মনোভাব দেখা দিল। লেনিন-প্লেখানভ ব্লক গঠনের মাধ্যমে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বলশেভিকদের প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমতাবস্থায় সুবিধাবাদী, সংস্কারপন্থী, বিপ্লব-বিরোধী মেনশেভিক, বিলোপপন্থী ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে এক সঙ্গে চলা আর সম্ভব হচ্ছিল না। স্তালিন নির্বাসনক্ষেত্র থেকে বারবার এই সাচ্চা পার্টি গঠনেরই আবেদন জানিয়ে আসছিলেন এবং এর দ্বারা লেনিনের পরিকল্পনা আরও জোরদার হয়। সেই পার্টি গঠিত হল পার্টির ষষ্ঠ প্রাগ সম্মেলনে। এই সম্মেলনের অবদান লেনিনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি—উপযুক্ত সময়ে বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত পথ তৈরী করা যে মহান নেতৃত্বের কতবড় গুণ লেনিন তা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেন। এই পার্টি গঠন সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে পরবর্তীকালে স্তালিন লেখেন :

'বলশেভিকরা জানতেন—সর্বহারার দরকার এক আলাদা ধরনের পার্টি, এক নতুন অকৃত্রিম মার্কসবাদী পার্টি, এমন পার্টি যা সুবিধাবাদীদের সঙ্গে কিছুতেই হাত মেলাবে না ও বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করবে, যে পার্টি হবে দৃঢ় গ্রথিত ও প্রস্তরের মত ঘনীভূত, যা হবে সমাজ বিপ্লবের পার্টি, সর্বাহারাশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক পার্টি।

'এই নতুন ধরনের পার্টিই বলশেভিকরা চেয়েছিলেন। এই পার্টি গড়ে তুলবার জন্য বলশেভিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অর্থনীতিবাদী মেনশেভিক, ট্রট্স্কিপন্থী, অটজোভিস্ট ও নানা রঙের ভাববাদী হতে আরম্ভ করে এম্পিরিও ক্রিটিসিস্ট পর্যন্ত সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সম্পূর্ণ ইতিহাস হল ঠিক এই ধরনের পার্টি গঠনের ইতিহাস। বলশেভিকরা চেয়েছিলেন নতুন পার্টি, এক বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলতে, যে-পার্টি হবে যাঁরা প্রকৃত বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টি চান তাঁদের সকলেরই আদর্শ। প্রাচীন "ইস্ক্রা"র কাল থেকে বলশেভিকরা এইজাতীয় পার্টি গড়বার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সকল প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করে তাঁরা এর জন্য দুর্দম অবিচলিত চিত্তে পরিশ্রম করছিলেন। একাজে লেনিনের লেখা "কী করতে হবে?" "দুই কর্মকৌশল" ইত্যাদি মৌলিক ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে। এরূপ এক পার্টির মতাদর্শগত প্রস্তুতি ছিল লেনিনের "কী করতে হবে?" গ্রন্থে। "এক পা আগে দুপা পিছে" নামক গ্রন্থ পার্টির জন্য সাংগঠনিক আবেদন করল। 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির দুই কৌশল" গ্রন্থ হল পার্টির রাজনৈতিক উপক্রমণিকা। আর সবশেষে তাঁর "মেটিরিয়ালিজম্ ও এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম্" হল পার্টির তত্ত্ববিষয়ক আয়োজন।...সুতরাং বলশেভিকদের নিজস্ব পার্টি গঠনের পক্ষে এখন অবস্থা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও পরিণত হয়েছিল। মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে এবং নতুন পার্টি—বলশেভিক পার্টি—গঠন করে এই সুসম্পন্ন কাজকে সার্থক পরিণতি দেওয়াই হল ষষ্ঠ পার্টি সম্মেলনের দায়িত্ব।'[১]

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নতুন বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠা ও স্তালিন

১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাগ শহরে ষষ্ঠ নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িটিরও বেশী স্থানীয় পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের বিবরণীতে বলা হয়: 'কেবল যে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির পতাকা, কর্মসূচী ও বিপ্লবী ঐতিহ্যই টি'কে রয়েছে তাই নয়; এর সংগঠনও রয়েছে। অত্যাচার ও সংগঠনের ক্ষতি করেছে, শক্তি ক্ষয় করেছে বটে কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ চূর্ণ করতে পারেনি।' লেনিন, স্তালিন, অর্জনিকিদ্জে, সভের্দলভ, স্পান্ডারিয়ান এবং অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে নতুন বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কমরেড স্তালিন নির্বাসনে থাকা অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির বদলী সদস্য যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড কালিনিন। রুশ দেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালাবার জন্য স্তালিনের নেতৃত্বে কয়েকজন নিয়ে একটি কর্মকেন্দ্র (কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরো) গঠিত হয়। এই কমিটি গঠনের মাধ্যমে স্তালিনের দীর্ঘদিনের দাবী মিটলো—এবার দেশে ও প্রবাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন সহজ হয়ে উঠবে।

সম্মেলন থেকে পার্টির নামের সঙ্গে 'বলশেভিক' শব্দটি যুক্ত হল অর্থাৎ নাম হল রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবর পার্টি (বলশেভিক)। এর দ্বারা পার্টির সংগ্রামের পুরানো ঐতিহ্যকে যেমন স্বীকার করা হল তেমনি বুঝা গেল মেনশেভিকরা বিতাড়িত এবং এটি একমাত্র বলশেভিকদের পার্টি। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত পার্টির এই নামই বজায় থাকে। এই সম্মেলনের গুরুত্ব সম্পর্কে পরবর্তীকালে স্তালিন বলেছেন: 'আমাদের পার্টির ইতিহাসে এই সম্মেলনের গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ এখানে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে ছেদ টানা হয় এবং সারা দেশের বলশেভিক সংগঠনগুলিকে একত্র মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ বলশেভিক পার্টি গঠন করা হয়।'[১] প্রাগ সম্মেলনে আরও স্থির হয় গণতান্ত্রিক

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের আক্ষরিক বিবরণী, পৃঃ ৩৬১-৬২।

সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্টা কাজের সময় এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি দাবীগুলি পার্টির প্রধান রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে রাখা হবে। এই স্লোগান নিয়েই বলশেভিকরা চতুর্থ স্টেট ডুমার নির্বাচনী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রাগ সম্মেলনেই স্থির হয় 'প্রাভদা' নতুন পার্টির মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হবে এবং এজন্য উপযুক্ত লোক চাই। স্তালিন নির্বাসনে থাকার জন্য এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি তা আগেই বলা হয়েছে। লেনিনের নির্দেশে অর্জনিকিদজে ভলোগদাতে যান স্তালিনকে সম্মেলনের বিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ অবহিত করার উদ্দেশ্যে। আবাঙ্খিত সিদ্ধান্তসমূহ তাঁকে বিশেষ উৎসাহিত করে। আলোচনা করে ফিরে গিয়ে অর্জনিকিদজে লেনিনকে জানান, 'আইভানোভিচের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছে। সমস্ত ব্যাপার যেভাবে হয়েছে তাতে তিনি খুব খুশী হয়েছেন। সংবাদাদি তাঁর উপর গভীর রেখাপাত করেছে।' এতদিনে বিপ্লবের পথ অনেকখানি বাধামুক্ত হয়েছে এবং সঠিক নিশানা পাওয়া গেছে। সুতরাং আর তো ভলোগদায় আটক থাকা যায় না—আবার পালাতে হবে। ২৯শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে স্তালিন ভলোগদা থেকে পালিয়ে গেলেন। এবারও তাঁর মুক্ত জীবন স্বল্পস্থায়ী হয়। কিন্তু সামান্য সময়কেও এই কর্মবীর বিরাট কর্মযজ্ঞে পরিণত করেন। কাজ শুরু করার আগে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে বলশেভিক কর্মীদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও পৌছে দেওয়া আশু প্রয়োজন। মার্চ মাসের শুরুতেই 'পার্টির সপক্ষে' শিরোনামায় একটি ইস্তাহার রচনা করেন এবং ছয় হাজার কপি ছাপিয়ে সমস্ত রুশিয়ায় সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ইস্তাহার কেন্দ্রীয় কমিটির নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রথম স্তালিনের রচিত ইস্তাহার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রচারিত হয়। এখান থেকেই শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে স্তালিনের অংশগ্রহণ।

স্তালিনের এই 'পার্টির সপক্ষে' ইস্তাহার পার্টির সর্বস্তরে দারুণ বেগের সঞ্চার করে। ইস্তাহারে প্রথমেই পার্টির মধ্যেকার হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থা দূর করার ক্ষেত্রে প্রাগ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের অবদান ব্যাখ্যা করে নতুন পরিস্থিতিতে পার্টি কর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কে আহ্বান জানান হয়। ইস্তাহারের ভাষা ও আবেদন এত সরল ও তির্যক ছিল যে কোন কর্মীর পক্ষেই তা বুঝা কঠিন ছিল না। স্তালিনের লেখার এটাই বিরাট বৈশিষ্ট্য। সাধারণ কর্মীদের

জন্য যখন তিনি লিখতেন তখন দুরূহ বিষয়ও সহজ-সরল করে উপস্থাপিত করতেন, অযথা তত্ত্বভারাক্রান্ত করতেন না। তাছাড়া তাঁর ভাষা সরলতার সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ উদ্দীপনাময় হয়ে উঠতো। কর্তব্যকাজ স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই ইস্তাহারে বলা হয়:

'মালিকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে অবাধে সংগ্রাম করার, ধর্মঘট করার, সংঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা, সমাবেশ, বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি আমাদের জয় করে আনতেই হবে। অন্যথায় নিজেদের জীবনের খোলাখুলি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, বিক্ষোভ সমাবেশ, রাজনৈতিক ধর্মঘট প্রভৃতির আয়োজন করা ছাড়া তা কী করে সম্ভব?

'দেশের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে, দীর্ঘস্থায়ী অনাহারে ক্লিষ্ট এই দেশ; কোটি কোটি কৃষকেরা যেখানে প্রতিবারই দুর্ভিক্ষ এবং তার আনুষঙ্গিক বিভীষিকা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছেন—বর্তমানের এই পরিস্থিতির একটা সমাপ্তি আমাদের ঘটাতেই হবে; অনশনক্লিষ্ট পিতামাতার অশ্রু বিসর্জন করতে করতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের "কানাকড়ির মূল্যে" বিক্রয় করছেন এই দৃশ্য হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা অসম্ভব। বর্তমান যে অর্থলোলুপ আর্থিক নীতি দারিদ্র্য-জর্জরিত কৃষক জনগণকে ধ্বংস করছে আর প্রতিটি শস্যহানির সঙ্গে সঙ্গে যা লক্ষ লক্ষ চাষীকে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের পথে অনিবার্যভাবে ঠেলে দিচ্ছে—তার সমূলে উচ্ছেদ সাধন আমাদের করতেই হবে। কিন্তু সমগ্র জারতন্ত্রের কাঠামোটির আগাগোড়া উচ্ছেদ না করে এসব করা সম্ভব কি? আর সকল সামন্ততান্ত্রিক ভগ্নাবশেষ সহ জারতন্ত্রী সরকারের উচ্ছেদ সাধন ঐতিহাসিকভাবে তার নেতা হিসাবে স্বীকৃত সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের একটি ব্যাপক বৈপ্লবিক আন্দোলন ছাড়া কী করে সম্ভব?...

'কিন্তু ভাবী কার্যকলাপগুলো যাতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত না হয়, শ্রমিকশ্রেণী যাতে ভাবী কার্যকলাপগুলো সংহত করার ও সেগুলোর নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে তার মহান কর্তব্যটি সসম্মানে সম্পাদন করতে পারে—তারজন্য চাই জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতনতার সঙ্গে চাই শ্রমিকশ্রেণীর একটি শক্তিমান অথচ নমনীয় পার্টি, যে পার্টি আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের খণ্ড খণ্ড সংগ্রামকে একটি অখণ্ড সংগ্রামে সংহত করতে পারবে এবং এভাবে জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শত্রুর প্রধান রক্ষাব্যূহের বিরুদ্ধে

পরিচালিত করতে পারবে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে—রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক লেবার পার্টিকে—সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা করা তাই বিশেষভাবে জরুরী হয়ে উঠেছে যাতে আসন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে শ্রমিকশ্রেণী যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করতে পারে।'[1]

কিন্তু পার্টিকে কিভাবে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা করা যাবে? ইস্তাহারে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

'প্রতিটি শহরে প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রে যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মীরা রয়েছেন, যাঁরা একটি বে-আইনী রাশিয়ান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির প্রয়োজন আছে বলে বিশ্বাস করেন, গোষ্ঠী নির্বিশেষে তাঁরা সবাই একযোগে আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠনে যোগদান করুন।...বুদ্ধিজীবী শক্তিগুলোর অনুপস্থিতিতে পুরোপুরি তাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব পড়েছে আমাদের শ্রমিক কমরেডরা তার দুরূহতা ও জটিলতার কথা ভেবে ভয় পেয়ে না যান; অকারণ বিনয় এবং "অনভ্যস্ত" কাজের ভয় একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলুন; জটিল পার্টিগত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস সঞ্চয় তাদের করতেই হবে। তা করতে গিয়ে যদি কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি হয় তাতে কিছু যায় আসে না; দু-একবার হয়তো হোঁচট খাবেন কিন্তু তারপর দেখবেন স্বচ্ছন্দভাবেই পা ফেলে এগিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।'[2]

১৯১২ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি বাকু ও তিফ্লিস সফর করেন। উদ্দেশ্য প্রাগ সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ট্রান্সককেশীয় অঞ্চলে পার্টিকে সংগঠিত করা। প্রাগ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা করে ১নং সার্কুলার পত্র কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রচনা করে সমস্ত অধস্তন কমিটিগুলির কাছে তিনি প্রেরণ করেন। ২৮শে মার্চ তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় বাকুর জেলা সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদিত হয়। বাকু জেলার এই সম্মেলনের সংবাদভিত্তিক একটি বিবরণী তিনি 'সোৎসিয়াল ডিমোক্র্যাট' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এদিকের কাজ মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে ১লা এপ্রিল সেন্ট পিটার্সবুর্গে যাত্রা করেন। মধ্যপথে মস্কোতে কয়েকদিনের জন্য যাত্রা বিরতি করে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরোর অন্যতম সদস্য অর্জনিকিদ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

২। ঐ।

ককেশিয়া সফরের বিবরণী জানান এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাংগঠনিক খবরাখবর আলোচনা করেন।

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে তিনি ঐতিহাসিক মে দিবসের মিছিল সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ সময়কার তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান মে দিবসের প্রচারপত্র রচনা এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বলশেভিক সাপ্তাহিক জ্‌ভেজ্‌দা প্রকাশনা। 'মে দিবসের প্রচারপত্র'টি যেমন উচ্চ রাজনৈতিক মানের তেমনি সাহিত্যগুণ সম্পন্ন। কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

'অনেককাল আগে বিগত শতকে, সকল দেশের শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত নেন প্রতি বছর এই দিনটি, পয়লা মে, তাঁরা উদ্‌যাপন করবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৮৮৯ সালে সকল দেশের সমাজতন্ত্রীদের প্যারিস কংগ্রেসে; শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে ঠিক এই দিনে, পয়লা মে তারিখেই যখন প্রকৃতি শীতের ঘুম থেকে জেগে ওঠে, যখন অরণ্য ও পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের সমারোহ দেখা দেয়, মাঠ ও প্রান্তর ফুলের শোভায় ভরে ওঠে, সূর্য রোদের হাসি ছড়িয়ে দেয়, হাওয়ায় লাগে নবজন্মের নবীন আনন্দ এবং প্রকৃতি মেতে ওঠে নৃত্যে ও আনন্দে—তাঁরা উচ্চকণ্ঠে সারা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে ঠিক এই দিনটিতেই শ্রমিকশ্রেণী মানবজাতির জীবনে বসন্তকে আবাহন করে নিয়ে আসছে, নিয়ে আসছে পুঁজিবাদের নিগড় থেকে মুক্তির আস্বাদ, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের নবভিত্তির পরে নবনবীন জগৎ প্রতিষ্ঠা করাই হল শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য।

'প্রতিটি শ্রেণীরই নিজ নিজ প্রিয় উৎসব রয়েছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের উৎসবের প্রচলন করেছিল এবং সেই উৎসব উপলক্ষে তারা কৃষকদের লুণ্ঠন করায় তাদের "অধিকারের" কথা ঘোষণা করত। বুর্জোয়াদের তাদের নিজস্ব উৎসব আছে আর তার মধ্যে দিয়ে তারা শ্রমিকদের শোষণ করায় তাদের "অধিকারের" "ন্যায়সঙ্গতার" জয়গানই তারা গায়। যাজক সম্প্রদায়েরও উৎসব রয়েছে আর তার মাধ্যমে তারা যে ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মেহনতী মানুষকে দারিদ্র্যে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয় অথচ অলস লোকেরা বিলাসিতায় গা ঢেলে দেয়—প্রচলিত সেই ব্যবস্থাটির জয়ধ্বনিই দিয়ে থাকে।

'শ্রমিকদেরও চাই তাই তাদের নিজেদের উৎসব, যেদিন তারা ঘোষণা করবে: সর্বজনীন শ্রম, সর্বজনীন স্বাধীনতা, সকল মানুষের সর্বজনীন সাম্য। এই উৎসবই হল পয়লা মে দিবসের উৎসব।...

'সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সাধারণ দাবীদাওয়ার সঙ্গে তাঁদের (রাশিয়ার শ্রমিকদের—লেখক) যুক্ত করে দিতে হবে তাঁদের নিজস্ব রাশিয়ান দাবী—জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী। "আমরা ঘৃণা করি স্বৈরতন্ত্রীদের রাজমুকুটকে।" "শহীদদের শৃংখলকেই আমরা সম্মান করি!" রক্তপিপাসু জারতন্ত্র নিপাত যাক। জমিদারতন্ত্র নিপাত যাক। কল-কারখানা আর খনি মালিকদের স্বৈরাচার ধ্বংস হোক। কৃষকদের হাতে জমি চাই। শ্রমিকদের দিনে আট ঘণ্টা কাজ চাই। রাশিয়ার সকল নাগরিকের জন্য চাই একটি গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র!

এই দিনটিতে রাশিয়ার শ্রমিকদের এই দাবীগুলোও ঘোষণা করতে হবে।'[১]

পিটার্সবুর্গে স্তালিন মাত্র বারদিন থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, এর পরেই আবার গ্রেপ্তার হয়ে যান। এই বারদিনের মধ্যেই বিপুল কর্মভার সম্পাদন করলেন। তৃতীয় ডুমার বলশেভিক ডেপুটিদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন কেননা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত হয়। 'জ্ভেজ্দা' (নক্ষত্র)র তিনটি সংখ্যাও ইতিমধ্যে প্রকাশ করেন—যার অধিকাংশ কলমই তাঁর লেখায় পরিপূর্ণ ছিল। স্বল্প কয়েকদিনের অজস্র ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই পত্রিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখেন। যেমন: একটি নতুন অধ্যায়, লিবারেল ভণ্ডরা, অদলীয় নির্বোধেরা, জীবনের জয়, ওরা ভালভাবেই কাজটা চালাচ্ছে, বরফ গলছে, তারা নির্বাচনের জন্য কেমন করে প্রস্তুত হচ্ছে ইত্যাদি।

প্রাগ সম্মেলনের পরে উদ্দীপ্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আন্দোলনমুখী জোয়ার বয়ে যায়। কয়েক লক্ষ শ্রমিক সারাদেশে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। ১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল সাইবেরিয়ার লেনা স্বর্ণখনিতে ধর্মঘটের সময় জার সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ আমলার নির্দেশে পাঁচ শতাধিক শ্রমিককে গুলি করে জখম ও হত্যা করা হয়। লেনাতে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক ধর্মঘট, সভা-সমিতি, মিছিলের কর্মসূচীর মাধ্যমে ঘৃণার আগুনে টগবগ করে ফুটতে থাকে। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে স্টেট ডুমাতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক দলের প্রশ্নের উত্তরে জারের মন্ত্রীর উদ্ধত জবাব 'যেমন ঘটেছে তেমনিই ঘটবে' বলশেভিকদের বিশেষ করে শ্রমজীবী

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

জনগণকে আরও বেশী বিক্ষুব্ধ করে তোলে, তাঁদের চূড়ান্ত মোহমুক্তি ঘটায়। এ সম্পর্কে 'বরফ গলেছে' প্রবন্ধে স্তালিন লেখেন: 'লেনাতে গুলিবর্ষণ নীরবতার সেই বরফ ভেঙে ফেলেছে আর জনগণের আন্দোলনের নদীতে আবার জোয়ার বইতে শুরু করেছে। বরফ গলে গেছে।...বর্তমান শাসনের যা কিছু অশুভ, যা কিছু ক্ষতিকারক, রাশিয়ার দীর্ঘ নিপীড়নের সকল যন্ত্রণার গ্লানি একটি মাত্র ঘটনায়, লেনার ঘটনায় অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। তারই জন্য লেনার গুলিবর্ষণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের একটা ইঙ্গিত হয়ে দাঁড়াল।'[১]

শ্রমিকদের এই বিপ্লবী মূর্তিতে আতঙ্কিত বিলোপপন্থীরা ধর্মঘট আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে এবং 'ধর্মঘটের ব্যাধি' শুরু হয়েছে বলে ব্যঙ্গ করে। তাদের মিত্র ট্রট্স্কি তখন 'দরখাস্ত নিয়ে লড়াই' করতে থাকেন। অর্থাৎ স্টেট ডুমার কাছে শ্রমিকদের গণদরখাস্ত নিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার দাবী করা ছিল ট্রট্স্কির ইচ্ছা, কিন্তু শ্রমিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রাগ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল দলের মুখপত্র হিসেবে 'প্রাভদা' প্রকাশিত হবে দেশের অভ্যন্তরে। দায়িত্ব স্তালিনকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি এই বারদিনের মধ্যেই 'প্রাভদা' প্রকাশের উদ্দেশ্যে কর্মসূচী রচনা ও অন্যান্য প্রস্তুতি করার জন্য ডুমার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট সদস্য এন. জি. পোলেতায়েভ, আই. পি. পোক্রভস্কি এবং এম. এস. অলমিন্স্কি ও এন. এন. বাতুরিণের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ২২শে এপ্রিল ১৯১২ স্তালিনের অসামান্য কর্মক্ষমতার সাক্ষ্য নিয়ে 'প্রাভদা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। তাতে স্তালিনের রচনা 'আমাদের লক্ষ্য' প্রধান স্তম্ভ অধিকার করে। শ্রমিকদের কাছে এ এক উৎসবের দিন। স্তালিন পরবর্তীকালে বলেছিলেন,' ১৯১২ সালের "প্রাভদা" হল ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।' এই সময় "প্রাভদা" আন্দোলনের কাজে ও প্রচারে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। পুলিশের অবিরত আক্রমণ, জরিমানা এবং প্রায়শই বিভিন্ন সংখ্যা বাজেয়াপ্তকরণের ফলে পত্রিকা প্রকাশন কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে কিন্তু ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের সহায়তায় সব বাধা কাটিয়ে পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত থাকে। আড়াই বছরে জার সরকার আটবার 'প্রাভদা'কে বন্ধ করে দেয় কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রমিকদের সহযোগিতায় আবার আবির্ভূত হত—প্রতিবারই নতুন ও কাছাকাছি কোন নামে—যেমন 'জা প্রাভদু', 'পুং প্রাভ্দি' ইত্যাদি। পার্টি নীতির জন্য

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী গণপার্টি গঠনের সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে ছিল 'প্রাভ্দা।' বলশেভিক পার্টির বে-আইনী কেন্দ্রগুলোর চারদিকে 'প্রাভ্দা' আইনী সংগঠনগুলিকে সংহত করে এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, বিপ্লবের উদ্যোগের দিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালিত করে।

প্রত্যক্ষভাবে 'প্রাভদা' সম্পাদনা করা স্তালিনের পক্ষে আর সম্ভব হল না। প্রথম সংখ্যা যেদিন প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গের রাজপথে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রায় আড়াই মাস সেণ্ট পিটার্সবুর্গের হাজতে আটক রাখা হয়, পরে ২রা জুলাই তিন বছরের জন্য তাঁকে নারিম সীমান্ত অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠান হল। এবারও তাঁকে নির্বাসিত জীবনে আবদ্ধ রাখা গেল না। চরম এই দুর্গম স্থান থেকেও তিনি প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান ১লা সেপ্টেম্বর এবং ১২ই সেপ্টেম্বর সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পৌছান। ফিরে এসেই তিনি আবার 'প্রাভদা'র সম্পাদনার কাজ হাতে নেন এবং চতুর্থ ডুমার নির্বাচনে বলশেভিক দলের প্রচার অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন। একাজে প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল কেননা পুলিশ তাঁর পিছনে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ঘুরছিল। তাদের চোখে ধূলো দিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি কারখানা ও শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে নির্বাচনী সভা করেন। শ্রমিকরাই সতর্ক প্রহরা রেখে পুলিশের হাত থেকে আত্মগোপন করে সভা-সমিতি করতে তাঁকে সহায়তা করতেন।

বলশেভিক পার্টি নিজেদের স্বতন্ত্র চরিত্র ও দাবীদাওয়া নিয়ে চতুর্থ ডুমার নির্বাচনী প্রচারে নামে। ১৯১২ সালের শরৎকালে চতুর্থ ডুমার নির্বাচন হয়। স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচনী সংগ্রামে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক 'কিউরিয়া'গুলিতে (নির্বাচন কেন্দ্র) সরকারী দলগুলি ও সুবিধাবাদীদের পরাজয় অনিবার্য বুঝতে পেরে সরকার বড় বড় কারখানাগুলিতে নির্বাচকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। এই অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা একদিনের ধর্মঘট করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কাজও হয়। সরকার পিছু হটে যায় এবং শ্রমিকরা নিজেদের পছন্দমতো ভোট দিতে সমর্থ হন। অক্টোবরের শুরুতে এক গোপন পার্টি সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্তালিন বিলোপপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ এবং ডুমার নির্বাচনে পার্টির প্রার্থী-তালিকা মনোনয়ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রতি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে শ্রমিকদের নির্দেশ' নামে একটি আবেদন তিনি রচনা করেন যার

মধ্যে ডুমাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের করণীয় সম্পর্কে অবশ্য পালনীয় নির্দেশাবলী সমন্বিত করা হয়। স্তালিন রচিত এই আবেদন এত উঁচু স্তরের হয় যে লেনিন প্রাভদায় প্রকাশের জন্য পাঠানোর সময় মন্তব্য করেন, 'কপি অবশ্যই ফেরৎ দেবেন। ময়লা করবেন না। এই দলিল সংরক্ষণ করার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

সম্পাদকের কাছে লিখিত এক পত্রে লেনিন বলেন, 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রকাশ করবেন বড় হরফে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।'[১] এই নির্দেশে বলা হয়:

'আমরা মনে করি রাশিয়া প্রত্যাসন্ন গণ-আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে—যে আন্দোলন খুব সম্ভবতঃ ১৯০৫ সালের চেয়ে অনেক তীব্রতর হবে। লেনার ব্যাপারে আয়োজিত কার্যকলাপ এবং 'ভোটার তালিকা থেকে নাম খারিজ করার' বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিবাদ ধর্মঘট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তা সুপ্রমাণিত হয়েছে। ১৯০৫ সালের মতই এই সব আন্দোলনসমূহের পুরোভাগে রয়েছে রাশিয়ার সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী—রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। এর একমাত্র সহযোগী মিত্রশক্তি হতে পারে বহু যন্ত্রণায় উৎপীড়িত কৃষকজনগণ যাদের রাশিয়ার মুক্তির ব্যাপারে গভীর স্বার্থ জড়িত রয়েছে।

'দুই ক্ষেত্রে লড়াই—সামন্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং লিবারেল-পন্থী যে বুর্জোয়ারা প্রাচীন রাজত্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই—জনগণের সমস্ত আসন্ন কার্যকলাপের এই রূপই দিতে হবে।···

'বর্তমান পরিস্থিতিতে ডুমার মঞ্চটি ব্যাপক শ্রমিক-জনগণকে চেতনার আলোকে দীপ্ত এবং সংগঠিত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মাধ্যম। ঠিক এই কারণেই আমরা আমাদের প্রতিনিধিকে ডুমায় প্রেরণ করছি এবং তাঁকে ও চতুর্থ ডুমায় সমস্ত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপকে নির্দেশ দিচ্ছি তাঁরা যেন ডুমার মঞ্চ থেকে আমাদের দাবীগুলোকে ব্যাপকভাবে ঘোষণা করেন এবং ডুমায় অভিজাত সম্প্রদায়ের আইন প্রণয়নের অর্থহীন খেলায় মশগুল হয়ে না ওঠেন।

'আমরা চাই, চতুর্থ ডুমায় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গ্রুপ এবং বিশেষ করে আমাদের প্রতিনিধি ব্ল্যাক ডুমার শত্রু শিবিরে দাঁড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা-কেই উচ্চে তুলে ধরবেন।'[২]

১। **সংগৃহীত রচনাবলী,** ভি. আই. লেনিন. ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৭৮।

২। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

লেনিন তখন পোল্যাণ্ডের ক্র্যাশেতে রয়েছেন, সেখান থেকেই সমস্ত কিছুর উপর দৃষ্টি রাখছেন। স্তালিন রচিত ডেপুটদের প্রতি নির্দেশনামা ও নির্বাচনী সাফল্য লেনিনকে অভিভূত করে। তের জন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট ডেপুটি নির্বাচিত হয়, তার মধ্যে বলশেভিক ছয় জন এবং মেনশেভিক সাত জন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল বলশেভিক ডেপুটিরা নির্বাচিত হন শ্রমিক কেন্দ্রগুলি থেকে আর মেনশেভিকরা প্রায় সবই মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলি থেকে নির্বাচিত হন। বলশেভিকদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর এই বিপুল সমর্থন লেনিনকে উৎসাহিত করে। লেনিনের নির্দেশে এন. কে. ক্রুপস্কায়া 'প্রাভদার' সম্পাদকীয় দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানান ক্র্যাশেতে স্তালিনের উপস্থিতি একান্তভাবে জরুরী। অতএব স্তালিনকে যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে অক্টোবরের শেষে তিনি কয়েকদিনের জন্য মস্কো সফর করেন—উদ্দেশ্য চতুর্থ ডুমায় নবনির্বাচিত বলশেভিক ডেপুটিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ করা। ২৯শে অক্টোবর মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবুর্গ ফিরে এসে ছোটখাট কাজকর্ম সম্পন্ন করে গোপন পথে ক্র্যাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

এই যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা তিনি পরে তাঁর শ্যালিকা এ.এস. আলিলুয়েভার কাছে বর্ণনা করেন। পাশপোর্ট ছাড়াই তাঁকে চলতে হয়েছিল অনিবার্য কারণে। আলিলুয়েভা তাঁর স্মৃতিচারণায় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

'রাশিয়া ও অস্ট্রীয় পোল্যাণ্ডের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত ছোট্ট শহরটিতে তাঁর (স্তালিনের—লেখক) জানাশোনা কেউই ছিল না, কিন্তু সেখানকার স্থানীয় একজন গরীব মানুষের সঙ্গে তিনি পথে যেতে যেতে আলাপ জমিয়ে ফেললেন।

পথে অনেক কথাই হলো ··লোকটি একজন পোলিশ মুচি ছিল। তাঁরা এসে পৌছলেন মুচির বাড়ীতে। সেখানে খাদ্য ও বিশ্রামের সুযোগও পেয়ে গেলেন তিনি। দয়ার্দচিত্ত ও নিরাসক্ত লোকটি শুধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি খুব দূর দেশ থেকে আসছেন কিনা!

'বহু দূর থেকে,' স্তালিন উত্তর দিলেন। ঘরের কোণে জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি ও টুলের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, 'আমার বাবাও জুতো প্রস্তুতকারক ছিলেন জর্জিয়ায়।'

'জর্জিয়ায়?' লোকটি প্রশ্ন করলেন। 'আপনি তাহলে জর্জীয়? আপনার

দেশের কথা শুনেছি—খুব সুন্দর—পর্বতমালা, আঙুর ক্ষেতে ভরা। আর ঠিক পোল্যাণ্ডের মতো আছে জারের পুলিশ-মিলিটারী বাহিনী।'

স্তালিন বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক পোল্যাণ্ডের মতো। আমাদের নিজেদের ভাষায় কোন স্কুল নেই, কিন্তু প্রচুর পুলিশ-মিলিটারী আছে।' তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকালেন। স্তালিন মনে মনে বললেন 'একে কি বিশ্বাস করতে পারি?' অতঃপর মনস্থির করে বলে ফেললেন, 'আমি আজকেই সীমানা পার হতে চাই।'

লোকটি আর কোন প্রশ্ন করলেন না। তিনি শুধু বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে পার করে দেব, আমি পথ চিনি।' সীমানা পার হয়ে স্তালিন তাঁকে কিছু পয়সা দিতে যান—কিন্তু তিনি স্তালিনের হাত ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন, 'না। এটা করবেন না। আমরা উভয়েই নিপীড়িত জাতির সন্তান, আমাদের পরস্পরকে সহায়তা করা উচিত।'[১]

এইভাবে তিনি ক্র্যাশেতে পৌঁছলেন এবং লেনিনের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের উভয়ের আলোচনা এই পর্যায়ে মুখ্যতঃ চতুর্থ ডুমার নির্বাচন, মেনশেভিক-দের পৃথকীকরণ ও চলার পথ নির্ধারণ, চতুর্থ ডুমায় নির্বাচিত বলশেভিক ডেপুটিদের মেনশেভিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে। দুই শীর্ষ নেতার একান্ত আলোচনার পর এইসব প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাও অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বরের শেষে সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে তিনি নির্বাচিত ডেপুটিদের ক্র্যাশের আলোচনার বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। দেশে ফিরেই তিনি আবার লেনিনের চিঠি পান। লেনিন এই চিঠিতে '৯ই জানুয়ারী ১৯০৫ বার্ষিকী' উপলক্ষে সভা-সমাবেশের প্রস্তুতি করা এবং এই উপলক্ষে ইস্তাহার ইত্যাদি লিখে বিলি করার জন্য স্তালিনকে অনুরোধ করেন। লেনিনের নির্দেশে স্তালিন 'রাশিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী নারী ও পুরুষের প্রতি' নামে ইস্তাহারটি রচনা করেন। ইস্তাহারটি যেমন আবেগমণ্ডিত তেমনি আসন্ন সংগ্রামের উচ্চতায় পরিপূর্ণ। ইস্তাহারটির অংশবিশেষ:

'আমরা আবার ৯ই জানুয়ারী পালন করতে চলেছি—এই দিনটি আমাদের শত শত সাথী-শ্রমিকের রক্তে চিহ্নিত; ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী তাঁরা জার নিকোলাস রোমানভের গুলিতে নিহত হন, কারণ তাঁরা শান্তিপূর্ণ এবং

১। এ. এস. আলিলুয়েভা—ভোসপোকিনানিয়া, পৃঃ ১৮৫-৭

নিরস্ত্রভাবে এসেছিলেন জারের কাছে—উন্নততর জীবনের ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানাতে। তারপর আটটি বছর কেটে গেছে।...এখনও রাশিয়াকে টুঁটি টিপে মারছে রোমানভ রাজতন্ত্র, আমাদের দেশে এই বছরে যা তার রক্তাক্ত শাসনের তিনশত বার্ষিকী পালনের উদ্‌যোগ করছে। কিন্তু এতবছর ধরে নীরবে রোমানভদের জোয়ালে যে রাশিয়া পিষ্ট হয়েছে, সেই পদদলিত ও নতমস্তক রাশিয়া আর নেই। এবং সর্বোপরি আছে আমাদের রুশ শ্রমিক-শ্রেণী, এখন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল যোদ্ধার পুরোভাগে। ১৯১৩ সালে আমরা ৯ই জানুয়ারী উদ্‌যাপন করব অপমানিত, নির্যাতিত, পদদলিত দাসের মতো নয় বরং উন্নতশির এক ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো—যারা অনুভব করে, যারা জানে যে, জনগণের রাশিয়া আবার জাগছে, প্রতিবিপ্লবের বরফ ভেঙেছে, গণ-আন্দোলনের নদী আবার প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে এবং 'আমাদের পেছনে আছে কাঁধে কাঁধ দিয়ে সামিল নতুন "সৈন্যবাহিনী।"...

'১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী শ্রমিকশ্রেণীর রক্তে প্রথম রুশ বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল। ১৯১৩ সালের শুরুতে রাশিয়ায় দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা হোক।... সভা-সমিতি, প্রস্তাব, গণ-সমাবেশ এবং যেখানে সম্ভব একদিনের ধর্মঘট এবং মিছিল করে আসুন আমরা সর্বত্র এই দিনটি পালন করি।'[১]

১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে লেনিনের নির্দেশে ক্রুপস্কারা আবার স্তালিনকে চিঠি লেখেন ক্র্যাশেতে আসবার জন্য। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও চতুর্থ ডুমার ছজন ডেপুটিকে নিয়ে এক সভা আহ্বান করেছেন লেনিন, সেই সভায় স্তালিনের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। ডিসেম্বরের শেষাশেষি স্তালিন ছয় সপ্তাহের জন্য রাশিয়া ত্যাগ করে ক্র্যাশেতে যাত্রা করলেন। এতাবৎ-কালের জন্য এটাই স্তালিনের সর্বাপেক্ষা বেশী দিন দেশের বাইরে অবস্থান। এই স্বল্পকালের মধ্যেই লেনিনের সাহচর্য ও নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাজ সমাধা করেন যা পার্টিতে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। এই আলোচনা সভা বা সম্মেলন লেনিন ও স্তালিন যুগ্মভাবে পরিচালনা করেন। লেনিনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ও তাত্ত্বিক বিচারে সমস্ত বিষয়েই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। ডুমাতে মেনশেভিকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে ও বলশেভিকদের স্বাধীন কার্য-ক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে লেনিনের সিদ্ধান্ত সকলের দৃষ্টিপথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই সম্মেলনে 'প্রাভদা'র মানোন্নয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থার সমুন্নতি বিষয়ে আলোচনা

১। স্তালিন রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ

হয় এবং সম্পাদকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হয়। সার্দলভকে পত্রিকার কর্তৃত্বভার দেওয়া হয়। ফলে কার্যতঃ দেশের অভ্যন্তরে পার্টির পূর্ণ দায়িত্ব স্তালিনের উপরই ন্যস্ত হয়ে যায়। তাঁর কর্মকুশলতা, তাত্ত্বিক পরিপক্কতা, অসাধারণ সংগঠনী ক্ষমতা লেনিনের আস্থা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

লেনিন ও স্তালিন এই দুই শীর্ষ নেতার ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার সুযোগ আবার মিলল—এবার অবকাশ একটু বেশী। বিভিন্ন সমস্যা ও তত্ত্বগত প্রশ্ন উভয়ের আলোচনা হয়। সমস্যার গভীরতা ও বিচিত্র দিক সম্পর্কে স্তালিনের সহজ অধিকার লক্ষ্য করে লেনিন বিশেষ প্রীত হন। বিশেষ করে জাতীয় প্রশ্নে ককেশাসের জাতিগুলির সমস্যা ও সমাধানের পথগুলি সম্পর্কে স্তালিনের মার্কসীয় বিশ্লেষণ লেনিনকে এত মুগ্ধ করে যে তিনি স্তালিনকে অনুরোধ করেন এ বিষয়ে পার্টির সমাজতত্ত্ব বিষয়ক তাত্ত্বিক পত্রিকা 'প্রোভেশচেনী' (জ্ঞানালোক)তে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য। এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে স্তালিন প্রথমসারির তাত্ত্বিকরূপে দেশের বাইরে স্বীকৃতি পেলেন। জাতীয় প্রশ্নটি এই সময় লেনিনকে খুব বিব্রত করছিল। তিনি ক্র্যাশেভে বসে রাশিয়ানদের সম্পর্কে পোলিশদের ঘৃণার মনোভাব লক্ষ্য করেন এবং পদানত জাতি হিসেবে এই ঘৃণার যাথাথ্যও তিনি স্বীকার করলেন। তাছাড়া রুশ সাম্রাজ্যের মতো বিরাট পরিমণ্ডলে বহু জাতি এবং তাদের অজস্র সমস্যা আসন্ন বিপ্লবের গতিপথে নানা বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলে লেনিনের চিন্তায় সঠিকভাবেই এসেছিল। সুতরাং এই জটিল সমস্যায় পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতেই হবে। সার্থক বিশেষজ্ঞের মতো স্তালিন তাঁর প্রবন্ধে সমস্যাটির বহু কৌণিকতাকে পরিস্ফুট করেন। এই প্রবন্ধ রচনার জন্যই তাঁকে কয়েকদিনের জন্য ভিয়েনায় যেতে হয়েছিল প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানে। 'জাতিগুলির সমস্যা ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি' নামক এই প্রবন্ধই পাঁচ বছর বাদে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার লেনিন মন্ত্রীসভায় স্তালিনের আসন্ন জাতি সমস্যা বিষয়ক দপ্তরের জন্য নির্ধারণ করে দেয়।

স্তালিন ভিয়েনায় অবস্থানকালে সংখ্যালঘু জাতিদের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাই নয় আরও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বলশেভিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গেও সংযোগ স্থাপন এবং মত বিনিময় করেন। এখানে আরও কয়েকজন প্রবাসী নেতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় যেমন, নিকোলাই বুখারিন, আলেক্সাণ্ডার ত্রোয়িআনভস্কি। এবং লিও ট্রট্স্কি।

জাতিগুলির স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে তৎকালীন উঠতি তাত্ত্বিক বুখারিন লেনিনের চিন্তার বিরুদ্ধে স্তালিনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্তালিন এ ব্যাপারে এত বেশী অভিজ্ঞ ও স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে লেনিনবাদী চিন্তার সঙ্গেই ঐক্যমত হন। স্তালিন-ট্রট্স্কির সম্পর্কও ইতিমধ্যে তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। ট্রট্স্কি প্রাগ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের বিরোধিতা করে রাশিয়ার বিপ্লবের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেন এবং 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্ব চালু করার প্রয়াস পান। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যবর্তী বলে প্রতিভাত হলেও কার্যতঃ তিনি মেনশেভিক বিলোপপন্থীদের সাহায্য করে আসছিলেন। চতুর্থ ডুমার নির্বাচনের সময় তিনি স্তালিনের প্রবন্ধগুলির বিরোধিতা করে বিলোপপন্থীদের কাগজে প্রবন্ধ লিখে বলশেভিক-দের শত্রুতা করেন। তাঁর ঐক্য অভিযান বিলোপপন্থীদের লেজুড়বৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। স্তালিন এসম্পর্কে মন্তব্য করেন: 'বলা হয় যে, ট্রট্স্কি তাঁর "ঐক্য" অভিযানের দ্বারা বিলুপ্তিবাদীদের পুরানো "কাজকর্মে" নতুন বেগের সঞ্চার করেছেন। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। ট্রট্স্কির "বীরত্বপূর্ণ" প্রয়াস এবং "ভয়ংকর ভীতি প্রদর্শন" সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে শুধু অক্ষম বাক্সর্বস্ব মাতব্বর হিসাবেই প্রমাণিত করেছেন, পাঁচ বছর "কাজের" পর তিনি বিলুপ্তি-বাদীদের ছাড়া আর কাউকেই ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি।'[১]

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে স্তালিন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন। বেশ কয়েকদিন তাঁর কোন খবর না পেয়ে লেনিন এক চিঠিতে জানতে চাইলেন: 'ভাশিলির (স্তালিন) কোন খবর নেই কেন? তাঁর কি কোন অসুখ করেছে? আমরা চিন্তিত আছি।' দুদিন পরে তিনি আবার লিখলেন: 'তাঁর (স্তালিনের) সম্বন্ধে যত্ন নিও, সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'[২]

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ স্তালিন আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। ধরিয়ে দিল ম্যালিনোভস্কি, যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ডুমার বলশেভিক সদস্য ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির ক্র্যাশে অধিবেশনের সমস্ত খবরই তার মাধ্যমে ওখরাণার হাতে চলে গিয়েছিল। ওখরাণার গুপ্ত পুলিশ প্রত্যাগত নেতাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে। সেদিন কালাস্নিকভ হলে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতে গিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যও ছিল

১। **স্তালিন রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

২। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি—**জোসেফ স্তালিন,** পৃঃ ৯৬।

নির্দোষ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্য করে আত্মগোপনকারী কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে স্তালিন ম্যালিনভস্কির মতামত নেন কেননা ডুমার ডেপুটি হিসেবে তাঁর প্রকাশ্যে কাজ করার কিছুটা সুযোগ ছিল। ম্যালিনভস্কি একদিকে স্তালিনকে নিরাভয় দেয় আবার পুলিশকে গিয়ে দিনক্ষণ সব বলে আসে। অনুষ্ঠানে আসার পর বিপদ বুঝতে পেরে কর্মীরা স্তালিনকে মহিলার পোশাক পরিয়ে হল থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 'জারের ডুমায় বলশেভিক' নামক গ্রন্থে এ. ই. বাদায়েভ স্তালিনের ধরা পড়ার ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন:

'স্তালিন যখন রাস্তায় বার হলেন তখন পুলিশ অধীরভাবে তাঁকে ধরবার প্রথম সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই সুযোগ তাড়াতাড়িই তারা পেল। "প্রাভদা" এবং অন্যান্য কতকগুলি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কালাস্নিকভ হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই রকম অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক শ্রমিক এবং বহু সমর্থক বুদ্ধিজীবী সাধারণতঃ যোগদান করতেন। এই অনুষ্ঠানে বহু পার্টি সভ্যও যোগ দিতেন এবং তাঁদের মধ্যে এমন সভ্যও ছিলেন যাঁরা গোপনে কাজ করতেন। এই সময় তাঁরা জনতার মধ্যে গোলমালের সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা চালাতে পারতেন অথচ অন্য সময় প্রকাশ্যভাবে কথাবার্তা বলা যাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। কালাস্নিকভ হলের এই অনুষ্ঠানে স্তালিন যোগদান করতে মনস্থ করলেন এবং ম্যালিনভস্কি একথা জানতে পেরে পুলিশ বিভাগে জানিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন সন্ধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই হলের একটা ঘরে স্তালিন ধরা পড়লেন।'

এবার নিয়ে ছবার জার সরকার স্তালিনকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠাল। ১০ই আগস্ট পুলিশ প্রহরায় তাঁকে মেরুবৃত্ত থেকেও বহুদূরে তুর্কনস্ক অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কস্তিনোর কুটীরে তাঁর থাকার জায়গা নির্দিষ্ট হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে লেনিন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। নির্বাসন স্থান থেকে যাতে তিনি পালিয়ে আসতে পারেন তারজন্য লেনিন ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে আলোচনাক্রমে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। আর সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব পড়ে ম্যালিনভস্কির উপরে। তখনও পুলিশের চর হিসেবে এই লোকটির সন্দেহজনক কার্যকলাপ পার্টির চোখে ধরা পড়েনি। পরে লেনিনের নির্দেশে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। স্তালিনকে মুক্ত করার পরিকল্পনা

পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, ফলে তাঁকে ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে আরও দূরে, আরও দুর্গম স্থানে কুরেইকাতে পাঠান হয়। কমরেড ভেরা স্বইজারকেও তুর্কনস্ক অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়েছিল। স্তালিনের বাসস্থান সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

'শীতকালে পুলিশের চোখ এড়িয়ে সুরেন স্পান্দারিয়ান আর আমি স্তালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য কুরেইকা গ্রামে যাত্রা করলাম। ডুমার বলশেভিক দলের সভ্যদের তখন বিচার চলছিল—সে সম্পর্কে এবং পার্টি সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন ছিল। বছরের সেই সময়টাতে মেরু অঞ্চলে দিনরাত্রি এক হয়ে গিয়ে একটা অনন্ত রাত্রিতে মিশে গেছে এবং তীব্র তুষারপাত সেই রাত্রিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। স্লেজ গাড়ীতে কোথাও না থেমে বরফে জমে যাওয়া ইয়েনসী নদী আমরা পার হলাম—আমাদের পিছনে পড়ে রইল মোনাসটিংস্কোই ও কুরেইকার মধ্যবর্তী বিশাল তুহিন বিপর্যস্ত বিজন বরফ সমুদ্র—তার আয়তন প্রায় ২০০ কিলোমিটার। পথে নেকড়ে বাঘের দল অবিশ্রান্ত গর্জনে আমাদের তাড়া করছিল।

'কুরেইকাতে আমরা পৌছলাম এবং কমরেড স্তালিনের কুটিরটি চারদিকে খুঁজতে লাগলাম। গ্রামের মধ্যে পনেরটি কুটীর ছিল এবং এটারই অবস্থা সবচেয়ে জরাজীর্ণ। বাইরের দিকে একটা ঘর, একটা রান্নাঘর। সেখানে কুটীরের মালিক এবং তার পরিবার থাকে এবং এ ছাড়া কমরেড স্তালিনের একটা ঘর—এই নিয়ে হল কুটীর।

'আমাদের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে কমরেড স্তালিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন এবং মেরু পর্যটকদের যতদূর সম্ভব আরামের মধ্যে রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। প্রথমেই তিনি ইয়েনসী নদীতে ছুটে গেলেন, সেখানে বরফের মধ্যে গর্ত করে তাঁর মাছ ধরবার জাল পাতা ছিল। কয়েক মিনিট পরে তিনি একটা মস্তবড় স্টারজন মাছ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাজির হলেন। এই অভিজ্ঞ জেলেটির নির্দেশমত আমরা তাড়াতাড়ি মাছের আঁশ ছাড়িয়ে ফেললাম এবং একটা মাছের ঝোল তৈরী করলাম। রন্ধন সংক্রান্ত এই সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পার্টির সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সমস্ত ঘটনাতে যেন স্তালিনের গভীর চিন্তাশীলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বাস্তব আবেষ্টনী থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর টেবিলে বই এবং খবরের কাগজের বিরাট স্তূপ জমা হয়েছিল। এক

কোণে মাছ ধরার এবং শিকার করার নানারকম সরঞ্জাম জড়ো করা ছিল, এগুলো তিনি নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন।'[১]

প্রথমদিকে স্তালিনের সঙ্গে একই কুটীরে 'প্রাভদা'র সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য সার্দালভও ছিলেন। কিছুদিন পরে পুলিশ সার্দালভকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য গ্রামে নিয়ে যায়। ফলে স্তালিন একা হয়ে যান। তাঁর সময় তখন কাটতে লাগল শিকার, মাছ ধরা এবং বই পড়ার মাধ্যমে। দু-তিন মাস অন্তর সেখানে ডাক মারফৎ চিঠিপত্র পৌছাত। মাঝেমধ্যে গোপন পথে কিছু কিছু বইপত্র আসত। এই সময় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং লেনিনের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সে সব লেখার বেশীর ভাগই মারা যায়। লেনিনের হাতে যে কারণেই হোক পৌছয় না। সার্দালভের অনুপস্থিতিতে কামেনেভ 'প্রাভদা' সম্পাদনা করতে থাকেন এবং স্বভাবসিদ্ধভাবেই লেনিনের বিরোধিতা করতে থাকেন। এই সময় কামেনেভও নির্বাসিত হলেন ইয়েনসী প্রদেশে। কামেনেভের উপস্থিতিতে নির্বাসন অঞ্চলও রাজনৈতিক বিতর্কের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কামেনেভ নির্বাসিত নেতাদের স্বমতে আনার চেষ্টা করেন। ফলে লেনিনবাদী স্তালিনের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বেশ কয়েকটি সভাও অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক মত ও পথ নিয়ে। নির্বাসিতদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামে স্তালিনের জয় হয়।

নির্বাসিত স্তালিন পার্টির দৈনন্দিন কাজ থেকে বঞ্চিত। লেনিনও দেশের বাইরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সর্বাহারার শ্রেণী-সংগ্রামের সর্বপ্রকার কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আইনী সংগঠনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী সংগঠনকে সমভাবে সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত করা হয়। বহুদিন যাবৎ আইনী সংগঠনগুলি বিলোপপন্থীদের কুক্ষিগত ছিল, কিন্তু অতি দ্রুত এই সময়ের মধ্যে বলশেভিকরা সেগুলি দখল করেন। নিপুণ-ভাবে আইনী ও বে-আইনী কাজ মিলিয়ে তাঁরা সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর প্রায় সব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিই অধিকার করেন। চতুর্থ স্টেট ডুমাতেও বলশেভিক ডেপুটিদের ভূমিকাকে শাণিত করা হয়। মেনশেভিকদের আপোষ-মুখী চরিত্রকে ম্লান করে দিয়ে সংসদীয় লড়াইয়ে বলশেভিক প্রতিনিধিবৃন্দ শ্রমিক জনগণের মনে বিপুল আস্থা অর্জন করেন। তাঁরা শুধু সংসদেই লড়াই

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি—**জোসেফ স্তালিন,** পৃঃ ৯৮-৯৯।

করতেন শ্রমিকদের স্বার্থে তাই নয় বিভিন্ন সময় শ্রমজীবী জনগণের মধ্যেও প্রত্যক্ষ সংগঠনের কাজ করতেন। সংসদের ভিতরে ও বাইরে সংগ্রামকে সমভাবে ছড়িয়ে দিতে তাঁরা পেরেছিলেন। এইভাবে বিপ্লবী আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর উপর জোর প্রভাব বিস্তার করে, শ্রমিকশ্রেণী সুস্পষ্টভাবে মেনশেভিকদের বর্জন করে বলশেভিকদের কেন্দ্র করে সংহত হতে থাকল।

শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বলশেভিক দলের এই প্রভাবের ধাক্কায় মেনশেভিক প্রভৃতি সুবিধাবাদী দলগুলির আগস্ট জোট ভেঙে যেতে লাগল। বলশেভিকদের যুক্তিতর্কের সামনে এরা একতাবদ্ধ থাকতে পারল না। বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গিয়ে 'বিলোপপন্থীরা' দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বারস্থ হল এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকও তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। 'পার্টির মধ্যে শান্তি' স্থাপনের অজুহাত তুলে মিটমাটের সূত্র হিসেবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বলশেভিকদের অনুরোধ করল তাঁরা যেন বিলোপপন্থীদের সমালোচনা না করেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই সুবিধাবাদী সিদ্ধান্ত বলশেভিকরা মেনে নিলেন না।

সমস্ত বাধা অতিক্রম করে শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ১৯১৪ সালের প্রারম্ভ থেকে শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই বছরের জুলাই মাসে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন এবং এইসব ধর্মঘট দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে থাকে। ২০শে জুন বাকুতে এক শ্রমিক সমাবেশের উপর পুলিশ গুলি চালায় এবং নৃশংস অত্যাচার চালায়। এর প্রতিবাদে সমগ্র দেশে যেন দাবানলের মত বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বহু স্থানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটতে থাকে এবং শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করেন। সরকার দেশে আপৎকালীন ব্যবস্থা ঘোষণা করে এবং 'প্রাভদা' প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।

এর পর ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাপার দেখা দিল। তা হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যা ঘটনার প্রবাহকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিল। জুলাই মাসের বিপ্লবী অগ্রগতির সময় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি পঁয়কেয়ার শীঘ্র যুদ্ধ বাধবে বলে জারের সঙ্গে

আলোচনার জন্য সেণ্ট পিটার্সবুর্গে হাজির হলেন। কয়েকদিন পরেই জার্মানী রুশ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জার সরকার বলশেভিক সংগঠনগুলির উপর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য। যুদ্ধের সময় জার বিপ্লব থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে বলশেভিক পার্টি ও স্তালিন

১৯১৪ সালের ১৯শে জুলাই (নতুন হিসেবে ১লা আগস্ট) জার্মানী রুশ দেশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং জার সরকারও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে লেনিন পূর্বাহ্নেই আন্তর্জাতিক সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসগুলিতে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি এই সব প্রস্তাবে দেখালেন যে, যুদ্ধ হল পুঁজিতন্ত্রের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। পররাজ্য লুণ্ঠন, উপনিবেশ বিস্তার ও সেখানকার সম্পদ অপহরণ এবং নতুন বাজার দখল ইত্যাদি হল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের প্রধান কারণ। পুঁজিবাদী দেশের কাছে শ্রেণী-শোষণের মতো যুদ্ধও এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

'উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগে দুনিয়ার সমস্ত মূলুক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। তাহলেও সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের বিকাশ অত্যন্ত অসমানভাবে ও দমকা তালে ঘটে, পূর্বে অগ্রবর্তী ছিল এমন কয়েকটি দেশে এখন শিল্পের প্রসার ঘটেছে তুলনামূলকভাবে কম গতিতে, আবার পূর্বে পিছিয়ে ছিল এমন কতকগুলি দেশ এখন দ্রুতবেগে দমকা তালে অগ্রবর্তী দেশগুলিকে ধরে ফেলে এবং অতিক্রম করে যায়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটছিল। দুনিয়াকে আবার নতুন করে ভাগাভাগির একটা চেষ্টা এখন আরম্ভ হল এবং ভাগাভাগির এই লড়াইয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ হল নতুন করে পৃথিবী ভাগ করার জন্য এবং প্রধান রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপনের যুদ্ধ। বহুদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এর আয়োজন করছিল। সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদীরাই এর জন্য দায়ী।'[১]

এই যুদ্ধে বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখী হয়। একদিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া এবং অপরদিকে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও তাদের মুখাপেক্ষী রাশিয়া। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছ থেকে উপনিবেশগুলিকে এবং রাশিয়ার কাছ থেকে ইউক্রেন, পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক সাগর

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ১৭৫।

অঞ্চলের দেশসমূহকে কেড়ে নেওয়ার মতলবে জার্মানী এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্যোগ নেয়। জারের রুশীয় তুরস্ককে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং কনস্টান্টিনোপল ও দার্দানেলস প্রণালী দখল করে নেওয়ার স্বপ্নও দেখে। ব্রিটেনের মতলব ছিল তুরস্কের কাছ থেকে মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইন কেড়ে নেয় এবং মিশরে সুদৃঢ়ভাবে ভিত কায়েম করে। ফরাসী পুঁজিবাদীরা চেষ্টা করে জার্মানীর কাছ থেকে 'সার'-এর অববাহিকা অঞ্চল এবং আলসাস লোরের কয়লা ও লৌহ সম্পদে সমৃদ্ধ এই দুই প্রদেশ ছিনিয়ে নিতে। এই ভাগাভাগিতে স্বার্থ ছিল বলেই ক্রমশঃ জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ যুদ্ধে সামিল হয়। এভাবে যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয়।

স্তালিন পরবর্তীকালে লিখেছেন: 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনকে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে গোপন রেখে দেয়। যুদ্ধ যখন বাধে তখন প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী সরকারই প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তারা প্রতিবেশীদের আক্রমণ করেনি বরং প্রতিবেশীরাই তাদের আক্রমণ করেছিল। যুদ্ধের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং তার সাম্রাজ্যবাদী, পররাজ্যগ্রাসী প্রকৃতিকে গোপন করে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করে। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী সরকারই ঘোষণা করে যে স্বদেশ রক্ষার জন্যই তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।'[১]

এখন সমস্যা দেখা দিল, এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সোশ্যালিষ্ট দলগুলির ভূমিকা কি হবে? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতারা বুর্জোয়াদের এ ব্যাপারে সাহায্য করে। সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি ও সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। যুদ্ধের বিরোধিতা না করে স্বদেশ রক্ষার নাম করে তাঁরা যুদ্ধমান দেশগুলির শ্রমিক-কৃষক-জনগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার কাজে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহায্য করে।

যুদ্ধের সূচনা থেকেই সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া দলগুলি 'প্রাশিয়ার বর্বর'দের হাত থেকে পিতৃভূমিকে রক্ষা করার স্লোগান দিয়ে জার সরকারের সহায়তা করল। ঠিক তেমনি জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা জার্মান কাইজারের সরকারকে সমর্থন জানাল 'রুশ বর্বরদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে। একমাত্র লেনিনের সুযোগ্য নেতৃত্বাধীন বলশেভিক

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ১৭৬।

পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, জারের শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম অব্যাহত রাখল। যুদ্ধের সূচনা থেকে বলশেভিক পার্টি প্রচার করতে থাকে যে যুদ্ধ লাগান হয়েছে দেশরক্ষার জন্য নয়, লাগান হয়েছে পররাজ্য গ্রাসের জন্য, জমিদার ও পুঁজিদারদের স্বার্থে বিদেশী জাতিগুলিকে লুণ্ঠন করার জন্য, সুতরাং এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। জমিদার, বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকদের একাংশ প্রথমদিকে জারের যুদ্ধবাদী প্রচারে বিভ্রান্ত হলেও শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলশেভিক দলের মতের সমর্থনে দাঁড়াল। ১৯ ৪ সালের শরৎকালে লেনিন যুদ্ধ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লেখেন তাতে তিনি দেখিয়ে দেন যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই পতন আকস্মিক নয়, সুবিধাবাদের করুণ পরিণতি।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলতে থাকার সময় লেনিন ও স্তালিনের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব ছিল। সুদূর তুর্কখানস্ক অঞ্চলে কদাচিৎ খবরের কাগজ পৌঁছত এবং কখনও ডাকযোগে দু-তিন মাসের পুরানো কাগজ একসঙ্গে আসত। লেনিনকে লেখা স্তালিনের চিঠির মধ্যে কয়েকটি মাত্র ঠিক স্থানে পৌঁছেছিল কেননা অত্যন্ত জটিল ও ঘোরানো পথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে হত। এই সময়ের একটি চিঠি সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে এবং সেটা পড়লে বোঝা যায়, স্তালিন বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে গভীর আস্থাবান ছিলেন এবং সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি কর্তব্যে বিশ্বস্ত ছিলেন। এতে আরও বোঝা যায় কত পরিষ্কারভাবে স্তালিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত পোষণ করতেন এবং প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলতে থাকার সময় পার্টির কর্তব্য সম্বন্ধে কত পরিষ্কার ধারণা দিয়ে গেছেন। যদিও এই সময়ে প্রধান পার্টি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ একরকম ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মার্কসবাদে তাঁর জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এবং পার্টির কর্তব্য বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

১৯১৪ সালের শেষের দিকে যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের মতামতের প্রথম খসড়ার সঙ্গে স্তালিন পরিচিত হন। অপর একজন নির্বাসিত বিপ্লবী ভেরা স্থইজারের লেখা থেকে এই সময়কার ঘটনাবলী জানা যায়। স্থইজার লিখেছেন :

'লেনিনের নির্দেশ যখন আমাদের কাছে পৌঁছল, আমাদের নির্বাসিত

জীবনের সে এক বিশেষ উত্তেজনার মুহূর্ত। তুর্কখানস্কের নির্বাসনে যাবার পথে ক্রাসনোইয়ারস্কে প্রথম আমি যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের প্রবন্ধের খসড়া পেলাম। নাদেজদা কনস্টান্টিনোভ্‌না (ক্রুপস্কাইয়া) লেনিনের চিঠিপত্র যে গোপন ঠিকানায় পাঠাতেন, সেখান থেকেই আমার কাছে প্রবন্ধগুলো পাঠান হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলো কমরেড স্তালিনের হাতে আমি দিলাম। তিনি তখন মনাসটিরস্কোই গ্রামে সুরেন স্পাণ্ডারিয়ানের সঙ্গে বাস করছিলেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের সাতটি প্রবন্ধ পড়ার পর বোঝা গেল যে, জটিল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে বিচার করার সময় কমরেড স্তালিন লেনিনের মত অভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। কতখানি আনন্দ, মনের বিশ্বাস ও বিজয় গৌরব নিয়ে স্তালিন লেনিনের প্রবন্ধগুলো পড়লেন তা প্রকাশ করা শক্ত।' এগুলিতে তিনি তাঁরই মতবাদ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত দেখতে পেলেন এবং রুশিয়াতে বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে নিজেরই সিদ্ধান্ত দেখতে পেলেন এই প্রবন্ধগুলোতে।'[১]

লেনিনের কাছে লেখা স্তালিন ও সুরেন স্পাণ্ডারিয়ানের একটা চিঠি এখনও রক্ষিত আছে। তা থেকে দেখা যায় যে, তাঁরা জাতীয় আত্মরক্ষাবাদী প্লেখানভ, ক্রোপোটকিন এবং ফরাসী সরকারের একজন সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী সেম্বাটকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। ১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকালে তুর্কখানস্কের মনাসটিরস্কোই গ্রামে নির্বাসিত বলশেভিকদের এক সভায় মিলিত হন। এই সভায় বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ বিভাগের তিনজন সদস্য—স্তালিন, সুরেন স্পাণ্ডারিয়ান এবং ইয়াকভ স্ভের্দলোভ উপস্থিত ছিলেন। ডুমার বলশেভিক দলের সভ্যদের বিচারের সময় কামেনেভ যে ঘৃণিত ব্যবহার করেছিলেন এই সভায় স্তালিন তীব্রভাবে তার নিন্দা করেন।

এভাবে সুদূর সাইবেরিয়ার গ্রামের নির্বাসিত জীবন থেকেও স্তালিন পার্টির কর্মধারা সম্বন্ধে গভীর অভিনিবেশ এবং তীব্র আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি খুব বেশী পড়াশুনা করতেন, রুশিয়াতে পার্টির কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত থাকার চেষ্টা করতেন, পার্টির জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে নিজের মতামত গড়ে তুলতেন। অবসর সময়ে মাছ ধরা এবং শিকারে ব্যাপৃত থাকতেন, যা থেকে কিছুটা জীবিকাও অর্জিত হত।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বলশেভিক পার্টির মুখপত্ররূপে 'ভোপরোসি স্ট্রাখোভানিয়া' (বীমা সমস্যা) আবার প্রকাশিত হল। এর আগে সম্পাদক-

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি—**জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ১০০-১০১।

মণ্ডলীর সদস্যদের গ্রেপ্তারের ফলে পত্রিকাটির প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যখন নেতৃত্বের পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল ঠিক সেই সময় এই পত্রিকা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এটাই ছিল বলশেভিকদের একমাত্র আইনানুমোদিত মুখপত্র। এর সম্পাদকীয় দপ্তরই ছিল বলশেভিকদের যোগাযোগ ও কাজকর্ম পরিচালনার সদর দপ্তর। তাই পত্রিকার উপর পুলিশের কড়া নজর থাকত এবং বহু প্রবন্ধ পুলিশের সেন্সরের কাঁচিতে ছাঁটাই হয়ে যেত। নিষিদ্ধ প্রবন্ধের জন্য নির্দিষ্ট স্থান সাদা রেখেই পত্রিকা প্রকাশিত হত। এত কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও কমরেড মলোটভের সুযোগ্য পরিচালনায় পত্রিকাটি বলশেভিক মতবাদ প্রচারে সফলতা অর্জন করেছিল।

পুনঃপ্রকাশের পর প্রথম সংখ্যাটি যখন স্তালিনের হাতে এল, তিনি পত্রিকার জন্য তুর্কখানস্কের নির্বাসিতদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। সংগৃহীত অর্থ তিনি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে একটি চিঠিও পাঠান। এই চিঠি থেকে বোঝা যাবে পার্টির একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি কতখানি আগ্রহী ছিলেন। চিঠিখানি এই:

'প্রিয় কমরেড, আমরা তুর্কখানস্কের নির্বাসিতদের ছোট্ট একটি দল "ভোপরোসি স্ত্রাখোভানিয়ার" পুনঃপ্রকাশকে সানন্দে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা ঠিক সময়েই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, যখন রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর জনমতকে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী দল ইচ্ছামত বিকৃত করে উপস্থিত করছে এবং যখন শ্রমিক প্রতিনিধিদের হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সময় খাঁটি শ্রমিকদের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা এবং তা পাঠ করা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। পোত্রেসভ্, লেভিটস্কি, প্লেখানভ এবং এঁদের মত লোক অসাধুভাবে যে সমস্ত প্রচারকার্য চালাচ্ছেন, তাকে সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী এবং আন্তর্জাতিকতার বিরোধী বলা যায়। এঁদের হাত থেকে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য "ভোপরোসি স্ত্রাখোভানিয়াকে" মূলনীতি প্রচারের দিক দিয়ে সবরকমে প্রচেষ্টা করতে হবে।'[১]

এদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আসর বেশ জমে উঠেছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধকে সমর্থন করল এবং এর দ্বারা ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যুদ্ধবিরোধী সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ অস্বীকৃত হল। ফলে

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি—**জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ১০৩।

বলশেভিকদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হল যুদ্ধ সম্পর্কে যথার্থ মার্কসীয় নীতি প্রচার করার। ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা পার্লামেন্টে যুদ্ধঋণ মঞ্জুর করলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমর্থনের পক্ষে তাঁরা ভোট দিলেন। ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও অন্যান্য দেশের সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধকে সমর্থন করলেন। এভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অস্তিত্ব লোপ পেল। বিভিন্ন সোশ্যাল শোভিনিস্ট (সামাজিক কূপমণ্ডুকতাবাদী) দলে বিভক্ত হয়ে গেল। সোশ্যাল শোভিনিস্টদের সঙ্গে কাউট্স্কি, ট্রট্স্কি, মার্তভ প্রমুখ মধ্যপন্থীরাও যোগ দিলেন। যুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সমস্ত গুরুতর প্রশ্নেই লেনিন ও বলশেভিক পার্টির বিরোধিতা করেন এঁরা।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে 'আঁতাতে'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি এক সম্মেলনে মিলিত হয়। লেনিনের নির্দেশে কমরেড লিতভিনভ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেন এবং দাবী করেন অবিলম্বে বিভিন্ন দেশের সোশ্যালিষ্টদের সাম্রাজ্যবাদীদের মন্ত্রীসভা ত্যাগ করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করতে হবে। কিন্তু তাঁকে কেউ সমর্থন করলেন না। অন্যান্য দেশের সোশ্যালিষ্টদের এই যখন অবস্থা তখন লেনিন ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিমেরওয়ালডেতে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের প্রথম সম্মেলন আহ্বান করেন। লেনিন বলেন এই সম্মেলন যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে সুইজারল্যাণ্ডের কিয়েন্থাল গ্রামে। ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশেই আন্তর্জাতিকতাবাদীদের ছোট ছোট দল গড়ে ওঠে এবং জনগণ ক্রমশ যুদ্ধজনিত দুর্গতির কারণে বামপন্থীদের দিকে সরে আসতে থাকল।

কিন্তু কিয়েন্থাল সম্মেলনেও লেনিনের বলশেভিক কর্মপদ্ধতির মূল নীতিগুলি গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা, যুদ্ধে নিজ-দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরাজয় ঘটানো এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের প্রস্তাব সমর্থিত হয়নি। তাহলেও পরবর্তীকালে যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করেন তাঁদের সংহত করার কাজে এই কিয়েন্থাল সম্মেলন সাহায্য করে।

রুশদেশে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বলশেভিক পার্টি আন্তর্জাতিকতার আদর্শেই নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিদের বিপ্লব পরিহার ও যুদ্ধকালে আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখার

শ্লোগানের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা আওয়াজ তুললেন, **সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর।** এই নীতির অর্থ হল এই যে, যুদ্ধের অবসান ঘটাবার এবং ন্যায়সঙ্গত শান্তি স্থাপনের জন্য সৈন্যের সাজে সজ্জিত সশস্ত্র শ্রমিক এবং কৃষক প্রভৃতি মেহনতী মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এবং বুর্জোয়া শাসনকে উচ্ছেদ করবে। মেনশেভিকদের পিতৃভূমি রক্ষার নীতির বিরুদ্ধে বলশেভিকরা উপস্থিত করলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজ দেশের সরকারকে পরাস্ত করার নীতি। তাঁরা বললেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জার সরকারের সামরিক পরাজয় জনসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অমঙ্গলের ব্যাপার, কারণ এর ফলে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় এবং পুঁজিবাদী দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবল থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের সাফল্যলাভ সহজ হবে। লেনিন বলেন, নিজদেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরাজয় ঘটাবার যে-নীতি তা কেবলমাত্র রুশ বিপ্লবীদেরই অনুসরণীয় নয়, সমস্ত যুদ্ধমান দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিগুলিরই অবশ্য অনুসরণীয়।

বলশেভিকরা যুদ্ধমাত্রেরই বিরুদ্ধে নয়—তাদের কাছে যুদ্ধ দু'ধরনের—একটি ন্যায়যুক্ত অপরটি অন্যায় যুদ্ধ। ন্যায় যুদ্ধ—যে যুদ্ধ পররাজ্য জয়ের যুদ্ধ নয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ; যে যুদ্ধ লড়া হয় বিদেশী আক্রমণ থেকে এবং ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খল থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য; কিংবা যে যুদ্ধ লড়া হয় জনগণকে পুঁজিবাদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য; কিংবা যে যুদ্ধ লড়া হয় সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশকে মুক্ত করার জন্য। আর অন্যায় যুদ্ধ হল—যে যুদ্ধ পরদেশ বিজয়ের জন্য, বিদেশ ও বিদেশী জাতিকে পরাজিত করে ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য। বলশেভিকরা প্রথম ধরনের যুদ্ধকে সমর্থন করে। দ্বিতীয় ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে বলশেভিকদের মত হল, যতদিন না বিপ্লব ঘটে এবং নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উচ্ছেদ হয়, ততদিন এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প হয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে। এই হল যুদ্ধ সম্পর্কে লেনিনবাদী নীতি।

১৯১৬ সালে লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাপূর্ণ 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের উচ্চতম পর্যায়' গ্রন্থে দেখালেন, পুঁজিবাদকে খতম না করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ঘটানো যাবে না। মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্ররূপে 'সাম্রাজ্যবাদ হল সর্বহারাশ্রেণীর সমাজবিপ্লবের পূর্বাহ্ন।' লেনিন দেখালেন যে পুঁজিতন্ত্রের এই অসম বিকাশই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জনক এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের শক্তিহানি

করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের দুর্বলতম স্থানটিতে সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন ধরাবে। লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে, একস্থানে কিংবা কয়েকটি স্থানে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে ভাঙন ধরান সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে খুবই সম্ভব, প্রথমে কয়েকটি দেশে কিংবা একটিমাত্র দেশে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব। পুঁজিতন্ত্রের অসমবিকাশের দরুণ একই সময়ে সবদেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় অসম্ভব; সমাজতন্ত্র প্রথমে একটি দেশে কিংবা কয়েকটি দেশে বিজয়লাভ করবে, অন্যান্য দেশ আরও কিছুকাল বুর্জোয়া দেশ হিসেবেই টিঁকে থাকবে।

এই নীতির ভিত্তিতেই বলশেভিকরা রুশদেশে তাঁদের কাজকর্ম চালাতে থাকেন। সেনা ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বলশেভিকরা ব্যাপকভাবে সংগঠন গড়তে থাকেন। সৈনিক ও নাবিকদের কাছে তাঁরা তুলে ধরলেন, সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংসকাণ্ডের গ্রাস থেকে জনসাধারণের পক্ষে উদ্ধারের মাত্র একটি পথই আছে এ   পথ হল বিপ্লবের পথ। সেনা ও নৌবাহিনীতে, খাস রণক্ষেত্র ও তার পশ্চাদ্ভা , বলশেভিকরা ছোট ছোট দল গড়লেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে ইস্তাহার বিলি করলেন। খাস রণাঙ্গনে পার্টি দুই পক্ষভুক্ত সৈন্যদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। বিশ্ব বুর্জোয়াশ্রেণীই সে শত্রু, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে এবং নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেই যে কেবল যুদ্ধের অবসান ঘটান সম্ভব, একথাই পার্টি প্রবলভাবে প্রচার করল। সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে আক্রমণ করতে অস্বীকৃতির ঘটনা ক্রমে আরও ঘন ঘন ঘটতে লাগল। ১৯১৫ সালেই কয়েকবার এ ঘটনা ঘটে এবং ১৯১৬ সালে আরও ঘন ঘন ঘটতে থাকে। উত্তর রণাঙ্গনে বাল্টিক সাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশগুলিতে সেনাবাহিনীর মধ্যে বলশেভিকদের কাজকর্ম সবিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে।

যুদ্ধ প্রমাণ করল যে, নিজেদের পতাকা উড্ডীন রেখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল একমাত্র বলশেভিক পার্টিই, সমাজতন্ত্র ও সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার আদর্শে একাগ্রভাবে সর্বক্ষণ আস্থা রেখে চলেছিল একমাত্র বলশেভিক পার্টিই।[১]

যুদ্ধে রুশ সরকারের পরাজয় ক্রমশ প্রকট হতে থাকল। লক্ষ লক্ষ মানুষের যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল। বুর্জোয়া ও জমিদাররা যুদ্ধের

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ১৮৬-৮৭।

বাজারে বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয় করল। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকেরা নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। জারের পরাজয়ের মূলে ছিল সমর সম্ভার অপ্রতুলতা এবং মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাসঘাতকতা। কোন কোন মন্ত্রী এমনকি জারপত্নীও জার্মান সরকারের গুপ্তচরবৃত্তি করে সমস্ত সংবাদাদি জার্মানীতে পৌঁছে দিত। সুতরাং জার বাহিনীর পরাজয় ঘটবে এতো খুবই স্বাভাবিক। ১৯১৬ সালের মধ্যে জার্মানরা গোটা পোল্যাণ্ড এবং বাল্টিক দেশগুলির খানিকটা দখল করে নিল।

'এই সমস্ত ঘটনার ফলে জার সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও বুদ্ধিজীবীদের ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হল, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে ও পশ্চাদ-ভাগে, মধ্য ও সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম পুষ্ট হল, তীব্রতর হয়ে উঠল।… বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে ক্রমেই এ সত্য স্পষ্ট হতে লাগল যে জার সরকার সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় অসমর্থ। তাদের ভয় হল জার নিজের বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার আশায় জার্মানদের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করতে পারে। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাই জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সিংহাসনচ্যুত করে সে জায়গায় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জারভ্রাতা মাইকেল রোমানভকে বসাবার উদ্দেশ্যে একটি প্রাসাদ বিপ্লব সংঘটিত করার মতলব করল। তারা এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইল, প্রথমতঃ তারা চাইল ক্ষমতা দখল করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালনাকে নিশ্চিত করতে এবং দ্বিতীয়তঃ চাইল অভ্যুত্থানমুখী জনবিপ্লবকে এই সামান্য অদল-বদলের সাহায্যে নিবৃত্ত করতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটছে, তখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও ক্রমশ তীব্র হল। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল এবং জ্বালানি সরবরাহের অব্যবস্থা ক্রমশ চরমে উঠল। পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোতে খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একে একে কারখানাগুলি বন্ধ হতে থাকল, বেকার সমস্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল। বিশেষতঃ শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে পড়ল। এরূপ অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হল জারের স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ—এ সত্য ক্রমশই সকলের কাছে পরিষ্কার হতে লাগল।…বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবল যে রাজপ্রাসাদের মধ্যে পরিবর্তন এনে সঙ্কট সমাধান করা যাবে। কিন্তু জনগণ তাঁদের সঙ্কটের সমাধান ঘটাল নিজস্ব পদ্ধতিতে।'[১]

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ১৮৭।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই বিপর্যয়ের পাশাপাশি বলশেভিক পার্টিও দ্রুত তাদের সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে চলছিল এবং জনগণের মোহভঙ্গকে বিপ্লবী কায়দায় সংগঠিত করছিল। নির্বাসিত অবস্থাতেও স্তালিন এই বিপ্লবী প্রস্তুতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেননি। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে নির্বাসিতদের জার সরকার সামরিক কাজে নিয়োজিত করতে মনস্থ করল এবং স্তালিনকে ক্রাস্নোইয়ারস্কে পাঠান হল। কিন্তু সৈন্যদলে তাঁকে নেওয়া হল না। বিপ্লবী সন্ধিক্ষণে তাঁকে নির্বাসিত জীবনের অবশিষ্ট সময় কাটাবার জন্য আবার আচিন্স্কে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিপ্লব যখন শুরু হল তখনও তিনি সেখানেই ছিলেন।

যদিও লেনিনের কাছ থেকে তিনি বহু দূরে ছিলেন, তথাপি মনের দিক দিয়ে তাঁরা সবসময়ই পরস্পরের কাছাকাছি ছিলেন এবং তাঁরা দুজনেই সর্বহারা-শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এই সময়ে লেনিন ও স্তালিন আগের মতই রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর সামনের সারির ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্যের প্রতীকস্বরূপ ছিলেন; বৈপ্লবিক চিন্তাশীলতা, বৈপ্লবিক উদ্যম ও বলশেভিক পার্টির সংগ্রামেরও তাঁরা ছিলেন প্রতীক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতি

শুধু রাশিয়ার ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ১৯১৭ সাল একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয়—ফেব্রুয়ারী মাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার ফলে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যার পরিণতিতে ধনী ও জমিদারশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল জানুয়ারী মাসের শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে। ৯ই জানুয়ারী ১৯১৭ এই ধর্মঘট শুরু হয় ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রমিক শহীদদের স্মৃতি উপলক্ষে প্রতিবাদের মাধ্যমে। এই ধর্মঘট ক্রমশ ছড়িয়ে গিয়ে পেত্রোগ্রাদ, মস্কো, বাকু, নিজনি নভ্‌গোরদ প্রভৃতি স্থানে তুমুল বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিলের রূপ নেয়। ভের্সকর রাজপথে দু'হাজার লোকের এক মিছিলকে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয় কিন্তু পেত্রোগ্রাদের ভাইবোর্গ রাজপথে যে মিছিল বের হয় তাতে সৈনিকরা যোগদান করে। ফেব্রুয়ারী মাসে এই মিছিল, সমাবেশ, ধর্মঘট এক রাজনৈতিক ধর্মঘটের রূপ নিয়ে জার সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়, 'প্রতিদিনই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে নতুন নতুন শ্রমিকরা এগিয়ে আসছে এবং সাধারণ ধর্মঘট ১৯০৫ সালে যেমন জনপ্রিয় ছিল, ঠিক তেমনই হতে চলেছে।'

ফেব্রুয়ারী মাসে এই রাজনৈতিক ধর্মঘট অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। নারী শ্রমিকরাও সর্বাংশে পথে সামিল হয় পুরুষ শ্রমিকদের পাশে। শ্রমিকদের ঝাণ্ডা ছিল লাল এবং তাতে লেখা ছিল 'জার নিপাত যাক', 'যুদ্ধ নিপাত যাক,' 'আমরা চাই রুটি' ইত্যাদি। ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রকৃতপক্ষে শুরু হল সশস্ত্র প্রতিরোধ। ঐদিন পেত্রোগ্রাদে শ্রমিক মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালনার সময় শ্রমিকরা সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিজেরা অস্ত্রধারণ করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী জার সরকার নির্দেশ দেয় পর দিনের মধ্যেই শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিকবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয় একদিনের মধ্যে রাজধানীতে সমস্ত গোলমাল স্তব্ধ করতে হবে।

কিন্তু বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু করা আর এবার সম্ভব হল না। পাভলভস্কি মজুদ বাহিনীর সৈনিকরা জার সরকারের নির্দেশ অমান্য করে শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার পরিবর্তে সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরে কেননা ইতিমধ্যেই বলশেভিকরা নারী শ্রমিকদের মাধ্যমে সৈনিকদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগ্রত করতে এবং প্রাথমিক সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই সময় বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল পেত্রোগ্রাদে এবং মলোটভ প্রধান হিসেবে কাজ করছিলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় কমিটি এক ইস্তাহারের মাধ্যমে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সামরিক বিপ্লবী সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানায়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী সৈনিকরা গুলি চালাতে অস্বীকার করে ক্রমশঃ শ্রমিকদের পাশে সমবেত হতে থাকে এবং সন্ধ্যার মধ্যেই এই সশস্ত্র শ্রমিকদের সংখ্যা সকালের দশ হাজার থেকে ষাট হাজারে পরিণত হয়। সৈনিকদের যোগদানের ফলে অভ্যুত্থানের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক ও সৈনিকদের মিলিত শক্তি সরকারী দপ্তরগুলিতে হানা দিয়ে জারের মন্ত্রী ও সেনানায়কদের গ্রেপ্তার করে। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে তখনও গুলি বিনিময় চলছিল। একশ্রেণীর পুলিশ ও সিপাইরা জারের প্রাসাদের চোর-কুঠুরিতে মেশিনগানসহ মোতায়েন ছিল কিন্তু সেদিনই তারা আত্মসমর্পণ করে বিপ্লবের পক্ষে চলে আসে।

অতএব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জয় হল, জার সরকারের পতন ঘটল। রাজধানী পেত্রোগ্রাদ বিপ্লবীদের দখলে চলে এল। পেত্রোগ্রাদে বিপ্লবীদের এই বিজয় সংবাদ অন্যান্য শহরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে লাগল। এইভাবে ফেব্রুয়ারী মাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হল। বিপ্লব জয়যুক্ত হল, কারণ এর অগ্রণী শক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী। সৈনিকের উর্দিপরিহিত লক্ষ লক্ষ চাষী যখন 'শান্তি, খাদ্য ও স্বাধীনতার' জন্য আন্দোলন করে, তখন সে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় শ্রমিক-শ্রেণী। বিপ্লবের বিজয়কে নিশ্চিত করল সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব। লেনিনের ভাষায়: 'বিপ্লব ঘটাল সর্বহারাশ্রেণী; বীরত্ব দেখাল সর্বহারাশ্রেণী; নিজের রক্ত ঢেলে দিল সর্বহারাশ্রেণী; শ্রমজীবী দরিদ্র জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশকে নিয়ে এগিয়ে চলল সর্বহারাশ্রেণী।'[১]

বিপ্লবের বিজয়ের ফলে জেলখানার দরজা খুলে গেল—বন্দীরা বেরিয়ে

১। ভি. আই. লেনিন: **সংগৃহীত রচনাবলী**, বিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪।

এলেন। নির্বাসিতরা মুক্ত হলেন। বলশেভিক পার্টি গোপনতা ত্যাগ করে বেরিয়ে এল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হলেও শ্রমিক ও কৃষকদের সামনে প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারের প্রয়োজন ছিল।

এখন প্রধান প্রশ্ন দেখা দিল রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে—যা প্রত্যেক বিপ্লবেরই প্রধান সমস্যা। বলশেভিকরা তখন প্রত্যক্ষভাবে রাজপথে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। নেতৃবৃন্দ তখন সকলে আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। লেনিন ছিলেন প্রবাসে, স্তালিন ও সার্দালভ ছিলেন সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত অবস্থায়। অপরদিকে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি-ও মেনশেভিকরা প্রকাশ্য অবস্থা থাকায় তাঁদের পক্ষে এ পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া সহজ হয়। তাঁরা দ্রুত শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতগুলিতে নিজেদের বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি অনুপ্রবেশ করাতে সক্ষম হন। অধিকাংশ সোভিয়েতগুলিকে নিজেদের দখলে রেখে তাঁরা বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করতে থাকেন। যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি স্থাপন করার অভিপ্রায় তাঁদের বিন্দুমাত্র ছিল না।

৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী চতুর্থ স্টেট ডুমার লিবারেল সদস্যরা সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ডুমার সভাপতি জমিদার ও রাজতন্ত্রবাদী রোদ্‌নিয়াঙ্কের নেতৃত্বে এক অস্থায়ী কমিটি দাঁড় করাল। এরই কয়েকদিন বাদে বলশেভিকদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে এই অস্থায়ী কমিটি সুবিধাবাদীদের দ্বারা গঠিত সোভিয়েতগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গোপনে এক সরকার গঠনের চুক্তিতে আবদ্ধ হল। এই নতুন সরকার হল একটি বুর্জোয়া সরকার এবং ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আগে যাকে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পর্যন্ত তাঁর সরকারে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই প্রিন্স ল্ভভের নেতৃত্বে এক সাময়িক বুর্জোয়া সরকার গঠিত হল। এই অস্থায়ী সরকারে ছিলেন 'সংবিধানী গণতান্ত্রিকদের নেতা মিলিউকভ, অক্টোব্রিষ্ট-দের নেতা গুচকভ এবং পুঁজিবাদী শ্রেণীর অন্যান্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা। গণতন্ত্রীদের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি কেরেন্‌স্কি। এইভাবে জার সরকারের উৎখাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসঘাতক মেনশেভিক ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের চক্রান্তে এক বুর্জোয়া সরকার রাশিয়ার প্রশাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এই বুর্জোয়া সরকারের পাশাপাশি আরেক শক্তি ছিল—তা হল শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের সোভিয়েতগুলি। যদিও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদীরা সাময়িকভাবে হলেও শ্রমিকদের একাংশকে পেটিবুর্জোয়া ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল কিন্তু অচিরেই তা কেটে যেতে লাগল। শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতগুলি ক্রমশঃ তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে থাকে। ফলে দ্বৈত শক্তির সমাবেশ ঘটে। একদিকে বুর্জোয়া একনায়কত্বের প্রতিনিধি, আর একদিকে শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েত ছিল সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বের প্রতিনিধি।

বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য যে শ্রমিক ও সৈনিকরা অস্ত্রধারণ করেনি, বিপ্লবে সামিল হয়নি তা তারা ক্রমশঃ বুঝতে পারছিল। বলশেভিক নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে তারা যে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের মৌলিক শ্রেণী-মুক্তি যে বুর্জোয়াদের এই সাময়িক সরকারের দ্বারা সম্ভব নয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হল। লেনিন তখনও সুইজারল্যাণ্ডে। বুর্জোয়া সাময়িক সরকার তাদের মিত্র ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করছিল যাতে লেনিন দেশে ফিরতে না পারেন। এই কঠিন সময়ে পার্টির হাল ধরলেন স্তালিন। তিনি ১২ই মার্চ সাইবেরিয়া থেকে পেত্রোগ্রাদে এলেন। তাঁর সঙ্গে কামেনেভ ও মুরানভও চলে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে লেনিনকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন তাঁদের উপস্থিতির কথা। স্তালিন এসেই বৈপ্লবিক আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। সমগ্র পার্টির মধ্যে তাঁর পূর্বপ্রভাব ছিল সুস্পষ্ট, তাই এই মুহূর্তের সমস্যাগুলির সমাধান তিনি নিজেই দিলেন।

দ্বৈতশক্তির অস্তিত্বের জন্য, সাময়িক বুর্জোয়া সরকার থাকার দরুণ শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতগুলির কর্তব্য কি হবে এ সম্বন্ধে স্তালিন ১৪ই মার্চ নবপর্যায়ে সদ্য প্রকাশিত 'প্রাভদা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখেন: 'আমরা যে সব অধিকার জয় করেছি, সেগুলি আমাদের আঁকড়ে রাখতে হবে যাতে পুরানো শক্তিগুলিকে আমরা বিনাশ করতে পারি। প্রদেশগুলির সঙ্গে একযোগে আমাদের রুশ বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' এই বিপ্লবের শক্তির উৎস কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'রুশ বিপ্লবের শক্তি নিহিত রয়েছে শ্রমিক ও সৈনিকের পোশাক পরা চাষীদের ঐক্যে। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সোভিয়েত হচ্ছে এই ঐক্যের সেতুবন্ধন। এই

সোভিয়েতগুলিকে আরও দৃঢ়তর করতে হবে। সার্বজনীন করে তুলতে হবে এইগুলিকে, জনগণের বিপ্লবী শক্তির মুখপাত্র কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতের নেতৃত্বে যুক্ত করে দিতে হবে—এই নির্দেশ অনুযায়ী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের কাজ করতে হবে।'[১]

. ১৮ই মার্চ 'প্রাভদা'তে 'রুশ বিপ্লবের বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী' নামে এক প্রবন্ধে স্তালিন পূর্ববর্তী ঘটনাবলী ও তৎকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, দ্বৈত শক্তির শাসন তুলে দিতে হবে এবং বিপ্লবী শক্তির এক প্রকৃত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে পারে। তিনি বলেন, 'যা প্রয়োজন তা হল সমগ্র রাশিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তির বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি সারা-রাশিয়া যন্ত্র, রাজধানী ও প্রদেশগুলির গণতান্ত্রিক শক্তিকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করতে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে বৈপ্লবিক ক্ষমতার একটি যন্ত্রে পরিণত করার পক্ষে যার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকবে—এই ক্ষমতা জনগণের সমস্ত প্রাণবন্ত শক্তিকে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে জড়ো করে সক্রিয় করে তুলবে। কেবলমাত্র শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের প্রতিনিধিগণের একটি সারা-রাশিয়া সোভিয়েত এরূপ একটি যন্ত্র হতে পারে। রুশ বিপ্লবের বিজয়লাভের এটিই হল প্রথম শর্ত।··· আর একটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন—সশস্ত্র শ্রমিকদের একটি বাহিনী, যারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত, তাদের একটি বাহিনী। আর যদি এটা সত্য হয় যে, সব সময়ে বিপ্লবের স্বার্থ সাধনে প্রস্তুত এমন একটি সশস্ত্র বাহিনী ব্যতিরেকে বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে না, তাহলে আমাদের বিপ্লবেরও অবশ্যই নিজস্ব একটি বাহিনী থাকবে—বিপ্লবের লক্ষ্যের সঙ্গে অত্যাবশ্যকরূপে গ্রথিত শ্রমিকদের একটি রক্ষীবাহিনী। এইভাবে বিপ্লবের জয়লাভের জন্য দ্বিতীয় শর্ত হল শ্রমিকদের অবিলম্বে সশস্ত্র করা—শ্রমিকদের একটি রক্ষীবাহিনী।···বিপ্লবের জয়লাভের তৃতীয় শর্ত হল একটি সংবিধান পরিষদের অধিবেশন ত্বরান্বিত করা।'[২]

এই সময় রুশ জনগণের সামনে জরুরী প্রশ্ন ছিল যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের কি

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি, **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ১০৭।
২। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

মনোভাব হবে। স্তালিন 'প্রাভদা' পত্রিকায় 'যুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সর্বহারার অবস্থা বর্ণনা করে এবং কায়েমী স্বার্থের মুখোশ উন্মোচন করে বললেন, 'সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খুলে ফেলে জনসাধারণকে দেখান দরকার—এ যুদ্ধের পিছনে কি স্বার্থ নিহিত আছে। সেজন্য এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার যাতে এ যুদ্ধই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।'[১]

জাতীয় সমস্যার সমাধান নিয়ে রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে তখন বিশেষ আন্দোলন চলছিল। বুর্জোয়া সরকার এই সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান না করে জাতিগত অনৈক্য বজায় রাখার জন্য একে ব্যবহার করতে থাকে। স্তালিন ২৫শে মার্চ, ১৯১৭ 'প্রাভদা'য় 'জাতিগত অযোগ্যতার অবসান' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সমস্যার বিভিন্ন দিক মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন, 'অবিলম্বে বন্ধনমুক্ত জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই অধিকার আইনসিদ্ধ করতে হবে।' এই সঙ্গে তিনি জাতী সমস্যায় বলশেভিকদের দাবীগুলি উত্থাপন করেন, যথা—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার।

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের জমিদার ও ধনীদের তোষণনীতি সবদিক দিয়েই শুরু হয়েছিল। এভাবে শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে সর্বপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা তাঁরা করতে থাকেন। বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় স্বভাবতই অন্যান্য অংশের মত কৃষকদের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। তারা দাবী করতে থাকে পুরানো ভূমিব্যবস্থার অবসান করে কৃষকদের অনুকূলে ভূমিব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বোক্ত নেতারা চাষীদের বলতে থাকেন সংবিধান পরিষদ আহ্বান না করা পর্যন্ত এই দাবী মুলতুবি থাকুক। সাময়িক সরকারের কৃষিমন্ত্রী সিঙ্গারেভ ঐ একই উপদেশ দান করেন কৃষকদের। অপরদিকে সংবিধান পরিষদ আহ্বান করাও তাঁরা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখেন। সুতরাং এই দাবীর সপক্ষে বলশেভিকদেরই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। তখন পার্টি সুসংগঠিতভাবে এই সব প্রশ্নে মতামত স্থির করে উঠতে পারেনি। স্তালিন ১৪ই এপ্রিল প্রাভদায় 'কৃষকের জন্য জমি' শিরোনামায় এক প্রবন্ধে পার্টির বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'যতদিন জমিদারেরা নিশ্চিন্তে আছে, ততদিন এরা চাষীর স্বার্থ দেখতে চাইবে না।' তিনি আরও বলেছিলেন :

১। ই. ইয়ারোস্‌লাভস্কি, **জোসেফ স্তালিন,** পৃঃ ১০৮।

'তাই আমরা চাষীদের ডেকে বলি, বিশেষ করে সমগ্র রাশিয়ার গরীব চাষীদের, যাতে তারা নিজেদের দাবী সফল করার ভার নিজেদের হাতেই নেয় এবং নিজেরাই এগিয়ে চলে। আমরা তাদের আহ্বান করছি—তারা বিপ্লবী কৃষক সমিতি গড়ে তুলুক (জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে), এই সমিতির মাধ্যমে জমিদারিগুলি বাজেয়াপ্ত করুক এবং উপর থেকে নির্দেশের অপেক্ষা না করে সংঘবদ্ধভাবে এই জমিগুলিতে চাষ আরম্ভ করে দিক। আমরা তাদের নির্দেশ দিচ্ছি তারা অবিলম্বে এই কাজ শুরু করে দিক, সংবিধান পরিষদের জন্য অপেক্ষা না করে, বিপ্লবের গতিরোধকারী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে।' ...যে সমস্ত লোক বিপ্লবের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় তাদের অবশ্যই সবসময় উপলব্ধি করতে হবে :

(১) যে, আমাদের বিপ্লবের প্রধান শক্তি হল শ্রমিক এবং গরীব কৃষকেরা—যারা যুদ্ধের জন্য এখন সৈনিকের পোশাক ধারণ করেছে ;

(২) যে, বিপ্লব যত গভীরে যাবে, যত বিস্তৃততর হবে তত তথাকথিত "প্রগতিশীল অংশ" যারা কথায় প্রগতিশীল কিন্তু কাজে প্রতিক্রিয়াশীল, তারা অনিবার্যভাবে বিপ্লব থেকে "দূরে সরে" যাবে।...সংবিধান পরিষদ যতদিন না আহূত হয় ততদিন অপেক্ষা ও দীর্ঘসূত্রতা করার নীতি, নারদনিক, ক্রদোভিক ও মেনশেভিকদের সুপারিশকৃত বাজেয়াপ্তকরণ সাময়িকভাবে বর্জন করার নীতি, শ্রেণীসমূহের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলার নীতি (যাতে কারও অসন্তুষ্টি বিধান না করা হয়!) এবং না এগিয়ে লজ্জাজনকভাবে একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার নীতি, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নীতি নয়। রুশ বিপ্লবের বিপ্লবী অগ্রাভিযান এই নীতিকে অনাবশ্যক আসবাবের মতো ঝেঁটিয়ে দূর করবে ; কেননা এই নীতি শুধুমাত্র বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে উপযুক্ত এবং সুবিধাজনক।'[১]

এইভাবে লেনিনের দেশে ফিরে আসার পূর্বেই বিপ্লবের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান দিয়েছিলেন স্তালিন। কর্মজীবনের প্রথম দিন থেকেই তিনি ছিলেন সুবিধাবাদীদের আপোষহীন শত্রু। শুধু মেনশেভিক, সোশ্যাল রিভালউশনারি ও ক্যাডেটদের তিনি আক্রমণ করেননি যেসব নৈরাশ্যবাদী কামেনেভ ও তার অনুচরদের মত বলশেভিক নামে পরিচিত হয়ে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিল তাদেরও তিনি রেহাই দেননি। এই সময় স্তালিনই বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। কিন্তু এই সময়

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

বলশেভিকদের একাংশের দ্বারা দাবী উত্থাপিত হয়—মেনশেভিকদের সঙ্গে ঐক্যের প্রচেষ্টা করা হোক। মলোটভ এই মতের বিরোধিতা করেন। কিন্তু স্তালিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কমরেডদের নিয়ে যেতে চান। তিনি ঐক্য আলোচনা চালাবার নির্দেশ দেন কিন্তু এই শর্তে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রত্যেককেই ঐক্যমত হতে হবে। স্বভাবতই কয়েকটি বৈঠক হওয়া সত্বেও এ প্রশ্নে একমত হওয়া সম্ভব হল না। লেনিনের দেশে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ আলোচনা বৈঠক ভেঙে যায়। প্রতি মুহূর্তে তিনি লেনিনের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। লেনিনকে টেলিগ্রাম করে যে-কোন প্রকারে রাশিয়ায় ফিরে আসার অনুরোধ করলেন।

১৯১৭ সালের ৩রা এপ্রিল দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পর লেনিন রুশদেশে ফিরলেন। স্তালিন বেলো-ওস্ট্রোভে গেলেন লেনিনকে অভ্যর্থনা জানাতে। বিপ্লবের দুই নেতা, বলশেভিকদের দুই নেতা বহুকাল অদর্শনের পর মিলিত হয়ে বিশেষ আনন্দিত হলেন। তাঁরা দুজনেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা পেত্রোগ্রাদে যাত্রা করলেন, পথে স্তালিন লেনিনকে পার্টির অবস্থা ও বিপ্লবের অগ্রগতি সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ দিলেন। ঐ দিন রাত্রেই লেনিন পেত্রোগ্রাদে পৌঁছলেন। ফিনল্যাণ্ড রেলওয়ে স্টেশনে এবং সামনের খোলা জায়গায় সহস্র সহস্র শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জমায়েত হন। লেনিন ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে আনন্দের প্লাবন বয়ে যায়। জনগণ তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে যাত্রীদের বিশ্রামাগারে বসায়। সেখানে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের পক্ষ থেকে মেনশেভিক চিখাইদজে ও স্কোবেলেভ তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতায় বলতে থাকেন তাঁরা এবং লেনিন যেন 'একই ভাষায়' কথা বলতে পারেন ভবিষ্যতে। লেনিন তাঁদের বক্তৃতার প্রতি উপেক্ষা জানিয়ে স্টেশনের সম্মুখস্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত চলে যান এবং সেখানে একটি গাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামে আহ্বান জানান। পরদিনই বলশেভিকদের এক সভায় যুদ্ধ ও বিপ্লব বিষয়ে এক তত্ত্বমূলক বিবরণী পেশ করেন এবং আরেকটি বলশেভিক ও মেনশেভিকদের যুগ্ম সভায় এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। এগুলিই হল লেনিনের বিখ্যাত 'এপ্রিলের সিদ্ধান্তসমূহ'। বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্য এই সিদ্ধান্তগুলিই পার্টি ও সর্বহারাশ্রেণীকে সুস্পষ্ট নির্দেশ যুগিয়েছিল।

এপ্রিলের সিদ্ধান্তগুলিতে বলা হয়: 'বিপ্লবের প্রথম স্তরে সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীচরিত্র ও সংগঠন যথেষ্ট না থাকায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল বুর্জোয়াশ্রেণী; বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে সেই ক্ষমতায় নিশ্চিতভাবে অধিষ্ঠিত হবে সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষকসমাজের দরিদ্রতম অংশগুলি; রুশ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে এ বিপ্লবের প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণের প্রতীক।'[১]

লেনিন এই সময় বললেন পার্টি আর নিজেকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি হিসেবে পরিচিত না করুক। সুবিধাবাদী ও মেনশেভিকরা নিজেদের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট বলে প্রচার করত তাই সেই কলঙ্ক থেকে পার্টিকে মুক্ত করার জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন বলশেভিকদের পার্টির নামকরণ হোক 'কমিউনিস্ট পার্টি'।

স্তালিনের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হল এবং তা হল লেনিনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজ করা। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে স্তালিন বলেন, 'সর্বশেষে আমি ১৯১৭ সালের কথা স্মরণ করছি যখন আমি বিভিন্ন কারাগার ও নির্বাসন কেন্দ্র ঘুরে পার্টির নির্দেশে লেনিনগ্রাদে এলাম। সেখানে রুশ শ্রমিকদের মধ্যে, সর্বদেশের শ্রমিকশ্রেণীর মহান শিক্ষাগুরু কমরেড লেনিনের সান্নিধ্যে, শ্রমিক ও ধনিকশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে আমি প্রথম শিক্ষা পেলাম, শ্রমিকশ্রেণীর মহৎ পার্টি-নেতার দায়িত্ব কতখানি। সেখানে শোষিত জাতিসমূহের মুক্তিদাতা ও সকল দেশের সকল জাতির শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদূত—রুশ শ্রমিকদের সান্নিধ্যে এসে আমি বিপ্লবীর তৃতীয় অগ্নিদীক্ষা পেলাম। সেখানেই, রাশিয়ায় লেনিনের শিক্ষায় আমি বিপ্লবের কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম।'[২]

লেনিনের সঙ্গে একযোগে স্তালিন পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যকরী সমিতির সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। লেনিনের পাশাপাশি থেকে তিনি শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েত প্রতিনিধিদের নিখিল রুশ সম্মেলনে বলশেভিক সভ্যদের সভা পরিচালনা করতেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হিসেবে

১। ভি. আই. লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮।

২। জে. ভি. স্তালিন, **সংগৃহীত রচনাবলী,** অষ্টম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

তিনি ও লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'প্রাভদা' পরিচালনা করেন। এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় সংগ্রামের সমস্ত সমস্যারই সরল সমাধান দিতেন।

১৮ই এপ্রিল, ১৯১৭ মে দিবস উপলক্ষে এক সভায় স্তালিন অস্থায়ী সরকারের উপর এক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে বলেন: 'বিপ্লবের গতিপথে দেশে দুটি সরকারী কর্তৃপক্ষের উদ্ভব হয়েছে: ৩রা জুন তারিখের ডুমা কর্তৃক নির্বাচিত অস্থায়ী সরকার এবং শ্রমিক ও সৈনিকদের দ্বারা নির্বাচিত শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত।...আমাদের বলা হচ্ছে অস্থায়ী সরকারকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে এবং এই সমর্থন হল অপরিহার্য।...কিন্তু বিপ্লব যখন ভুক্ষে, তখন যে সরকার বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করে, বিপ্লবকে পেছনে টেনে রাখে, সেই সরকারকে সমর্থন করা কিভাবে সম্ভব? এটা দাবী করাই কি ভাল হবে না যে দেশকে আরও বেশী গণতান্ত্রিক করার কাজে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতকে ব্যাহত করা অস্থায়ী সরকারের পক্ষে উচিত হবে না?...বিপ্লব প্রত্যেকের এবং সকলের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারে না। এর একটা দিক সব সময়েই ব্যাপক মেহনতী জনগণকে সন্তুষ্ট করে, আর অন্য দিক জনগণের গুপ্ত ও প্রকাশ্য শত্রুদের আঘাত করে। সেজন্য প্রয়োজন হল বাছাই করে নেওয়া: হয় বিপ্লবের পক্ষে গরীব কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, না হয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও জমিদারদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। তাহলে কাকে আমরা সমর্থন করব? কাকে আমাদের সরকার হিসাবে গণ্য করব: শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতকে, না অস্থায়ী সরকারকে? স্পষ্টতঃই শ্রমিক ও সৈনিকেরা কেবলমাত্র শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিগণের সোভিয়েতকেই সমর্থন করতে পারে, যাকে তারা নিজেরাই নির্বাচিত করেছে।'[১]

লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্য যখন বলশেভিক পার্টি সমস্ত রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখন সাময়িক সরকারও বিপ্লববিরোধী ও জনগণের ইচ্ছার বিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ মিত্রশক্তিদের গোপন চিঠি মারফৎ জানায় যে 'চরম বিজয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র জনগণ বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় এবং

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

মিত্রশক্তিদের সম্পর্কে যেসব দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, সাময়িক সরকার সেসব দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করে যাবে।' বৈদেশিক মন্ত্রীর এই চিঠি জানাজানি হয়ে যায় এবং বলশেভিক পার্টি সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতগুলিকে সংগঠিত করে ২০-২১শে এপ্রিল এক লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে সাময়িক সরকারের সদর দপ্তরের সামনে। মিছিলকারীদের পতাকাগুলিতে লেখা ছিল: 'গোপন চুক্তিগুলি প্রকাশ কর', 'যুদ্ধ নিপাত যাক', 'সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা চাই' ইত্যাদি।

মিছিল চলাকালে একদল হঠকারী পার্টি-সভ্য সাময়িক সরকারের উচ্ছেদ দাবী করে শ্লোগান দিতে থাকে। পার্টির পক্ষে স্তালিন এই অসময়োচিত শ্লোগানের তীব্র সমালোচনা করেন। কেননা তখন পার্টির সামনে কর্মসূচী ছিল প্রথমে সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা তারপর বিপ্লব সম্পূর্ণ করা। এই জাতীয় হঠকারী শ্লোগানে এই কর্মসূচী ব্যাহত হতে পারত। এই বিক্ষোভ সমাবেশের উপর গুলি চালাবার ইচ্ছা থাকলেও সরকার সাহস পায়নি। বরং শ্রমিক ও সৈনিকদের রুদ্র মূর্তিতে ভীত সরকার মন্ত্রীসভা থেকে বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিউকভ ও গুচকভকে বাদ দেয়। আবার মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হল। এবার সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা মন্ত্রীসভায় ঢুকে পড়লেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছাড়াও এই মন্ত্রীসভায় মেনশেভিকদের স্কাবেলেভ ও ৎসেরেতলি এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কের্নভ, কেরেনস্কি প্রমুখ ছিল।

১৯১৭ সালের ২৪শে থেকে ২৯শে এপ্রিল রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার (বলশেভিক) পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্যে বলশেভিকদের অধিবেশন বসল। এই সম্মেলনে প্রতিভাত হল পার্টি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। সম্মেলনে ভোটাধিকার সম্পন্ন ১৩৩ জন প্রতিনিধি এবং ১৮ জন ভোটাধিকারহীন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। এঁরা হলেন আশী হাজার পার্টি-সদস্যের প্রতিনিধি।

এই সম্মেলনে বিশেষ করে স্তালিন ও স্বের্দলভের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। লেনিনকে তত্ত্বগত বিভিন্ন বিতর্কে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের সঙ্গে ব্যাপৃত থাকতে হয়। কিন্তু প্রথম এই প্রকাশ্য সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের বুঝান, বিরোধীদের প্রভাব থেকে মুক্ত-

করা, পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা ইত্যাদি কঠোর কাজ সাফল্যের সঙ্গে স্তালিন পালন করেন। তাঁর এই অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা লেনিনকেও বিস্মিত করে।

এই সপ্তম সম্মেলন স্থির করে যে, পার্টির অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অক্লান্তভাবে জনগণকে এই সত্যটি বুঝিয়ে দেওয়া যে 'স্বভাবতই এই সাময়িক সরকার জমিদার ও বুর্জোয়াদের শাসনের হাতিয়ার এবং যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করছিল ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর প্রতিবিপ্লবের আঘাতে দেশবাসীকে জর্জরিত করছিল, তাদের আপোষমূলক নীতি কত মারাত্মক। উক্ত সম্মেলনে কামনেভ ও রাইকভ লেনিনের বিরোধিতা করেন। মেনশেভিকদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে তাঁরা বলেন যে রুশদেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয় এবং সেখানে শুধু বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রই সম্ভব। তাঁরা সুপারিশ করেন যে, পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উচিত কেবলমাত্র সাময়িক সরকারের উপর 'নিয়ন্ত্রণ' কায়েম করা। আসলে মেনশেভিকদের মত তাঁরাও পুঁজিতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে ছিলেন। স্তালিন দৃঢ়তার সঙ্গে কামেনেভের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখালেন, এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ হবে, নিয়ন্ত্রণকারী সোভিয়েত ও নিয়ন্ত্রিত সরকারের মধ্যে এক স্পষ্ট চুক্তি মেনে নেওয়া। সম্মেলনে নতুন আন্তর্জাতিক গঠনের প্রশ্নে জিনোভিয়েভ লেনিনের বিরোধিতা করেন। লেনিন ও স্তালিনের সমালোচনার সামনে জিনোভিয়েভের বক্তব্য সম্মেলনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

এপ্রিল সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'জাতীয় সমস্যা' সম্পর্কিত বিবরণী স্তালিনের রচনা। এই বিবরণীতে তিনি বুখারিন, প্যাতাকভ প্রমুখের উগ্র জাতীয়তাবাদী বক্তব্যকে তীব্র সমালোচনা করে পার্টির মূল দাবীগুলি এইভাবে পেশ করেন: (ক) জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হবার দাবী স্বীকার করা; (খ) রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন; (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের আত্মবিকাশের অধিকারসূচক বিশেষ আইন পাশ করা; (ঘ) রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকদের জন্য একক শ্রমিক পার্টি গঠন।

এপ্রিল সম্মেলনের পর ১৯১৭ সালের মে মাসে স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কর্মপরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন এবং সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই কমিটির সভ্য ছিলেন।

এই সমস্ত সম্মেলন পার্টির জীবনে অসামান্য গুরুত্ব বহন করে এনেছিল। অনেকগুলি জলন্ত সমস্যার সমাধান এখানে হয়েছিল, পার্টির মধ্যে সংহতি বিস্তার করেছিল। 'সম্মেলন থেকে আমরা কি আশা করেছিলাম?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে স্তালিন সম্মেলনে কি কি প্রশ্নের সমাধান হয়েছে, সে সম্পর্কে বলেন: আমরা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ জীবন নেবে। যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তা আমাদের শহরগুলিকে উপবাসী ও নিঃস্ব পরিণত করেছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী থেকে তা গ্রামীণ জেলাগুলিকে বঞ্চিত করেছে। যুদ্ধ লাভজনক একমাত্র ধনীদের কাছে, যারা সরকারী ঠিকাদারীর দ্বারা নিজেদের পকেট ভরাচ্ছে। যুদ্ধ একমাত্র সেই সব সরকারের কাছে লাভজনক, যারা অন্য দেশের জনগণকে লুণ্ঠন করছে। এই রকম লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ চালান হচ্ছে। এবং তাই প্রশ্ন উঠেছে: যুদ্ধের ব্যাপারে কি করতে হবে? তা বন্ধ করা, না চালান উচিত? আমাদের কি বুকে হেঁটে এই ফাঁসের মধ্যে আরও এগিয়ে চলা উচিত, চিরকালের জন্য এ ফাঁস ছিঁড়ে ফেলা উচিত? সম্মেলনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে।

'তাছাড়া রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র ও পশ্চাদ্ভূমি দুই-ই অনাহারের সম্মুখীন। কিন্তু অনাহার তিনগুণ প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যদি না সমস্ত "ফাঁকা" জমি অবিলম্বে চাষ করা হয়। তথাপি জমিদারেরা জমি অকর্ষিত রেখে দিচ্ছে; ফসল বোনা বন্ধ রাখছে; আর অস্থায়ী সরকার জমিদারীর দখল নিতে ও সেগুলি চাষ করতে কৃষকদের নিষেধ করছে।···যে অস্থায়ী সরকার সমস্ত প্রকারে জমিদারদের রক্ষা করছে সে সরকার সম্বন্ধে কি করতে হবে? খোদ জমিদারদের সম্বন্ধেই বা করণীয় কি? তাদের হাতে কি জমি রাখতে দেওয়া উচিত, না, একে জনগণের সম্পত্তি করে নেওয়া উচিত?

'এই সমস্ত প্রশ্নের পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে হয়েছে সম্মেলনকে। কারণ একমাত্র এই সমস্ত উত্তরই পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করতে পারে। একমাত্র একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টিই জনগণকে জয়ের পথে পরিচালিত করতে পারে।'[১]

এপ্রিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তীকালে পার্টির অগ্রগতির ক্ষেত্রে ও

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য কতখানি কার্যকরী ছিল তা ক্রমশই প্রমাণিত হল। এই সিদ্ধান্তসমূহে নির্দেশ ছিল, কিভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হবে, বিপ্লবের এই দ্বিতীয় স্তরে রূপান্তরের পথ কি, ধনিক ও জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন ও শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনগণকে প্রস্তুত করে তোলার কাজে লেনিন ও স্তালিন অসম্ভব পরিশ্রম করতে থাকলেন। দিনের পর দিন স্তালিনকে ব্যাপক সাংগঠনিক কাজ ও প্রচার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। জনগণকে বিপুলভাবে জড়িত রেখে বলশেভিক পার্টির শক্তির পরিচয় প্রকাশই মুখ্য লক্ষ্য হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করলেন। বিশেষ করে পেত্রোগ্রাদে তাঁদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল ফলল। অধিকাংশ শ্রমিক সোভিয়েতগুলি থেকে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিতাড়িত করে বলশেভিকরা তা দখল করতে সক্ষম হল।

৩রা জুন, ১৯১৭ তারিখে প্রথম নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বলশেভিকরা তখনও সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যালঘু; যেখানে মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও অন্যান্য দলাবলম্বীদের প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল আট শত সেখানে বলশেভিকদের প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল মাত্র একশতের কিছু বেশী। এই প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেসে বলশেভিকরা সংখ্যালঘু হলেও বলিষ্ঠতার সঙ্গে বুর্জোয়াদের সাথে আপোষের মারাত্মক ফলাফলের কথা বললেন এবং যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ উদঘাটিত করে দেখালেন। কংগ্রেসে লেনিন যে বক্তৃতা করেন তাতে তিনি বলশেভিক নীতির নির্ভুলতা প্রমাণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে একমাত্র সোভিয়েত সরকারই শ্রমজীবী জনসাধারণকে খাদ্য দিতে পারে, কৃষকদের জমি দিতে পারে, শান্তি স্থাপন করতে পারে এবং বিশৃঙ্খলতার কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারে।

এই সময় শ্রমিকদের সমস্যাবলী নিয়ে একটি বৃহৎ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। নিজের স্বার্থে শ্রমিকদের বিপ্লবী চেতনাকে ব্যবহার করার জন্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ১৮ই জুন একটি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করে—তাদের আশা ছিল মিছিলে বলশেভিক পার্টি-বিরোধী শ্লোগান দেওয়ানো সম্ভব হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মিছিলের জন্য বলশেভিক পার্টি পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে থাকে। বিচ্ছিন্নতাকামী

ও নৈরাজ্যবাদীদের বিভ্রান্তিকর দাবী সম্বলিত এই মিছিলের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে স্তালিন 'প্রাভদা'র প্রবন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখলেন : '১৮ই জুন তারিখের পেত্রোগ্রাদে মিছিল যাতে বিপ্লবী আওয়াজের দ্বারা পরিচালিত হয়, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করাই আমাদের কর্তব্য।' 'পেত্রোগ্রাদের সমস্ত মেহনতী মানুষ, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতি' শীর্ষক একটি ইস্তাহারে তিনি আরও বলেন :

'আগামীকাল (১৮ই জুন), শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রকাশের দিনটি—নতুনতর নিপীড়ন এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদের প্রচণ্ড প্রতিবাদের দিন হয়ে উঠুক! আগামীকাল স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বুকে ত্রাস সৃষ্টি করে বিজয় নিশান উড়ুক! আপনাদের আহ্বান, বিপ্লবের প্রবক্তাদের আহ্বান সারা বিশ্বে ধ্বনিত হোক, সমস্ত নিপীড়িত এবং দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে আনন্দের ঢেউ তুলুক! ঐ পশ্চিমে, যুধ্যমান দেশগুলিতে, নবজীবনের অরুণোদয় হচ্ছে। আগামীকাল পশ্চিমে আপনাদের ভাইরা জানুক যে আপনারা তাঁদের জন্য আপনাদের পতাকায় লিখেছেন—যুদ্ধ নয় শান্তি, দাসত্ব নয় মুক্তি।

স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদেরই বিধ্বস্ত করে আগামীকাল বিজয় পতাকা উড়বে।

তোমাদের ডাক, বিপ্লবী যোদ্ধাদের ডাক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক অত্যাচারিত ও পদদলিত জনতার মুখে হাসি ফুটিয়ে।

মজুর ভাইগণ! সৈনিক ভাইগণ! বন্ধুর মত তোমরা হাত মিলাও, সমাজতন্ত্রবাদের পতাকাতলে এগিয়ে চলো।

বন্ধুগণ, তোমরা সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়। তোমাদের পতাকার নীচে সবাই ঘন হয়ে ঘিরে দাঁড়াও। রাজধানীর পথে তোমরা সারে সারে কুচকাওয়াজ করে চল।'[১]

১৮ই জুন বিক্ষোভ প্রদর্শিত হল বিপ্লবের শহীদদের সমাধির পাশে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাবেশে যোগদান করল এবং মেনশেভিকদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে তারা 'যুদ্ধ নিপাত যাক', 'দশজন পুঁজিবাদী মন্ত্রী নিপাত যাক', 'সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চাই' ইত্যাদি আওয়াজ তুলে বলশেভিক

১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। নৈতিক পরাজয় ঘটলেও সাময়িক সরকার যুদ্ধনীতি থেকে পিছু হঠলো না। ঐ দিনই ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী করার জন্য সাময়িক সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের জোর করে আক্রমণে লাগিয়ে দিল। বিপ্লবের গতিরোধ করার এটাই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়াস। তাদের আশা ছিল আক্রমণ সফল হলে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেবে এবং সোভিয়েতগুলিকে পাশে ঠেলে দিয়ে বলশেভিকদের চূর্ণ করে দেবে। অন্যদিকে আক্রমণ ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ দোষ বলশেভিকদের ঘাড়ে চাপান যাবে, বলশেভিকরাই নাকি সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করে দিয়েছে।

আক্রমণ যে ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। সমর-সম্ভার অপ্রতুল, সেনাবাহিনী দুর্বল ও অবসন্ন, যুদ্ধের লক্ষ্য হতাশাজনক—সব মিলিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আক্রমণ নিষ্ফল হল। ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ, ক্রোধ আরও বেড়ে গেল সরকারের বিরুদ্ধে, অপরদিকে বলশেভিক পার্টির রাজনৈতিক অভ্রান্ততা সপ্রমাণিত হল।

৩রা জুলাই, ১৯১৭ তারিখে আবার সকাল থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিক, সৈনিক ও সাধারণ মানুষ পেত্রোগ্রাদের ভাইবোর্গ জেলায় সমবেত হতে থাকে। সারাদিন ধরে মানুষের অজস্র মিছিল জমায়েত হতেই থাকে। তাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল একটি দাবী—'সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চাই।' এই বিক্ষোভ জমায়েত ক্রমশ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নিতে থাকল।

বলশেভিক পার্টি তখনও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অনুকূলে ছিল না। কারণ তাদের মতে বিপ্লবী সংকট তখনও পরিপক্ক হয়নি, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশগুলি তখনও রাজধানীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার জন্য তৈরী হয়নি এবং অসময়ে সামগ্রিক প্রস্তুতি ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটলে প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে বিপ্লবের অগ্রণী শক্তিকে চূর্ণ করা সহজ হবে। সুতরাং তাকে নেতৃত্ব না দিতে পারলে বিপথচালিত হতে পারে আশঙ্কা করে বলশেভিক পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় শান্তিপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে বিক্ষোভ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সাফল্য অর্জন করল। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত এবং সারা রুশ সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদর দপ্তর অভিমুখে চলল এবং দাবী করল যে সোভিয়েত নিজের হাতে ক্ষমতা নিক, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দল থেকে বেরিয়ে আসুক, সক্রিয়ভাবে শান্তি স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করুক।

বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকলেও সাময়িক সরকার সামরিক বাহিনীর চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রমিক ও বিক্ষুব্ধ সৈনিকদের রক্তে রাজপথ প্লাবিত হল। শ্রমিক ও সৈনিকদের বিক্ষোভ মিছিল দমনের পর মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা বুর্জোয়া-শ্রেণী ও শ্বেতরক্ষী (বিপ্লবের ঘোর শত্রু) সেনাপতিদের সহযোগে বলশেভিক পার্টির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'প্রাভদার কার্যালয় ধ্বংস করে দেওয়া হয়। 'প্রাভদা', 'সোলদাৎস্কাইয়া প্রাভদা' (সৈনিকদের প্রাভদা) ও অন্যান্য অনেক বলশেভিক সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'লিস্তক্ প্রাভদি' (প্রাভদা প্রচারপত্র) বিক্রী করার অপরাধেই ভোয়ানভ নামে এক শ্রমিককে ক্যাডেটরা রাস্তায় খুন করে। রেডগার্ডদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া শুরু হল। পেত্রোগ্রাদ বাহিনীতে যারা বিপ্লবী ছিল, তাদের রাজধানী থেকে সরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখায় পরিখায় লড়তে পাঠান হল। যুদ্ধক্ষেত্রে ও পিছনে সর্বত্রই বহুলোক গ্রেপ্তার হল। ৭ই জুলাই তারিখে লেনিনকে গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা বের হয়। বলশেভিক পার্টির অনেক খ্যাতনামা সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেখানে বলশেভিক গ্রন্থাদি ছাপা হত সেই 'ক্রুদ' ছাপাখানা ভেঙে দেওয়া হয়। পেত্রোগ্রাদ দায়রা আদালতের সরকারী উকিল ঘোষণা করল যে লেনিন ও অন্যান্য অনেক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে 'চরম দেশদ্রোহ' এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করার অভিযোগ আনা হচ্ছে। জেনারেল দেনিকিনের সদর দপ্তরে লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রচনা করা হয়; গোয়েন্দা ও গুপ্তচর প্ররোচকদের সাক্ষ্যই হয় এই অভিযোগের ভিত্তি।'[১]

বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি গুচকভ ও মিলিউকভ যা করতে সংকোচবোধ করেছিল কেরেন্স্কি, সেরেতেলি, চের্নভ ও স্কোবলভের মত সোশ্যালিষ্টরা তাই করল। ফলাফল সাময়িকভাবে বুর্জোয়াদের অনুকূলে গেল। রাষ্ট্র-ক্ষমতা সাময়িক সরকারের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হল এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কল্যাণে সোভিয়েতগুলি তাদের লেজুড়ে পরিণত হল। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পর্যায় সমাপ্ত হল। পার্টির নির্দেশে লেনিনকে আত্মগোপন করতে হল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টিকে কর্মকৌশল পরিবর্তন

১০। সোভিয়েত কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ২০৯।

করার সিদ্ধান্ত নিতে হল। সমগ্র পার্টিও আত্মগোপন করল এবং অস্ত্রবলে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা উচ্ছেদ করে সোভিয়েত শক্তি কায়েম করার উদ্দেশ্যে অভ্যুত্থান সংগঠিত করার প্রস্তুতি চলতে থাকল।

১৯১৭ সালের ১০ই জুলাই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'প্রাভদার' পরিবর্তে প্রকাশিত 'রাবোচাইয়া সোলদাৎ' (শ্রমিক ও সৈনিক) পত্রিকায় স্তালিন 'প্রতিক্রিয়ার জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন :

'এতদসত্ত্বেও, কিছু লোক আছে ('নোভায়া ঝিজন' দেখুন) যারা এ সবকিছুর পরেও প্রস্তাব করছে যে, এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আমরা ঐক্য গড়ি যারা বিপ্লবকে 'রক্ষার''নামে গলা টিপে মারছে।...না ভদ্রমহোদয়গণ, যারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে আমরা সে সমস্ত লোকের সঙ্গে এক সাথে চলতে পারি না।

'শ্রমিকেরা ভুলবে না, জুলাই মাসের কঠোর দুর্দিনে, যখন উত্তেজিত প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বিপ্লবীদের উপর গুলি চালিয়েছিল তখন একমাত্র বলশেভিক পার্টিই শ্রমিক কেন্দ্রগুলি থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। শ্রমিকরা একথা ভুলবে না যে, সেই দুর্দিনে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক এই প্রধান দুই দল সরকারপক্ষে ছিল—যখন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের উপর আক্রমণ চলছিল তখন তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকরা এই সব কথা মনে রাখবে এবং যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।'[১]

বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে চলল সেই বিপ্লবের প্রস্তুতি, রাষ্ট্রক্ষমতা সর্বহারাশ্রেণীর কবলে আনার প্রস্তুতি।

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

নবম পরিচ্ছেদ

অক্টোবর সোশ্যালিষ্ট বিপ্লবের সাফল্য

৩রা (১৬ই) জুন, ১৯১৭ সারা রাশিয়া সোভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কংগ্রেসে বলশেভিকরা সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকায় মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভোলিউশনারিরা যুদ্ধের সপক্ষে সামরিক সরকারের নীতির প্রতি সমর্থন আদায় করে নেয়। কেননা ইতিপূর্বে মেনশেভিকরা এই মন্ত্রী-সভার শরিক হয়ে গিয়েছিল। লেনিন ঐ সভায় তীব্র রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ করেন তা প্রতিবিপ্লবীদের ভোটে পরাজিত হলেও জনগণের মধ্যে সুবিপুল প্রভাব বিস্তার করে। লেনিন তখন সঠিকভাবেই গণ-আন্দোলনের কৌশল অবলম্বন করেন। চার দেওয়ালের বাইরে বলশেভিকদের বক্তব্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সৈনিক কেন্দ্রগুলিতে উৎসাহের জোয়ার এনে দেয়। কুচক্রী সামরিক সরকার সৈনিকদের বিপ্লবের আবহাওয়া থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পরামর্শে যুদ্ধ সীমান্তে সমবেত করল। পাশাপাশি লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল যে তিনি সেনা-বিভাগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, সামরিক সরকারের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ৩রা জুলাই পেত্রোগ্রাদের পথে পথে শ্রমিক ও সৈনিকদের বিক্ষোভে সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে গ্রহণ করার দাবী ওঠে। ক্ষিপ্ত সামরিক সরকার শ্রমিকদের রক্তে রাজপথে স্রোত বইয়ে দিল। ইতিপূর্বে পুঁজিবাদীদের প্রতিনিধি গুচকভ, মিলিউকভ যা করতে পারেনি তথাকথিত 'সোশ্যালিষ্ট' কেরেনস্কি, সেরেতেলি, চার্নব প্রমুখ তারচেয়ে অনেক বেশী নৃশংস মূর্তি ধারণ করল এবং সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধে বহুগুণ উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোভিয়েতগুলির হাত থেকে সব ক্ষমতাই চলে গেল—প্রকৃতপক্ষে ইতিপূর্বের দ্বৈত শাসনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে গেল। সোভিয়েতের মধ্যে থেকে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে

আইনীভাবে কাজ করার বিন্দুমাত্র সুযোগও নিঃশেষ হয়ে গেল। সুতরাং পরিস্থিতি নতুন, তাই কৌশলও পরিবর্তন হতে বাধ্য। বলশেভিক পার্টিকে এখন ভাবতে হবে সেই কৌশল।

ইতিমধ্যে আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়, তা হল পার্টি বিশেষ করে শ্রমিক সংগঠন ও সৈনিকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলার পিছনে উস্কানি ছিল ঠিকই, কিন্তু ওরা জুলাইয়ের রক্তস্রোতের পরে শ্রমিক-শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর সংগঠন উতলা হয়ে ওঠে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য। তারা দলে দলে ছোটখাট যন্ত্রপাতি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, প্রতি-বিপ্লবী গুপ্তঘাতক দলের সঙ্গে ইতস্ততঃ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকে। শুধু তাই নয় তাদের বিক্ষোভ কোন কোন ক্ষেত্রে পার্টির বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীভূত হয়। সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে নতুন কৌশলে এগোবার কথা চিন্তা করে পার্টি শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ সমাবেশ ইত্যাদি সংঘটিত করার উপর নিয়ন্ত্রণাদেশ দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন নয়, সুচিন্তিতভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম—এই উদ্দেশ্যেই এই নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে নীচুস্তরের কর্মীরা এই উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হননি, ফলে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাত টেনে ধরা হচ্ছে বলে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়ে ওঠে বিশেষ করে পিটার্সবুর্গে এই ঘটনা বেশী লক্ষ্য করা যায়। ওরা জুলাইয়ের ঘটনার দিন রাত্রেই একদল সৈনিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করে পার্টির কার্যকরী কমিটির দপ্তরে দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়ে অনুমোদন দাবী করে।

এই জটিল পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষেত্রে স্তালিন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা নেন। কী অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে তিনি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের দৃষ্টান্তের মধ্যে। পূর্বোক্ত বিক্ষোভ মিছিল পার্টি দপ্তর থেকে ক্রমশঃ জনসংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুলাকার ধারণ করে তৌরিদে প্রাসাদের দিকে ধাবিত হল—উদ্দেশ্য সেখানে মন্ত্রীসভার উৎখাত এবং সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দাবী করা। সারারাত বিক্ষোভকারীরা প্রাসাদ ঘিরে থাকে এবং প্রাসাদে তখন কৃষিমন্ত্রী চার্নভ কার্যতঃ বন্দী হয়ে যান। সাময়িক সরকারের অনুগত সেনারা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না। পার্টির নেতাদের সামনে বিরাট সমস্যা, একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পরিকল্পনা বুঝি অপ্রস্তুত অবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রথমে ট্রট্স্কি এবং পরে জিনোভিয়েভ পার্টির পক্ষ থেকে

বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার মাধ্যমে আবেদন রাখেন, সুপরিকল্পিত সংগ্রামের স্বার্থে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করতে। কিন্তু তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা ও আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়। তখন সেই গভীর রাত্রে স্তালিনকে ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে হয়। বিক্ষোভকারীদের সামনে তিনি এক তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তৃতায় ভবিষ্যৎ সংগ্রামের এক রূপরেখা তুলে ধরেন। স্তালিনের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ জনতার মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে আনে। তারা আগামী বৃহত্তর সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ শপথ গ্রহণ করে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নিয়ে যে যার নিজের অঞ্চলে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চলে যায়। এইভাবে আরেক দফা রক্তস্নান এড়ান সম্ভব হল। একটি সর্বনাশের হাত থেকে স্তালিন পার্টিকে রক্ষা করলেন।

পরিস্থিতির সম্ভাব্য অবনতি পার্টি নেতারাই সামলালেন—সাময়িক সরকার রেহাই পেল। কিন্তু কুচক্রী সরকার বলশেভিকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে নিয়ে এল এই অজুহাতে যে বলশেভিকরাই এই বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত করেছিল এবং এইভাবে ক্ষমতা নিজেদের হাতে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির (বলশেভিক) পেত্রোগ্রাদ সংগঠনের জরুরী সম্মেলনে বৈকালিক অধিবেশনে প্রদত্ত ১৬ই জুলাই-এর জবাবী ভাষণে এসম্পর্কে স্তালিন বলেন :

'আমি প্রথমেই অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করছি।...আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত ছিল—বর্তমান অবস্থায় পেত্রোগ্রাদের সৈনিক এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল নির্বুদ্ধিতা হবে।...বিক্ষোভ মিছিল তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। পার্টির কি এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে সরে দাঁড়ানোর কোন অধিকার ছিল? ...সর্বহারার পার্টি হিসেবে আমরা বিক্ষোভ মিছিলে হস্তক্ষেপ করতে, মিছিলকে এক শান্তিপূর্ণ সংগঠিত রূপদান করতে বাধ্য হয়েছিলাম...অস্ত্রশক্তির জোরে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য আমাদের ছিল না।...আমাদের কর্তব্য হল আমাদের শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটান, যেসব সংগঠন আছে সেগুলি জোরদার করা এবং জনগণকে হঠকারী কার্যক্রম থেকে বিরত করা। এখন আমাদের লড়াইয়ে

বীদের পক্ষে সুবিধাজনক; কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই না, আমরা অবশ্যই চরম বিপ্লবী সংযম দেখাব। ঁর কেন্দ্রীয় কমিটির কৌশলগত সাধারণ লাইন।'[১]

া, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

তাই শ্রমিক ও সৈনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়ে সাময়িক কেরেন্স্কি সরকার যখন বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নিয়ে বিজয় উৎসবে মত্ত তখন বলশেভিক পার্টি নতুন কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য বিপ্লবকে চূড়ান্ত সফলতা দানের জন্য ষষ্ঠ কংগ্রেসে মিলিত হলেন। সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র ও বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি সর্বশক্তি নিয়ে বলশেভিক পার্টি ও ব্যক্তিগত-ভাবে লেনিনের বিরুদ্ধে কুৎসা করতে থাকে, তাদের লক্ষ্য ছিল আক্রমণকে তীব্রতর করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এই কুৎসা সম্পর্কে স্তালিন বলেন:

'আমাদের নেতারা জার্মান সোনার মদত পাচ্ছেন এ ধরনের জঘন্য কুৎসা সম্পর্কে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য হল, সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই সর্বহারার বিপ্লবী নেতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়েছে—জার্মানীতে লিংনেখতের বিরুদ্ধে, রাশিয়ায় লেনিনের বিরুদ্ধে। রুশ বুর্জোয়ারাও যে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের' বিরুদ্ধে, পরীক্ষিত এই পন্থা গ্রহণ করবে এতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিস্মিত নয়। শ্রমিকরা অবশ্যই খোলাখুলি ঘোষণা করবে যে তারা তাদের নেতাদের নিন্দার ঊর্ধ্বে মনে করে, তারা দৃঢ়ভাবে তাদের নেতাদের সঙ্গে আছে এবং তারা তাদের শুভাশুভের অংশীদার বলেই মনে করে। শ্রমিকরা নিজেরাই—আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসার প্রতিবাদ জানাতে পেত্রোগ্রাদ কমিটির কাছে প্রস্তাবের খসড়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে। পেত্রোগ্রাদ কমিটি এ ধরনের প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছে, শ্রমিকদের স্বাক্ষরে সেগুলি ভর্তি করা হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ভুলে গেছে যে, ঘটনা ব্যক্তিরা ঘটায় না, বিপ্লবের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি ঘটনার সৃষ্টি করে এবং এইভাবে তারা গোয়েন্দা পুলিশের ভূমিকা পালন করছে।'[১]

ফলতঃ এই পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস গোপন স্থানে করতে হল। ১৯১৭ সালের ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা আগস্ট পর্যন্ত এই কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। খবরের কাগজে অধিবেশনের ঘোষণা দেওয়া হয় কিন্তু কবে কোথায় বসবে তা গোপন রাখা হয়। অধিবেশন প্রথমে বসে ভাইবোর্গ জেলায়, পরে নার্ভা গেটের কাছে একটি স্কুল বাড়ীতে। কংগ্রেসের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া কাগজগুলো কুৎসার চূড়ান্ত করে লেনিন ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার দাবী করল সরকারের কাছে। গোয়েন্দারা মরীয়াভাবে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

উন্মত্তের মত অধিবেশনের স্থান সন্ধান করতে লাগল। লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি 'জার্মান গুপ্তচর'। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছে লেনিন ও জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে। কোন কোন নেতা অভিমত প্রকাশ করলেন লেনিনের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে বিচারের সম্মুখীন হওয়া উচিত। পালিয়ে গেলে জনগণের মধ্যে প্রচার আরও জোরদার হবে। এই মতের সপক্ষে কামেনেভ ও লুনাচারস্কিও ছিলেন। কিন্তু স্তালিন এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর ধারণা ছিল সরকার বিচারের প্রহসন করে লেনিনকে হত্যা করতে পারে। তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে প্রস্তাব রাখলেন, লেনিনের জীবনের দায়িত্ব যদি কেন্দ্রীয় কমিটি নিতে পারে তাহলেই তিনি প্রকাশ্যে থাকবেন। ভিন্নমতাবলম্বী নেতারা এবার পিছিয়ে গেলেন। স্তালিনের দৃঢ়তায় সিদ্ধান্ত হল লেনিন ও জিনোভিয়েভ আত্মগোপন করে থাকবেন। লেনিন আত্মগোপনে চলে গেলেন।

এভাবে জারতন্ত্র উচ্ছেদের পাঁচ মাস পরে বলশেভিকদের গোপনে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতে হল। স্বভাবতই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লেনিনকে এই কংগ্রেসে সশরীরে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত হতে হল। রাজলিভ স্টেশনের কাছে একটি পোড়ো বাড়ীতে তিনি আত্মগোপন করে থাকলেন। লেনিন অনুপস্থিত থাকলেও স্তালিন, স্বের্দলভ, মলোটভ, অর্জনিকিদ্জের মতো প্রথম সারির নেতারা কংগ্রেসের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। যোগাযোগকারীদের মারফৎ প্রতিমুহূর্তেই গোপন আশ্রয় থেকে লেনিন সম্মেলনের কার্যাবলীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিলেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছিলেন। সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে অর্থাৎ লেনিনের আত্মগোপনের পরপরই কামেনেভ, ট্রট্স্কি ও লুনাচারস্কি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। এখানে বলা দরকার প্রবাস থেকে ফিরে আসার পর ট্রট্স্কি তাঁর নীতির ভ্রান্তি বুঝতে পারেন এবং তথাকথিত ঐক্যের ধুয়ো পরিত্যাগ করে লেনিন-স্তালিনের নীতির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। কোন গোঁড়ামি না রেখে লেনিন ট্রট্স্কি ও তাঁর সাথীদের সংগ্রামের সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করলেন।

ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল এমন ১৫৭ জন, আর ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না অথচ আলোচনা করার অধিকার ছিল এমন ১২৮ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময় বলশেভিক পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় দু লক্ষ চল্লিশ হাজার। লেনিনের অনুপস্থিতিতে স্তালিনই এই কংগ্রেসের

প্রত্যক্ষ পরিচালনা করেন এবং প্রধান প্রধান রিপোর্টগুলি কংগ্রেসের সামনে তিনিই উপস্থাপিত করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দেখালেন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর সকল রকম দমনপীড়ন সত্ত্বেও বিপ্লবের ক্রমশই অগ্রগতি হচ্ছে। তিনি দেখালেন যে উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টনে শ্রমিক কর্তৃত্ব স্থাপন, কৃষকদের হাতে জমি তুলে দেওয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের হাতে ন্যস্ত করার কাজকে বিপ্লবী প্রস্তুতি দৈনন্দিন কর্মতালিকার মধ্যে রেখেছে।. তিনি বলেন যে বিপ্লব প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করছে। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে ; তাই স্তালিন বলেন, একমাত্র একটি কাজই করবার আছে তা হল বলপূর্বক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সাময়িক সরকারকে উচ্ছেদ করা এবং বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করতে পারে কেবলমাত্র দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ সর্বহারাশ্রেণীই।

ট্রট্স্কির শিষ্য বুখারিন ও প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি প্রস্তাব করেন যে রাষ্ট্রশক্তি দখল সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা উচিত যে পশ্চিমে সর্বহারা বিপ্লব না ঘটলে দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করা যাবে না। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে স্তালিন বলেন, 'রুশদেশই যে সমাজতন্ত্রের পথের নির্দেশ দেবে, এ সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না।…কেবলমাত্র ইওরোপই আমাদের পথ দেখাতে পারে আমাদের এই পুরনো সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। অন্ধ গোঁড়া মার্কসবাদ ও সৃষ্টিশীল জীবন্ত মার্কসবাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমি এই সৃষ্টিশীল মার্কসবাদেরই পক্ষপাতী।'[১]

ষষ্ঠ কংগ্রেসের আগেই শ্রমিক বিক্ষোভের সময় সাময়িক সরকার লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে। কংগ্রেসে প্রশ্ন উঠল লেনিন আদালতে আত্মসমর্পণ করে বিচারের জন্য হাজির হবেন কিনা। কংগ্রেসের আগেই লুনাচারস্কি, কামেনেভ, রাইকভ, ট্রট্স্কি প্রমুখের মত ছিল লেনিনের আদালতে আত্মসমর্পণ করা উচিত। স্তালিন কংগ্রেসে এমতের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসও স্তালিনকে সমর্থন করে—তাদের আশঙ্কা ছিল লেনিনের বিচার হবে না, হবেন নির্বিচারে খুন। বুর্জোয়াশ্রেণীর একনম্বর শত্রু লেনিনের শারীরিক বিনাশ সাধনই যে বুর্জোয়াদের একমাত্র কাম্য এ বিষয়ে কংগ্রেসের কোন সন্দেহ ছিল না। বিপ্লবী নেতাদের উপর শাসকশ্রেণীর যে নিপীড়ন চলে তার বিরুদ্ধে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড

প্রতিবাদ করে কংগ্রেস লেনিনের কাছে একটি অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করে। এইভাবে স্তালিন লেনিনের মূল্যবান জীবন রক্ষা করেন।

ষষ্ঠ কংগ্রেস ট্রট্স্কি ও তাঁর দল 'মেঝরাইয়ন্তসি'কে পার্টিতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। এই দল যুদ্ধের সময় মধ্যপন্থী নীতি অবলম্বন করেছিল। বলশেভিকদের সঙ্গে মতবিরোধিতা থাকলেও ট্রট্স্কির দল ষষ্ঠ কংগ্রেসের সময় বলশেভিকদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে ঐক্যমত ঘোষণা করলেন এবং পার্টিতে প্রবেশাধিকারের জন্য আবেদন জানালেন। তাঁরা যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠবেন এই আশায় কংগ্রেস তাঁদের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করল। কিন্তু দেখা গেল ট্রট্স্কির কয়েকজন অনুগামী যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠলেও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখা গেল ট্রট্স্কি এবং তাঁর আর কয়েকজন অনুগামী প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলা ও বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যই পার্টির মধ্যে এসেছিলেন।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্ত হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সর্বহারাশ্রেণী ও দরিদ্রতম কৃষকদের প্রস্তুত করা। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের আহ্বান করে ষষ্ঠ কংগ্রেস থেকে একটি ইস্তাহার প্রচার করা হয়। ইস্তাহারের শেষে বলা হয়:

'কমরেডরা সকলে আসুন, নতুন সংগ্রামের জন্য আমরা আয়োজন করি। অটল, সতেজ ও অবিচলিত মনে প্ররোচকদের ফাঁদে পা না দিয়ে, আপনাদের শক্তি সমাবেশ করুন, আপনাদের সংগ্রামী বাহিনী গঠন করুন। পার্টি, সর্বহারা ও সৈনিকদের পতাকাতলে সকলে সমবেত হোন। গ্রামের নিপীড়িত জনগণ আমাদের পতাকাতলে সামিল হোন।'[১]

এই সম্মেলন থেকে স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। অন্যান্য নির্বাচিত নেতাদের মধ্যে ছিলেন লেনিন, স্বের্দলভ, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রাইকভ, বুখারিন, শেগিন, উরিৎস্কি, মিলিউতিন, কোলোন্তাই, আর্তেম, বুবনভ, বার্ঝিন প্রমুখ। স্তালিন ৪ঠা আগস্ট নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি অধিবেশনে 'রাবোচি-ই-সোলদাৎ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরের দিনের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ছোট্ট কমিটি গঠিত হয়, স্তালিন তারও সদস্য নির্বাচিত হন।

একদিকে যেমন বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটছে অপরদিকে বুর্জোয়া শিবিরও চুপ

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ২১৪।

করে বসে ছিল না। বলশেভিকদের এই প্রস্তুতি লক্ষ্য করে তারা স্থির করল পূর্বাহ্ণেই সোভিয়েতগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে। কোটিপতি রিয়াবুশিনস্কি উদ্ধতভাবে ঘোষণা করল দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে জনগণের দুর্গতি চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধি করে বিপ্লবী পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক আদালতে নতুন চেতনাসম্পন্ন সৈনিকদের উপর চরম প্রতিহিংসা নেওয়া হল, পাশবিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল পাইকারি হারে। ৩রা আগস্ট প্রধান সেনাপতি কর্নিলভ দেশের অভ্যন্তরে অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যেও এরকম প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করার দাবী করল।

১২ই আগস্ট তারিখে সাময়িক সরকার গ্রাণ্ড থিয়েটার গৃহে রাষ্ট্রপরিষদের এক সভা আহ্বান করে, উদ্দেশ্য বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিকে সুসংহত করা। এই সভায় প্রধানত জমিদার, বৃহৎ পুঁজিপতি, সেনাপতি, বৃহৎ আমলা ও সোভিয়েত-গুলির প্রতিনিধি হিসেবে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা উপস্থিত থাকে। এই সময় স্তালিন 'মস্কো কাউন্সিলের বিরুদ্ধে' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি সম্মেলনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেন:

'এখন প্রতিবিপ্লব চেষ্টা করছে তার নিজস্ব পার্লামেন্ট সৃষ্টি করতে, আর সে তা তৈরী করছে মস্কোয়—খোদ রাশিয়ার বুকে—হায় ভাগ্যের কি পরিহাস! —সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের হাত দিয়ে।...এটা বোঝা কঠিন নয় যে, এই পরিস্থিতির মধ্যে ১২ই আগস্ট মস্কোয় আহূত সম্মেলন অবধারিতভাবে পর্যবসিত হবে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের একটি হাতিয়ারে—যে শ্রমিককে লক্-আউট এবং বেকারীর হুমকি দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে, যে কৃষককে জমি "দেওয়া হচ্ছে না" তার বিরুদ্ধে, যে সৈনিককে বঞ্চিত করা হচ্ছে বিপ্লবের দিনগুলিতে অর্জিত স্বাধীনতা থেকে তার বিরুদ্ধে—সোশ্যালিষ্ট রিভ-লিউশনারি এবং মেনশেভিকরা, যারা এই সম্মেলনকে সমর্থন করছে, তাদের "সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তার" মুখোশে ঢাকা এক ষড়যন্ত্রের হাতিয়ারে পর্যবসিত হবে।'[১] অতঃপর অগ্রণী কর্মীদের কর্তব্য নির্ধারণ করেন:

(ক) মন্ত্রীসভার জন-প্রতিনিধিদের মুখোশ খুলে ফেলে তাদের বিপ্লব-বিরোধী, জনমত-বিরোধী স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া;

(খ) মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি যারা মন্ত্রীসভাকে

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে বিপ্লবকে রক্ষা করার নামে এবং এভাবে রাশিয়ার জনসাধারণকে প্রতারিত করছে—তাদেরও মুখোশ খুলে দেওয়া;

(গ) জমিদার ও ধনিকদের মুনাফা রক্ষাকারী এইসব লোকের বিপ্লব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভমূলক সভা আহ্বান করা।

কমরেড স্তালিন সাবধানবাণী জানালেন: 'বিপ্লবের শত্রুরা জানুক যে, শ্রমিকরা নিজেদের প্রতারিত হতে দেবে না, বিপ্লবের যুদ্ধপতাকা তাদের হাত থেকে খসে পড়তে দেবে না।'[২] রাষ্ট্রপরিষদের উদ্বোধনের দিন বলশেভিক পার্টির আহ্বানে মস্কোতে এক সাধারণ ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট অন্যান্য অনেক শহরেও পালিত হয়। বিক্ষুব্ধ কেরেনস্কি পরিষদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলল, জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়ার কৃষকদের বেআইনী প্রচেষ্টা ও বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাবার সমস্ত আয়োজনকে অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাতের সাহায্যে দমন করা হবে। জেনারেল কর্নিলভ প্রকাশ্যেই বলল, সোভিয়েতগুলোকে উচ্ছেদ করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক মালিক, ব্যবসায়ী, কলকারখানা ইত্যাদির মালিকরা কর্নিলভের কাছে ছুটে গেল বিপ্লব ধ্বংস করার কাজে অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও তাকে উৎসাহ দিল। অতর্কিতে বিপ্লবকে পর্যুদস্ত করার জন্য কর্নিলভ প্রমুখ চক্রান্তকারীরা গুজব রটিয়ে দিল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রথম ছয়মাস পূর্তি উপলক্ষে বলশেভিকরা ২৭শে আগস্ট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করছে। সঙ্গে সঙ্গে কর্নিলভ পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করল। প্রথমে এই চক্রান্তে সম্পূর্ণ সম্মতি থাকলেও কেরেনস্কি বুঝতে পেরেছিল কর্নিলভ সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছে। তাই মধ্যপথে সে পিছিয়ে যায়। তার আরও ভয় ছিল বলশেভিকদের কাছে কর্নিলভের বিপর্যয় হলে তারও রেহাই নেই।

কর্নিলভ ও কেরেনস্কির এই প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত সম্পর্কে স্তালিন পূর্বাহ্ণেই সতর্ক করে দিয়ে বলেন: 'এখন কোয়ালিশন সরকার ও কর্নিলভ পার্টির মধ্যে যে লড়াই চলেছে তা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, প্রতিবিপ্লবী নীতির দুটি ভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ। এবং বিপ্লবের জাতশত্রু কর্নিলভ পার্টি রিগা সমর্পনের পর পুরানো আমল ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য পেত্রোগ্রাদ অভিযানে দ্বিধা করবে না। যদি তারা বিপ্লবী পেত্রোগ্রাদে

২। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

হাজির হয় শ্রমিক ও সেনারা সর্বতোভাবে কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী দলকে একটা চূড়ান্ত পাল্টা আঘাত দেবে। শ্রমিকরা ও সেনারা রাশিয়ার রাজধানীকে বিপ্লবের শত্রুদের নোংরা হাতে কলুষিত হতে দেবে না। তারা জীবন দিয়ে বিপ্লবের পতাকাকে রক্ষা করবে।'[১]

'পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে হবে' এই উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্লোগান নিয়ে কর্নিলভ ২৫শে আগস্ট সেনাপতি ক্রাইমভের নেতৃত্বে এক অশ্বারোহী বাহিনীকে পেত্রোগ্রাদে পাঠাল। এ অবস্থায় বাধ্য হয়েই বলশেভিকরা শ্রমিক ও অনুগত সৈনিকদের কাছে কর্নিলভ-প্রতিবিপ্লব সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানাল। স্তালিন স্বয়ং এর পরিচালনা করতে থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রেড গার্ডের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল, অস্ত্রশস্ত্রও বেশ সংগ্রহ হয়ে গেল। পেত্রোগ্রাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী দলগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রইল। পেত্রোগ্রাদের চারদিকে পরিখা খনন করা হল, কাঁটাতারের বেড়া খাটান হল এবং শহরে পৌছবার রেলরাস্তা খুঁড়ে ফেলা হল। যে বর্বর বাহিনী পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে এগিয়ে আসছিল, তাদের কাছে ঝুঁকি নিয়েও বলশেভিক প্রতিনিধি পাঠান হল, উদ্দেশ্য কর্নিলভের আসল মতলব আক্রমণমুখী সৈনিকদের বুঝিয়ে দেওয়া। কাজও হল, সৈনিকদের মধ্যে ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলের সৈনিকরা কর্নিলভের আদেশ অমান্য করল। এইভাবে কর্নিলভের আক্রমণ অভিযানের বিরুদ্ধে সব রকম আয়োজন করা হয়েছিল। কেরেনস্কি ও তার অনুগামী মেনশেভিক ও অন্যান্য সুবিধাবাদীরা বুঝতে পারল বলশেভিকরা ছাড়া কর্নিলভের বিদ্রোহ থেকে তাদের আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। অতএব তারা বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

কর্নিলভ বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হল। সেনাপতি ক্রাইমভ আত্মহত্যা করল এবং কর্নিলভ ও তার ষড়যন্ত্রের সহকারী দেনিকিন ও লুকোমস্কিকে গ্রেপ্তার করা হল। কর্নিলভ বিদ্রোহের পরাজয় এটাই প্রমাণ করল যে বিপ্লব-বিরোধী শক্তির তুলনায় বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী শক্তির সামর্থ্য অনেক বেশী। এই বিজয়ের মাধ্যমে আরও প্রমাণিত হল সোভিয়েতগুলি আপাতদৃষ্টিতে প্রতিবিপ্লবীদের আজ্ঞাবহ বলে মনে হলেও তাদের মধ্যে প্রকৃত প্রভাব বলশেভিকদের রয়েছে। কেননা বাস্তবিকপক্ষে সোভিয়েতগুলি ও তাদের বিপ্লবী কমিটিই কর্নিলভের বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। কর্নিলভের পরাজয়ের পরের

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

দিন ৩১শে আগস্ট পেত্রোগ্রাদের সোভিয়েতগুলির চখাইদ্জের নেতৃত্বে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী পদত্যাগ করে। ফলে পেত্রোগ্রাদের সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এইভাবে মস্কো ও অন্যান্য শহরেও একই অবস্থা দেখা দিল। গ্রামাঞ্চলেও অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। কৃষকদের আর পিটুনির ভয় নেই, তারা জমিদারের জমি দখল করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়ে চাষ করতে থাকল। এককথায় কৃষকদের মধ্যেও অতিক্রুত বলশেভিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিপ্লবের সাফল্যের জন্য যতখানি অনুকূল হওয়া প্রয়োজন সেই বাস্তব রূপ গ্রহণ করল। 'সোভিয়েতের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা চাই' সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখা এই আওয়াজ আবার প্রাধান্য লাভ করল।

কর্নিলভের পরাজয়ের আঘাতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি দল দুটিও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বামপন্থী উপদল সৃষ্টি হল। তারা আপোস-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর বেশীর ভাগই চরম নোংরা অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁছে যায়। কেউ কেউ সুযোগ বুঝে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগল। আবার একদল সরাসরি সরকারী গোয়েন্দাবাহিনীতে যোগ দিল।

এরকম বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউ-শনারিরা আরেকবার শেষ চেষ্টা করল। ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারা এক নিখিল রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহ্বান করে। বিভিন্ন মেকী সমাজতন্ত্রী দল, আপোসপন্থী সোভিয়েত, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি ও জমিদার ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা যোগদান করে। এই সম্মেলনের চরিত্র উদ্ঘাটন করে স্তালিন লেখেন: 'যে সম্মেলন ক্ষমতার প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে তা থেকে কেন প্রকাশ্য লড়াইয়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাস্তকারী শ্রমিক ও সৈনিকদের বেশ কিছু সোভিয়েতকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল; অপরদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবিপ্লবীদের সমর্থনকারী সম্পদশালী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবের ইতিহাসে সাধারণভাবে দেখা গেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক-কৃষককে এককভাবে নিজেদের ঝুঁকিতে সানন্দে লড়াই করতে সুযোগ দিয়েছে কিন্তু সবসময়ই বিজয়ের ফলাফল ভোগ করতে অর্থাৎ ক্ষমতা দখল করতে বিজয়ী শ্রমিক-কৃষককে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে।…সমঝওতাবাদী মহাশয়রা কি কখনো উপলব্ধি করবেন যে

বুর্জোয়াদের সঙ্গে, সম্পত্তিশালীদের সঙ্গে জোট বাঁধার অর্থ হল জুয়াচোর ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে জোট বাঁধা, লুঠেরা দস্যু ও লক্-আউট পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে মোর্চা বাঁধা ?'[১] ঐ সম্মেলন থেকে প্রাক্-পার্লামেণ্ট (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ পার্লামেন্টের প্রারম্ভিক পরিষদ) নামে একটি অস্থায়ী পরিষদ দাঁড় করায়। উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করে বিপ্লবকে প্রতিহত করা। কিন্তু তখন ভল্‌গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বিপ্লবী পরিস্থিতি এত পরিপক্ক হয়ে উঠেছে যে তাকে পিছন থেকে টেনে রাখা আর সম্ভব নয়। ঐ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। শ্রমিকরা এই 'প্রেদ-পার্লামেণ্ট' (প্রাক্-পার্লামেণ্ট) কে 'প্রেদ-বান্নিক' (জলে ডোবার পূর্বাবস্থা) বলে বিদ্রূপ করতে থাকে। বলশেভিক পার্টি অনিবার্যভাবেই প্রাক্-পার্লামেণ্ট বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদিও কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ যোগদানের সপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করেছিল। এদের এই সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে স্তালিন কঠোর সমালোচনা উপস্থিত করে বলেন, প্রাক্-পার্লামেণ্ট হল 'কর্নিলভের গর্ভস্রাব'। তিনি আরও বলেন: 'এই প্রাক্-পার্লামেণ্ট' হল একটি সংস্থা যার কাছে সংবিধান সভা "আহ্বান সাপেক্ষে" সরকার "দায়বদ্ধ থাকবে"; সংবিধান সভা আহ্বান না করা পর্যন্ত তার বিকল্প হল এই প্রাক্-পার্লামেণ্ট…"সংবিধান সভা" আহ্বানের বিষয়টি সমূলে বিনষ্ট করার হাতিয়ার হল এই প্রাক্-পার্লামেণ্ট—এই হল বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিবিপ্লবী "গণতন্ত্রের" সারমর্ম।'[২] তাই লেনিন ও স্তালিন মনে করেন যে অল্পকালের জন্যও এই প্রাক্-পার্লামেণ্টে যোগদানের অর্থ হবে জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করা এবং বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

রাজনৈতিক সংকট এড়ান ও আসন্ন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করার জন্য সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি দলের মুখপত্র 'দেলো নারোদা'র মাধ্যমে বলশেভিকদের কাছে ঐক্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। লেনিনের নির্দেশে স্তালিন সুস্পষ্টভাবে পার্টির মতামত জানিয়ে দেন: 'আপনারা বলশেভিকদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট চান? তাহলে কেরেন্‌স্কি সরকার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করুন, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দেখবেন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কর্নিলভ বিদ্রোহের দিনগুলিতে অত সহজে ও সাধারণভাবে

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সং, তৃতীয় খণ্ড।
২। ঐ।

ঐক্য স্থাপিত হল কেমন করে? কারণ সীমাহীন বিতর্কের মধ্য দিয়ে তা উদ্ভূত হয়নি বরং প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের গতিপথে হয়েছিল। প্রতিবিপ্লব এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। পশ্চাদপসরণ করে কেরেন্‌স্কি সরকারের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে মাত্র। যদি বিজয়ী হতে হয় তাহলে বিপ্লবের পক্ষ থেকে প্রতিবিপ্লবের আত্মরক্ষার এই দ্বিতীয় কৌশলকেও ব্যর্থ করে দিতে হবে। তাহলে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সোভিয়েতগুলির সাফল্যই হবে এই বিজয়ের উচ্চতম স্তর। যিনি নিজেকে "ব্যারিকেডের বিপরীত দিকে" দেখতে চান না, যিনি সোভিয়েতের আক্রমণের আওতায় নিজেকে নিক্ষেপ করতে চান না, যিনি বিপ্লবের বিজয় কামনা করেন—তাঁদের কেরেন্‌স্কি-সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে এবং সোভিয়েতগুলির সংগ্রামকে সমর্থন জানাতে হবে। আপনারা কি যুক্ত বিপ্লবী ফ্রন্ট চান? তাহলে ডাইরেক্টরির বিরুদ্ধে সোভিয়েতগুলিকে সমর্থন করুন, দৃঢ় ও অকুণ্ঠভাবে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করুন,—এটা করুন, দেখবেন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঐক্য সংগ্রামের গতিপথেই অর্জিত হবে, যেমনটি হয়েছিল কর্নিলভ বিদ্রোহের সময়। সোভিয়েতগুলির পক্ষে অথবা তাদের বিরুদ্ধে? "দেলো নারোদা"র ভদ্রলোকরা একটিকে বেছে নিন।'[২] স্বভাবতঃই স্তালিনের এই প্রস্তাবে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মুখোশ খুলে যায়। প্রতিবিপ্লবের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই সময় লেনিন আত্মগোপনের স্থান থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চিঠির মাধ্যমে বিপ্লব ঘোষণা করার জন্য অভিমত জানাচ্ছিলেন। 'বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতে হবে' ও 'মার্কসবাদ ও বিদ্রোহ' শীর্ষক দুটি চিঠিতে তিনি ভীরুস্বভাব কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র নিন্দা করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিশ্বাসঘাতক কামেনেভ এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে সে প্রস্তাব করল—কমিটির প্রস্তাবে লেখা হোক যে, বলশেভিকরা রাজপথে রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিরোধী এবং লেনিনের চিঠি-গুলির শুধু একটি করে অফিস কপি রেখে আর সব পুড়িয়ে ফেলা হোক। স্তালিন তার তীব্র নিন্দা করেন এবং এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, লেনিনের পত্রাবলী অবিলম্বে আলোচনা করা হোক এবং সেগুলোর কপি পার্টির প্রধান প্রধান কেন্দ্রে পাঠান হোক, তাদের

২। **স্তালিন রচনাবলী**, মস্কো সং, তৃতীয় খণ্ড।

থনির্দেশক হিসেবে। কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিনের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিপক্ক সুতরাং আর বিলম্ব করার অর্থ প্রতি-বিপ্লবীদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। লেনিন ৭ই অক্টোবর তারিখে ফিনল্যাণ্ড থেকে গোপনে পেত্রোগ্রাদে এসে পৌঁছলেন। ১৯১৭ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করতে হবে। যথারীতি কামেনেভ, জিনোভিয়েভ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ট্রট্স্কি বিরুদ্ধে ভোট না দিলেও একটি সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে যেন অভ্যুত্থান শুরু করা না হয়। লেনিন এই সংশোধনী নাকচ করে দেন কারণ বিলম্ব করার অর্থ সামরিক সরকারকে সময় দেওয়া। বিভিন্ন প্রদেশে অভ্যুত্থান পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষভাবে ভরোশিলভ, মলোটভ, জেরজিন্স্কি, অর্জোনিকিদ্‌জে, কিরভ, কাগানোভিচ প্রমুখ কমরেডদের উপর ভার দিল। উরাল অঞ্চলে শাত্রিস্কিকে সৈন্যদের মধ্যে কাজ চালান কমরেড ঝানভ্। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে পেত্রোগ্রাদে সোভিয়েতের এক বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠন করা হয়। অভ্যুত্থানের সময় এই কমিটিই নিয়মিতভাবে সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করে।

বিপ্লব-বিরোধীরাও অভ্যুত্থান আসন্ন অনুমান করে নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে থাকে। 'অফিসারদের লীগ' নামে সামরিক কর্মচারীরা এক বিপ্লব বিরোধী সংগঠন তৈরী করে। সর্বত্রই তারা বঞ্চাবাহিনী (শক ব্যাটেলিয়ান) গড়বার জন্য ঘাঁটি সৃষ্টি করে। 'কম্পানিয়নস অব দি ক্রস্ অব সেন্ট জর্জ' নামে একটি বিশেষ বাহিনীও গড়ে তোলা হয়। কেরেন্স্কির সরকার জার্মানের হাতে পেত্রোগ্রাদ ছেড়ে দিয়ে মস্কোতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার ষড়যন্ত্র করে কিন্তু সোভিয়েতগুলির প্রতিবাদের ফলে তা ব্যর্থ হয়।

১৬ই অক্টোবর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে একটি 'পার্টি কেন্দ্র' নির্বাচিত হয়। এই কেন্দ্রই অভ্যুত্থান পরিচালনার সর্বোচ্চ সংস্থারূপে কাজ করে। এই সভাতেও কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ আবার অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেন। সভায় এক বলিষ্ঠ

ভাষণে স্তালিন বলেন : 'অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। ...বলা হয়ে থাকে, সরকারের আক্রমণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। রুটির যখন মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, যখন কশাকদের দনেৎস অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে—ইত্যাদি সবই তো আক্রমণ। সামরিক আক্রমণ যদি নাই ঘটে তাহলে কতদিনই-বা আমরা অপেক্ষা করে থাকব? কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ যে প্রস্তাব করেছেন তাতে কার্যতঃ প্রতিবিপ্লব প্রস্তুতি করতে ও সংগঠিত হতে সমর্থ হবে। আমরা অন্তহীনভাবে পিছু হটতেই থাকব এবং বিপ্লবকে হারিয়ে ফেলব। ··পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত ইতিমধ্যেই সৈন্য প্রত্যাহার অনুমোদন করতে অস্বীকার করে অভ্যুত্থানের পথ গ্রহণ করেছে। নৌবাহিনীও ইতিমধ্যে জেগে উঠেছে, অন্ততঃ কেরেনস্কির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। অতএব আমাদের দৃঢ় ও অনিবার্যভাবে অভ্যুত্থানের পথ গ্রহণ করতে হবে।'[১] কেন্দ্রীয় কমিটিতে ধিকৃত হয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রকাশ্যে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন। ১৮ই অক্টোবর তারিখে মধ্যপন্থীদের মুখপত্র 'নোভায়া ঝিঝন'-এ তাঁদের এক বিবৃতি ছাপা হয়। ঐ বিবৃতিতে তাঁরা বলেন বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করে দুঃসাহসিক জুয়া খেলায় মেতেছে। এইভাবে তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সিদ্ধান্ত শত্রুকে আগেই জানিয়ে দেন। এ বিষয়ে লেনিন লেখেন: 'রোদ জিয়াঙ্কা ও কেরেনস্কির কাছে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্বন্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ বেইমানী করেছে।'

'নোভায়া ঝিঝন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কী। রুশ বিপ্লবের কথাকার, সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপকার গোর্কী এই সময় কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের দ্বারা বিভ্রান্ত হন। অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিত ও উপযুক্ত সময় বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনি লেনিনের চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে তখন অনুধাবন করতে পারেননি। তাই তিনি কামেনেভ-জিনোভিয়েভের বিবৃতি তাঁর পত্রিকায় শুধু ছাপলেন তাই নয় 'আমি নীরব থাকতে পারি না' নামে একটি প্রবন্ধও লিখলেন তাঁদের মতের সমর্থনে। স্বভাবতঃই গোর্কীর এই ভূমিকা, বিশেষ করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পূর্বমুহূর্তে, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হল। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে 'রাবোচি পুৎ'

১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

পত্রিকায় ২০শে অক্টোবর ১৯১৭ স্তালিনকে এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায়ই লিখতে হল কেননা বিপ্লব কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে পারে না। জনগণকে বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করতেই হবে বিপ্লবের স্বার্থে। স্তালিন লেখেন :

'তাঁরা সম্ভবতঃ নীরব থাকতে পারেন না কারণ আমাদের হৃতবুদ্ধি বুদ্ধিজীবীদের জলাভূমির মধ্যে ব্যাঙের ডাক ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এর দ্বারা কি গোর্কীর 'আমি নীরব থাকতে পারি না' উক্তি ব্যাখ্যাত হয় না ? এটা অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য। যখন জমিদার ও তাদের অনুচররা কৃষকদের নৈরাশ্য ও ক্ষুধার "দাজার" পথে তাড়িত করে তখন তাঁরা দূরে সরে দাঁড়ান এবং নীরব থাকেন। যখন পুঁজিপতি ও তাদের সেবাদাসরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লক্-আউট ও বেকারী সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র করছিল তখনো তাঁরা একপাশে সরে থেকেছেন এবং নীরব রয়েছেন। প্রতিবিপ্লবীরা যখন রাজধানী সমর্পণ করতে ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে উদ্যত হয়েছিল তখনো তাঁরা নীরব থাকতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যখন বিপ্লবের অগ্রদূত পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত প্রতারিত শ্রমিক ও কৃষকদের সপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন এই সব ব্যক্তিরা "নীরব থাকতে পারবেন না।" আর তাঁদের মুখ থেকে প্রথম যে শব্দ নিঃসৃত হয় তা তিরস্কারব্যঞ্জক—তবে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে নয় ; ওঃ না! বরং বিপ্লবেরই বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সম্পর্কে চায়ের আসরে তাঁরা উৎসাহের ফুল-ঝুরি ছড়িয়েছিলেন কিন্তু আজ এক চূড়ান্ত মুহূর্তে প্লেগ দেখে পলায়নের মতো তারা বিপ্লব থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। এটা কি বিস্ময়কর নয় ?

'রুশ বিপ্লব বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিকে আসনচ্যুত করেছে। অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে এই সত্য ঘটনার মধ্যে রুশ বিপ্লবের শক্তি নিহিত রয়েছে যে সে "খ্যাতি-মানদের" সামনে মাথা নত করেনি, কিন্তু তাঁদের কাজে লাগিয়েছে বা তাঁরা যখন বিপ্লব থেকে শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছেন তখন তাঁদের বিস্মরণের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব "যশস্বী ব্যক্তিদের" এক সারি প্লেখানভ, ক্রপোটকিন, ব্রেশকোভস্কায়া, জাসুলিচ এবং সাধারণভাবে সেইসব প্রাচীন বিপ্লবীদের বিপ্লব বর্জন করেছে যাঁরা একমাত্র বার্ধক্যের জন্যই উল্লেখযোগ্য। আমাদের আশংকা গোর্কী এইসব "স্তম্ভদের" জয়পত্র সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত। আমাদের আরও আশংকা গোর্কী প্রাচীন নিদর্শনের সংগ্রহশালা পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করার জন্য দারুণভাবে আগ্রহ অনুভব করছেন। বেশ, প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব রুচি অনুযায়ী চলবেন। কিন্তু অনুকম্পার হাতে বা নিজস্ব মৃত্যু

রচনার জন্য বিপ্লবকে হস্তান্তরিত করা যায় না।'[1] গোর্কী অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং বলশেভিকদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

পূর্বাহ্ণেই খবর পেয়ে যাওয়ায় সামরিক সরকার ১৯শে অক্টোবর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে পেত্রোগ্রাদে জড়ো করল এবং রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করে দিল। তারা আরও মতলব করল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের আগেই বলশেভিকদের সদর দপ্তর স্মোলনি আক্রমণ করে দখল করবে। কিন্তু বিপ্লবী প্রস্তুতি এত নিখুঁত ছিল যে সামরিক সরকারের পক্ষে কোনভাবেই তাকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না।

২০শে অক্টোবর পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটির প্রথম সভায় অংশ গ্রহণ করে স্তালিন তাদের সমস্ত কার্যক্রম বুঝিয়ে দেন—যাতে সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে তারা নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। ঐদিনই স্মোলনিতে অনুষ্ঠিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের সভায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়। ২১শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন বসে। সভায় পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতকে প্রত্যক্ষ পরিচালনার জন্য স্তালিন ও জারঝিনস্কিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঐ সভাতেই দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েত-গুলির কংগ্রেস পরিচালনার কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয়। স্থির হয় যুদ্ধ, ভূমি ব্যবস্থা ও সরকার গঠন সম্পর্কে প্রতিবেদন রাখবেন লেনিন স্বয়ং, জাতীয় প্রশ্নে রাখবেন স্তালিন। কংগ্রেসে বলশেভিক গোষ্ঠীকে পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে স্তালিন ও স্বের্দলভের উপর।

২১শে অক্টোবর তারিখে বলশেভিকদের বিপ্লবী সামরিক কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত বিপ্লবী সৈন্যসংস্থাতে 'কমিশার' পাঠান হল। সমস্ত সৈন্যসংস্থা, কলকারখানা সর্বত্র ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হল। 'অরোরা' ও 'জারিয়া স্ভোবোদি' নামে যুদ্ধ জাহাজ দুটিতে যথাসময়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের জন্য নির্দেশ পাঠান হল। ট্রট্স্কি বাগাড়ম্বর করতে গিয়ে এক সভায় অভ্যুত্থানের পূর্বনির্ধারিত দিনক্ষণ প্রকাশ করে ফেলে। ফলে কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দিষ্ট দিনের আগেই অভ্যুত্থান শুরু করার কথা ভাবতে হল। স্থির হল দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস উদ্বোধনের আগের দিন অভ্যুত্থান আরম্ভ হবে।

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সং, তৃতীয় খণ্ড।

'২৩শে অক্টোবর (নতুন হিসেবে ৬ই নভেম্বর) সকালে কেরেনস্কি প্রথম আক্রমণ শুরু করল। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'রাবোচি পুৎ' (শ্রমিকদের পথ) বন্ধ করার হুকুম জারী হল, কাগজের সম্পাদকীয় অফিসে এবং বলশেভিক ছাপাখানায় সরকারের সাঁজোয়া গাড়ী ছুটে চলল। কিন্তু কমরেড স্তালিনের নির্দেশে সকাল দশটার মধ্যে রেডগার্ড ও বিপ্লবী সৈন্যরা মিলে সাঁজোয়া গাড়ীগুলোকে হটিয়ে দেয়, এবং ছাপাখানা ও সম্পাদকীয় দপ্তরের সামনে নিজস্ব প্রহরীদের মোতায়েন করে। প্রায় এগারটার সময় সামরিক সরকারকে উচ্ছেদ করার আহ্বান নিয়ে 'রাবোচি পুৎ' প্রকাশিত হল। সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকেন্দ্রের নির্দেশে বিপ্লবী সৈন্য ও রেডগার্ডের দল 'স্মোলনি'র দিকে ছুটে চলল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হল এইভাবে।'[১]

২৪শে অক্টোবর লেনিন 'কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের প্রতি' শীর্ষক পত্রে লেখেন :

'আজ এই সন্ধ্যায়, এই রাত্রের মধ্যে আমরা সকল ক্ষতি সহ্য করে সরকারের পরিচালকদের গ্রেপ্তার করব—প্রথমে প্রতিক্রিয়াশীল সেনানীদের নিরস্ত্র করে (প্রয়োজন হলে তাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে);

'আমরা আর অপেক্ষা করব না! তাহলে আমাদের হয়ত সব হারাতে হবে।'

'এই ব্যাপার আজ রাত্রের মধ্যে যেমন করে হোক সম্পন্ন করতে হবে। যদি আমরা বিলম্ব করি, কাল আমরা সব হারাতে পারি—কিন্তু আজ আমরা জয়ী হতে পারব—এই অবস্থায় দেরী করলে ইতিহাস বিপ্লবীদের এই দীর্ঘসূত্রতার জন্য ক্ষমা করবে না। সরকারের আসন টলমল করছে—একে যে-কোন উপায়ে ধ্বংস করতে হবে। এখন কাজে বিলম্ব করা বিপজ্জনক।''[২]

সেদিনই স্তালিন 'রাবোচি পুৎ' কাগজে 'আমাদের কি প্রয়োজন?' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আহ্বান রাখেন : 'আপনারা যদি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে পারেন তাহলে জনগণের ইচ্ছাকে দমন করার সাহস কেউ করবে না। আপনাদের ভূমিকা যত শক্তিশালী, সংগঠিত ও দৃঢ় হবে পুরানো সরকার ততই

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ২২২

২। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি : জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ১২১।

সহজভাবে নতুন সরকারকে পথ করে দেবে। আর তখনই সমগ্র দেশ জনগণের জন্য শান্তি, কৃষকদের জন্য জমি এবং অনাহারক্লিষ্টদের জন্য রুটি ও কাজ অর্জনের জন্য সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে। শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতাকে হস্তান্তরিত করতেই হবে।'[১]

২৪শে অক্টোবর রাত্রেই লেনিন স্মোলনিতে উপস্থিত হলেন এবং স্তালিনের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবের পরিচালনা করলেন। ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর নতুন হিসেবে) রেডগার্ড ও বিপ্লবী সৈন্যরা রেল স্টেশন, ডাকঘর, তার-অফিস, মন্ত্রীসভা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের বাড়ী দখল করল। প্রাক্ পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল। নেতৃবৃন্দের নির্দেশে সবকিছু ঠিক ঠিক পালন করল রেডগার্ড ও বিপ্লবী সেনাবাহিনী। অবশেষে শুরু হল 'শীতপ্রাসাদ' অভিযান। শ্রমিক ও সৈনিকদের অভিযানের পাশাপাশি যুদ্ধ জাহাজ 'অরোরা' থেকে জারের 'শীত-প্রাসাদের' দিকে গোলা নিক্ষেপ শুরু হল। কিছু সময়ের মধ্যেই শীতপ্রাসাদ বিপ্লবীদের দখলে এসে গেল। ঐ দিন রাত্রে শীতপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণকারী সামরিক সরকারের মন্ত্রীরা বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হল। কিন্তু কেরেন্‌স্কি স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

২৫শে অক্টোবর 'রুশ দেশের নাগরিকদের প্রতি' নামে একটি ইস্তাহারে বলশেভিকরা ঘোষণা করে—বুর্জোয়া সামরিক সরকারকে উৎখাত করে সোভিয়েত সংস্থে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ঐ দিনই রাত ১০-৪৫ মিঃ-এ স্মোলনিতে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। পেত্রো-গ্রাদ বিজয়ের ফলে তখন শ্রমিক ও জনগণের মধ্যে আনন্দ-উৎসবের জোয়ার বয়ে যায়। এই সম্মেলনে গণ-প্রতিনিধিদের নিয়ে যে মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত হয় তার নীচে স্বাক্ষর ছিল—'মন্ত্রীসভার সভাপতি—ভ্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন); জাতি সমস্যার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—জে. ভি. জুগাশভিলি (স্তালিন)'।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-বিপ্লব জয়ী হল। মানব ইতিহাসে এক নতুন যুগ প্রবর্তিত হল—সমাজতন্ত্রের যুগ। মার্কস, এঙ্গেলসের স্বপ্ন সফল হল, বিজ্ঞান সত্য প্রমাণিত হল। আড়াই লক্ষ পার্টি সভ্য ও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে সর্বকালের দু'শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী—লেনিন ও স্তালিন পৃথিবীর এক ষষ্ঠ ভাগে সমাজতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন করলেন।

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড।

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহযুদ্ধ ও স্তালিনের রণনৈপুণ্য

দীর্ঘদিন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণীশত্রুর দুর্গ বিধ্বস্ত করে রুশ বিপ্লবের বিজয় লে'নন ও স্তালিনের শ্রেষ্ঠ অবদান। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের নিপীড়িত মানুষের সামনে এক নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে গেল। মার্কস-এঙ্গেলসের কণ্ঠে যে আশার বাণী একদিন উচ্চারিত হয়েছিল তার বাস্তব প্রয়োগ বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে বহুগুণ উৎসাহ সৃষ্টি করল। আমরা দেখেছি বিপ্লবকে জয়ী করতে লেনিন-স্তালিনকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল কিন্তু আমরা দেখব এই বিজয়কে টিঁকিয়ে রাখার জন্য, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ধ্বংস করে নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য, বিভিন্ন জাতিসমূহের সমস্যা দূরীকরণের জন্য আরও কত বেশী পরিশ্রম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁদের যেতে হয়েছিল। কেননা শত্রু শুধু দেশের অভ্যন্তরে ছিল না সারা বিশ্বে ছাড়িয়ে ছিল। রুশ বিপ্লব যেমন বিশ্বের প্রতিট দেশের সর্বহারা মানুষকে মুক্তির নিশানা দেখিয়েছিল অপরদিকে প্রতিটি দেশের শোষকশ্রেণীকেও সর্বনাশের ঘণ্টা ধ্বনি শুনিয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে কমরেড স্তালিন 'অক্টোবর বিপ্লব ও জাতি সমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছেন :

'অক্টোবর বিপ্লবের বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে :

(ক) জাতি সমস্যার প্রশ্নকে এই বিপ্লব আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং বিশেষ একটি জাতির অপর একটি জাতিকে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যাকে, সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের কবল থেকে নিপীড়িত সমস্ত জাতিকে, উপনিবেশকে এবং আধা-উপনিবেশকে মুক্ত করার সমস্যাতে রূপান্তরিত করেছে।

(খ) স্বাধীনতা অর্জনের বিরাট সম্ভাবনা এই বিপ্লব উন্মোচিত করেছে এবং তার জন্য অভ্রান্ত পথও দেখিয়ে দিয়েছে; এবং এইভাবে প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের নিপীড়িত জাতিগুলিকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয় সংগ্রামের জন্য একই পতাকাতলে সমবেত করে স্বাধীনতা অর্জনের পথে তাদের সাহায্য করেছে।

(গ) এইভাবে এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য দেশ ও শৃঙ্খলিত প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে সেতু নির্মাণ করেছে, বিশ্ব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের নতুন এক ব্যূহ রচনা করেছে, পশ্চিমের সর্বহারাশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে রুশ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলিকে আহ্বান জানিয়েছে।

"বাস্তবিক পক্ষে এর থেকেই বোঝা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির শোষিত শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি বর্তমানে কেন এই অপরিমেয় আগ্রহ দেখাচ্ছে। এর থেকে এও বোঝা যাচ্ছে, কেন বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দস্যুরা আজ সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাশবিক প্রচণ্ডতার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।"[১]

কেরেন্স্কি সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য এবং প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ২৫-২৬ অক্টোবর, ১৯১৭ শ্রমিক ও সৈনিক ডেপুটিদের যে সারা-রাশিয়া দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাতে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে লেনিনের সঙ্গে স্তালিনও নির্বাচিত হন। কংগ্রেস সমাপ্ত হওয়ার পরদিনই ২৭শে অক্টোবর রাত্রেই লেনিন ও স্তালিন পেত্রোগ্রাদ সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে ছুটে যান এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেরেন্স্কি-ক্র্যাসনভ বাহিনীর অবশেষগুলিকে কি করে মূলোৎপাটিত করা যায় তার পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার মাধ্যমেই দুয়েকদিনের মধ্যেই বিপ্লব-বিরোধী সামরিক অফিসার ও সেনাদের ক্ষমতাচ্যুত করে বাহিনীকে সম্পূর্ণ অনুগত করে তোলা হয়। অন্যান্য জরুরী ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম হল ২৮শে অক্টোবর বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি নিষিদ্ধকরণ। যে নির্দেশনামা বলে এই পত্রিকাগুলির প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয় সেটি লেনিন ও স্তালিনের যুক্ত স্বাক্ষরে ঘোষিত হয়। সীমান্তে বিপদ তখনও ঘনীভূত—যুদ্ধ স্তিমিত হয়নি। এমতাবস্থায় সামরিক বাহিনীকে সমস্ত বিষয়ে অবহিত রাখা দরকার। ৩১শে অক্টোবর বিপ্লবী সামরিক কমিটির এক সভায় লেনিনের

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

নির্দেশে স্তালিন উপস্থিত হয়ে সীমান্তের অবস্থা ও বিপ্লবীদের কর্তব্য সম্পর্কে ভাষণ দেন।

শাসনক্ষমতা দখল করার পরেই লেনিনের নেতৃত্বে নতুন সরকার সামন্ত-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ, জমিদারী ব্যবস্থা এবং সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে জমিদারী প্রথা উঠিয়ে দিয়ে, জাতিগত ও ধর্মগত বাধানিষেধ লোপ করে রাষ্ট্র থেকে ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে, ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যালয়কে পৃথক করে এবং নারীর সমান অধিকার ও রুশ দেশের বিভিন্ন জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নির্দেশনামা প্রচার করল। বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করে নতুন সোভিয়েত জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করে নতুন শিল্পব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিদেশী বাণিজ্য, বাণিজ্যিক নৌবাহিনী এবং কয়লা, ধাতু, তেল, রসায়ন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি শিল্পের বৃহৎ কারখানাগুলোকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হল। জার ও সাময়িক সরকার কর্তৃক গৃহীত সমস্ত বৈদেশিক ঋণ নতুন সোভিয়েত সরকার বাতিল করে দিল। অতি দ্রুত এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বুর্জোয়া জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্র ও বিভিন্ন প্রতিবিপ্লবী পার্টির মূলোৎপাটন হল এবং নতুন সরকারের শক্তি অনেকখানি সুসংহত হল।

৬ই নভেম্বর, ১৯১৭ স্তালিন সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভায় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন এবং সরকারের আশু কর্মসূচীগুলিকে সফল করার আহ্বান জানান। এই সময় নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাইকভ, শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কি প্রমুখ নমনীয় পন্থা গ্রহণের জন্য লেনিনের উপর চাপ দিতে থাকেন এবং পদত্যাগের হুমকী দেন। লেনিনের ব্যক্তিত্বময় পরিচালনা ও স্তালিনের সর্বাত্মক সহযোগিতা বলশেভিক নীতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ার সমস্ত বাধা জয় করে। মন্ত্রীসভা গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই সংকট দেখা দিল। পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ দাবী করে বসল মন্ত্রীসভায় মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের গ্রহণ করতে হবে এবং অবিলম্বে এই দুই দলের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। লেনিন কৌশলগত কারণে এই বৈঠকে বসেন কিন্তু উভয় দলের পক্ষ থেকেই কোয়ালিশন সরকারের শর্ত হিসেবে লেনিন ও বৈদেশিক মন্ত্রী ট্রট্স্কিকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।

এই প্রস্তাব মন্ত্রীসভার সদস্য রাইকভ, লুনাচারস্কি, নোগিন এবং গণপ্রজাতন্ত্রের নতুন রাষ্ট্রপতি কামেনেভ কর্তৃক সমর্থিত হয়। এই সংকটে স্তালিন এক অসামান্য দৃঢ়তা নিয়ে লেনিনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মূলতঃ তাঁর দৃঢ় মনোভাবের ফলেই লেনিন মেনশেভিক ও সোস্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সঙ্গে বৈঠক ভেঙে দেন। সঙ্গে পূর্বোক্ত মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে থাকেন প্রতিবাদে। তখন লেনিন ও স্তালিন যুগ্ম বিবৃতিতে ঘোষণা করে দেন যদি পদত্যাগী মন্ত্রীরা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিয়ে সংকট সৃষ্টি করার প্রয়াস থেকে বিরত না হন তাহলে তাঁদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। হুমকীতে কাজ হল লেনিনকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব বাতিল হল এবং কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হল বটে তবে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের এক বামপন্থী অংশের সঙ্গে। মন্ত্রীসভার একটি ছোট কমিটি গঠিত হল পাঁচজনকে নিয়ে—তার মধ্যে বলশেভিক তিনজন—লেনিন, স্তালিন ও ট্রট্স্কি। আভ্যন্তরীণ সংকটের এই পর্যায়ে লেনিনের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন স্তালিন। তাই দেখা যায় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেনিন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সময় স্তালিনকে সঙ্গে রেখেছেন। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করার প্রশ্নে এই উভয় নেতাই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফল-শ্রুতিতে প্রধান সেনাপতি দুখোনিনকে বিতাড়িত হতে হয়।

১৪ই নভেম্বর, ১৯১৭ হেলসিংফোর্সে অনুষ্ঠিত ফিনশীয় সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক লেবার পার্টির কংগ্রেসে স্তালিন নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অংশ গ্রহণ করেন এবং ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি নতুন সরকারের জাতিগত নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন: 'আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, যদি রাশিয়ার জনগণের স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আমরা মেনে না নিতাম তাহলে নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, এমনকি প্রকৃত গণতন্ত্রী বলেও আমরা পরিচয় দিতে পারতাম না। আমি আরও বলতে চাই যে ফিনল্যাণ্ডের শ্রমিক ও রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বমূলক আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ না করার অর্থ সমাজ-তন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। এটা সকলেই জানেন যে, একমাত্র ফিনল্যাণ্ডের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দৃঢ়ভাবে না মেনে নিয়ে এই আস্থা অর্জন করা অকল্পনীয়।...আজ "দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও"—এই শ্লোগানটিকে বাস্তবায়িত করার সময় এসেছে।...

'চাই ফিনল্যাণ্ডের জনগণ ও রাশিয়ার বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণকে নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করার অবাধ অধিকার। চাই রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অকপট মৈত্রী।...তাই যখন শুনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি কার্যে পরিণত করার ফলে রাশিয়া নিশ্চিতভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তখন আমরা হাসি।'[১]

১৯১৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সোভিয়েত সরকার ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। ঘোষণাপত্রে লেনিন ও স্তালিনের স্বাক্ষর ছিল। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়, এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। এতকাল অপর রাষ্ট্র গায়ের জোরে দখল করার নীতিই বিশ্ববাসী দেখে এসেছে। এই প্রথম বিশ্ববাসী দেখল এমন এক নীতি যা স্বেচ্ছায় নিজের আয়ত্তাধীন দেশকে মুক্ত করে দেয়। এই নীতির ফলে নবজাত রাষ্ট্রের সামনে সাময়িক সংকটও দেখা দিয়েছে। রুশ সীমান্তের সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি সে দেশের বুর্জোয়াদের হাতে চলে যায়। পার্টির মধ্যেও এর জন্য সমালোচনা হয়। বুখারিন ও জারঝিনস্কি সমালোচনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু লেনিন ও স্তালিন এই নীতি থেকে সরে দাঁড়াননি। তাঁদের শিক্ষা হল ঐ সব স্বাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিবেশে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিপ্লব সংঘটিত করে নিজের দেশকে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। তার জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে, মদত লাগাতে হবে।

বিশেষ করে ইউক্রেনের নব প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকার, যা 'রাদা' নামে পরিচিত, সরাসরি রাশিয়ার বৈপ্লবিক সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া চক্রগুলো দেশে দেশে প্রতিবিপ্লবের আবহাওয়া তৈরী করল। জারের রাশিয়ায় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন অধীনস্থ দেশের পৃথক পৃথক সেনাদল ছিল না—মিলিয়ে-মিশিয়ে ছিল। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী আলাদা করার প্রস্তাব করল সেখানকার স্বাধীন সরকার। সেই সুযোগে ককেশাসের জেনারেল কালেদিন এক বাহিনী নিয়ে রুশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। বাধ্য হয়ে লালফৌজকে সেখানে পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিল। জাতিগত প্রশ্নে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হল। লেনিন ও স্তালিন এই সংকটের মোকাবিলা করলেন দৃঢ়তার সঙ্গে—গৃহীত নীতির ব্যাখ্যা দিলেন স্তালিন সারা-রাশিয়া সোভিয়েতগুলির তৃতীয় কংগ্রেসে।

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন ইউক্রেন প্রভৃতি যে সব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সোভিয়েত রয়েছে সেখানে সোভিয়েতকে দমন করে বুর্জোয়া সরকারকে ক্ষমতা দখল করতে আমরা দেব না। কিন্তু যেখানে সোভিয়েতের অস্তিত্ব ছিল না সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। তৃতীয় কংগ্রেসে এই প্রসঙ্গে আলোচনার যে বিবরণ প্রকাশ পায় তার অংশ বিশেষ :

'কেবলমাত্র সোভিয়েত সরকারই সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, এমনকি রাশিয়া থেকেও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার, প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে।...তৎসত্ত্বেও সীমান্ত অঞ্চলগুলি ও গণ-কমিশার পরিষদের মধ্যে এক ধারাবাহিক বিরোধের উদ্ভব ঘটেছিল। বিরোধগুলো জাতি সমস্যাকে কেন্দ্র করে নয়, ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়েই দেখা দেয়। বক্তা (স্তালিন) কতকগুলো উদাহরণ দিয়ে দেখালেন যে, কিভাবে সীমান্ত অঞ্চলে বিত্তবান শ্রেণীর ওপরতলার অংশগুলিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে গঠিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারগুলো তাদের জাতি সমস্যার মীমাংসার নামে সোভিয়েত এবং অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর চেষ্টা করেছিল। সীমান্ত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকারের মধ্যে এই লড়াইগুলির মূল কারণ ছিল ক্ষমতার প্রশ্নে নিহিত।...আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির ক্ষেত্রে, বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নয়, শ্রমজীবী মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের অন্যতম উপায় হওয়া উচিত এবং সমাজতন্ত্রী নীতিসমূহের অধীন হওয়া উচিত।'[১]

এইভাবে স্তালিন যে নীতি সুস্পষ্ট করে দিলেন তার ভিত্তিতেই ভবিষ্যত রুশ সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে।

লেনিন, স্তালিন এবং সমগ্র বলশেভিক পার্টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী তার অধিকারচ্যুত ক্ষমতাকে ফিরে পাবার জন্য সশস্ত্রভাবে এবং তার আয়ত্তাধীন প্রত্যেকটি সুযোগের সাহায্য নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এই পরিস্থিতিতে নতুন সরকার বুঝতে সক্ষম হল যে অবিলম্বে যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি স্থাপন করা দরকার। সকল যুধ্যমান জাতি ও তাদের সরকারকে অবিলম্বে ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক শান্তি

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা আরম্ভ করতে সোভিয়েত সরকার আহ্বান জানাল। মিত্রপক্ষ অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত সরকারের প্রস্তাব মানল না। তখন লেনিন এককভাবেই জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা চালানর সিদ্ধান্ত করলেন। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯১৭, ব্রেস্ট লিটভস্কে আলোচনা আরম্ভ হল। খানিকটা পিছু হঠতে হলেও যুদ্ধে শান্তি এখন সোভিয়েত সরকারের অনিবার্য প্রয়োজন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভারে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, সৈন্যদের মনোবল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে থাকল। যে সরকারের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী নেই তার পক্ষে চূড়ান্ত শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালান বাতুলতা। তাই লালফৌজ গড়ে তোলার জন্য অবসর একান্তভাবে প্রয়োজন। বলশেভিকরা যখন শান্তিচুক্তির জন্য আগ্রহী তখন মেনশেভিক, সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি থেকে শুরু করে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হোয়াইট গার্ডরা পর্যন্ত সমস্ত প্রতিবিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির প্রচার করতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্ররোচনা দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করে দুর্বল সোভিয়েত সরকারকে বিপর্যস্ত করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাতে দেশকে তুলে দেওয়া। ১৯১৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী শান্তি আলোচনা ভেঙে গেল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে লেনিন ও স্তালিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েতের পক্ষে শান্তি আলোচনায় প্রতিনিধিদলের নেতা ট্রট্স্কি চুক্তি স্বাক্ষর না করে আলোচনা ভেঙে দেয় এবং জার্মানীকে জানিয়ে দেয় সোভিয়েত রাষ্ট্র লড়াই করবে না এবং সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ার নীতি অনুসরণ করতে থাকবে। এই হল ট্রট্স্কির চরম বিশ্বাসঘাতকতা। একদিকে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর না করে যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়া, অপরদিকে সোভিয়েত যুদ্ধ করবে না বলে দুর্বলতা প্রকাশ করে দেওয়া —এক নতুন বিপদ সৃষ্টি করল।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লেনিন-স্তালিন-এর অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ড হল লালফৌজ সংগঠন। ২৩শে ডিসেম্বর লেনিন কয়েকদিনের জন্য ছুটি নিলে স্তালিন মন্ত্রীসভার সভাপতি পদে অন্তর্বর্তীকালের জন্য নির্বাচিত হন। ২৪শে ও ২৭শে ডিসেম্বর স্তালিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা পুটিলভ কারখানা, আনাত্রা বিমান প্রকল্প প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শুরু হল ব্যক্তিপুঁজির জাতীয়করণ প্রক্রিয়া।

যুদ্ধবিরতির শর্ত অগ্রাহ্য করে জার্মান বাহিনী রুশ আক্রমণ করল এবং

ভেঙে পড়া জার বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে পরাজিত করে বিরাট এলাকা দখল করে পেত্রোগ্রাদ পর্যন্ত এগিয়ে এল। কিন্তু জার্মানদের এই আক্রমণে দেশের অভ্যন্তরে উদ্দীপনার জোয়ার এনে দিল। পার্টিও নতুন সরকারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে আহ্বান পৌছাল—'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্ন।' মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে 'লালফৌজ' গড়ে তোলা হল এবং এই নবগঠিত লালফৌজ জনগণের সেনাবাহিনী রূপে জার্মান শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাল। লালফৌজের প্রতি-আক্রমণে নার্ভা ও পুস্কভ সীমান্তে জার্মান বাহিনী পর্যুদস্ত হল। পেত্রোগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসরমান জার্মান দলও প্রতিহত হল। যদিও লালফৌজের প্রত্যাঘাতে জার্মান বাহিনীর একের পর এক পরাজয় ঘটছিল তথাপি লেনিন শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কেননা দেশ গঠনের জন্য, বিপর্যস্ত অর্থনীতি মজবুত করার জন্য শান্তি বড় বেশী প্রয়োজন। ১৯১৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী জার্মানের সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হল কিন্তু এজন্য সোভিয়েতকে বেশ উচ্চমূল্য দিতে হল। ট্রট্স্কি, বুখারিন প্রমুখের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই সোভিয়েতকে এই নিদারুণ মূল্য দিতে হয়।

এই সময় বামপন্থী কমিউনিস্টরা শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন সরকারের সমস্ত শত্রুর সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে সবজাত বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত করতে সচেষ্ট হয়। বুখারিনের নেতৃত্বে তারা এতদূর অগ্রসর হয় যে পার্টির মস্কো কর্মকেন্দ্র দখল করে নেয়। তারা এক প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে, 'সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি এখন একটি নিছক নামমাত্র ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা মনে করি যে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তিকে খোয়ানোর যে সম্ভাবনা আছে তাতে আমাদের সম্মত হওয়া উচিত।' এদের এই সিদ্ধান্তকে লেনিন ও স্তালিন 'অদ্ভুত ও সাংঘাতিক' বলে অভিহিত করেন। ট্রট্স্কি ও বুখারিন উপদলগুলির এই বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য তৎকালে সুস্পষ্ট না হলেও পরবর্তীকালে (১৯৩৮ সালে) সোভিয়েত-বিরোধী 'দক্ষিণপন্থী ও ট্রট্স্কিপন্থী জোটের' বিচারে প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে বুখারিন ও তার নেতৃত্বাধীন 'বামপন্থী কমিউনিস্টরা' এবং ট্রট্স্কি ও বামপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা একযোগে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আরও জানা গেছে যে তারা

লেনিন, স্তালিন ও স্বের্দলভকে গ্রেপ্তার ও খুন করে সোভিয়েত সরকারকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে এক নতুন সরকার গঠন করতে চেয়েছিল।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের অপচেষ্টা সফল হল না। পার্টি ও সমর্থকরা বিপুলভাবে লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে এল এবং তাদের কোণঠাসা করে দিল। ১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ব্রেস্ট লিটভস্ক সন্ধি চুক্তি সম্পর্কে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব পেশ করে লেনিন বলেন, 'পার্টির ভিতরে এক বামপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের চক্র গড়ে উঠবার ফলে পার্টি এমন এক সঙ্কটে আবদ্ধ হচ্ছে, যা রুশ বিপ্লবের কঠোরতম সঙ্কটগুলির অন্যতম।'[১] এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরদিন লেনিন 'একটি শোকাবহ শান্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন: 'সন্ধির শর্তগুলি কঠোর, অসহনীয়। কিন্তু ইতিহাস তার প্রাপ্য দাবী করবেই।...আসুন, এবার আমরা ব্রতী হই সংগঠনের কাজে, হ্যাঁ, সংগঠনেরই কাজে। সকল পরীক্ষা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে।'[২] অনুকূল অবস্থায় দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠনকে কি করে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সাফল্য অর্জন করা যায় অক্টোবর বিপ্লবের যুগে লেনিন তা শিখিয়েছিলেন। এবার সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থায় সাময়িকভাবে পিছু হটে নতুন আক্রমণের জন্য পার্টিকে যে প্রস্তুত করতে হয় তা ব্রেস্ট লিটভস্ক সন্ধির কালে পার্টিকে লেনিন শেখালেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে লেনিন কত সঠিক ছিলেন।

সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির নাম ও কর্মসূচী পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পার্টির পরিবর্তিত নাম হয় 'রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)'। লেনিন, স্তালিন এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে নতুন কর্মসূচী রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়।

এই সময় স্তালিনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের গঠন-রূপ তৈরী করা এবং তাঁর খসড়া প্রস্তাবই গৃহীত হয়ে কার্যকরী হয়। এ প্রসঙ্গে 'প্রাভদার' সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্তালিন মন্তব্য করেন: 'জারের বাধ্যতামূলক এককেন্দ্রিকতার অবসান ঘটিয়ে তার আসন নিচ্ছে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যাতে করে, কালক্রমে রুশ দেশের সমস্ত জাতির

১। লেনিন, **নির্বাচিত রচনাবলী,** দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৯।

২। লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলী,** দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।

ও গোটার শ্রমজীবী মানুষের একইরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সৌভ্রাতৃত্বমূলক সংযুক্তি এই যুক্তরাষ্ট্রিকতার স্থান নিতে পারে।'[১]

এই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে সে সম্পর্কে তিনি বলেন: 'রুশ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রুশ দেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস অথবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত। অধিকন্তু, আমাদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের "নীতির" অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বুর্জোয়া সংস্কারকে বর্জন করতে হবে। ভোটাধিকার সম্ভবতঃ জনগণের সেই অংশকেই দান করা হবে যারা শোষিত, অথবা যারা অপরের শ্রমকে আত্মসাৎ করে না। এটা হচ্ছে, সর্বহারা ও গরীব কৃষকের একনায়কত্বের স্বতঃসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত।'[২]

শান্তি স্থাপনের ফলে কিছুটা অবকাশ পেয়ে সোভিয়েত সরকার বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করে। এই সময় লেনিনের সুযোগ্য সহকারী হিসেবে স্তালিন সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। এই পর্যায় থেকে শুরু হল গঠনমূলক কাজে তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের কাল। বিপ্লবোত্তরকালে যতগুলি সঙ্কটের সম্মুখীন পার্টি বা সরকারকে হতে হয়েছে সবগুলির ক্ষেত্রেই স্তালিন ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারী। জাতীয় সমস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি তিনি রচনা করেছিলেন এবং রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রথম গঠনতন্ত্রের খসড়াও তাঁরই রচনা। গঠনতন্ত্রের অনুমোদিত খসড়ার মুখবন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়: 'বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণভাবে দমন করা, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটানো এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা—যে ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না—এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, শক্তিশালী নিখিল রুশ সোভিয়েত শক্তির আকারে, শহর ও গ্রামের সর্বহারা এবং গরীব কৃষকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের মূল লক্ষ্য।'[৩]

স্বল্পদিন স্থায়ী প্যারি কমিউনের কথা বাদ দিলে মানুষের ইতিহাসে সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের এবং সর্বহারা একনায়কত্বের আদর্শ সম্পূর্ণ অভিনব।

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

২। ঐ।

৩। ঐ।

লেনিন এই একনায়কত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'এটা এমন একটা শক্তি, যাকে সামরিক কার্যকলাপের জন্য, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য, পুরনো সমাজের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দমন করার জন্য সমানভাবে কাজে লাগান যায়।' প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলশেভিকদের চরম প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানে সম্মুখীন হতে হল—শাসন বিভাগে, সংগঠন বিভাগে, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক, প্রচার ও আন্দোলন বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের কাজ করতে হল। সঠিকভাবে মূলনীতির প্রয়োগে এগিয়ে চলার পথকে আলোকিত করার প্রয়োজন ছিল; 'বারোচি পুৎ' পত্রিকায় স্তালিনের প্রবন্ধগুলির পথনির্দেশক হিসেবে অপরিমেয় মূল্য ছিল এবং সোভিয়েত সরকারের অনুজ্ঞাগুলোও কম মূল্যবান ছিল না। রাশিয়ার জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণাপত্র ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাতে লেনিন ও স্তালিন যুক্তভাবে স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েতগুলির তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে গৃহীত নির্যাতীত ও শোষিত জনসাধারণের অধিকারের ঘোষণাপত্রটি স্তালিনের সহযোগিতায় লেনিন রচনা করেছিলেন।

১৯১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল লেনিনের ইচ্ছানুসারে স্তালিন ইউক্রেনে গেলেন সেখানকার বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে গিয়ে তিনি শ্রমিক-কৃষক জনগণের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করেন এবং বিদ্রোহ পরিচালনা করে পার্টির উদ্দেশ্য সাধন করেন। বিয়েলো-রাশিয়াতে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেও তিনি এক প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তাতার-বশ্‌খির রিপাবলিকের গঠনতান্ত্রিক কংগ্রেসের আয়োজন স্তালিন করেছিলেন এবং এই কংগ্রেসে তিনিই ছিলেন সভাপতি।

নবজাত সোভিয়েত সরকারের সামনে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল খাদ্যসমস্যা। অক্টোবরে যখন বলশেভিকরা প্রথম ক্ষমতা অধিকার করল তখন লেনিনগ্রাদে মাত্র দুদিনের খাদ্য মজুত ছিল এবং প্রত্যেক গুদাম ও খাদ্যভাণ্ডারে ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে স্তালিন দশদিনের মতো রুটি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে তাঁকে খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। খাদ্যসমস্যার জরুরী মোকাবিলার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখলেন দেশের বিভিন্ন

স্থানে কায়েমী স্বার্থবাদীরা খাদ্যশস্য লুকিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে এই খাদ্যশস্য উদ্ধার করতে হলে সশস্ত্র বাহিনীকে কাজে লাগাতে হবে এ বিষয়েও তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৩শে মে লেনিনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক তারবার্তায় স্তালিন জানালেন:

'উত্তর ককেশাসে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত আছে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে তা পাঠান যাবে না, কারণ রেলপথ কেটে দেওয়া হয়েছে। যতদিন না রেলপথ আবার ঠিকভাবে বসান হয়, ততদিন খাদ্যশস্য স্থানান্তরে প্রেরণ করার কথা উঠতে পারে না। সামারা ও সারাটভ প্রদেশে একটি অভিযাত্রী দলকে পাঠান হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে আপনার কাছে খাদ্যশস্য পাঠান সম্ভব হচ্ছে না। দশদিনের মধ্যে রেলপথ ঠিক করে নিতে পারব বলে আমরা আশা করছি। যতটা পারেন অপেক্ষা করুন; মাংস এবং মাছ বিতরণ করুন, এগুলো আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাঠাতে পারি। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হবে।'

কয়েকদিন পরেই তিনি আবার লেনিনকে এই মর্মে তার করলেন: 'আপনাকে ১৬০ খানা গাড়ী ভর্তি খাদ্যশস্য এবং ৪৬ খানা গাড়ী বোঝাই মাছ এই পথে পাঠান হচ্ছে। বাকীটা সারাটভের পথে পাঠান হবে।'[১]

এইভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝটিকার বেগে ছুটোছুটি করে স্তালিন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে পাঠাতে থাকেন। কিন্তু জনগণের শত্রু কুলাকরা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহে উস্কানি দিতে থাকে। ডন অঞ্চলের জারিৎসিনে (পরবর্তী-কালের নাম স্তালিনগ্রাদ) প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ দেখা দিল, বিক্ষোভ দেখা দিল মস্কোতে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লেনিনের তখন ভরসা স্তালিন। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্তালিন লেনিনের এক পত্রের উত্তরে লিখলেন: 'নিশ্চিন্ত থাকুন, এই রোগগ্রস্ত উন্মাদ লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের হাত কখনও কাঁপবে না। শত্রুর সঙ্গে আমরা শত্রুর মতই ব্যবহার করব।'[২]

খাদ্যশস্য সরবরাহ করার কাজে স্তালিনের প্রতি লেনিন ও পার্টির যে কতখানি আস্থা ছিল কাউন্সিল অব পিপ্‌লস্ কমিশার্স-এর এক ঘোষণা-পত্রে তার পরিচয় রয়েছে:

১। ই. ইয়ারোস্‌লাভস্কি: **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ১৩৫

২। ঐ, পৃঃ ১৩৬।

'প্রতিবিপ্লবীদের দ্বারা সাইবেরিয়া রেলপথের কতকগুলি সংযোগস্থল দখল করার পর অবশ্যই বুভুক্ষু জনসাধারণের খাদ্যব্যবস্থা আরও বিপর্যস্ত হবে। কিন্তু রুশ, ফরাসী, ব্রিটিশ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বিপ্লবকে দমিয়ে রাখতে কিছুতেই পারবে না। উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে শীঘ্রই সাহায্য এসে পৌঁছবে। পিপ্‌লস্‌ কমিশার স্তালিন, যিনি এখন জারিৎসিনে রয়েছেন এবং সেখান থেকে ডন এবং কুবান অঞ্চল হতে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, আমাদের তার করে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর কাছে প্রচুর খাদ্যশস্য আসছে এবং সেগুলো এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার আশা করেন।'[১]

এইভাবে স্তালিনের অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে নবজাত সোভিয়েত সরকার তীব্র খাদ্য সংকটকে অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পারল। খাদ্য সংকট ও বিভিন্ন স্থানের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে গিয়ে স্তালিন লক্ষ্য করলেন সৈন্য পরিচালনভার পাওয়ার সুযোগ নিয়ে ট্রট্‌স্কি মারাত্মক বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপ করে যাচ্ছে যা কার্যত সাম্রাজ্যবাদী ও শ্বেতরক্ষীদের সহায়তা করার নামান্তর। তিনি অবিলম্বে লেনিনকে পত্রযোগে ট্রট্‌স্কির এই পঞ্চম বাহিনীসুলভ কার্যকলাপ অবহিত করেন এবং সৈন্য পরিচালনভার থেকে তাকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার দাবী জানালেন। লেনিন স্তালিনের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতেন তাই বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীগুলোকে সংগঠিত করার দায়িত্ব তাঁর উপর দিলেন। তিনি ভরোশিলভ, ওর্জনিকিদজে, বুদিয়েন্নি-কিরভ প্রমুখ নেতাদের সহযোগিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যদলকে পুনর্গঠন করতে, উপযুক্ত ডিভিসন, ব্রিগেড ও রেজিমেণ্ট সৃষ্টি করতে, সামরিক সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করতে এবং সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রতিবিপ্লবীদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হলেন।

ইতিমধ্যে রাজধানী মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। লেনিন রাজধানীতে থেকে সমগ্র সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। খাদ্য সংকট, বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি নিদারুণ সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল নবজাত সরকারকে। কিন্তু সুদক্ষ পরিচালনা এবং সৎ ও আন্তরিক সহকর্মীদের উদ্যোগে একের পর এক কাটিয়ে

১। ই. ইয়ারোস্‌লাভস্কি, জোসেফ স্তালিন, পৃঃ ১৩৬।

উঠছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রের বিপদ। এই সময় জারিৎসিনের গৃহযুদ্ধ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এখানকার গৃহযুদ্ধ বিপর্যস্ত করার জন্য লেনিন স্তালিনকে পাঠালেন দক্ষিণ রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের সভাপতি করে। স্তালিন অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপ্লবী বাহিনীকে পরিচালনা করেন এবং বিজয়লাভ করেন। সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কমিশার ট্রট্স্কির উপর প্রথমদিকে লেনিন আস্থা স্থাপন করলেও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝলেন স্তালিনের মতো লোককেই এই দায়িত্ব দেওয়া দরকার। এ সময় প্রায় প্রতিদিন গৃহযুদ্ধের অবস্থার বিবরণ দিয়ে তিনি লেনিনকে অবহিত রাখেন। জারিৎসিনে পেঁাছেই তিনি এক চিঠিতে লেনিনকে আশ্বস্ত করেন: '৬ই তারিখে জারিৎসিনে পেঁাছেছি। অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও শৃংখলা স্থাপন করা যাবে।...বাকুতে একজন দূত পাঠিয়েছি এবং দুয়েকদিনের মধ্যেই আমি নিজে দক্ষিণের দিকে রওনা হব। প্রধান ব্যবসা-প্রতিনিধি জেইৎলেভকে আজই সরকারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চোরাকারবার ও ফাটকাবাজির জন্যে গ্রেপ্তার করা হবে।'[১]

অপর এক চিঠিতে স্তালিন লেনিনকে দক্ষিণের অবস্থা বর্ণনা করেছেন: 'দক্ষিণের অবস্থা খুব একটা সহজ নয়।...প্রত্যেকটি জিনিসই নতুন করে শুরু করতে হবে: সরবরাহ ব্যবস্থাকে আমরা যথাযথ বিন্যস্ত করেছি, একটা "অপারেশন" দপ্তর স্থাপন করেছি, ফ্রন্টের বিভিন্ন সেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি ও পুরানো এবং আমার মতে, অপরাধ-মূলক আদেশগুলি বাতিল করে দিয়েছি এবং শুধু এগুলি করার পরই কালাচ ও দক্ষিণে তিখোরেৎস্কায়ার দিকে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম।'[২]

৩১শে আগস্ট এক পত্রে লেনিনকে লেখেন: 'দক্ষিণ ও কাস্পিয়ান অঞ্চলের জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চল রাখার জন্য (যা আমরা অবশ্যই রাখতে পারি) আমাদের কয়েকটা হাল্কা ডেস্ট্রয়ার ও কয়েক জোড়া সাবমেরিন দরকার। আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, সকল বাধা ভেঙে ফেলুন এবং আমরা যে জিনিসগুলোর জন্য অনুরোধ জানাই সেগুলো

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

২। ঐ।

পাঠানো ত্বরান্বিত করুন। বাকু, তুর্কিস্তান, উত্তর ককেশিয়া আমাদের হবেই (নিঃসন্দেহভাবে) যদি অবিলম্বে আমাদের দাবীগুলো মেটানো হয়।'[১]

সুদক্ষ সামরিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্তালিন দক্ষিণাঞ্চলে দেনিকিনের শ্বেত বাহিনীকে নিদারুণভাবে পরাজিত করেন। দেনিকিনের বিপর্যয়ের পর শ্বাস ফেলার মত অবকাশ পাওয়া গেল। ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য লেনিন স্তালিনকে ভার দিলেন। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে তিনি জ্বালানি সংকট নিরসনের জন্য কয়লা খনিগুলি থেকে কয়লা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে শ্রমিক বাহিনী ও শ্রমিক সাধারণকে সমবেত করলেন। শ্রমিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'এই মুহূর্তে দেনিকিনকে পরাজিত করার মতই সমগ্র রুশের ক্ষেত্রে কয়লা সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।' এইভাবে তাঁর নেতৃত্ব ও প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ইউক্রেনের বলশেভিকরা প্রচুর কয়লা সরবরাহ করে দেশকে নিদারুণ জ্বালানি সংকট থেকে উদ্ধার করেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে প্রধান ভূমিকা ছিল স্তালিনের। কমরেড ভরোশিলভ লিখেছেন :

'১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সম্ভবতঃ কমরেড স্তালিনই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যাকে কেন্দ্রীয় কমিটি এক রণক্ষেত্র থেকে আর এক রণক্ষেত্রে ক্রমাগত যাবার নির্দেশ দিচ্ছিল। কমিটি তাঁর জন্য সেই সমস্ত ফ্রণ্টই নির্বাচন করেছিল, যেখানে শত্রু প্রবলভাবে আক্রমণ করেছে, যেখানে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে বেশী।'[২]

সামরিক বাহিনীর দক্ষ ব্যক্তি না হলেও স্তালিনের মেধা ও দূরদৃষ্টি এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে বহুবার তিনি সামরিক নায়কদের প্রথামাফিক সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে স্বীয় নির্দেশ জারী করেছেন এবং প্রমাণিত হয়েছে যে তিনিই সঠিক। একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমস্যা দেখা দিল ক্র্যাসনায়া গোর্কা এবং সিরায়া লোসাদ দুর্গ দুটি দখল নিয়ে। সেনা-বিভাগের অভিজ্ঞ নায়করা বললেন দুর্গ দুটি সমুদ্র পথে দখল করা যাবে না। স্তালিন তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন না—তিনি নির্দেশ দিলেন সমুদ্র থেকেই দুর্গ দখল করতে হবে। দেখা গেল স্তালিনের নির্দেশই সঠিক ছিল, এভাবেই

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।
২। কে. ভরোশিলভ—**স্তালিন ও লালফৌজ**।

দুর্গ দুটি দখল করা গেল। এ বিষয়ে তিনি লেনিনকে এক তারবার্তায় জানান :

'ক্র্যাসনায়া গোর্কার দুর্গ দখলের পরে সিরায়া লোসাদ দখল করা হয়েছে। তাদের কামানগুলো ঠিকভাবেই চলেছে।...নৌবিশারদগণ বলছেন যে, নৌ যুদ্ধ বিজ্ঞান অনুসারে ক্র্যাসনায়া গোর্কা সমুদ্র থেকে দখল করা যেতে পারে না। এই তথাকথিত বিজ্ঞানের জন্য আমি কেবল দুঃখ প্রকাশই করতে পারি। স্থলে এবং জলে অন্য সমস্ত আদেশ অগ্রাহ্য করে আমার নিজের নির্দেশ দিয়েছিলাম। রণক্ষেত্রে আমি এবং সাধারণভাবে অসামরিক অধিবাসীরা আমাদের সরকারী সামরিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে বাধা দিয়েছিলাম, তার জন্যই গোর্কাকে তাড়াতাড়ি দখল করা সম্ভব হয়েছিল। একথা ঘোষণা করা আমি কর্তব্য বলে বিবেচনা করি যে, ভবিষ্যতেও আমি এইভাবে কাজ করব, বিজ্ঞানের প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও।'[১]

জারিৎসিনে বিজয়ের পর ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮ গণপরিষদের কাছে এক তারবার্তায় স্তালিন জানান : 'জারিৎসিন অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে : উত্তরে ইলোভ্‌লায়া স্টেশন অধিকৃত হয়েছে, পশ্চিমে কালাচ, ল্যাপিশেভ ও ডন ব্রিজ এবং দক্ষিণে লাশ্‌কি, নেমশেভস্কি ও ডেমকিন অধিকৃত। শত্রু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ও ডনের অপর দিকে উৎখাত। জারিৎসিন নিরাপদ। আক্রমণ অব্যাহত।'[২]

জারিৎসিনে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই খবর পৌঁছাল লেনিনের জীবননাশের প্রচেষ্টা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই স্তালিন ও ভরোশিলভ নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান স্বের্দলভকে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন :

'বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও সর্বহারাদের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত নেতা ও শিক্ষক কমরেড লেনিনের জীবনের উপর বুর্জোয়া ভাড়াটেদের জঘন্যতম আক্রমণের খবর শুনে উত্তর ককেশাসের সামরিক অঞ্চলের মিলিটারি কাউন্সিল

১। কে. ভরোশিলভ—**স্তালিন ও লালফৌজ।**

২। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

প্রাণনাশের এ ঘৃণ্য অপচেষ্টার প্রত্যুত্তর দেবে বুর্জোয়া ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড ও সুসংবদ্ধ গণসন্ত্রাস চালিয়ে।'[১]

কোলচাকের পরাজয় ও মৃত্যুর পরে দেশী-বিদেশী প্রতিবিপ্লবীরা সেনাপতি দেনিকিনের উপর আস্থা স্থাপন করল। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে দেনিকিন অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, অর্থ সংগ্রহ করে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিল। যুদ্ধের জন্য ভারপ্রাপ্ত ট্রট্স্কি সেনাবাহিনীকে যেভাবে মোকাবিলা করার নির্দেশ দিলেন তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে প্রতিক্রিয়াচক্রের হাতে তুলে দেওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বাসঘাতকের উপর ভরসা করে দেনিকিনের সৈন্যদল ওরেল অধিকার করল এবং মস্কো থেকে মাত্র চার ঘণ্টা পথের দূরত্বে বৃহৎ অস্ত্রাগার টুলা শহরের উপকণ্ঠে এসে হাজির হল। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ট্রট্স্কির হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে স্তালিনের উপর সমস্ত দায়িত্ব দিলেন। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় স্তালিনের সুযোগ্য সমর পরিকল্পনা সফল হল এবং দেনিকিনের বাহিনী চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এক বছরের মধ্যে ইউক্রেন ও উত্তর ককেশাসের সমস্ত স্থান থেকে শ্বেতরক্ষীদের বিতাড়িত করা হল।

কোলচাক দেনিকিন এবং জুডেনিকের নিদারুণ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে লালফৌজের বিজয়গৌরব ঘোষিত হল এবং বিশ্বের সামনে সামরিক শক্তি হিসেবে নবজাত রাষ্ট্রের মর্যাদা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালি সোভিয়েত রাশিয়ার উপর থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হল। কিন্তু প্রতি-আক্রমণের সমাপ্তি এখানেই ঘটল না। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ দেখা দিল—এই প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের নায়ক ছিল একজন অজ্ঞাত লোক—ব্যারণ র‍্যাঙ্গেল। ২রা আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল: 'র‍্যাঙ্গেলের সাফল্য এবং কুবানের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে র‍্যাঙ্গেল রণাঙ্গনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রণাঙ্গন বলে ভাবতে হবে এবং এখানে ভিন্নভাবেই কাজ করতে হবে। একটি বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিল গঠন করার জন্য

১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

এবং র‍্যাঙ্গেল রণাঙ্গনে তাঁর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার জন্য কমরেড স্তালিনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'[১]

র‍্যাঙ্গেলের বিদ্রোহের সুযোগ বুঝে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন করে সোভিয়েত আক্রমণের ষড়যন্ত্র করল। সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় পোলিশ সরকার ১৯২০ সালের এপ্রিলে ইউক্রেন আক্রমণ করল এবং কিয়েভ দখল করে নিল। এবারও ট্রট্স্কির বিশ্বাসঘাতকতায় একদল লালফৌজ প্রধান প্রধান রসদকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে পোল্যাণ্ড, পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বিয়েলো রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হল। এই গৃহযুদ্ধের সময়ে যখনই যেখানে সংকট দেখা দিয়েছে বা প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ বা আক্রমণ ঘটেছে তখনই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষতঃ লেনিনের নির্দেশে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা স্তালিনের উপর মোকাবিলা করার দায়িত্ব পড়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অভূতপূর্ব কর্মকুশলতার জয় হয়েছে। এই সব যুদ্ধে একান্ত সহযোগী ভরোশিলভের উক্তি থেকে তাঁর রণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়:

'কমরেড স্তালিনের সবচেয়ে আশ্চর্য শক্তি হল এই যে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি বুঝে নিতে পারতেন এবং তাকে আয়ত্তে আনার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন। শিথিলতা, অবাধ্যতা এবং বিশৃঙ্খল কাজের তিনি নির্দয় বিরোধী ছিলেন এবং বিপ্লবের স্বার্থের জন্য যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই জঞ্জাল ফেলার জন্য চরমপন্থা গ্রহণের দায়িত্ব নিজে নিতে কখনও দ্বিধা করতেন না।'[২]

১৯১৯ সালের ২৭শে নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কমিটি গৃহযুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য স্তালিনকে 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার' সম্মানে ভূষিত করেন। বিপ্লবের সংগঠন ও বিজয়ের ক্ষেত্রে যেমন স্তালিনের ভূমিকা ছিল প্রথম সারিতে, প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে সংগ্রামে তাঁর স্থান যেমন ছিল সর্বাগ্রগণ্য ঠিক তেমনি শিশু রাষ্ট্রকে সমস্ত দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। সামরিক সেনানায়ক, লালফৌজের নেতা ও সংগঠক হিসাবে এবং রণাঙ্গনে

১। কে. ভরোশিলভ—**স্তালিন ও লালফৌজ।**

২। **ঐ।**

সোভিয়েতের উপর্যুপরি সাফল্যের উদ্বোধকরূপে তাঁর কৃতিত্ব ঐতিহাসিক। রুশ বিপ্লবের বিজয় এবং বিজয়কে অব্যাহত রাখার সংগ্রামে স্তালিনের নাম ধ্রুবতারার মত অম্লান। যেখানেই সংগ্রামের বিজয় ও সাফল্য সেখানেই স্তালিনের নাম বিজড়িত, সাধারণ কর্মীরূপে নয় সংগঠক নেতা হিসেবে।

১৯১৯ সালের ২-৬ই মার্চ রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে স্তালিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন এবং বিশ্ব বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত রচনায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি ব্যাখ্যা করেন। আকৈশোর দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত এই নেতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার স্পর্শ রাখতে সমর্থ হন। এর পর অনুষ্ঠিত হয় রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেস ১৮-২৩শে মার্চ ১৯১৯। পার্টি কর্মসূচীর চূড়ান্ত রূপদানের জন্য যে কমিশন কংগ্রেসে গঠিত হয় তাতে স্তালিন নির্বাচিত হন। সামরিক প্রসঙ্গে গঠিত কমিশনেও তাঁর নাম যুক্ত হয়। অষ্টম কংগ্রেসে সামরিক প্রসঙ্গেই তিনি প্রতিবেদন উপস্থিত করেন। এই প্রতিবেদনে মূলতঃ ট্রট্স্কি কর্তৃক গঠিত স্বেচ্ছাকর্মীদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনী সম্পর্কে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়। গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় স্বেচ্ছাকর্মীদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ঘটে এবং অ-সৈনিকসুলভ মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ে যার ফলে বহুস্থানে লালফৌজের বিপর্যয় ঘটে। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে স্তালিন প্রস্তাব করেন :

'আমি নিশ্চয়ই বলব যে সেই অশ্রমিক মানুষেরা—কৃষকরা, যারা আমাদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ হয়েছে, তারা সমাজতন্ত্রের জন্য স্বেচ্ছায় লড়াই করবে না। বহু ঘটনা এর প্রমাণ দেবে। পশ্চাদ্ভাগে এবং রণাঙ্গনে ধারাবাহিক বিদ্রোহ, রণাঙ্গনে ধারাবাহিক বাড়াবাড়ির ঘটনা দেখিয়ে দেবে যে আমাদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ যে অ-সর্বহারা মানুষেরা তারা স্বেচ্ছায় সাম্যবাদের জন্য লড়তে প্রস্তুত নয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হবে এইসব ব্যক্তিদেরকে পুনঃশিক্ষিত করা, তাদের মধ্যে লৌহদৃঢ় শৃংখলাবোধ উজ্জীবিত করা, তাদেরকে ফ্রন্টে এবং পশ্চাদ্ভাগে সর্বহারা নেতৃত্বের অনুসারী করা, আমাদের সাধারণ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্য তাদেরকে লড়াই করতে বাধ্য

করা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে একটি সত্যকারের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজ সম্পূর্ণ করা, একমাত্র যা দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।'[১]

অষ্টম কংগ্রেস থেকে স্তালিন আবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অধিবেশনে তিনি পলিট-ব্যুরো ও সংগঠনী ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ৩০শে মার্চ ১৯১৯ সোভিয়েত-সমূহের সারা রুশ কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে 'রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ' দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করে। গৃহযুদ্ধের নিদারুণ ব্যস্ততার মধ্যে এই নতুন দায়িত্ব তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতার স্বীকৃতি। শুধু সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করা নয় লেনিনের নির্দেশ ও শিক্ষার আলোকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সমস্ত সরকারী কাজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র কাঠামোকে শ্রমিক ও কৃষক জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনার কঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করেন। সংগঠনী শক্তি তাঁর যেমন অসামান্য ছিল তেমনি দৃঢ়তাও ছিল অসীম, দোদুল্যমানতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। তাই যে দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করতেন, সাফল্য সুনিশ্চিত হতো। ১৯২০ সালের ২৯শে মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংগঠনের প্রশ্নে খসড়া প্রস্তাব রচনার জন্য গঠিত কমিশনে স্তালিনকে গ্রহণ করা হয়। এই কংগ্রেস থেকে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে গঠিত পলিটব্যুরোতে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন।

২৩শে এপ্রিল লেনিনের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (ব.) র মস্কো কমিটি আহূত সভায় স্তালিন ভাষণ দেন এবং 'রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা হিসেবে লেনিন' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি সর্বহারা বিপ্লবের পর্যায়ে লেনিনের অবদানগুলি উল্লেখ করে পরিশেষে বলেন :

'সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের পদকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে একজনকে অবশ্যই তত্ত্বগত ক্ষেত্রের শক্তিকে সর্বহারা আন্দোলনের বাস্তব সংগঠনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। পি. আক্সেলরড যখন মার্কসবাদী ছিলেন তখন লেনিন সম্পর্কে লিখেছিলেন যে লেনিন "একজন ভাল বাস্তবক্ষেত্রের কর্মীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটি তত্ত্বগত শিক্ষা ও একটি

১। স্তালিন রচনাবলী, সবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

প্রসারিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সার্থকভাবে যুক্ত করেছেন।" "সভ্য" পুঁজি-বাদের তত্ত্ববিদ আস্ত্রেসরভ মহাশয় এখন লেনিন সম্পর্কে কী বলবেন তা আন্দাজ করা শক্ত নয়। কিন্তু আমরা যারা লেনিনকে ভালমতো জানি এবং যারা বস্তুগতভাবে বিষয়গুলিকে বিচার করতে পারি, তাদের কোনও সন্দেহ নেই যে লেনিন এই পুরানো গুণকে পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ এখানেই একজনকে সেই কারণটি খুঁজতে হবে যে কেন আর কেউ নয়, একমাত্র লেনিনই আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ও সবচেয়ে ইস্পাতদৃঢ় সর্বহারা পার্টির নেতা।'[১]

২২-২৯শে ডিসেম্বর ১৯২০ সোভিয়েতসমূহের অষ্টম সারা রুশ কংগ্রেসে স্তালিন অংশগ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শান্তির পরিবেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন— পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে স্তালিন

১৯১৪ থেকে ১৯২০ সাল—এই দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং পরে গৃহযুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। দীর্ঘকাল এই ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকে অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে হল। 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজম'এর নীতি ছিল প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম সফল করে তোলা—এখন সে নীতি পরিবর্তন করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ করার সময় এল। নিদারুণ অভাবের মধ্যে জনগণ যেন চাইছিল রাতারাতি মুক্তি। আপৎকালীন অবস্থায় যে অভাববোধ মারাত্মকভাবে অনুভূত হয়নি—শান্তির সময় তাই যেন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। কৃষি উৎপাদন খুবই নীচে নেমে গিয়েছিল। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়ে শ্রমিকরা নতুন করে বেকার হয়ে পড়ছিল।

খাদ্যাভাব এমন চরম স্তরে পৌছেছিল যে লালফৌজকে রক্ষা করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছিল। কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছিল। শ্রমিকরাও অনেকক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। এই সুযোগে মেনশেভিক ও ট্রট্স্কিপন্থীরা মানুষকে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কর্ণধার লেনিনকে এইসব চক্রান্তকারী উপদলগুলিকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হয়। পাশাপাশি লালফৌজকে শ্রমফৌজরূপে গণ্য করে, উৎপাদনের কাজে প্রধানত নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এর মধ্যেও ১৯২১ সালের মার্চ মাসে দশম পার্টি কংগ্রেসের এক সপ্তাহ আগে ক্রোনস্তাদৎ বিদ্রোহ দেখা দিল।

বিদ্রোহীরা যুদ্ধপরবর্তী ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে দ্রুত আক্রমণ করে একটি প্রথম শ্রেণীর দুর্গ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ দখল করে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে না। ভরোশিলভের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী লালফৌজ বাহিনী ক্রোন্-স্তাদৎ-এ গিয়ে প্রতিক্রিয়ার দুর্গে চরম আঘাত হেনে বিদ্রোহের পরাজয় ঘটিয়ে বিপ্লবের জয়যাত্রা অবাধ করে দেন। যদিও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি লালফৌজের হয়।

১৯২১ সালের ৮ই মার্চ থেকে ১৬ই মার্চ পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দশম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের উদ্বোধন করে কমরেড লেনিন ট্রট্স্কি উপদলের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত জল্পনাকল্পনাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়ে অপেক্ষাকৃত জরুরী পুনর্গঠনমূলক কর্মসূচী ও তার জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কংগ্রেস সমস্ত উপদলীয় চক্রগুলোকে ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিল এবং যাতে আবার উপদলীয় চক্রান্তের প্রাদুর্ভাব না ঘটে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত না হয় সেজন্য প্রত্যেকটি পার্টি কমিটিকে প্রখর দৃষ্টি রাখার এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত না মানলে তৎক্ষণাৎ বিনাশর্তে পার্টি থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিল।

এই কংগ্রেসে স্তালিন জাতীয় সমস্যা বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার গুরুত্বও অপরিসীম। প্রস্তাব আলোচনাকালে তিনি জারের আমলে যে সমস্ত জাতি নিপীড়িত হচ্ছিল তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে ত্রুটিবিচ্যুতি, বিশেষ করে, তখনকার সংকটে গ্রেট রাশিয়ানদের উগ্রজাতীয়তা ও জাতি-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগাম করার জন্য পার্টির মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

তিনি বলেন :

'জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করতে সক্ষম হওয়া দূরে থাক, বুর্জোয়া সমাজ, পক্ষান্তরে, এই প্রশ্ন "সমাধান করার" জন্য তার প্রচেষ্টায়, প্রশ্নটিকে বাতাস দিয়ে একে ঔপনিবেশিক প্রশ্নে পরিণত করেছে এবং এর নিজের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত প্রসারিত এক নতুন মোর্চা সৃষ্টি করেছে। জাতীয় প্রশ্নের নির্দিষ্ট রূপদান করতে ও তাকে সমাধান করতে সক্ষম একটিমাত্র রাষ্ট্র হল সেই রাষ্ট্র, যা উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্রসমূহের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে রচিত—সোভিয়েত রাষ্ট্র। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আর কোন নিপীড়িত বা আধিপত্যকারী রাষ্ট্র নেই, জাতীয় নিপীড়ন বিলোপ করা হয়েছে; কিন্তু

পুরানো বুর্জোয়াতন্ত্র থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রকৃত অসমতা (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক) এবং অধিকতর সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিগুলির মধ্যে অসমতার দরুন, জাতীয় প্রশ্ন এমন একটি রূপ গ্রহণ করেছে যা যেসব উপায় রচনার দাবী করে, সেগুলি পশ্চাদ্‌পদ জাতি ও জাতিসত্তাসমূহের ব্যাপক মেহনতী জনগণকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি অর্জন করতে সাহায্য করবে, সক্ষম করবে তাদের এগিয়ে যাওয়া শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য রাশিয়াকে ধরে ফেলতে।'[১]

১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে স্তালিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হলেন লেনিন। তাঁর অসুখের কথা শোনামাত্র তিনি ওর্জোনিকিদ্‌জেকে এক তারবার্তা পাঠালেন—'দয়া করে আমাকে স্তালিনের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং চিকিৎসকদের অভিমত জানাবেন।' তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে তিনি আবার তার করলেন—'স্তালিনের চিকিৎসকের নাম এবং ঠিকানা আমাকে জানাবেন। কতদিন হল তার অসুখ চলছে?' শুধু খোঁজখবর নেওয়া নয়, শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। লেনিনের এই স্নেহ ও ভালবাসা থেকে একজন কমিউনিস্টের প্রতি আরেকজন কমিউনিস্টের মনোভাব এবং বলশেভিক-বাদের দুই শ্রেষ্ঠ নেতার মধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শন পাওয়া যাবে।

দশম পার্টি কংগ্রেসে নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (নিউ ইকনমিক পলিসি—সংক্ষেপে 'নেপ') ভিত্তি পত্তন হল। এই পরিকল্পনাকে ট্রট্‌স্কি প্রমুখ পশ্চাদপসরণ বলে কুৎসা রটালেও স্তালিন প্রমুখ সাচ্চা বলশেভিকরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। এই পরিকল্পনার সংজ্ঞা নিরূপণ করে তিনি বলেন: 'নেপ হল সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের একটা বিশেষ ব্যবস্থা, যখন ধনতন্ত্রকে সহ্য করা হয় কিন্তু আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান চাবিকাঠি সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের হাতে থাকে; ধনতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের মধ্যে সংগ্রামে সুবিধার জন্য, ধনতন্ত্রের স্থানে সাম্যবাদীদের প্রাধান্য বাড়ানোর জন্য, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্যবাদের জয়ের জন্য, শ্রেণীগুলির বিলোপ সাধনের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের জন্য এই পরিকল্পনাটি রচনা করা হয়েছে।'[২]

সমগ্র রুশ পার্টির মধ্যে লেনিনের পরেই স্তালিনের নেতৃত্ব যে সুপ্রতিষ্ঠিত

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড।

২। ই. ইয়ারোস্‌লাভস্কি, **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ১৫৫

হয়ে গিয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া গেল যখন একাদশ পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করে। এই সর্বোচ্চ পদের গুরুভার দায়িত্ব বহন করেও স্তালিন 'জাতি সমস্যা বিষয়ক দপ্তর' ও 'শ্রমিক-কৃষকের অবস্থা পরিদর্শন দপ্তরের' গুরুত্বপূর্ণ কাজও সগৌরবে চালিয়ে যেতে থাকেন। পার্টি ও সরকারে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে লেনিনের আস্থা অর্জন করেন স্তালিন নিজ কর্মদক্ষতার গুণে। রাশিয়ার মত বহুজাতিক দেশে জাতিগত প্রশ্ন এত জটিল এবং অসমতা বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে এমন বাধাজনক যে যদি তার সমাধান না করা যায় তাহলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন তো ব্যাহত হবেই, উপরন্তু অসন্তোষকে ব্যবহার করে প্রতিবিপ্লবী দল বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে সবসময়ই গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখবে, যে পথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশেরও সম্ভাবনা থাকবে। তাই লেনিন এই বৃহত্তম সমস্যা সমাধানের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিকেই দায়িত্বভার দিয়েছিলেন। অপরদিকে আরেকটি সমস্যা লেনিনকে পীড়িত করছিল সেটা হল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনমূলক কার্যকলাপে আমলাতন্ত্রের অযোগ্যতা ও বাধা সৃষ্টি। সুতরাং রাষ্ট্র কাঠামোর সমস্ত স্তরে যদি আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা না যায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই সমস্ত পর্যায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে সুষ্ঠু সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একজন স্বচ্ছ তাত্ত্বিক দৃষ্টিসম্পন্ন শক্ত নেতা দরকার—লেনিন এই কাজে স্তালিনকে যোগ্যতম বলে মনে করলেন। বলা বাহুল্য, লেনিনের এই নির্বাচন যে কতখানি সঠিক ছিল স্তালিন তাঁর সাফল্য দিয়েই তা প্রমাণ করলেন। একই সঙ্গে দুটি মন্ত্রণালয় এবং পার্টির সর্বোচ্চ পদে আসীন থাকায় পার্টির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বিশেষতঃ ট্রটস্কিপন্থীরা সমালোচনা করতে থাকে। এই অহেতুক সমালোচনার বিরুদ্ধে লেনিন ট্রট্স্কিপন্থী প্রিয়োব্রাঝেন্স্কির উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় বলেন:

'প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি খোলাখুলিভাবে অভিযোগ করেছেন যে স্তালিনকে দুটি দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে...কিন্তু জাতিসমষ্টির সমস্যার জন্য, পিপ্লস কমিশারিয়েটের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং তুর্কিস্তান, ককেশীয় এবং অন্যান্য জাতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা কি করতে

পারি? এগুলো হল রাজনৈতিক সমস্যা এবং এই সমাস্যাগুলোর সমাধান অবশ্যই করতে হবে; এই সমস্ত সমস্যা দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি শত শত বছর ধরে ব্যাপৃত আছে এবং গণতান্ত্রিক রিপাবলিকগুলিতে কেবলমাত্র অত্যন্ত অল্প পরিমাণে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। আমরা এই সমস্যাগুলির সমাধান করছি এবং আমাদের এমন একজন লোক চাই যাঁর কাছে জাতিগুলির যে কোন প্রতিনিধি এসে সমস্ত ব্যাপার ভালভাবে আলোচনা করতে পারে। এরকম লোক আমরা কোথায় পাব? আমার মনে হয়, এমন কি প্রিয়োব্রাঝেনস্কিও স্তালিন ছাড়া আর কারও নাম বলতে পারবেন না।

'শ্রমিক কৃষকের অবস্থা পরিদর্শন দপ্তর সম্বন্ধে একই কথা সত্য। কাজ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু অনুসন্ধানের কাজ যথার্থভাবে পরিচালিত করার জন্য আমাদের একজন অভিজ্ঞ, সুদক্ষ ব্যক্তিকে ভার দেওয়া চাই, অন্যথা আমরা ছোট ছোট ষড়যন্ত্রের মধ্যে ডুবে যাব।'[১]

এই সময় সরকারী দায়িত্বের সঙ্গে পার্টিগত দায়িত্বও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দশম কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পলিটব্যুরো গঠিত হয় লেনিন, স্তালিন, ট্রট্স্কি, কামেনেভ ও বুখারিন প্রমুখ পাঁচজনকে নিয়ে। পলিট-ব্যুরোর মোটামুটি দায়িত্বভাগ ছিল এইরকম—লেনিন পার্টি ও সরকারের সর্বময় দায়িত্বে, ট্রট্স্কি গৃহযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে, কামেনেভ সাধারণভাবে লেনিনের নির্দেশিত কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্বে, বুখারিন প্রচার ও তথ্য বিভাগীয় দায়িত্বে এবং স্তালিন পার্টির দৈনন্দিন সমস্ত কাজ পরিচালনার দায়িত্বে। পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেবে যে গৃহযুদ্ধের সময় স্তালিনকে কিভাবে ট্রট্স্কির ব্যর্থতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সমগ্র রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটোছুটি করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে। এক কথায় লেনিনের ছত্রছায়ায় থেকে স্তালিনকে সরকার ও পার্টির প্রায় সমস্ত বিভাগেই সমানভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে। পলিটব্যুরো ছাড়াও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আরেকটি ছোট কমিটি ছিল—সংগঠনব্যুরো। পার্টিকর্মীদের দায়িত্ব বণ্টন পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলির রূপায়ণ, জরুরী নির্দেশাবলী প্রদান ইত্যাদি কাজ

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি, **জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ২৫৬

ছিল সংগঠনব্যুরোর উপর ন্যস্ত। ১৯১৯ সাল থেকে এই ব্যুরোর সদস্য হিসেবে স্তালিনই ছিলেন পলিটব্যুরোর সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী।

ইতিমধ্যে শান্তির পরিবেশে কাজ করার সুযোগে সরকার ও পার্টির কাজকর্ম ও তৎপরতা অনেক বেড়ে গেল। সমস্ত স্থানে অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া জাতিগুলিতেও বিপ্লবের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে শুরু হয়েছে। জাতিগত নীতির ফলে উৎসাহিত হয়ে পশ্চাদ্‌পদ জাতিগুলিও সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে এসেছে। এই সুবিপুল কর্মভার সুপরিচালনার জন্য আরও অধিক সংখ্যক যোগ্য কর্মীকে নেতৃত্বে আনা দরকার। তাই পার্টির একাদশ কংগ্রেস (২৭শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল ৯২২) কেন্দ্রীয় কমিটির আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং 'সাধারণ সম্পাদক' পদ সৃষ্টি হয়। অনিবার্যভাবেই লেনিনের সুপারিশক্রমে নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি 'সাধারণ সম্পাদক' পদে স্তালিনকে নির্বাচিত করে। এই পদের প্রতি ট্রট্‌স্কির লোভ ছিল এবং তিনি তা প্রকাশ করেও ফেলেছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি তা বাতিল করে দেয়। স্তালিনের সহকারী হিসেবে যে দুজন নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন মলোটভ ও কুইবিশেভ। পূর্বের পাঁচজন ছাড়াও নবনির্বাচিত পলিটব্যুরোতে জিনোভিয়েভ ও টট্‌স্কি যুক্ত হন। দুজন সহকারীকে নিয়ে সাধারণ সম্পাদকের একটি দপ্তর পার্টির দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব পালন করতে থাকে পলিটব্যুরোর নেতৃত্বে। রাশিয়ায় বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলা থেকে বিপ্লব সমাধা করা ও বিপ্লবোত্তরকালে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন করা পর্যন্ত সমস্ত অবস্থাতেই লেনিনের নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর কর্মকুশলতা, অসাধারণ তাত্ত্বিক দক্ষতা, মার্কসবাদের প্রসারণে অবদান ইত্যাদি এমন এক সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল যার সামনে সমস্ত নেতাই নতমস্তকে শিক্ষানবিশীর ভূমিকাই বেছে নিতেন। কিন্তু মূল রুশ ভূখণ্ড থেকে সুদূরে অবস্থিত জর্জিয়া হতে উত্থিত এক কর্মীর পক্ষে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের মতো প্রায় উচ্চতম পদে বৃত হওয়া এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অসামান্য কর্মক্ষমতা ও আদর্শনিষ্ঠার জন্য।

এই সময় লেনিন প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ১৯১৮ সালে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে যে আক্রমণ হয়েছিল তার আঘাত তিনি সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেননি। তার উপর পরিশ্রম করার সময় তিনি নিজের শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দেননি। ১৯২২ সালের মে মাসের শেষদিকে লেনিন প্রথমবার

হৃদরোগের আঘাতে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিছুদিন ক্রেমলিন থেকে দূরে গিয়ে বিশ্রাম নেন। চিকিৎসার পর খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর শরৎ-কালে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হন হৃদরোগে। তারপর প্রায় মাস দুয়েক চিকিৎসাধীন ছিলেন। ফলে স্তালিনের উপর আরও গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। পার্টি ও সরকারের প্রায় সমস্ত কাজের দায়িত্বই তাঁর উপর পড়ে যায়।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার জীবনে এই সময় এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় (ইউ. এস. এস. আর)। এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব স্তালিনের। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সন্ধিপত্র রচনা করেন এবং তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেসে সেটা গৃহীত হল। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রও তিনিই রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে এর আগে সোভিয়েতসমূহের সারা রাশিয়া দশম কংগ্রেসে (২৩ থেকে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২২) স্তালিন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। এবং এই কংগ্রেসের সুপারিশক্রমেই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন-এর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে কংগ্রেসে বক্তব্য রাখার পর স্তালিন প্রতিনিধিদের আহ্বান জানালেন :

'কমরেডগণ, সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রসমূহের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি-মণ্ডলীসমূহের সম্মেলনের নির্দেশে আমি প্রস্তাব করছি যে সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন (ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকস) গঠনের প্রশ্নে ঘোষণা ও চুক্তির যে বয়ান দুটি আমি এইমাত্র পড়লাম, আপনারা সে দুটি অনুমোদন করুন। কমরেডগণ, আমি প্রস্তাব করছি আপনারা বয়ান দুটিকে কমিউনিস্টদের বৈশিষ্ট্যমূলক সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করুন এবং তার দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করুন।'[১]

প্রথম কংগ্রেসে স্তালিন কর্তৃক প্রস্তাবিত ঘোষণার শেষে বলা হয় : ...এই যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সমানাধিকারসম্পন্ন জাতিগুলির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠন। প্রত্যেকটি সাধারণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করা হচ্ছে যে তার যুক্তরাষ্ট্র থেকে

১। স্তালিন রচনাবলী, নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড।

বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকবে, সমস্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রগুলি—যা বর্তমানে বিদ্যমান বা পরবর্তীকালে গঠিত হবে—এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, ১৯১৭র অক্টোবরে জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এই নতুন যুক্তরাষ্ট্র তার যোগ্য মুকুট বলে প্রমাণিত হবে, এবং এই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় প্রাচীর ও সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের একটি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে সংযুক্তির পথে নতুন ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ-স্বরূপ কাজ করবে।'[১]

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে লেনিন আবার কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন। তিনি কাউন্সিল অব পিপলস কমিশারস এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ অধিবেশনে নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বিশ্ববিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে বিবরণ পেশ করলেন। মস্কো সোভিয়েতের একটি বর্ধিত সভায় তিনি স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতির উপর এক ভাষণ দেন এবং ঐ ভাষণে আশা প্রকাশ করেন, সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্রের সীমানায় নিশ্চিতভাবে পৌছবে। সাধারণের মধ্যে এটাই ছিল লেনিনের শেষ বক্তৃতা। এরপরে আবার তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিখিল রুশীয় সোভিয়েতগুলির কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েও তিনি ভাষণ দিতে পারেননি। বৈদেশিক বাণিজ্যের একাধিপত্যের প্রশ্ন নিয়ে তিনি রোগশয্যা থেকে স্তালিনকে একটি পত্র লেখেন এবং ঐ পত্র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পাঠ করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের বিরোধী বুখারিন প্রমুখ নেতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তীব্র সমালোচনা করেন এই পত্রে। কেন্দ্রীয় কমিটির এই সভার সভাপতি স্তালিন লেনিনের পত্রকে সামনে রেখে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে বিরোধীদের পরাজিত করেন।

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে লেনিন তৃতীয়বার আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলেন। রাজনৈতিক জগতের প্রত্যক্ষ কাজকর্ম থেকে তাঁকে অবসর নিতেই হল। পার্টি ও রাষ্ট্র কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হল লেনিনের অসুস্থতায়। প্রচণ্ড স্তালিন বিরোধী লেখক আই. ডুয়েৎসার তাঁর 'স্তালিন—রাজনৈতিক জীবনী' গ্রন্থে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করে স্তালিনেরই

১। স্তালিন রচনাবলী, নবরাষ্ট্রিক সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড।

প্রশংসা করেছেন: 'লেনিনের অবর্তমানে পলিটব্যুরো বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর পড়েনি। পক্ষান্তরে—আরও দৃঢ়তা ও অধিকতর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে থাকে। শ্রমিক ও কৃষক বিষয়ক দপ্তর সম্পর্কেও এটা সত্য। যুগপৎ সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর এবং শ্রমিক-কৃষক বিষয়ক দপ্তর ট্রট্স্কির সমালোচনার সম্মুখীন হয়, তিনি শেষোক্ত দপ্তরটি উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব পলিটব্যুরোর সদস্যদের বিরক্তি উৎপাদন করে মাত্র কেননা এই দপ্তরের উপর লেনিনের আশীর্বাদ ছিল।'[১] ১৭ থেকে ২৫শে এপ্রিল পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কিন্তু লেনিনকে বাদ রেখে—বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর থেকে এমনটি আর হয়নি। সুযোগ্য উত্তরসূরীরূপে মহারথী স্তালিন হাল ধরলেন। লেনিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে এবং তাঁর সাম্প্রতিকতম রচনাবলীর ভিত্তিতে দ্বাদশ কংগ্রেসের দলিল প্রস্তুত হল। স্তালিন নিজে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সাংগঠনিক বিবরণী এবং পার্টিতে জাতীয় সমস্যা ও রাষ্ট্রের অগ্রগতি বিষয়েও একটি প্রস্তাব পেশ করেন। লেনিন অনুপস্থিত থাকায় ট্রট্স্কি, বুখারিন প্রমুখ বিরোধীরা মনে করলেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুবর্ণ সুযোগ মিলেছে। তাই তাঁরা সমবেতভাবে স্তালিনের বিরুদ্ধে তাঁদের সমস্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করলেন। কিন্তু ইস্পাতদৃঢ় স্তালিনের ওজস্বিতা ও জনপ্রিয়তার সামনে তাঁরা সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের সমস্ত অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমাদের পার্টি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রয়েছে; বিরাট এক অতিক্রান্তির অগ্নিপরীক্ষায় পার্টি উত্তীর্ণ হয়েছে, পার্টি এখন বিজয়বৈজয়ন্তী উড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি আরও বলেন: 'কমরেডগণ, আমাকে এটা বলতেই হবে যে দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এমন এক-চিন্তাধারায় এত ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ কংগ্রেস দেখিনি। আমি দুঃখিত যে কমরেড লেনিন এখানে নেই। তিনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে বলতে পারতেন: "আমি পার্টিকে পঁচিশ বছর ধরে লালন করেছি এবং একে করে তুলেছি মহান আর শক্তিশালী।" '[২]

পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ

১। **স্তালিন—একটি রাজনৈতিক জীবনী,** আই. ডুয়েৎসার, পৃঃ ২৩৫-৩৬।

২। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড।

অধিবেশন (২৬শে এপ্রিল) স্তালিনকে পলিটব্যুরো, সংগঠন ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের সদস্য নির্বাচিত করে। সাধারণ সম্পাদক পদেও তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। ২৪শে মে ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধান প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর যে বর্ধিত কমিশন গঠিত হয় পার্টির পক্ষ থেকে তিনি তার প্রতিনিধি মনোনীত হন। সমগ্র মে-জুন মাস তিনি এই কমিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন সমস্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও। এই সময়কার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল জাতীয় সাধারণতন্ত্র ও অঞ্চলসমূহের দায়িত্বশীল কর্মীদের সঙ্গে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সম্মেলন (৯-১২ই জুন ১৯২৩)। পার্টির দ্বাদশ সম্মেলনে গৃহীত জাতিগত প্রশ্ন বিষয়ক প্রস্তাব সম্পর্কে যে ভুল বুঝাবুঝি ইতস্ততঃ দেখা যাচ্ছিল তার নিরসন করে স্তালিন গৃহীত নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'স্থানীয় জনগণের শ্রমজীবী মানুষদের পার্টি ও সোভিয়েত বিষয়ে সামিল করানোর জন্য', 'স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য', 'জাতীয় লক্ষণানুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য', 'পার্টির শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য' কতকগুলি ব্যবস্থাবলী তিনি নির্দেশ করে দেন যেগুলি কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিগুলির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন ঘটান যাবে। সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য যে যে ব্যবস্থাগুলি নির্দেশ করেন: (ক) স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত ক্লাব (অ-পার্টি) ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা; (খ) স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত সমস্ত স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জাল প্রসারিত করা; (গ) স্কুলগুলির কাজে স্থানীয় বংশোদ্ভূত কম বেশী অনুগত স্কুল শিক্ষকদের সামিল করা; (ঘ) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য স্থানীয় ভাষায় সংঘ-সমিতির একটি জাল তৈরী করা; (ঙ) প্রকাশনা কার্যক্রম সংগঠিত করা। অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের জন্য এই নির্দেশগুলি দেন: (ক) জনসংখ্যার স্থানান্তরকে নিয়ন্ত্রিত ও যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বন্ধ করা; (খ) রাষ্ট্রীয় ভূমিভাণ্ডার থেকে স্থানীয় শ্রমজীবী জনগণকে যথাসম্ভব জমি বণ্টন করা; (গ) স্থানীয় জনগণের কাছে কৃষি-ঋণ সুলভে প্রাপ্তিসাধ্য করা; (ঘ) সেচের কাজ প্রসারিত করা; (ঙ) সমবায়গুলিকে, বিশেষতঃ উৎপাদন সমবায়গুলিকে, যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া (কারিগরদের আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে); (চ) যেসব সাধারণতন্ত্রে উপযুক্ত কাঁচামাল প্রচুর, কলকারখানা-

গুলিকে সেখানেই স্থানান্তর করা; (ছ) স্থানীয় জনগণের জন্য বাণিজ্যিক ও প্রকৌশলী বিদ্যালয় সংগঠিত করা; (জ) স্থানীয় জনগণের জন্য কৃষিবিদ্যার পাঠক্রম সংগঠিত করা।[১]

অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যস্তরে রয়েছে যে কৃষকসমাজ ও ছোট শহরে শ্রমজীবী মানুষ তাদের বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রশ্ন গভীর অভিনিবেশ সহকারে স্তালিনকে ভাবতে হয়েছিল প্রধানতঃ দুটি কারণেঃ প্রথমতঃ, এই স্তরের জনসমষ্টি সংখ্যার দিক থেকে সর্বাধিক এবং দ্বিতীয়তঃ, তারাই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ মজুত বাহিনী, যার থেকে পুঁজিপতিরা সর্বহারাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তাদের সৈন্য সংগ্রহ করে থাকে। সর্বহারারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে এবং রক্ষা করতে পারে না যদি না তারা এই স্তরের বিশেষতঃ কৃষকদের সহানুভূতি ও সমর্থনের অধিকারী হয়। অক্টোবর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কৃতিত্ব হচ্ছে এই মধ্যস্তরের কৃষক সমাজকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা। 'অক্টোবর বিপ্লব এবং মধ্যস্তরের প্রশ্ন' (৭ই নভেম্বর, ১৯২৩) নামক প্রবন্ধে স্তালিন বলেনঃ 'আমাদের দেশে কৃষকসমাজকে সমাজতান্ত্রিক পতাকার নীচে সমবেত করে তাদের জয় করতে পেরেছি। কৃষকরা শ্রমিকদের হাত থেকে জমি পেয়েছে, শ্রমিকদের সহায়তায় তারা জমিদারদের পর্যুদস্ত করেছে এবং ক্ষমতায় আসীন হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে; যার ফলে, কৃষকসমাজ অনুভব না করে, উপলব্ধি না করে পারেনি যে তাদের মুক্তির প্রক্রিয়া অগ্রসর হচ্ছে এবং অগ্রসর হতে থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা, তার রক্ত-পতাকাকে উড্ডীন রেখে। এর ফলে যে সমাজতন্ত্রের পতাকা আগে কৃষকসমাজের কাছে একটা জুজু ছিল, সেই পতাকা অনিবার্যভাবে রূপান্তরিত হয়েছে এমন এক পতাকাতে যে পতাকা তাকে আকর্ষণ করেছে এবং তার পরাধীনতা, দারিদ্র্য এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি অর্জনে সহায়তা করেছে।'[২]

এই সময় স্তালিন আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভাষণ দেন শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলাদের প্রথম কংগ্রেসের পঞ্চম বার্ষিকী সম্মেলনে। ঐ ভাষণে সমাজতন্ত্র গঠনের পথ পরিক্রমায় শোষিত মহিলাদের ভূমিকা নির্দেশ করে তিনি বলেনঃ

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড।
২। ঐ।

"শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলারা আমাদের দেশের স্বাধীন নাগরিক, তারা শ্রমজীবী ও কৃষক পুরুষদের সঙ্গে সব বিষয়েই সমান। তারা সোভিয়েত এবং সমবায়-সমূহের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে এবং এই নির্বাচনগুলিতে তারা নির্বাচিত হতে পারে। শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলারা আমাদের সোভিয়েত এবং সমবায়-সমূহের উন্নতিসাধন করতে পারে, শক্তিশালী ও বিকশিত করতে পারে, যদি তারা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। অথচ যদি তারা অজ্ঞ থেকে যায়, তাহলে তারা এইসব সংস্থাগুলিকে দুর্বল করতে পারে ও তাদের ক্ষতি-সাধন করতে পারে।...পার্টির আশুকর্তব্য হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ কৃষক মহিলাকে আমাদের সোভিয়েত জীবন গড়ে তোলার সার্বজনীন কাজে টেনে নিয়ে আসা। গত পাঁচ বছরের কাজের ফলে ইতিমধ্যেই আমরা মহিলা কৃষক সাধারণের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাকে নেত্রীত্বে উন্নীত করতে পেরেছি। আমরা আশা করব আরও আলোকপ্রাপ্তা কৃষক মহিলা, কৃষক নেত্রীবর্গের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আমরা আশা করব পার্টি সার্থকভাবেই এই দায়িত্বও পালন করতে পারবে।"[১]

দ্বাদশ কংগ্রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের সামনে এক নতুন বিপদ ঘনায়মান হয়ে উঠল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে চরম প্রতিক্রিয়াশীলরা তখন ক্ষমতায় এসেছে—তারা মিলিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে। এই সংকটে স্তালিন প্রমাণ দিলেন তিনি শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞ যুদ্ধ-বিশারদ ছিলেন না, কূটনৈতিক সংগ্রামেও অদ্বিতীয় ছিলেন। যুদ্ধকে এড়িয়ে তিনি কূটনৈতিক পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন এবং ১৯২৪ সালের মধ্যেই ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রগুলির স্বীকৃতি আদায় করেন।

বৈদেশিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত সুবিধাবাদী ও চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার প্রয়োজন ছিল। তাই দেশীয় চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে পার্টিকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত করার জন্ম স্তালিন স্বীয় স্বাক্ষরে পার্টির প্রতিটি কমিটিকে এক ঘোষণাপত্র পাঠান। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে একটি পার্টি সম্মেলন ডাকা হয়। ১৯২৪ সালের ১৬-১৮ই জানুয়ারী রুশ কমিউনিস্ট (ব) পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনের কার্যাবলী পরি-

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড।

চালনা করেন স্তালিন। তিনি সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন এবং 'পার্টি বিষয়ক আশুকর্তব্যের উপর রিপোর্ট' তিনিই পেশ করেন। এই সভায় ট্রট্স্কিপন্থীদের পেটি-বুর্জোয়া ও বিপথগামীরূপে নিন্দা করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'ট্রট্স্কিবাদ ভাববিলাসীদের পথ—একে ধ্বংস কর'—সম্মেলনে স্তালিন পার্টির সামনে এই আহ্বান জানালেন। এইভাবে দেশী-বিদেশী বিপদ থেকে স্তালিন পার্টিকে উদ্ধার করলেন। 'এটা ঘটনা যে আমরা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেও সংকট কাটিয়ে উঠেছিলাম।' পরবর্তীকালে তিনি আরও বলেছিলেন, 'এসব ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে কমরেড লেনিনের শিষ্যরা তাঁদের শিক্ষকের কাছ থেকে দুয়েকটি বিষয় অন্তত ইতিমধ্যেই শিক্ষালাভ করেছে।'[১]

সংকট কাটিয়ে উঠলেও নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্য আরও বিপদ বুঝি তখনও অপেক্ষা করছিল। বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত পরিচালনার আবশ্যকতা তখন অনুভূত হচ্ছিল নিদারুণভাবে। রুশ বিপ্লবের সর্বপ্রধান নেতা ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিদাতা লেনিনের কাছে নিপীড়িত মানুষের অনেক আশা অনেক প্রত্যাশা। কিন্তু অকালেই পার্টি ও বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এক দুঃসহ দুর্বিপাক নেমে এল। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী মাত্র চুয়ান্ন বৎসর বয়সে ইন্দ্রপতন ঘটল—লেনিনের মৃত্যু হল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতা, গুরু ও বলশেভিক পার্টির স্রষ্টা মস্কোর গর্কি গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবী নিপীড়িত মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু পার্টি এবং জনগণ জানত যে মহান লেনিনের পতাকা একজন বলশেভিকের বিশ্বস্ত হাতে ন্যস্ত হয়েছে যিনি সদাসর্বদা লেনিনের পাশে থেকে বিপ্লবের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করছেন।

লেনিনকে হারিয়ে শ্রমিকশ্রেণী আরও দৃঢ়ভাবে বলশেভিক পার্টিকে আঁকড়ে ধরল। স্তালিনের নির্দেশে লেনিনের স্মৃতি রক্ষার জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা করা হল—তা হল 'লেনিন-স্মৃতি সভ্য-সংগ্রহ' অভিযান। পার্টিতে প্রবেশলাভের জন্য মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই হাজার হাজার শ্রমিক-

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড।

কৃষকের আবেদনপত্র পার্টি দপ্তরে জমা পড়ল। ১৯২৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের স্মৃতিসভায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদের সম্মান রক্ষা ও তাকে সর্বোচ্চস্থানে রক্ষা করার জন্য স্তালিন দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন। এই সভায় কমরেড স্তালিন পার্টির নামে এক সুমহান শপথ গ্রহণ করেন:

'আমরা কমিউনিস্টরা একটা বিশেষ ধাঁচে গড়া মানুষ। একটা বিশেষ উপাদানে আমরা গঠিত। সর্বহারাশ্রেণীর সুমহান সংগ্রাম—বিজ্ঞানীর সেনাবাহিনী, লেনিনের সেনাবাহিনী আমাদের দ্বারাই গঠিত। এই বাহিনীর একজন হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নেই। যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হলেন কমরেড লেনিন, সেই পার্টির সভ্য হওয়ার চেয়ে সম্মানজনক উপাধি আর কিছু নেই।···

'আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, পার্টি সভ্যপদের মহান মর্যাদার শুচিতাকে যেন আমরা রক্ষা করি ও তার পতাকাকে ঊর্ধ্বে উড্ডীন রাখি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে এই আমাদের শপথ: তোমার এই আদেশ আমরা সসম্মানে পূর্ণ করব।···

'আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, পার্টির ঐক্যকে যেন আমাদের চোখের মণির মত রক্ষা করে চলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ তোমার এই আদেশও আমরা সসম্মানে পূর্ণ করব।···

'আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে আমরা যেন রক্ষা করে চলি, শক্তিশালী করে তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ: তোমার এই আদেশও সসম্মানে পূর্ণ করতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না।···

'আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন সর্বশক্তি দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীকে শক্তিশালী করে তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ: তোমার এই আদেশও আমরা সসম্মানে পূর্ণ করব।···

'কমরেড লেনিন অক্লান্তভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন আমাদের দেশের নানা জাতির স্বেচ্ছায় গঠিত ঐক্যবন্ধন বজায় রাখা এবং "প্রজাতন্ত্রপুঞ্জের যুক্তরাষ্ট্রের" কাঠামোর মধ্যে তাদের সৌভ্রাত্র ও সহযোগিতা চালু রাখা

কত প্রয়োজন। আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করেছেন যে প্রজাতন্ত্রপুঞ্জের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনকে যেন আমরা সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ: তোমার এই আদেশও আমরা পরিপূর্ণ করব।

'কমরেড লেনিন বারবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে, লালফৌজকে শক্তিশালী করা এবং উন্নতিসাধন করা পার্টির সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ।…কমরেডরা, আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি যে আমাদের লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না।…

'আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সময় কমরেড লেনিন নির্দেশ দিয়েছেন যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মূলনীতিসমূহে আমরা যেন একনিষ্ঠ থাকি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমাদের শপথ: সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সঙ্ঘ—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সুসংহত ও সুবিস্তৃত করার কাজে প্রাণপাত করতে আমরা দ্বিধা করব না।'[১]

২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৪ লেনিনের শবযাত্রার প্রাকালে অনুষ্ঠিত গার্ড অব অনারে স্তালিন মঞ্চে থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেন। স্তালিন সহ অন্যান্য নেতারা কফিন বহন করে রেড স্কোয়ার পর্যন্ত শবযাত্রা সম্পন্ন করেন। ২৮শে জানুয়ারী এক শোকসভায় তিনি দীর্ঘ ভাষণে লেনিনের অবদানগুলিকে জনগণের সামনে তুলে ধরেন।

শিক্ষক ও নেতার স্মৃতিসভায় এই ছিল বলশেভিক পার্টির শপথ এবং স্তালিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রের শত্রুরা লেনিনের মৃত্যুর সুযোগে বলশেভিক পার্টিকে এই শপথ থেকে বিচ্যুত করে, লেনিনবাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ধনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। অকুতোভয় স্তালিন বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে ১৯২৪ সালের মে মাসে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্রকারীদের পর্যুদস্ত করে লেনিনবাদের পতাকাকে অম্লান রাখেন।

ঐ মে মাসেই কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারি অধিবেশনে পরবর্তী নেতৃত্ব বিষয়ে 'লেনিনের উইল' বলে কথিত দলিলটি উত্থাপিত হয়। ঐ দলিলে নাকি স্তালিনকে নেতৃত্বে না রাখার কথা বলা ছিল। যতদূর জানা যায় কথিত দলিলটি নাকি লেনিন মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় মুখে বলে যান এবং

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড।

অপরে লিখে রাখে। এই দলিলের বিষয়টি একটু বিস্ময়ের। লেনিন সর্বদাই স্তালিনের কাজের সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করতেন। তাছাড়া একবার মাত্র স্তালিনের শ্রমিক সংক্রান্ত দপ্তরের মৃদু সমালোচনা করেছিলেন। সারা জীবনের উচ্চ প্রশংসার পরিবর্তে মাত্র এই মৃদু সমালোচনার জন্য যদি তাঁর অপসারণ লেনিন চাইতেন তাহলে সারা জীবন যাঁরা বিপ্লবের বিরোধিতা করে এল তাদের অপসারণের কথা নিশ্চয়ই লেনিন আরও জোরের সঙ্গে বলে যেতেন। তাছাড়া লেনিনের অসুস্থতার সময় স্তালিন সহ অন্যান্য সকল নেতাই প্রায় রোজই তাঁর কাছে যেতেন। অথচ প্লেনারি অধিবেশনে পেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্তালিন বা অন্যান্য নেতারা এ বিষয়ে আদৌ অবহিত ছিলেন না। সর্বোপরি লেনিন তাঁর সহকর্মীদের ভুলত্রুটি বা বিচ্যুতি সম্পর্কে সবসময়েই খোলাখুলিভাবে আলোচনা বা সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সম্পর্কে এধরনের চরম মনোভাব গোপন রেখে উইল করে যাবেন মৃত্যুর আগে—এ কথা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করা কঠিন। যাহোক, লেনিনের উইল বলে কথিত দলিলটি প্লেনারি অধিবেশনে পেশ করা সত্ত্বেও উপস্থিত সদস্যরা কিন্তু স্তালিনের নেতৃত্বকেই স্বীকার করে নেন এবং দলিলটি আসন্ন ত্রয়োদশ কংগ্রেসে পেশ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় প্রধানতঃ জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের প্রস্তাবানুসারে। এমন কি ট্রট্স্কিও তেমন জোরালোভাবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি।

পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে স্তালিনই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং মুখ্য প্রস্তাবগুলি তিনিই উত্থাপন করেন। সাংগঠনিক বিষয়ে ট্রট্স্কি ও প্রিয়োব্রাঝেনস্কির কটু সমালোচনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে স্তালিন বলেন :

'আমাদের পার্টি যে ঐক্যবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ থাকবেও, সেটা হাতেকলমে প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান কংগ্রেসের দ্বারা, এর ঐক্যমত ও সংহতি দ্বারা। পার্টির মধ্যে বিরোধী পক্ষ বলে পরিচিত সেই অকিঞ্চিৎকর উপদলটার সঙ্গে আমাদের ঐক্য থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে তাঁদের ওপর। বিরোধী-পক্ষের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করেই আমরা কাজ করতে চাই।'[১]

এরপর ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই ১৯২৪ পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে স্তালিন

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড।

সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন এবং লেনিনবাদের উপর প্রস্তাব, রাজনৈতিক ও কর্মসূচীগত প্রস্তাবসমূহের জন্য গঠিত কমিশনেরও তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতিরূপে তিনি ভাষণ দেন। আন্তর্জাতিকের এই সম্মেলন স্তালিনকে সভাপতি-মণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত করে।

১৯২৪ সালের শেষের মাসগুলিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে', 'অক্টোবর বিপ্লব এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট-দের রণকৌশল' ইত্যাদি। এছাড়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত গ্রামাঞ্চলের পার্টি ইউনিটগুলির সম্পাদকদের সম্মেলনে (২২শে অক্টোবর ১৯২৪) তিনি গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজকর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি আলোচনা করে প্রধান করণীয় কাজ সম্পর্কে নির্দেশ দেন। ১৯শে নভেম্বর এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর কমিউনিস্ট গ্রুপের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে 'ট্রট্স্কিবাদ না লেনিনবাদ?'— এই প্রশ্নে এক তত্ত্বমূলক ভাষণে তিনি ট্রট্স্কির 'অক্টোবরের শিক্ষা' নামক গ্রন্থে যে আক্রমণ হানা হয় তার বিরুদ্ধে লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠতা আরেকবার কমরেডদের সামনে প্রমাণ করেন এবং ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে পার্টির কর্তব্য সম্পর্কে বলেন: 'বলশেভিকবাদকে হেয় করার জন্য, তলায় তলায় ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, ট্রট্স্কিবাদ এখন ব্যবস্থা নিচ্ছে। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে মতাদর্শগত প্রবণতা হিসেবে ট্রট্স্কিবাদকে কবর দেওয়া। বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা এবং ভাঙনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কমরেডস্, এটা প্রলাপমাত্র। আমাদের পার্টি মজবুত আর প্রবল শক্তিশালী। কোন ভাঙন ধরাতে পার্টি দেবে না। আর দমনমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে আমি সুস্পষ্টভাবে এর বিরোধী। দমনমূলক ব্যবস্থা নয়, আমাদের এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে পুনরুজ্জীবিত ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মতাদর্শগত সংগ্রাম।'[১]

ট্রট্স্কির নেতৃত্বে চতুর্দিকে লেনিনবাদের এমন বিকৃত ব্যাখ্যা হতে থাকে যে স্তালিন অনুভব করেন তরুণদের শিক্ষার জন্য লেনিনবাদের তত্ত্বগত ভিত্তি ব্যাখ্যাত হওয়া জরুরী প্রয়োজন। তিনি 'লেনিনবাদের ভিত্তি' পর্যায়ে স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেন যা পরে ঐ নামে গ্রন্থ হয়ে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই আলোচনার পরিপূরক 'লেনিনবাদের সমস্যা' গ্রন্থে তিনি লেনিনবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন: 'লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদী যুগের এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, লেনিনবাদ হল সাধারণভাবে সর্বহারা বিপ্লবের কৌশলনীতি এবং বিশেষ করে সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্ব ও কৌশল।' এই গ্রন্থে লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে, এর পদ্ধতি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব এবং তার গুরুত্ব, এই তত্ত্বের মূলগত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে স্তালিন আলোচনা করেছেন; এছাড়াও সর্বহারা একাধিপত্য, কৃষক সমস্যা, জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্ন, নীতি ও কৌশল, পার্টি এবং লেনিনবাদী কর্মধারা—এ সমস্ত বিষয় নিয়েও এই বইতে স্তালিন আলোচনা করেন।

শান্তি ও পুনর্গঠনের সময় স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পার্টিকে অভ্রান্ত পথে এগিয়ে নিয়েছিল। নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রধান ধাপগুলি অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য ছিল, তা সত্ত্বেও উৎপাদন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বলশেভিকবাদের যারা শত্রু, সমাজতন্ত্রের যারা বিরোধী ছিল, তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে, যতদিন পর্যন্ত না সমাজতন্ত্র অন্যান্য দেশে জয়লাভ করবে, ততদিন শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। 'একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়' সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদের সত্যতা তারা অস্বীকার করল। স্তালিন সমস্ত পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের সামনে এই প্রশ্নের সহজ সরল-সমাধান দিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, সমাজতন্ত্রের চরম জয় অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে ধনতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সর্বপ্রকার অভিযান ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সৃষ্টি করা, একমাত্র অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনীর বিলোপ সাধনের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যেখানে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে কথা—সে ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়ের এবং শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সর্বরকম প্রয়োজনীয় উপাদান ও অবস্থার অস্তিত্বই বর্তমান আছে। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্তালিনের বিখ্যাত সৃষ্টি 'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সোভিয়েত

ইউনিয়নে অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নটিকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে দেখান সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-কৃষকরা নিজের দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে সম্পূর্ণ সক্ষম যদিও পারিপার্শ্বিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারণে সমাজতন্ত্রের বিপদ অবলুপ্ত হবে না।

১৯২৫ সালের ৯ই মে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি(ব)র মস্কো সংগঠনের সক্রিয় কর্মীদের এক সভায় 'উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির কমিউনিস্টদের আশু কর্তব্য' এই পর্যায়ে এক ভাষণে স্তালিন বলেন :

ক) অগ্রসর দেশগুলি থেকে পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে পুঁজিবাদের স্থিতি-শীলতার জন্য উৎসাহ পেয়ে পুঁজির রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে এবং দ্রুতগতিতেই তা বিকশিত হয়ে চলতে থাকবে, পুরাতন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে তা ভেঙেচুরে ফেলছে এবং তার জায়গায় নতুন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে ;

খ) এই সব দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী বেড়ে উঠছে এবং দ্রুতগতিতেই তা বেড়ে চলবে ;

গ) উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও বৈপ্লবিক সংকট বেড়ে উঠছে এবং তা বেড়েই চলবে ;

ঘ) এই যে বিকাশটি চলতেই থাকবে তার ফলে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা স্তরের সৃষ্টি হবে যার সবচেয়ে ধনবান ও শক্তিমান স্তরটি তাদের দেশের বিপ্লবকে সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে বেশী ভয় করে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি রফাকে অধিকতর বাঞ্ছিত মনে করবে এবং নিজেদের দেশের (ভারত, মিশর প্রভৃতি) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে ;

ঙ) এই পরিস্থিতিতে, ঐসব দেশ আপোষকামী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেই শুধু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে।'[১]

স্তালিনের এই বিশ্লেষণ যে কত সঠিক ছিল এই সব দেশের পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। যথারীতি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করেন স্তালিন। এই প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড।

স্তালিন বলেন, আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই—দেশকে কৃষিভিত্তি থেকে শিল্পভিত্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কিন্তু ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ প্রমুখ বিরুদ্ধবাদীরা এই শিল্পনীতির বিরোধিতা করে কার্যতঃ দেশকে কৃষিভিত্তিক করে রাখতে চেয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ স্তালিন সহজেই এই বিরুদ্ধবাদীদের মুখোশ খুলে দিয়ে পার্টিকে পূর্বের ন্যায় সঠিক পথে পরিচালনা করেন। বিগত বছরের কার্যাবলীর বিশ্লেষণ করে তিনি রাজনৈতিক প্রতিবেদনে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন: 'ইলিচ আমাদের আত্মসন্তুষ্ট না হতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমরা আত্মসন্তুষ্ট হব না। কয়েকটি ভুল হয়েছে—কিন্তু সফলতাও তো হয়েছে। যাই হোক না কেন আমরা একটা জিনিস তো করতে পেরেছি যা কেউ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, তা হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাপক নির্মাণকার্যের মধ্য দিয়ে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বলশেভিক অভিযানের মধ্য দিয়ে, এই ক্ষেত্রে আমরা যে সফলতা অর্জন করেছি তার মধ্য দিয়ে আমরা গোটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিতে পেরেছি যে ক্ষমতা দখল করার পর শ্রমিকশ্রেণী শুধু পুঁজিবাদের পরাজয় সাধন করতে পারে তাই নয়, শুধু মাত্র ধ্বংস করতে পারে তাই নয়, পারে নতুন একটি সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজও গড়ে তুলতে।...আমরা পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমূহকে দেখিয়ে দিতে পেরেছি যে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে যে শ্রমিকরা প্রভুদের জন্য শুধু কাজই করতে জানত, আর প্রভুরা শাসনকার্য চালাত—সেই শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করার পর একটা বিরাট দেশ শাসনের এবং চরম কঠিন অবস্থার মধ্যেও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সামর্থ্য সপ্রমাণ করেছে।'[১] সমস্ত দিক দিয়ে এই কংগ্রেসের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই প্রকাশিত 'লেনিনবাদের সমস্যা' শীর্ষক গ্রন্থে স্তালিন লেখেন:

'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হল এই যে, নতুন বিরোধিতার ভ্রান্ত পন্থার মূল পর্যন্ত এই কংগ্রেস দেখিয়ে দিতে পেরেছিল, তাদের সন্দেহকে উপেক্ষা করতে পেরেছিল, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিতে পেরেছিল, পার্টির সামনে জয়ের সম্ভাবনা তুলে ধরেছিল এবং এইরকম করে সর্বহারাদের মনে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের জয় সম্বন্ধে অসীম বিশ্বাস এনে দিয়েছিল।'

এইভাবে লেনিনের মৃত্যুর পরে সংগ্রামের সবচেয়ে কঠিন সময়ে শত্রুর

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড।

শক্তিকে পর্যুদস্ত করে পার্টিকে প্রতিনিয়ত জয়ের পথে স্তালিন পরিচালিত করলেন—মূলনীতি ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে মূল্যবান সংযোজন দিলেন এবং 'লেনিনবাদের সমস্যা' গ্রন্থের মাধ্যমে পার্টিকে এগিয়ে চলার অভ্রান্ত পথনির্দেশ করলেন। দেশকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নতির পথে পরিচালিত করার জন্য এবং কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্তালিন নিজে কতকগুলি পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করেন।

নিজের কর্মক্ষমতা, ধীশক্তি, দূরদৃষ্টি, গভীর তত্ত্বগত পাণ্ডিত্য দিয়ে স্তালিন যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চললেন, বলা চলে, লেনিনের অভাব যেন অনেকটা ঘুচে গেল। যদিও হিমালয়ের মত ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যুতের মত পরিচালনশক্তি তথাপি সহকর্মীদের সঙ্গে ছিল তাঁর মধুর পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। অতি অল্প সময়েয় মধ্যে জনগণের ভালবাসা ও সমর্থন তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে স্থায়ীভাবে আসীন করেছিল যেখানে কোন চিড় ধরান বিরোধীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত থাকলেও তাঁর মধ্যে বিনয়ের কখনও অভাব হয়নি, নিজেকে তিনি সর্বদাই লেনিনের শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করতেন। জার্মান লেখক এমিল লুডউইগের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি লেনিনের অবিমিশ্র প্রশংসা করেন এবং নিজের প্রসঙ্গে শুধু বলেন: 'আমার কথা বলতে গেলে, আমি লেনিনের একজন সামান্য শিষ্য এবং আমার জীবনের লক্ষ্য হল তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হয়ে ওঠা।'[১]

১। জে. ভি. স্তালিন—জার্মান লেখক এমিল লুডউইগের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পৃঃ ৩।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ এবং স্তালিনের নেতৃত্ব

বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর সর্বহারাশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এলে ধনতান্ত্রিক সমাজের কি ধরনের পরিবর্তন আসবে মার্কস-এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' ও অন্যান্য গ্রন্থে তার কিছু ধারণা দিয়েছিলেন। কিন্তু রুশ বিপ্লবের পূর্বে আর কোথাও তার প্রয়োগের সুযোগ ঘটেনি; ফ্রান্সে ক্ষণিকের জন্য যে 'প্যারিস কমিউন' ঝলকে উঠেছিল তা কোন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী প্রতিপালনের অবকাশ পায়নি। তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পথ কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। তার উপর লেনিনের অকাল বিয়োগ পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলল। সোভিয়েত শাসনের প্রথম দিকেই অবশ্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল যার ফলে শোষকশ্রেণী ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা এবং কলকারখানা, রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

লেনিন পথনির্দেশ করে ইতিপূর্বে দেখিয়েছিলেন সর্বহারা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, যখন বৃহৎ শিল্পগুলি সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে এল এবং সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সমাজের নেতৃত্ব করতে লাগল তখন একমাত্র সমবায় ব্যবস্থার মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল। লেনিন বলেছেন, এমন কোন দেশ নেই যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্যের জন্য যেতে পারে; কঠিনতম মিতব্যয়িতা এবং সংযমের দ্বারাই দেশের শিল্প-প্রসার এবং দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রচলন ইত্যাদির কাজ সফল করার উপায় বার করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন:

'আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে···আমাদের সঞ্চিত প্রত্যেকটি মুদ্রা বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রসারের জন্য, বিদ্যুৎ প্রচলনের জন্য, ভল্‌খভ হাইড্রো-

ইলেকট্রিক স্টেশনের সম্পূর্ণ সংগঠন ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়। এর মধ্যেই কেবল আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা নিহিত আছে। যখন আমরা এই কাজ শেষ করব, উপমা দিয়ে বলতে গেলে কেবল তখনই আমরা সেই ঘোড়াকে চালাতে সমর্থ হব—দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকরূপী ঘোড়া—বিধ্বস্ত কৃষক-দেশের অর্থনীতির ঘোড়া, যে ঘোড়াকে সর্বহারাশ্রেণী খুঁজছে এবং না খুঁজে পারে না—বৃহৎ যন্ত্রশিল্প, বিদ্যুৎ, ভল্‌খভস্ট্রয় ইত্যাদির জীবন্ত সেই ঘোড়া।'[১]

পার্টিকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে লেনিন নির্দেশিত এই পথে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। স্তালিনের নেতৃত্বে নব-সংগঠন যুগের সংকট সবেমাত্র তখন কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকরা মাঝে মাঝেই এই সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। ১৯২৫ সালের শেষের দিকে কামেনেভ-জিনোভিয়েভের দল আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের পরাজিত করার জন্য বলশেভিক পার্টির কয়েকজন প্রথম সারির নেতাকে লেনিনগ্রাদে পাঠান হল এবং এঁদের নেতৃত্ব দিলেন স্তালিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক এস্. কিরভ।

১৯২৬ সালের ২২শে জানুয়ারী কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী এবং 'অতি-বামপন্থী'দের বিরোধিতার সমালোচনা করে স্তালিন বক্তৃতা দিলেন। ফরাসী পার্টিতে দক্ষিণপন্থা ও জার্মান পার্টিতে অতিবামপন্থীর উৎপাত আন্তর্জাতিককে ভাবিয়ে তুলেছিল। স্তালিন এই উভয় বিচ্যুতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাঁর ভাষণে সংগ্রামের আহ্বান জানান। তাঁর ভাষণের নিম্নাংশটি সমস্ত দেশের পার্টির পক্ষেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: 'এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে দক্ষিণপন্থী ও "অতিবামপন্থীরা" প্রকৃত প্রস্তাবে যমজ, সেইজন্য উভয়েই সুবিধাবাদী নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করে; তাদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, যেখানে দক্ষিণ-পন্থীরা সব সময়ে তাদের সুবিধাবাদকে গোপন করে না, সেখানে বামপন্থীরা সর্বদাই তাদের সুবিধাবাদকে "বিপ্লবী" বুলির দ্বারা প্রতারিত করার কৌশল অবলম্বন করে। কুৎসা রটনাকারী এবং অসাংস্কৃতিক, একান্ত বিষয়ী ব্যক্তিরা আমাদের সম্বন্ধে কি বলে তা দিয়ে তো আমরা আমাদের নীতি নির্ধারিত হতে দিতে পারি না। তুচ্ছ লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে কি কাহিনী রচনা করে

১। লেনিন—**নির্বাচিত রচনাবলী,** ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০০-৪০১।

তার দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে আমাদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে এবং আস্থা-সহকারে রাস্তায় চলতে হবে।'[১] ১৯২৬ সালের ১৫ই জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের যুক্ত সভায় তাঁর বক্তৃতা, পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশনে বিরোধীদলের বিরুদ্ধে, তাঁর প্রবন্ধ এবং ১৯২৮ সালের নভেম্বরে এই সম্মেলনেই 'আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি'—এই বিষয়ের উপর আলোচনা সভায় তাঁর বিবরণ ও প্রত্যুত্তর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ট্রট্স্কিবাদের শঠতার মুখোশ খুলে দিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, এই বিরোধীদল পরবর্তীকালে অনিবার্যভাবে বিপ্লব-বিরোধী শক্তিতে পরিণত হবে।

চতুর্দশ কংগ্রেসের পর কামেনেভ-জিনোভিয়েভ গোষ্ঠী ট্রট্স্কির পাশে এসে দাঁড়ায় এবং পার্টিতে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের সপক্ষে ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে পার্টির মধ্যে তীব্র সোরগোল সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামে ব্যাপৃত পার্টির সামনে এইসব প্রবীন নেতাদের কার্যকলাপ পার্টির মধ্যে এবং সরকারের কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। তাই স্তালিনকে দৃঢ়তার সঙ্গে এই সব বিচ্যুতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে পার্টিকে সঠিকপথে চালানর কাজে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়। পঞ্চদশ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত রচনায় তিনি বলেন :

' "নয়া বিরোধীশক্তির" ট্রট্স্কিবাদের দিকে অতিক্রমণ দুটি প্রধান ঘটনার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে :

ক) আমূল পরিবর্তনের বর্তমান সময়পর্বের নতুন অসুবিধাসমূহের মুখোমুখি হওয়ায় "নয়া বিরোধীশক্তি"র অনুগামীদের মধ্যে ক্লান্তি, দোদুল্যমানতা, হতাশাবাদ ও পরাজয়ের মনোভাব, যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর স্বভাবগত নয়; অধিকন্তু কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের বর্তমান দোদুল্যমানতা এবং পরাজয়ের মনোভাব আকস্মিকভাবে ঘটেনি, এগুলি হল তাঁদের সেই দোদুল্যমানতা এবং হতাশাবাদের পুনরাবৃত্তি, পুনঃসংগঠন, যেগুলি ৯ বছর আগে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, আমূল পরিবর্তনের সেই সময়কালের অসুবিধাসমূহের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা দেখিয়েছিলেন।

খ) চতুর্দশ কংগ্রেসে "নয়া বিরোধীশক্তি"র সম্পূর্ণ পরাজয় এবং তার ফলে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড।

ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে যে-কোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা, যাতে দুটি গোষ্ঠীকে ট্রট্স্কিপন্থী এবং নয়া বিরোধীশক্তি সংযুক্ত করে এই গোষ্ঠীগুলির দুর্বলতার এবং ব্যাপক শ্রমিক সাধারণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার ক্ষতিপূরণ করা যায়, আরও বেশি এই কারণে যে, ট্রট্স্কিবাদের আদর্শগত মতামত "নয়া বিরোধীশক্তি"র হতাশাবাদের বর্তমান মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপ খেয়েছে।'[১]

এই বিরোধীশক্তির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পার্টির করণীয় কাজ সম্পর্কে স্তালিন বলেন :

"বিরোধী ব্লক এখনো যে সমস্ত ভ্রান্ত মতসমূহ আঁকড়ে রয়েছে সেগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো ; এই সমস্ত ধারণার সুবিধাবাদী প্রকৃতির মুখোশ খুলে দেওয়া, তা সেই প্রকৃতি গোপন করতে যে "বৈপ্লবিক" বাক্‌বৈশিষ্ট্যই ব্যবহার করা হোক না কেন, এবং এমনভাবে কাজ করা যাতে সম্পূর্ণরূপে এবং চূড়ান্তভাবে উৎখাত হবার ভয়ে বিরোধী ব্লক তার ভুলগুলি বর্জন করতে বাধ্য হয়।'[২]

জাতীয় অর্থনীতিতে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে আনার পর সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে পার্টিকে কাজ শুরু করতে হল এবং জনসাধারণের সামনে এর তাৎপর্য তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিল। পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশনে স্তালিন বলেন :

'কোনদিকে যাব সে সম্বন্ধে না জেনে এবং আন্দোলনের লক্ষ্যের কথা মনে না রেখে আমরা অগ্রসর হতে পারি না। ভবিষ্যৎ না দেখে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কাজ আরম্ভ করার পর যে আমরা তাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হব এই বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে আমরা কাজে হাত দিতে পারি না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি ছাড়া এবং স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া গঠন কাজের নেতৃত্ব পার্টি নিতে পারে না। বার্নস্টেইনের উপদেশ মত আমরা এভাবে বলতে পারি না যে, আন্দোলনই সব, উদ্দেশ্য কিছুই নয় ; বিপরীতপক্ষে, যেহেতু আমরা বিপ্লবী, সেইহেতু সর্বহারার গঠনকাজের মূলগত শ্রেণী-উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের অগ্রগতি এবং

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড।
২। ঐ।

র্মধারা পরিচালিত করব। নাহলে আমরা নিঃসন্দেহে এবং অব্যর্থভাবে সুবিধাবাদের পঙ্কিল আবেষ্টনীতে নিক্ষিপ্ত হব।'

কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশন সিদ্ধান্ত করল যে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ শিল্প যে একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করছে—তা আরও দৃঢ় করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী নেওয়া হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী সফল করার জন্য স্তালিন তাঁর সমস্ত মনযোগ, উৎসাহ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ়তা নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রত্যেকটি কারখানার অগ্রগতির কাজ তিনি নিজে দেখাশোনা করতেন। সতর্ক 'উদ্যান-পালকের' মত তিনি নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিটি নবজাত প্রকল্পকে সস্নেহে লালন করতেন। নতুন ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের অবস্থার তিনি উন্নতিসাধন করতে লাগলেন, শ্রমিকদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রের প্রতিটি বিকাশের দিকে তিনি দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের আলোকে বিজয়ের পথ আলোকিত করতে লাগলেন অব্যর্থভাবে। গৃহীত কর্মধারা থেকে পার্টিকে বিচ্যুত করার প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে তিনি নির্দয়ভাবে দমন করলেন।

এই বিরাট কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অবিরতভাবে। চলতে লাগল তাঁর লেখার কাজ। লেনিন বেঁচে নেই, দেশের অভ্যন্তরে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের বিপ্লবের সমস্যা বিষয়ে তিনি ছাড়া আর কেই-বা পথ দেখাবেন। এইভাবে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর 'চীন বিপ্লবের সমস্যা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, ২৮ জুন প্রকাশিত হল 'সাময়িক প্রসঙ্গের টীকা', সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম আমেরিকান শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হল; নভেম্বরে বিদেশী শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী এবং 'অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য' প্রকাশিত হল।

তাঁর রচনায় স্তালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের এবং পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন এবং এইভাবে নব নব অবদানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এই সমস্ত রচনায় সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার তত্ত্বই প্রধান সুর। কেমন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিকে, বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণীর প্রধান অবলম্বনকে, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক জনসাধারণের পিতৃভূমিকে এবং

সাম্যবাদের জন্মভূমিকে শক্তিশালী করতে হয়, তা তিনি শিখিয়েছেন। কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে গ্রাম্য জনসাধারণকে সাহায্য করা সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেদিকে স্তালিন বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলেন। দেশের শিল্পপ্রসারে তাঁর নীতি মেনে নিয়ে পার্টি যেভাবে কাজ করছিল, তা পরবর্তী-কালে গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য গণ-আন্দোলনকে সম্ভব করে তুলেছিল। ১৯২৬ সালের ৬ই আগস্ট স্তালিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক প্রতিনিধির এক পত্রের উত্তরে পত্র লেখেন।

দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্ত সমস্যার সঙ্গে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বও বহুলাংশে তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। ১৯২৬-২৭ সালে বিশেষ করে চীনের বিপ্লবের প্রশ্নে বিভিন্ন আলোচনা, ভাষণ ও প্রবন্ধে তিনি আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিকোণ রচনায় সহায়তা করেন। ২৪ মে, ১৯২৭ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্ম-পরিষদের অষ্টম প্লেনামের দশম অধিবেশনে 'চীনের বিপ্লব এবং কমিনটার্নের কর্তব্য' বিষয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণে চীন বিপ্লবের প্রশ্নে ট্রট্স্কি ও তার চিন্তাধারার অনুসারী জিনোভিয়েভ, বুখারিনের ভ্রান্ত মতামত-গুলিকে ব্যাখ্যাসহ বাতিল করে দেন। আন্তর্জাতিক তাঁর বক্তব্যকেই গ্রহণ করে। ৩১শে মে, ১৯২৭ প্রাচ্যের মেহনতকারীদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি এক ভাষণে তিনি বলেন: 'এই কমরেডরা ইতিহাসের এক চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁদের জঙ্গী কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছেন যখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চীনের বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করতে চেষ্টা করছে এবং পাশাপাশি সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের রক্ষাকারী এই শক্তি-শালী ও দুর্ভেদ্য দুর্গ, বিশ্বের প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। যাঁরা সবেমাত্র স্নাতক হয়েছেন আমার সেইসব কমরেড-দের অভিনন্দন জানিয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি পোষণ করছি যে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁদের কর্তব্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করবেন এবং সাম্রাজ্য-বাদী নিপীড়নের হাত থেকে প্রাচ্যের মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার কাজে তাঁরা তাঁদের সমস্ত উদ্যম ও জ্ঞানকে ব্যবহার করবেন।'[১]

১৯২৭ সালের শরৎকালে ট্রট্স্কিপন্থাদের পার্টি ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেল। ধনতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তারা একটি দল সৃষ্টির

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, নবম খণ্ড।

জন্য জোট বাঁধতে থাকে এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করতেও থাকে। তাছাড়া কুৎসা রটনা করা এবং প্ররোচনামূলক উত্তেজনা সৃষ্টি করার কাজেও লিপ্ত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গেও তাদের সংযোগ জানাজানি হয়ে গেল। পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে (২রা—১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭) স্তালিন এদের স্বরূপ উদঘাটিত করে বিবরণী পেশ করেন এবং এদের বিরুদ্ধে শাস্তি দাবী করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল, ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীদল লেনিনবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মেনশেভিক দলে অবনতি হয়েছে, আন্তর্জাতিক এবং স্বদেশী বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পথ নিয়েছে এবং বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে সর্বহারা একাধিপত্যের শত্রু একটা তৃতীয় শক্তির হাতের যন্ত্র স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিপূর্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমালোচনার চাপে ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে ট্রট্স্কি যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী দপ্তর থেকে পদত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য ছিল যৌথ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়ে পার্টির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ হানা। এই সময় রাইকভ মন্ত্রীমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাইকভ, বুখারিন ও টট্স্কির পূর্ণ সমর্থন স্তালিন লাভ করেন। চতুর্দশ কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে যে পলিটব্যুরো গঠিত হয় তাতে নতুন সদস্য হিসেবে মলোটভ, ভরোশিলভ এবং কালিনিন নির্বাচিত হন। এর ফলে স্তালিনের হাত শক্তিশালী হয়। ভরোশিলভ যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার লাভ করেন। কিন্তু এই দপ্তরের উপমন্ত্রী লাশেভিচ, যিনি জিনোভিয়েভের বন্ধু ছিলেন, সেনাবিভাগের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক চক্রান্ত করছিলেন। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে স্তালিন এই চক্রান্ত ফাঁস করে দেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে পার্টি ও সরকারী দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয়। জিনোভিয়েভও পলিটব্যুরো থেকে বাদ পড়ে যান। বিরোধীপক্ষ প্রকৃতপক্ষে পার্টির মধ্যে একটি উপদল হিসেবে কাজ করছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি এই উপদলের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে যখন উপদলীয় নেতাদের পার্টি থেকে বহিষ্কারের হুমকী দেয় তখন এই সব নেতৃবৃন্দ পশ্চাদপসরণ করেন। ৪ঠা অক্টোবর ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, প্যাতাকভ, সোকোলনিক প্রমুখরা এক যুক্ত ঘোষণায় স্বীকার করেন যে তাঁরা পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত

ছিলেন এবং পার্টির মধ্যে তাঁদের উপদলকে তাঁরা ভেঙে দেবেন। অক্টোবরের শেষে ট্রট্স্কি পলিটব্যুরো থেকে এবং জিনোভিয়েভ আন্তর্জাতিকের সভাপতির পদ থেকে অপসারিত হন। কংগ্রেস উপলক্ষে ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ-চক্র একটি পৃথক প্রতিবেদন গোপনে ছড়াতে থাকে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই কাজকে পার্টি-শৃঙ্খলা-বিরোধী বলে গণ্য করে এবং তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারণ সুপারিশ করে। এঁদের কার্যকলাপ ক্রমশ প্রকাশ হতে থাকে। ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের নেতৃত্বে মস্কো ও লেনিনগ্রাদে দুটি প্রকাণ্ড মিছিল বের হয়, যেখান থেকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া হয়। পার্টির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে জনগণের সামনে টেনে আনার এই চক্রান্ত চরম শৃঙ্খলা-বিরোধী এবং জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। স্বভাবতই পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেস এই কার্যকলাপকে পার্টিসদস্যের পক্ষে অসংগতিপূর্ণ কাজ বলে গণ্য করে এবং ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ সহ ৭২ জনের পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। কামেনেভ ও রাকোভ্স্কির বিরোধিতা কংগ্রেস থেকে বাতিল হয়ে যায়। কামেনেভের ওকালতির বিরুদ্ধে স্তালিন মন্তব্য করেন, 'যথেষ্ট হয়েছে কমরেডস্, এই খেলার অবশ্যই একটা পরিসমাপ্তি হওয়া দরকার।'

পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করার সময় ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের বহিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করেন: 'ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি কেন বহিষ্কার করেছিল? কারণ তাঁরা ছিলেন পার্টিবিরোধী পক্ষের সমস্ত কাজের সংগঠক। (একাধিক কণ্ঠস্বর: "একেবারে ঠিক!") তাঁরা পার্টির বিধিবিধান ভাঙতে শুরু করেন, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে, কেউই তাঁদের ছুঁতে পারবে না, কারণ তাঁরা পার্টিতে নিজেদের জন্য এক অভিজাতসুলভ আসন তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

'কিন্তু আমরা পার্টিতে কি একটি সুবিধাভোগী অভিজাতমহল ও সুবিধাবিহীন কৃষকমহল রাখতে চাই? যে বলশেভিকরা অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেই আমরা কি আমাদের পার্টিতে এখন তার পুনর্বাসন করব?...আমরা পার্টিতে কোনও অভিজাতমহল চাইনি। এই কারণেই যে আমাদের পার্টিতে একটি একক বিধানই আছে এবং পার্টির

সকল সদস্যেরই সমান অধিকার আছে।…বিরোধীরা যদি পার্টিতে থাকতে চান তবে তাঁদেরকে পার্টির ইচ্ছা, তার বিধান ও নির্দেশের প্রতি নির্দ্বিধায় ও নিঃসংশয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। যদি তাঁরা না চান তবে যেখানে তাঁরা আরও স্বাধীনতা পাবেন সেখানেই যান।'[১]

রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও অগ্রগতির জয়যাত্রা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে সতর্ক করে দেয়। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ তার শোষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে থাকে। কোথাও কোথাও ফ্যাসিবাদের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। উপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসক পূর্বের চেয়ে কঠোর হতে থাকে। পাশাপাশি জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনও এই সমস্ত দেশে জোর কদমে এগুতে থাকে। ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়া, ইতালী ও আলবেনিয়া, পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে আরও প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী নীতি, ইতালী ও পোল্যাণ্ডে ফ্যাসিবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পথে বিশ্বে নতুন শক্তিবিন্যাসের প্রস্তুতি দেখা দিতে থাকে। এসব ঘটনা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা ও অধোগতির নিদর্শনও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষ সংগ্রামের পথে জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পার্টির কর্তব্য নির্দেশ করে স্তালিন বলেন, 'পার্টির কর্তব্য হল: ক) বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বিকশিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো; খ) পুঁজিবাদী আক্রমণোদ্যোগের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের যুক্তফ্রণ্টকে শক্তিশালী করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো; গ) ইউ. এস. এস. আর এর শ্রমিকশ্রেণী এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করার জন্য গভীর প্রয়াস করা; ঘ) ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী এবং উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে সংযোগকে শক্তিশালী করার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা করা। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে স্তালিনের এই নির্দেশ যে কত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল আজকের শোধনবাদের কবলে বিজড়িত রাশিয়ার জনগণকে ভাবতে হবে।'

পঞ্চদশ কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি যে পলিটব্যুরো

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, দশম খণ্ড।

গঠন করে তাতে স্তালিনবাদী নীতি ও কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে ঐক্য সূচিত হয়। বুখারিন, রাইকভ ছাড়া এতে ছিলেন স্তালিন, মলোটভ, কুইবিশেভ, রুদজুতাক, টম্‌স্কি, ভরোশিলভ, কালিনিন প্রমুখ এবং পলিটব্যুরোর উপ-সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কিরভ, কাগানোভিচ, আন্দ্রেয়েভ, মিকোয়ান প্রমুখ।

পার্টিতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে কুলাকরা দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করল খাদ্যশস্য লুকিয়ে রেখে। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল প্রতিক্রিয়াচক্র বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য। তখন লেনিনের নেতৃত্বে স্তালিন গৃহযুদ্ধ মোকাবিলা করার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করেন। এবার নেতৃত্ব স্তালিনের হাতে। সমগ্র পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে স্তালিন ঝাঁপিয়ে পড়লেন খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজে। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সমস্ত পার্টি ও লালফৌজকে নিয়োগ করলেন লুকানো মজুত খাদ্যশস্য টেনে বার করার জন্য। ইতিমধ্যে পঞ্চদশ কংগ্রেসে 'কৃষির যৌথীকরণের' সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এবার শুরু হল সোভিয়েত অর্থনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি থেকে যৌথীকৃত কৃষিতে উত্তরণের কর্মকাণ্ড। কৃষিক্ষেত্রে পার্টির কেন্দ্রীয় নীতি হল দরিদ্র কৃষকদের ওপর আস্থা রাখা, মধ্য কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলা এবং এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াইকে স্থগিত না রাখা। লেনিন ঘোষণা করেছিলেন: গরিব কৃষকদের ওপর বিশ্বাস রাখ, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে এক দৃঢ় মোর্চা গড়ে তোল, এক মুহূর্তের জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ কর না।

কিন্তু জিনোভিয়েভ, ট্রট্‌স্কি এবং আরও কিছু নেতা এই নীতিকে পছন্দ করছিলেন না। গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বিক্ষুব্ধ করলে শস্য সংগ্রহে বা অর্থনীতিতে চাপ আসতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁরা চাইছিলেন কিছুটা নমনীয় নীতি। এমনকি তৎকালীন অর্থদপ্তরের মন্ত্রী ফ্রামকিনও এই দুর্বলতায় ভুগছিলেন। সাচ্চা লেনিনবাদী স্তালিন দৃঢ়ভাবে এই উদারতার বিরুদ্ধে কণ্ঠকে সোচ্চার করে বলেন: 'আমি জানি যে কিছু কমরেড এই শ্লোগানকে (লেনিনের উপরোক্ত ঘোষণা—লেখক) খুব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি। এখন যেহেতু সর্বহারার একনায়কত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাই এখন শ্রমিক-কৃষক জোট বলতে কুলাক সমেত সমগ্র কৃষক সমাজের সঙ্গে শ্রমিকদের জোটের কথা ভাবাটা অদ্ভুত হবে। না, কমরেডগণ, এই ধরনের জোটের পক্ষে আমরা

ওকালতি করি না, করতে পারিও না। সর্বহারার একাধিপত্যের অধীনে যখন শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন কৃষক সমাজের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর জোটের অর্থ হল গরিব কৃষকদের ওপর আস্থা রাখা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যারা মনে করেন আমাদের পরিস্থিতিতে কৃষকদের সঙ্গে জোটবদ্ধতা বলতে কুলাকদের সঙ্গে জোটবদ্ধতা বোঝায়, তাদের সঙ্গে লেনিনবাদের কোন সম্পর্কই নেই। যে-কেউ গ্রামাঞ্চলে এমন একটা নীতি চালু করার কথা ভাবেন যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই খুশী করা যাবে, তাহলে সে মার্কসবাদী নয়, বরং একটি নির্বোধ; কারণ, কমরেডগণ, তেমন কোন নীতির অস্তিত্ব দুনিয়ায় নেই। আমাদের নীতি হল শ্রেণী নীতি।'[১]

খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে ব্যর্থতা, শাখ্‌তিতে বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ঘাতকমূলক কাজ প্রশাসনিক দুর্বলতার দিকে পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্তালিন কঠোরভাবে সমালোচনা করেন এই ঢিলেঢালা ভাবের। জরুরী অবস্থায় কাজকে নিশ্ছিদ্র করার প্রতি তিনি আহ্বান জানান। শুধু কর্মসূচী আন্তারিকভাবে গ্রহণ করলেই হবে না তাকে যথেষ্ট সতর্কতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে নাহলে কর্মসূচী ব্যর্থ হবে এবং সেই সুযোগে প্রতি-ক্রিয়াচক্র দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বৈদেশিক শক্তিকে উৎসাহিত করবে। স্তালিন বলেন: 'ইলিচ বলতেন, দেশ শাসনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসম্পাদন বিষয়ে খতিয়ে দেখা। …নেতৃত্বের অর্থ কেবল প্রস্তাব রচনা এবং নির্দেশ পাঠানোই নয়। নেতৃত্বের অর্থ হল নির্দেশগুলির রূপায়ণ খতিয়ে দেখা, শুধু সেগুলির রূপায়ণই নয়, সেই সঙ্গে খোদ নির্দেশগুলিকেও—বাস্তব ব্যবহারিক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি ঠিক বা বেঠিক তা যাচাই করা। একথা ভাবা মূঢ়তা যে আমাদের নির্দেশ-গুলির সবকটিই শতকরা একশ ভাগ ঠিক। কখনোই তা নয়, কমরেড, তা হতেও পারে না।'[২]

এই রূপায়ণ ও খতিয়ে দেখার কাজ শুধু কর্মীদের উপর বা সরকারী কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলো হবে না। স্তালিন বলেন নেতৃত্বকেও এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। স্থানীয় কমিটিগুলির সঙ্গে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড।

২। ঐ।

পর্যালোচনার পদ্ধতির সঙ্গে আরও একটি পদ্ধতিকে যোগ করার সুপারিশ করে স্তালিন বলেন : '...সাময়িক কাজ নির্বাহের জন্য নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরকে পরিচালক হিসেবে নয়, বরং আঞ্চলিক সংগঠনগুলির অধীনস্থ সাধারণ কর্মী হিসেবে এলাকাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা, গণ-কমিশাররা ও তাঁদের ডেপুটিবৃন্দ, এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা এবং ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা যদি কাজকর্ম কেমন চলছে তার একটি ধারণা পেতে, সমস্ত অসুবিধা, সমস্ত ভাল আর মন্দ দিক পর্যালোচনা করতে নিয়মিতভাবে এলাকাগুলিতে যান ও সেখানে কাজ করেন তবে তা যে নির্দেশ রূপায়ণ খতিয়ে দেখার সবচেয়ে মূল্যবান ও কার্যকরী পন্থা হবে সে বিষয়ে আপনাদের আমি আশ্বস্ত করতে পারি। সেটাই হবে আমাদের অতীব সম্মানভাজন নেতৃবর্গের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার সর্বোত্তম পথ।'[১]

পঞ্চদশ কংগ্রেস থেকে পুনর্গঠনের স্বার্থেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দেশে অধিকসংখ্যক শিল্পপ্রসার, কৃষি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, ধনী চাষীদের উৎখাত করা এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচীগুলি নির্ধারিত হয়। জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের পর স্তালিন বলেন পার্টির কর্তব্য হল : 'জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে দূরীকরণের একটি পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে গ্রাম ও শহর উভয়তই জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সকল শাখাতে আমাদের সমাজতান্ত্রিক মূল অবস্থানকে প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত করা।'[২] কৃষিব্যবস্থার বিকাশের বিষয়ে তিনি বলেন পার্টির কর্তব্য হল : 'বিক্রয়ের বাজার ও সরবরাহের ব্যাপারে সমবায়ী ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা অধিগৃহীত করে কৃষি-অর্থনীতির প্রসারে আরও ব্যাপ্তি ঘটানো এবং গ্রামাঞ্চলে এটাকেই আমাদের কাজের আশু ব্যবহারিক দায়িত্বে পরিণত করা যাতে বিক্ষিপ্ত কৃষি খামারগুলিকে ধীরে ধীরে সংহতিবদ্ধ বৃহদাকার খামারে রূপান্তরিত করা যায়, কৃষির নিবদ্ধীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের ভিত্তিতে জমির যৌথ আবাদ চালু করা যায়

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড।

২। **ঐ,** দশম খণ্ড।

এই হিসেবে যে বিকাশের এই পথটিই হল কৃষির বিকাশ-হারকে ত্বরান্বিত করার ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তিকে পরাস্ত করার এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।'[১] এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা হল। এটাই হল সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য স্তালিনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

ট্রট্স্কিপন্থীদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করার দ্বারাই সব বিপদ কেটে গেল না। রাইকভ, বুখারিন প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতারা তখন মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। এই গোষ্ঠী এতকাল আত্মগোপন করেছিলেন ফলে এদের কাছ থেকে বিপদ. বড় আকারেই দেখা দিল। পার্টির সভায় স্তালিন আহ্বান জানালেন: 'বিপদ হতে মুক্ত হতে হলে প্রথমেই আমাদের দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে তাকে পরাস্ত করতে হবে, সর্বপ্রথমে আমাদের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে হবে যেটা আমাদের বিপদ কাটানর সংগ্রামকে বাধা দিচ্ছে এবং বিপদের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম করার ইচ্ছা নষ্ট করে দিচ্ছে।'

দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে আত্মসমালোচনার শ্লোগানের গুরুত্ব বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন:

'যদি না আমরা সমালোচনা বিশেষ করে সর্বতোভাবে আত্ম-সমালোচনার অভ্যাস গড়ে না তুলি, যদি না আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান-গুলির কাজ জনসাধারণের সমালোচনার আয়ত্তের মধ্যে আনতে না দিই, তাহলে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কাজ এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্বংস-মূলক কার্যকলাপকে প্রতিরোধের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।'

স্তালিনের পরিচালনায় পার্টি ট্রট্স্কিপন্থী ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে লেনিন নির্দেশিত পথে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেল। রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মসূচীতে ব্যাপক সংখ্যায় জনগণের অংশগ্রহণ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। 'এইরকম বিরাট ভিত্তিতে শিল্পগঠন, নতুন সংগঠনের জন্য এত উৎসাহ এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এতখানি শ্রমশক্তির প্রকাশ ইতিহাসে এর আর নজীর নেই।'[২] দেশে শিল্প প্রসারের কাজে এবং কৃষি

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, দশম খণ্ড।

২। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, পৃঃ ২৯৭।

সমবায়ের যৌথ কর্মধারার প্রথম ধাপগুলির সামনে এসে এই যে জয় হল— তাতে যৌথ কৃষি এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষকদের গণ-আন্দোলন সফল হয়ে উঠল।

এই সময় স্তালিনের নেতৃত্বে পার্টি বহিষ্কৃত পার্টি-নেতাদের আত্মসমালোচনা করে কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ফিরে আসার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে জিনোভিয়েভ, রাদেক, প্যাতাকভ, সোকোলনিকভ প্রমুখ পার্টিতে ফিরে আসেন। কিন্তু ট্রট্স্কি ও রাকোভস্কি ভুল স্বীকার করতে রাজী হলেন না —তারা দেশ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাই করে যেতে থাকেন। যাঁরা স্তালিনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কঠোরতার অভিযোগ উত্থাপন করেন তাঁরা এই সব ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখেন না। তাছাড়া দেশের কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে স্তালিন ও পার্টিকে বিচ্যুত নেতাদের বিরুদ্ধে কঠিন হতে হয়েছিল সেটাও তাঁরা ভুলে যান। দেশ বা সমাজতন্ত্র গঠনের অঙ্গীকারের চেয়ে কোন নেতাই বড় নন। ব্যক্তি পর্যায়ে আপোষ করতে গিয়ে বিপ্লবের ক্ষতি করতে লেনিন কখনও রাজী ছিলেন না—তাঁর সুযোগ্য শিষ্যও রাজী নন।

সোভিয়েত শাসনের দ্বাদশ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে স্তালিন এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন—'বৃহৎ পরিবর্তনের একটি বছর।' তিনি লিখলেন, 'গ্রামে ও শহরে ধনিকদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আক্রমণের মধ্যে এই পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে।' কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তনও কিছু কম হয়নি। মধ্য শ্রেণীর কৃষকরা যৌথ কৃষি সমবায়গুলোতে দলে দলে যোগ দিচ্ছিল। স্তালিন লিখলেন, 'কৃষির উন্নতির পথে মূলগত পরিবর্তনের এটাই হল ভিত্তি এবং গত বছরে সোভিয়েত সরকারের এই কাজটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা যায়।'

শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে এই দ্রুত অগ্রগতিতে স্তালিন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক বেশী আশাবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি লিখলেন, 'যুগ যুগব্যাপী রুশ পশ্চাদবর্তিতা ত্যাগ করে আমরা শিল্প-প্রসারের পথে—সমাজতন্ত্রের দিকে পুরোদমে এগিয়ে চলেছি। আমাদের দেশকে এখন ধাতুশিল্প, মোটর গাড়ী, ট্রাক্টরের দেশে পরিণত করতে হবে। আমরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে মোটর গাড়ীর উপর এবং কৃষককে ট্রাক্টরের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব তখন 'শ্রদ্ধাভাজন ধনিকশ্রেণী যারা সভ্যতার বড়াই করে চীৎকার করে তারা

তখন একবার আমাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করে দেখুক। তখন আমরা দেখব কোন্ দেশকে পশ্চাদ্বর্তীদের দলে শ্রেণীভুক্ত করা যায় এবং কাকেই-বা অগ্রবর্তীদের দলে ফেলা যায়।'

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস যৌথ কৃষিপ্রথা প্রবর্তন সম্পর্কে বাস্তব প্রয়োগের কোন সুযোগ পাননি; ১৮৮১ সালে ভেরা জাসুলিচকে লিখিত এক পত্রে মার্কস এই মত প্রকাশ করেন যে রুশিয়ার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হলে এখানে যন্ত্রচালিত যৌথ কৃষিকাজ সফল হবে। লেনিন লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর ও ট্রাক্টর চালক তৈরী করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্তালিনের নেতৃত্বে লেনিনের এই স্বপ্ন সফল হয়েছে। যাতে বড় বড় ট্রাক্টর তৈরীর কারখানা গড়ে ওঠে সেদিকে তিনি গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিজে তদারক করতেন। যন্ত্র আবিষ্কারক, নক্সাকারী প্রমুখ কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে যন্ত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা তিনি বুঝিয়ে দিতেন। যৌথ কৃষি প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল কারণ স্তালিন সর্বদাই দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এবং জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতেন। তিনি শিখিয়েছেন সাফল্য আপনা থেকে আসে না, এর জন্য সংগ্রাম করতে হয়, এর জন্য শ্রমিকদের উপযুক্ত ও স্থায়ী সংগঠন ও উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রয়োজন।

দেশের মধ্যে গৃহশত্রুরা আবার ধনী চাষীদের সহযোগিতায় বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পার্টির কর্মীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তাদের পরম আক্রোশ ছিল স্তালিনের উপর কারণ তিনিই জনগণের ইচ্ছাশক্তি, বিবেক, বুদ্ধি ও অফুরন্ত তেজের মূর্ত প্রতীক। এই অবস্থায় তিনি পার্টি ও সরকারের পরিচালক হিসেবে সমগ্রভাবে কৃষি যৌথকরণের ভিত্তিতে ধনী চাষীদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির ফলে কৃষি যৌথকরণের কাজে তিনি পূর্ণ সাফল্য অর্জন করলেন। স্তালিন বলেছেন: 'আমরা এমন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি যে, যৌথ ফার্ম ও সরকারী ফার্মের উৎপাদন ধনী চাষীদের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে।···সেইজন্যই আমরা বর্তমানে "ধনী চাষীদের শোষণ প্রবৃত্তি সংযত করার নীতি" থেকে শ্রেণী হিসেবে "ধনী চাষীদের উচ্ছেদ করার নীতি" গ্রহণ করেছি।'

কেন্দ্রীয় কমিটি যখন এই নীতি গ্রহণ করে ধনী চাষীদের উচ্ছেদ করার

আহ্বান জানাল তখন একদল অতিবাম কর্মী ধনী চাষী নয় এমন বহু লোকের জমি কেড়ে নিয়েছিল এবং প্রচারকার্য না চালিয়েই জোর করে যৌথ কৃষি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাদের এই ভ্রান্ত কাজের ফলে পার্টি ও সরকারের বিরুদ্ধে ছোট চাষীদের ক্ষেপিয়ে তোলার সুবিধা করে দেওয়া হল। স্তালিন এই বিপজ্জনক কাজের বিরুদ্ধে 'সাফল্যে দিশেহারা' নামে এক প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করলেন, যৌথ কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম যুগে যে কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে শুধু প্রধান উৎপাদন যন্ত্রগুলি যৌথ সম্পত্তি হবে। বাসগৃহ ও সংলগ্ন জমি, শাক্ সব্জি বা ফলের ছোট বাগান, দুগ্ধবতী গাভী, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে থেকে যাবে। কৃষি কমিউন ব্যবস্থা—যাতে সমস্ত উৎপাদন ও বণ্টন সমাজতান্ত্রিকভাবে হয় তা প্রবর্তন করার সময় আসেনি। এই প্রবন্ধে তিনি নেতাদের কাজ সম্পর্কে শিক্ষামূলক মন্তব্য করেছেন:

'নেতাদের কাজ বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। যদি তাঁরা আন্দোলন থেকে পেছিয়ে পড়েন তাহলে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। কিন্তু বেশী এগিয়েও যাবেন না, কারণ এভাবে এগিয়ে গেলেও তাঁরা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। যিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে চান এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে চান তাঁকে দুইদিকে সংগ্রাম চালাতে হবে—যারা পেছিয়ে পড়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা বেশী এগিয়ে গেছে তাদেরও বিরুদ্ধে।'[১]

বিরাট সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের পর্বত-প্রমাণ দায়দায়িত্ব পালনের মধ্যে স্তালিনের দৃষ্টি ছোট-বড় কোন সমস্যা থেকেই এড়িয়ে যায়নি। শিল্প ও কৃষি সমবায় উদ্যোগের ক্ষেত্রে বলপূর্বক নয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচারের মাধ্যমে কাজ সফল করার নীতি যেমন তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঠিক তেমনি এও বুঝেছিলেন, জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারীদের যদি ব্যাপকভাবে এই কর্মোদ্যোগে সামিল করা না যায় তাহলে সর্বহারার বিপ্লব সফল হতে পারে না।

যৌথ কৃষি সমবায়ে নারী শ্রমিকদের গুরুত্ব সম্পর্কে যৌথ সমবায় শ্রমিকদের প্রথম কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তালিন বলেন: 'কমরেডস, সমবায় খামারগুলিতে নারী কর্মীদের প্রশ্নটি একটি বিরাট প্রশ্ন। আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকে মেয়েদের কম মূল্য দিয়ে থাকেন এমনকি তাদের

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড।

উপহাস করে থাকেন। এটা ভুল কমরেডস, মারাত্মক ভুল। জনসংখ্যার অর্ধাংশ মেয়েরা এটাই শুধু কারণ নয়। প্রথমতঃ সমবায় চাষ আন্দোলন এক ভাল সংখ্যক উপযুক্ত ও যোগ্য নারী কর্মীকে নেতৃত্বের সারিতে নিয়ে এসেছে। এই কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের দিকে তাকান, আপনারা বুঝতে পারবেন পিছনের সারি থেকে মেয়েরা সামনের সারিতে এগিয়ে এসেছেন। সমবায় খামারগুলিতে মেয়েরা একটা বিরাট শক্তি। এই শক্তিকে দমিয়ে রাখা অপরাধ হবে। সমবায় খামারের মেয়েদের সামনে টেনে আনা এবং এই মহান শক্তির যথার্থ ব্যবহার আমাদের কর্তব্য।'[১]

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রমিক, কৃষক, লালফৌজ ও অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের সভার প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি স্তালিনকে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য দ্বিতীয়বার 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার' সম্মানে ভূষিত করেন।

১৯৩০ সালের ২৬শে জুন ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়। স্তালিন এই কংগ্রেসকে আখ্যা দিয়েছিলেন—'সব দিকে সমাজতন্ত্রের ব্যাপক অভিযান, শ্রেণী হিসেবে ধনী চাষীদের উচ্ছেদ ও সম্পূর্ণভাবে যৌথ কৃষি প্রবর্তনের কংগ্রেস'। এই অধিবেশনে তিনি এক দীর্ঘ রিপোর্টে সমগ্র দেশে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের যে বিরাট কাণ্ড চলছে তার আলোচনা করেন। এই কংগ্রেসে পার্টির মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্য দেখা যায়, ট্রট্স্কিপন্থী ও দক্ষিণপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরে সম্পন্ন করার যে শ্লোগান জনসাধারণের মধ্যে উত্থিত হয়েছিল এই কংগ্রেস তা সমর্থন করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরে শেষ করা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পন্ন করা স্তালিনের বিচক্ষণ নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছিল।

পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসের সামনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে রাজনৈতিক রিপোর্ট কমরেড স্তালিন বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েতের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করেন এবং একই সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈজয়ন্তীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তুলনামূলক বিচার করে তিনি বলেন: 'ওখানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট এবং উৎপাদনে অবনতি। এখানে ইউ. এস. এস. আরে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত

১। জে. ভি. স্তালিন—**লেনিনবাদের সমস্যা**, পৃঃ ৫৫০

ক্ষেত্র রয়েছে অর্থনৈতিক ঊর্ধ্বমুখীতা এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। ওখানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রয়েছে মেহনতী জনগণের বাস্তব অবস্থাতে ক্রমাবনতি, মজুরি হ্রাস এবং ক্রমবর্ধমান বেকারী। এখানে ইউ. এস. এস. আরে রয়েছে শ্রমজীবী জনগণের বাস্তব অবস্থাতে উন্নতি, ক্রমবর্ধমান মজুরি এবং ক্রমহ্রাসমান বেকারী। ওখানে পুঁজিবাদী দেশসমূহে রয়েছে ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রাসমূহ, যার ফলে লক্ষ লক্ষ কাজের দিনের ক্ষতি হয়। এখানে কোন ধর্মঘট নেই, আছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ক্রম-ঊর্ধ্বমুখী শ্রম-উদ্দীপনা যার দ্বারা আমাদের সামাজিক প্রথা লক্ষ লক্ষ কাজের দিন লাভ করে। ওখানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রয়েছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান চাপা উত্তেজনা এবং পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের উদ্ভব। এখানে ইউ. এস. এস. আরে রয়েছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সুদৃঢ়তা এবং বিরাট ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েত সরকারের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ। ওখানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জাতিগত প্রশ্নের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা এবং ভারত, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব বা জাতীয় যুদ্ধে বিকশিত হচ্ছে। এখানে ইউ. এস. এস. আরে জাতিগত সৌহার্দের ভিত্তিসমূহ শক্তিশালী হয়েছে, জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি হয়েছে সুনিশ্চিত এবং ইউ. এস. এস. আরের জাতিসমূহের বিরাট ব্যাপক জনগণ সোভিয়েত শাসনের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ।'[১]

দেশের সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের পথে প্রতিটি বাধা ও সংকট স্তালিনের নেতৃত্বে পার্টি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বুখারিন, রাইকভ, টমস্কির মতো দক্ষিণপন্থীরা বাধা দিয়ে এসেছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়েছে। পার্টি ও সরকারের উচ্চপদে আসীন থেকে এই দুর্বলতা প্রকাশ প্রতিবিপ্লবী শক্তিকেই মদত জুগিয়েছে। ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্টের উপর আলোচনার জবাবী ভাষণে স্তালিন এই সব নেতাদের আতঙ্ক ও দুর্বলতা সম্পর্কে পরিহাসের সুরে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন: 'দেশের যে কোনও জায়গায় যে মুহূর্তে কোনও সমস্যা বা সংঘাতের ঘটনা হয় তখনই কোনও কিছু গোলমাল হতে পারে এই ভয়ে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। একটি আরশোলাও যদি কোথাও খড়মরে শব্দ করে ওঠে তাহলে সেটা গর্ত থেকে

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড।

বেরিয়ে আসার অনেক আগেই তাঁরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করেন এবং একটা বিপর্যয়ের, সোভিয়েত শাসনের পতনের কথা তুলে আর্তনাদ করতে শুরু করে দেন। আমরা তাঁদের এই বলে শান্ত করতে, তাঁদের মনে বিশ্বাস আনতে সচেষ্ট হই যে এখনও পর্যন্ত কোনও বিপজ্জনক কিছু ঘটেনি, যাই হোক ওটা আরশোলা মাত্র—ও থেকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সেসব নিষ্ফল। তাঁরা আর্তনাদ করতেই থাকেন: 'বলেন কি, ওটা একটা আরশোলা?' না—ওটা আরশোলা নয়, ওটা হিংস্র বন্য জন্তু। ওটা আরশোলা নয়, ওটা মৃত্যুগহ্বর—সোভিয়েত জমানার পতন।'... আর চলতে থাকে নিত্য হট্টগোল। বুখারিন বিষয়টির উপর তাত্ত্বিক নিবন্ধ লেখেন ও তা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করেন, তাতে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মনীতি দেশে ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং সেই মুহূর্তেই যদি নাও হয় তবে বড়জোর একমাসের মধ্যে সোভিয়েত জমানা নিশ্চিত বিনষ্ট হবে। রাইকভ নিজেকে বুখারিনের সঙ্গে তত্ত্বের তাঁর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতভেদের বিষয় আছে যথা তাঁর মতে সোভিয়েত শাসন এক মাসের মধ্যে নয়, তা এক মাস দুদিন পরে বিনষ্ট হবে। টমস্কিও নিজেকে বুখারিন ও রাইকভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন কিন্তু তত্ত্ব পরিহারে। পরবর্তীকালে একটা বছর যখন কেটে গেল আর প্রত্যেক মূর্খই দেখতে পেলেন যে ঐ আরশোলা সংক্রান্ত বিপদটির সামান্য মূল্যও নেই তখন দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীরা সাহস পেয়ে এবং এমনকি অল্প কিছুটা দম্ভ প্রকাশেও পরাঙ্মুখ না হয়ে এ কথা ঘোষণা করতে এগিয়ে আসতে শুরু করলেন যে কোনও আরশোলার ভয়ে তাঁরা ভীত নন এবং ঐ বিশেষ আরশোলাটি ছিল এক দুর্বল ও ক্ষীণ জীব। কিন্তু সেটা হল একটা বছর কেটে যাওয়ার পর। ইত্যবসরে এই দীর্ঘসূত্রীদের ধৈর্যসহকারে সহ্য করে যান।'[১] এসব সত্ত্বেও পার্টির মধ্যে তাঁদের থাকার প্রশ্নটি বাতিল করে দেননি। বরং তিনি বলেছেন একটিমাত্র পথে তাঁরা পার্টিতে থাকতে পারেন তা হল: 'তাঁদের অতীত থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা, নতুন করে তাদের শক্তি সম্পন্ন করা ও বলশেভিক মানের বিকাশের জন্য লড়াইয়ে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাওয়া।'[২]

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড।

২। ঐ।

১৯৩১ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমাজতান্ত্রিক শিল্প সংগঠনের পরিচালকদের প্রথম নিখিল রুশ সম্মেলনে 'শিল্প পরিচালকদের কর্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তালিন বলেন :

'আমরা উন্নত দেশগুলির তুলনায় পঞ্চাশ থেকে একশ বছর পেছিয়ে আছি। দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই ব্যবধান দূর করতে হবে। হয় আমরা এই কর্তব্য সম্পন্ন করব, নয়ত তাদের হাতে আমাদের ধ্বংস হতে হবে।'

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে স্তালিন বলেন: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বশ্রমিকেরই অংশমাত্র। আমরা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় বিজয়লাভ করিনি, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীও সহায়তা করেছিল। এই সাহায্য ছাড়া বহুদিন পূর্বেই আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। একথা বলা হয় যে, আমাদের দেশ সকল দেশের শ্রমিকদের সংগ্রামের অগ্ররক্ষী। এটা খুবই সত্য। কিন্তু এর গুরুদায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। কেন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী আমাদের সাহায্য করে? কিভাবে আমরা এই সাহায্য লাভের যোগ্য? ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রাম ঘোষণা করে, আমরা প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমরাই প্রথম সমাজতন্ত্র গঠন করা শুরু করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হলে সমস্ত জগতে পরিবর্তন আসবে এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী বন্ধনমুক্ত হবে। কিন্তু এই সাফল্যের জন্য কি প্রয়োজন? আমাদের অনুন্নত অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে, বলশেভিক গতিতে দেশকে সংগঠিত করতে হবে। আমাদের এভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারে—'এরাই আমাদের অগ্রদূত, এরাই আমাদের সেরা সৈনিক, এই হচ্ছে আমাদের বিশ্ব-শ্রমিকের রাষ্ট্র, এই হচ্ছে আমাদের পিতৃভূমি, এরা নিজেদের আদর্শের জন্য সংগ্রাম করছে, সে-আদর্শ আমাদেরও, ভালভাবেই তারা কাজ করে যাচ্ছে; আমরা তাদের ধনিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব এবং বিশ্ব বিপ্লবের দিন এগিয়ে আনব।'[১]

এই অভিযানের ফলে সোভিয়েত জনগণ শুধু যান্ত্রিক উৎকর্ষ লাভ করেনি, ধনিক দেশের তুলনায় তারা যন্ত্রকে আরও উন্নত করে তুলেছে। সোভিয়েতের অর্থনীতি ও কারিগরি দক্ষতার শ্রেষ্ঠতা এভাবে প্রমাণিত হল এবং এর

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড।

আন্তর্জাতিক গুরুত্বও সমধিক। এই দায়িত্ব পালনের দুরূহতার কথা যাঁরা বলেন তাঁদের জবাবে স্তালিন বলেন:

'এমন কোন দুর্ভেদ্য দুর্গ নেই যা বলশেভিকরা জয় করতে পারে না। আমরা অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেছি। আমরা ধনতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছি। আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছি। আমরা বিরাট সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। আমরা মধ্যবিত্ত চাষীদের সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত করেছি। সংগঠনের দিক দিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করে ফেলেছি। যা করতে বাকী আছে, তা বেশী নয়—আমাদের এখন শিল্পপদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। যখন আমরা এই কাজ সম্পন্ন করব, তখন আমাদের অগ্রগতি প্রচণ্ড দ্রুত হবে, যা বর্তমানে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমরা যদি চাই এই প্রচেষ্টা সফল করতে আমরা পারি।'[১]

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও যৌথ-কৃষি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের যুগ এসেছে বলা যায়। ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন বলেন: 'একথা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, আমরা পরিবর্তনের সাময়িক অবস্থা পার হয়ে এসেছি এবং ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের যুগে প্রবেশ করেছি। একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আমরা সমাজতন্ত্রের যুগে চলে এসেছি, কারণ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক নীতিতেই পরিচালিত হচ্ছে।'

শুধু কৃষি বা শিল্পের ক্ষেত্রেই স্তালিন উন্নয়নমূলক পরিচালনা করেছেন তাই নয়, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন উপদেষ্টা, পথ প্রদর্শক। সমাজতান্ত্রিক সৌধের (structure) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপসৌধ (super structure) গড়ে তোলার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। সৃষ্টিশীল শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রই যেন সমাজতান্ত্রিক মূল্যমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর নৈতিকতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সেদিকে পরিচালনা করার জন্য তিনি এইসব ক্ষেত্রের সাধকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা নিয়মিত করতেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতেন। এককথায় সমাজ-

১। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড।

তান্ত্রিক বিজ্ঞান ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক আদর্শ নেতা ও সংগঠকরূপে তিনি বরণীয় হয়ে ওঠেন।

দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া চক্র যখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হল, বাম ও দক্ষিণপন্থী শক্তি বিশৃঙ্খলা ও হতাশা সৃষ্টি করতে পারল না, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির গুপ্তচরদের মাধ্যমে চক্রান্ত সৃষ্টির চেষ্টা ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন শুরু হল গণনায়ক স্তালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা সমগ্র বিশ্বব্যাপী। এ কাজে প্রবাসী ট্রট্স্কির ভূমিকা সহায়ক হয়েছিল। স্বভাবতই একের পর এক বাধা ও সংকট থেকে বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ কর্মসূচীকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট ধৈর্য অবলম্বন করে ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্তালিনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ে। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে স্তালিনের বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি, ভীতি প্রদর্শন করে রুশ জনগণকে পদানত করে রাখা, স্বৈরতন্ত্রের কায়েম করা ইত্যাদি কুৎসামূলক প্রচার চলতে থাকে। ১৯৩১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর জার্মান লেখক লুডউইগের সঙ্গে স্তালিনের যে সাক্ষাৎকার হয় সেখানেও এইসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। লুডউইগ যখন শত্রুর বিরুদ্ধে কঠোরতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তখন স্তালিন উত্তরে বলেন: 'বলশেভিকরা যখন ক্ষমতায় এল তখন তারা গোড়ার দিকে শত্রুদের সঙ্গে নমনীয় ব্যবহার করেছিল। মেনশেভিকরা বৈধভাবেই অব্যাহত রয়ে গেল এবং তাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকল। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাও বৈধভাবে অব্যাহত রয়ে গেল ও তাদের পত্রিকা থাকল। এমনকি ক্যাডেটরাও তাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকল। জেনারেল ক্র্যাসনভ যখন লেনিনগ্রাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবিপ্লবী অভিযান সংগঠিত করলেন ও আমাদের হাতে ধরা পড়লেন তখন আমরা যুদ্ধের কানুন অনুযায়ী তাঁকে অন্তত কয়েদ করতে পারতাম। নিঃসন্দেহে আমাদের উচিত ছিল তাঁকে গুলি করে মারা। কিন্তু তার বদলে আমরা তাঁকে তাঁর আত্মসম্মানের দোহাই-পাড়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ছেড়ে দিলাম। ফল কি হল? অচিরাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল যে শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুর প্রতি ওরকম নমনীয়তা দেখিয়ে আমরা ভুল করলাম।...অনতিকালমধ্যেই দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা—গোৎজ ও অন্যান্যরা এবং দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকরা লেনিনগ্রাদে সামরিক ক্যাডেটদের এক প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ সংগঠিত করছিল যার ফলে

আমাদের অনেক বিপ্লবী নাবিক নিহত হন। ঠিক এই ক্র্যাসনভ যাঁকে আমরা তাঁর "সম্মানের দিব্যি"তে ছেড়ে দিয়েছিলাম—তিনিই শ্বেতরক্ষী কশাকদের সংগঠিত করেছিলেন। তিনি মামোন্তভের সঙ্গে বাহিনী জুড়লেন ও দুবছর ধরে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র লড়াই চালালেন। খুব শীঘ্রই প্রতিপন্ন হল যে শ্বেতরক্ষী জেনারেলদের পিছনে পশ্চিমী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি—ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা—এমনকি জাপানেরও দালালরা হাজির। আমরা নিশ্চিত হলাম যে নমনীয়তা দেখিয়ে আমরা ভুলই করেছি। আমরা অভিজ্ঞতা মারফৎ শিখলাম যে এরকম শত্রুকে মোকাবিলা করার একমাত্র রাস্তা হল তাঁদের ওপর নির্মমতম দমননীতি গ্রহণ করা।'[১]

রুশ দেশের জনগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত এই মনোভাব যখন লুডউইগ ব্যক্ত করেন তখন স্তালিন উত্তরে বলেন: 'আপনি ভুল করছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে আপনার ভুলটা অনেকেই করে। আপনি কি সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে আতংকিত ও সন্ত্রস্ত করার পথে ১৪ বছর ধরে আমরা ক্ষমতায় থাকতে পারতাম ও বিপুল জনগণের সমর্থন পেতাম ?…সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার জনগণ, শ্রমিক ও কৃষকদের বিষয়ে বলব যে, আপনি যতটা ভাবছেন তারা আদৌ ততটা পোষ্য, ততটা বশ্য, ততটা সন্ত্রস্ত নয়।…রুশ শ্রমিক ও কৃষকদেরকে বশ্য ও অলস গণ্য করাটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়করই হবে যখন তারা এক স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনটি বিপ্লব সমাধা করেছে, জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিধ্বস্ত করেছে এবং যখন বিজয়ের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠন করছে।'[২]

রুশ দেশে সমস্ত সিদ্ধান্ত এক ব্যক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় কিনা লুডউগের এই প্রশ্নের উত্তরে স্তালিন বলেন: 'না, একক ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। একক ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত সর্বদাই বা প্রায় সর্বদাই একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত হতে বাধ্য।…তিনটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে যৌথভাবে পরীক্ষা ও সংশোধন না-করা একক ব্যক্তিদের প্রতি ১০০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায় ৯০টি হয় একদেশদর্শী। আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থা—আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যা আমাদের সকল সোভিয়েত ও পার্টি-সংগঠনকে নির্দেশ দিয়ে থাকে তাতে প্রায় ৭০ জন সদস্য আছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এই ৭০ জন সদস্যের মধ্যে আছেন আমাদের সর্বোত্তম শিল্পক্ষেত্রীয় নেতারা, আমাদের সর্বোত্তম

১। **স্তালিন রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড।

২। ঐ।

সমবায় নেতারা, আমাদের সর্বোত্তম সরবরাহ-পরিচালকেরা, আমাদের সর্বোত্তম সামরিক ব্যক্তিরা, আমাদের সর্বোত্তম প্রচারক ও বিক্ষোভ সংগঠকরা, রাষ্ট্রীয় খামার, যৌথ খামার, ব্যক্তিগত কৃষি খামার বিষয়ে সর্বোত্তম বিশেষজ্ঞরা, সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনকারী জাতিগুলি ও জাতীয় নীতি বিষয়ে আমাদের সর্বোত্তম বিশেষজ্ঞরা। এই মহতী শীর্ষসভায় আমাদের পার্টির সকল চিন্তা কেন্দ্রীভূত। প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে যে কোনও সদস্যের ব্যক্তিগত মত বা প্রস্তাব সংশোধনের। প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রদানের। এমন যদি না হতো, সিদ্ধান্ত যদি একক ব্যক্তিরা নিতেন, তাহলে আমাদের কাজে অত্যন্ত গুরুতর ভ্রান্তি হতো। কিন্তু যেহেতু একক ব্যক্তিদের ভুল সংশোধনে প্রত্যেকেরই একটি সুযোগ আছে ও আমরা সেসব সংশোধনকে গুরুত্ব দিই তাই আমরা মোটামুটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকি।'[৩]

৩। **স্তালিন রচনাবলী,** নবজাতক সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সাফল্য

১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে, পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসকে ইতিহাসে 'বিজয়ীদের কংগ্রেস' বলা হয়। এই কংগ্রেসে স্তালিনের প্রতিবেদন কমিউনিজমের এক বিজয়গীতি। এই কংগ্রেসে কিরভ যে বক্তৃতা দিলেন, তার সুর উদ্দীপনাময় ও বিজয়ের বিশ্বাসে সুদৃঢ়। পার্টি কংগ্রেসে এই তাঁর শেষ বক্তৃতা।

স্তালিন তাঁর বক্তৃতায় সোভিয়েত ইউনিয়নে যে বিরাট রূপান্তর এসেছে তার ছবি আঁকলেন: দেশের চেহারা ফিরে গেছে, কৃষিজীবী অবস্থা থেকে দেশ শিল্পোন্নত হয়েছে, ছোট ছোট খণ্ড কৃষিব্যবস্থা থেকে বিরাট যন্ত্রচালিত যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে; অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতার অবস্থা থেকে দেশ শিক্ষিত ও উন্নত হয়েছে; দেশময় বহু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে—সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের নিজ নিজ ভাষায় সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থা দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ শিল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা—যৌথ ফার্ম ও সরকারী ফার্ম—আবাদী জমির শতকরা ৯০ ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেশ তখন বিরাট সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশ নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল কেননা ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সে শৈশব পেরিয়ে পূর্ণ যৌবন লাভ করেছে এবং নেতৃত্বে রয়েছেন জনসাধারণের প্রিয় ও পার্টির জ্ঞানী নেতা স্তালিন। স্তালিন কংগ্রেসে দাবী করলেন, পার্টির সভ্যদের মূলনীতি সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান অর্জন করতে হবে, সকল দিকে আরও বেশী কাজ করতে হবে, সর্বদা লেনিনবাদের প্রচার করতে হবে এবং লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতায় গভীর বিশ্বাসী হতে হবে।

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতা ও কর্ণধাররূপে পৃথিবীময় স্তালিন তখন শিরোনাম। সমকালের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হিসেবে দুনিয়া জোড়া স্বীকৃতি

তখন তাঁর করায়ত্ত। স্তালিনের প্রতিটি কথা শুধু সোভিয়েত দেশের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, সারা জগতেই এর সাড়া মেলে। তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি সমস্ত দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ মন দিয়ে তাঁর কথা শোনে। তিনি স্বভাবতঃ বাক সংযমী হলেন, ক্ষমতা অভিমানী নেতাদের মত সর্ববিষয়ে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ তাঁর চরিত্র-বিরোধী ছিল। কিন্তু যখনই পার্টি, সরকার বা জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিদেশী নাগরিক ও বুদ্ধিজীবীরা যখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছেন, তখনই তিনি তাঁদের সুযোগ দিয়েছেন। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবীরাও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সাহচর্য লাভে চমৎকৃত হয়েছেন। এভাবে তিনি ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার ডুরান্টীর সঙ্গে, জুলাই মাসে এইচ. জি. ওয়েলসের সঙ্গে, ১৯৩৬ সালের ১লা মার্চ ক্রীপস-হাওয়ার্ড কোম্পানীর সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধি রয় হাওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর এক বিশ্বাসঘাতক ট্রট্স্কিপন্থীর গুলিতে স্তালিনের প্রিয় বন্ধু, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলশেভিক, বিপ্লবের উৎসাহী প্রচারক, জনগণের সুহৃদ—সের্গেই কিরভের মৃত্যু হয়। এই হত্যাকাণ্ডে বিদেশী গুপ্তচরদেরও ভূমিকা ছিল। আমেরিকার নাগরিক ডাঃ হ্যারি টিম্বার এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য বিবরণ রেখেছেন। ডাঃ টিম্বার ছিলেন একজন ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ, ভারতবর্ষেও কবি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তি-নিকেতনে কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। তিনি কামেনেভ-জিনোভিয়েভ চক্রের চক্রান্ত বিষয়ে বলেন : 'বিজ্ঞান বিষয়ক কাজের জন্য যে সমস্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন তাঁদের মাধ্যমেই তাঁরা চক্রান্ত-জাল রচনা করেছিলেন। বিশেষ করে একজন ডাক্তার ও একজন ইঞ্জিনিয়ার দুবছর যাবৎ রাশিয়ায় কাজ করছিলেন—তাদের মাধ্যমে চক্রান্ত করা হয়েছিল যে সম্যক পরিচিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৩২ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কংগ্রেসের সময় স্তালিনকে গুলি করে হত্যা করা হবে। কিন্তু এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোন সাধারণ বিদেশীকে স্তালিনের কাছে ঘনিষ্ঠ হতে দেননি স্বেচ্ছাসেবকেরা। ফলে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে কিরভকে হত্যা করে

চক্রান্তকারীরা খানিকটা সফল হয় এবং আরও ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরিকল্পনা রচনা করে। এই সময় তারা ধরা পড়ে যায়।'[১] কিরভের হত্যাকাণ্ডে বোঝা গেল, কমিউনিজমের শত্রুরা সমস্ত সমর্থন হারিয়ে এখন যে কোন ঘৃণ্য কাজ করতে প্রস্তুত। তারা কতকগুলি ভাড়াটে খুনে, প্রতারক, গুপ্তচর ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীতে পরিণত হয়েছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্তালিন পার্টিকে বারবার সতর্ক করে দিলেন যে, সংগ্রাম এত তীব্রতর হতে পারে যাতে শত্রু যে-কোন হীন পন্থা গ্রহণ করবে। ট্রট্স্কিপন্থী গুণ্ডাদের দ্বারা কিরভের হত্যায় বোঝা গেল, লেনিনবাদ-বিরোধী দলগুলির অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালান একান্ত প্রয়োজনীয়। স্তালিনের নেতৃত্বে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালনা করে শত্রুদের নির্মূল না করে দিলে সোভিয়েত দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এতটা সাফল্যলাভ সম্ভব হতো না।

স্তালিনের নেতৃত্বে, এই সময়ে বলশেভিক পার্টি এক ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছিল, এই কর্তব্য প্রায় বিপ্লব সাধনের মত কঠিন সাধনা। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র চাষী সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে যৌথ কার্যে যোগ দিয়ে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শোষকশ্রেণী ধনী জমিদার, জোতদাররা নির্মূল হয়েছে, দেশ থেকে ধনতন্ত্রের শেষ মূল উৎপাটিত হয়েছে। এভাবে সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়েছে, জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা ও সাংস্কৃতিক অবাধ অগ্রগতির পথ খুলে গেছে। এই সাফল্য বলশেভিক পার্টি অর্জন করেছে তাদের বিশ্বস্ত নেতা স্তালিনের নেতৃত্বে।

সপ্তদশ কংগ্রেসে স্তালিনের প্রতিবেদনটি এত মূল্যবান বলে প্রতিনিধিদের বিবেচিত হয় যে তাঁর প্রতিবেদনের উপর পৃথক কোন প্রস্তাব গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁর সমগ্র প্রতিবেদনটিই পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মতালিকা বলে গৃহীত হল। পুরনো কর্মনীতি ও সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে সাফল্যের বিচার করে স্তালিন তিনটি প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন :

(ক) আমরা যে সাফল্য লাভ করেছি তার গর্বে আমরা উদ্বেলিত হব না ;

(খ) আমরা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হব না ;

(গ) আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করব।

ইতিমধ্যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। দক্ষিণ স্ত্রী,

১। **উই ভিড নট আস্ক উটোপিয়া**—হ্যারি ও রেবেকা টিম্বার, পৃঃ ৬৭।

ট্রট্স্কিপন্থী, বৈদেশিক গোয়েন্দা বাহিনী নিযুক্ত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চরেরা, যারা ধনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল, তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। পার্টির মধ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। স্তালিনের গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনা হয়েছে এবং তা কার্যকরী করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ শেষ করে সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে সাম্যবাদের উন্নত স্তরে অগ্রসর হওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। এই সব বিরাট কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার ব্যাপারে স্তালিনের নির্দেশ ও তত্ত্বমূলক অবদান ছিল প্রতিটি পদক্ষেপে। ১৯৩৫ সালের ৪ঠা মে ক্রেমলিনে রেড আর্মি একাডেমির উত্তীর্ণ ছাত্রদের সভায় বক্তৃতায় স্তালিন বলেন :

'আমরা অগ্রসর হওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলাম, লেনিনের নির্ধারিত পথে এগিয়ে চলেছিলাম। যারা চোখের সামনের জিনিস ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, যারা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্বিকার, অন্ধ—আমরা তাদের পথ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলাম।'

এই ভাষণে স্তালিন দক্ষ কর্মী গঠন করার প্রশ্নটি জরুরীভাবে উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আগের যুগে আমাদের কাজ ছিল এক নতুন কর্মপদ্ধতি সৃষ্টি করা এবং তা প্রচার করা। 'কর্মপদ্ধতির উপর সব কিছু নির্ভর করে' এই শ্লোগানের উপর আমরা তখন জোর দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন এই কর্মপদ্ধতি সৃষ্টি হল তখনই আমরা বুঝতে পারলাম, এই কর্মপদ্ধতিতে 'অভিজ্ঞ লোকও আমাদের প্রয়োজন, আমাদের এমন কর্মীর প্রয়োজন যারা এই কর্মপদ্ধতিতে পটু হয়ে সুষ্ঠুভাবে এর প্রয়োগ করতে পারবে। অভিজ্ঞ কর্মীর অভাবে কর্মপদ্ধতি নিষ্ফল। অভিজ্ঞ কর্মীদের হাতে এই কর্মপদ্ধতি অদ্ভুত ফলপ্রসূ হয়।... তাই বর্তমানে দক্ষ কর্মীগণের উপর জোর দিতে হবে। পুরানো যুগে আমাদের সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতির অভাব ছিল, তাই সে সময়ে শ্লোগান ছিল—"কর্মপদ্ধতির উপর সব কিছু নির্ভর করে"। আজ আমাদের নতুন শ্লোগান হবে, "কর্মীদের উপরই সব কিছু নির্ভর করে, দক্ষ কর্মী চাই"। —এইটিই বর্তমানে প্রধান সমস্যা।'

'পার্টির মধ্যে ও সমগ্র দেশে স্তালিনের স্থান এত উঁচুতে যে, তাঁর নির্দেশ পার্টির কাছে আইনের মত গ্রহণীয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি কোন পথ গ্রহণ করার আগে গভীরভাবে চিন্তা করেন, প্রত্যেক ঘটনা বিচার করে

দেখেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষার যুক্তিপূর্ণ প্রয়োগ করে তিনি দূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর বিকাশও নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু পার্টির শ্লোগান কার্যকরী করে তোলার জন্য তিনি প্রধানতঃ দেশের জনসাধারণের উপর নির্ভর করতেন, তাদের শিক্ষা ও সংগঠন শক্তির প্রতি আবেদন জানাতেন এবং তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তাঁর নির্দেশে যৌথ ফার্মের চাষীদের সম্মেলন ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। স্তালিন স্বয়ং এই সম্মেলনগুলিতে যোগ দেন ও পরিচালনা করেন। তিনি মনোযোগের সঙ্গে যৌথ ফার্মের চাষী, স্তাখানোভসদৃশ্ শ্রমিক, লৌহ শ্রমিক, স্থপতিবিদ ও তুলা উৎপাদনকারীদের বক্তৃতা শোনেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের তিনি নতুন কল্পনা দেন এবং এভাবে সমাজতন্ত্র সফল করার আন্দোলনকে সাহায্য করেন।'[১]

এই সময় বহির্জগতে ব্যাপক প্রচার ছিল স্তালিনের নেতৃত্বে সরকার ও পার্টি সম্পর্কে রুশ জনগণের কোন সমালোচনার অধিকার ছিল না। জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। আসলে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত থেকে দেশ ও বিপ্লবী সাফল্যকে রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়েই স্তালিনকে কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের আলোচনা-সমালোচনার অধিকার তার দ্বারা বিন্দুমাত্র খর্ব হয়নি বরং কুচক্রীরা খানিকটা জব্দ হয়েছিল। ডাঃ টিম্বার এসম্পর্কে বলেছেন : 'তারা (জনগণ) ভাল করেই জানে পার্টি কি করছে এবং তারা সর্বান্তকরণে তা সমর্থন করে। এ এমন একটি মানসিকতা যা আমেরিকাবাসীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন। তারা মনে করে রাশিয়ানরা যদি সমালোচনা না করে তার কারণ তারা তা করতে ভয় পায়। কিন্তু এ সত্যের চূড়ান্ত অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা তত্ত্ব নিয়ে সমালোচনা করে না, করে প্রয়োগ নিয়ে। আর সে সমালোচনা হয় নির্দয়ভাবে।'[২]

শ্রীমতী রেবেকা টিম্বার লিখেছেন : 'সেদিন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রাশিয়ায় সমালোচনা করার অধিকার আছে কিনা। আমি দেখে উৎসাহিত হয়েছি, যে-কেউ ইউনিয়নের সভায় দাঁড়িয়ে কর্তা-ব্যক্তিদের সমালোচনা করতে পারে তবে তা কাজকর্ম সম্পর্কে, সমালোচিত ব্যক্তির

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি—**জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ২০৭।

২। **উই ডিড নট আস্ক উটোপিয়া**—হারি ও রেবেকা টিম্বার, পৃঃ ৬০।

ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নয়। পদ্ধতিটা হল আত্মসমালোচনা এবং গঠনমূলক সমালোচনা। মনকষাকষির কোন নজির দেখিনি। সমস্ত ব্যাপারটাই বস্তুনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।'[১]

যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চলেছিল, তা অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিপজ্জনক ছিল। ধনতন্ত্রের দেশগুলিতে এক নতুন অর্থ সঙ্কট শুরু হয়েছিল এবং কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীর সাম্রাজ্যের পুনর্বিভাগ করে অর্থ সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পাবার পথ খুঁজছিল। ধনতান্ত্রিক জগৎ নিশ্চিতভাবে ব্যাপক এক যুদ্ধের পথে এগিয়ে চলেছিল। এই অবস্থায় ধৈর্য্য ও বিবেচনার সঙ্গে, সময়োপযোগী পরিবর্তনশীল বৈদেশিক নীতি পরিচালনা প্রয়োজন, যাতে যুদ্ধের মধ্যে সহজে জড়িয়ে পড়তে না হয়। সোভিয়েত দেশের আত্মরক্ষা-সংগঠন এবং সমরশক্তি বাড়াবারও প্রয়োজন ছিল এ সময়ে। এই সময়ে বিশ্বশান্তির নিয়ামকরূপে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিতে। রাশিয়াই একমাত্র রাষ্ট্র, যারা স্পেনের গণতন্ত্রীদের প্রকাশ্যভাবে সমর্থন ও সাহায্য করেছিল। স্পেন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দনের উত্তরে স্তালিন ঘোষণা করেছিলেন—'স্পেনের জনগণকে রক্ষা করা সকল প্রগতিশীল মানবতার কর্তব্য।' সোভিয়েত জনগণ প্রকাশ্যভাবে চীনের জনসাধারণকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছিল।

স্তালিনের পরিচালনায় সোভিয়েত দেশ তার আত্মরক্ষার ব্যূহ সুদৃঢ় করেছিল, বড় বড় অস্ত্র নির্মাণের কারখানা গড়ে তুলেছিল যাতে যুদ্ধের সময় দেশে সব রকমের আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। এছাড়া নৌবাহিনীও বৃহত্তর করবার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়, শ্বেত সাগর থেকে খাল খনন করা হয়। আত্মরক্ষা ও আর্থিক উন্নতির দিক দিয়ে এই খাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৌবাহিনী, ডুবোজাহাজ, বিমানবাহিনী ও অন্যান্য সেনাবিভাগও এই সময়ে বিশেষভাবে বাড়ানো হয়, যাতে শক্তিশালী রাশিয়া শান্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যেতে পারে।

রুশদেশে স্তালিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সফলভাবে এগিয়েছে। তিনি বলেন, 'এই সময়ের মধ্যে ধনিকদের সমর্থকরা একেবারে

১। **উই ডিড নট আস্ক উটোপিয়া**—হ্যারি ও রেবেকা টিম্বার, পৃঃ ১৬৮-৬৯।

নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ জয়ী হয়েছে।' সোভিয়েত জরুরী অষ্টম কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর রিপোর্টে বলেন, 'জাতীয় অর্থনীতিতে এই সব পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলেই, আমরা নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এখানে কোন অর্থসংকট বা বেকার সমস্যা নেই, এখানে দারিদ্র্য নেই ও সর্বস্বান্ত হবার ভয় নেই। এখানে প্রত্যেক নাগরিক সমৃদ্ধ ও উন্নত সংস্কৃতিগত জীবন যাপনের সুযোগ পায়।'

১৯৩৬ সালের ১৭ই জুন আরেকটি দুর্ঘটনা সোভিয়েতের জনজীবনকে শোক বিহ্বল করে তোলে—সেটি হল মহান লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীর মৃত্যু। সমস্ত সরকারী দপ্তর, পার্টি ও গণ-সংগঠনগুলির দপ্তরে দপ্তরে রক্ত পতাকা অবনমিত হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদর দপ্তরে তাঁর দেহ রক্ষিত হয় জনগণের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ সারিবদ্ধভাবে প্রিয়তম লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ১৯শে জুন পূর্ণ মর্যাদায় লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে রেড-স্কোয়ারে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রনেতা স্তালিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এই সময়ে স্তালিনের সর্বোচ্চ কৃতিত্ব হল নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন। ১৯২২ সালের সংবিধানের পর দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশের সম্পদের মালিক হয়েছে জনসাধারণ, নিরক্ষরতা দূর হয়েছে, কর্মস্থান থেকে পরোক্ষ ভোট দেওয়ার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ ভোট দিতে জনসাধারণ সমর্থ। তাই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান রচনার জন্য ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে ৩১ জন ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, রাজনীতি বিষয়ক পণ্ডিতের উপর দায়িত্ব দেওয়া হল, স্তালিন এর চেয়ারম্যান হলেন। সংবিধান গ্রহণের পদ্ধতিটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। জুন মাসে সরকার কমিশন কর্তৃক রচিত খসড়া সংবিধান পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করে ব্যাপক আলোচনার জন্য ৬ কোটি কপি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হল। ৫ লক্ষ ২৭ হাজার সভায় সমবেত হয়ে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক সেটা আলোচনা করল। কয়েক মাস এই সময় সংবাদপত্রগুলি চিঠিপত্রে ভরে থাকত। ১ লক্ষ ৫৪ হাজারটি সংশোধনী এল জনগণের বিভিন্ন স্তর থেকে—অবশ্য সংশোধনী-গুলির অধিকাংশই একই ধরনের, অনেকগুলো আবার ঠিক সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে আইনের গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার উপযুক্ত। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রেমলিন প্রাসাদের বিরাট হলঘরে সংবিধান সম্মেলনে ২ হাজার

১৬ জন জন-প্রতিনিধি মিলিত হলেন খসড়া সংবিধান পর্যালোচনা করে গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

এই গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাওয়ার অধিকার আছে, যথেষ্ট বিশ্রাম ও অবসর ভোগ করারও অধিকার আছে। রোগে, বার্ধক্যে ও অশক্ত হলে রাষ্ট্র তার ভার নেবে। প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষালাভের অধিকার আছে। নারীদের অর্থনীতি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। মতামতের স্বাধীনতা, বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা পরিচালনার স্বাধীনতা রয়েছে। ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা, নাগরিকদের গৃহ ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার স্বাধীনতা আছে। বিদেশী নাগরিকরা শ্রমিক আন্দোলন, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ অথবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে অত্যাচারিত হলে তাদের এখানে আশ্রয় নেবার অধিকার আছে।

সাধারণত ইতিহাসে এই গঠনতন্ত্র স্তালিন গঠনতন্ত্র নামে খ্যাত। রাশিয়ার কোটি কোটি মানুষ এই গঠনতন্ত্রের প্রতি অভিনন্দন জানাল। জার্মানিতে তখন নাৎসী ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—এই সংবিধান হল তার সরাসরি জবাব। নাৎসীরা বলত গণতন্ত্র জীর্ণ হয়েছে; সমস্ত সোভিয়েত বক্তা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে 'অজেয়' বলে অভিনন্দন জানালেন। এই সংবিধানের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে স্তালিন বলেন: 'আজ যখন ফ্যাসিবাদের নোংরা প্রবাহ শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে কলুষিত করছে, সভ্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক প্রয়াসকে দূষিত করছে তখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন গঠনতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে অজেয় বলে ঘোষণা করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধতা করছে। আজ যাঁরা ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন গঠনতন্ত্র তাঁদের নৈতিক সহযোগিতা ও প্রকৃত সমর্থন জানাবে।'[১]

পৃথিবীর সর্বত্র এই প্রগতিশীল সংবিধান সাদর অভ্যর্থনা পেল। সুদূর চীন থেকে শ্রীমতী সান্ ইয়াৎ-সেন বলেন: 'এ হচ্ছে মানবজাতির সবচেয়ে বড় সিদ্ধি।' জেনেভার শান্ত হ্রদের প্রান্ত থেকে মনীষী রোম্যা রোঁল্যা বলেন, 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এতকাল ছিল মানুষের স্বপ্নের বস্তুমাত্র; এই সংবিধান থেকে তারা প্রাণ পেল।'

১। জে. ভি. স্তালিন—**লেনিনবাদের সমস্যা,** পৃঃ ৫৬৭।

নতুন গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলিতে যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ও নীতিগত ঐক্য দেখা দিয়েছে তা ধনিক রাষ্ট্রে অসম্ভব। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচনে প্রায় নয় কোটি ভোট অর্থাৎ সমস্ত ভোটের শতকরা ৯৮.৬ ভাগ কমিউনিস্ট ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ ব্লককে সমর্থন করে। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচনে ৯ কোটি ২০ লক্ষ ভোট অর্থাৎ সমগ্র ভোট সংখ্যার শতকরা ৯৯. ভাগ কমিউনিস্ট ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ ব্লককে সমর্থন করে। এ বিষয়ে স্তালিন ১৯৩৯ সালে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে বলেন:

'দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনে আমাদের আজ গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হয়েছে। শোষকশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শ্রমিক, চাষী, বুদ্ধিজীবী সবাই শ্রমনিযুক্ত সাধারণের পর্যায়ে এক মিলিত সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। সোভিয়েত সমাজের রাজনৈতিক ও নীতিগত ঐক্য দৃঢ়তর হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে সখ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক রূপ নিয়েছে এবং এক নতুন গঠনতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। কেউ একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, আমাদের দেশের গঠনতন্ত্রই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক। রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচনের ফলাফলও অন্যান্য দেশের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ।'

এই কংগ্রেসে স্তালিন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার সমস্যা সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। যখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছিল—তখনও পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক বেষ্টনী ভেঙে পড়েনি—সে-সময়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজন তুচ্ছ বলে যে সমস্ত মতবাদ বর্তমান ছিল, তা তিনি ধূলিসাৎ করে দিলেন। তিনি দেখালেন, যতদিন পর্যন্ত এই ধনিক বেষ্টনী বর্তমান, ততদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দৃঢ়তর করে তোলা প্রয়োজন। কার্যতও তিনি সর্বদাই সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রকে আরও অধিক শক্তিমান করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য প্রতিটি বিষয়ে নিজে নজর দেন। অস্ত্র নির্মাণের কারখানা, বিমান, ট্যাঙ্ক, নৌবাহিনী, ডুবোজাহাজ তৈরীর ক্ষেত্রে যেমন দৃষ্টি দেন তেমনি লালফৌজ ও সংশ্লিষ্ট

কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও সমানভাবে গুরুত্ব দেন।

কমিউনিজমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সারথি স্তালিন সর্বদাই সজাগ দৃষ্টিতে প্রতিবেশী ধনিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন। তিনি সোভিয়েতের রাষ্ট্র তরণীকে সাম্যবাদের পথে নতুন নতুন বিজয় অভিযানে পরিচালনা করে নিয়ে গেছেন। এই সজাগ দৃষ্টির ফলেই জার্মানির সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, এই আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সাময়িকভাবে এড়াল এবং রুশদেশ যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময় খানিকটা হাতে পেল। যখন পোলিশ সরকার পশ্চিমে জার্মান আক্রমণের ফলে দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করল সে-সময় লালফৌজ পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম জেলা—রাশিয়ার জনগণকে পোলিশ জমিদারদের অত্যাচার ও জার্মান কবল থেকে মুক্ত করে নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন করল। এর ফলে সোভিয়েতের শক্তিবৃদ্ধি হল এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদাও বাড়ল।

১৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর সুপ্রিম সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে স্তালিনকে ষাটতম জন্মদিবস উপলক্ষে বলশেভিক পার্টি, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র গঠনেব পথে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য 'হিরো অফ সোশ্যালিষ্ট লেবার' উপাধি দেওয়া হয়। ২২শে ডিসেম্বর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান একাডেমির অবৈতনিক সদস্যপদে তাঁকে বরণ করা হয়।

১৯৪১ সালে পার্টির অষ্টাদশ সম্মেলনে অষ্টাদশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার জন্য বিগত সাফল্যগুলিকে পর্যালোচনা করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্তালিনের প্রস্তাবানুযায়ী এবার পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপী এক গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়; যার উদ্দেশ্য হয় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে শক্তিশালী করা; কেননা বিশ্বযুদ্ধের রণহুংকার তখন বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে দাপাদাপি করছে, নাৎসী জার্মান তখন দুনিয়ার শান্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্বের জনগণের একমাত্র ভরসাস্থল সোভিয়েত রাশিয়া ও তার নেতা লৌহমানব স্তালিন। ১৯৪১ সালের ৬ই মে সুপ্রিম সোভিয়েত স্তালিনকে কাউন্সিল অফ পিপলস কমিশারের চেয়ারম্যান পদে আসীন করে।

স্তালিনের অন্যতম প্রধান অবদান হল রাষ্ট্রের গঠন, কাঠামো ও পরিচালনা সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার প্রসারণ। পুঁজিবাদী দেশগুলি বৃত্তের

মধ্যে থেকেও যে একক একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব লেনিনের এই তত্ত্বকে স্তালিন সমস্ত দক্ষতা দিয়ে যেমন প্রমাণিত করেছেন তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের যুগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেছেন। ট্রট্স্কি, বুখারিন প্রমুখরা রাষ্ট্রের দ্রুত অবলুপ্তির শুষ্ক তাত্ত্বিকতা প্রচার করে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিলেন স্তালিন তার বিরুদ্ধে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়ে রাষ্ট্রকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেন। 'লেনিনবাদের সমস্যা' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বিভিন্ন স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়, অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে। অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে শোষকশ্রেণীগুলিকে উৎখাত করা এবং শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে নির্মূল করার পর থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয় ও নতুন সংবিধান গ্রহণ করা—এই দুই স্তরে সোভিয়েত রাষ্ট্র অসামান্য ভূমিকা পালন করে। শুধু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকাও ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে স্তালিন বলেন গঠন ও কর্মকাণ্ডের পরিবর্তনগুলি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, 'অগ্রগতি এখানে থেমে থাকবে না। আমরা এগিয়ে চলেছি সাম্যবাদের দিকে।'[১] সুতরাং পরিণতিতে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি পর্যন্ত রাষ্ট্রকাঠামোর অনেক পরিবর্তন ঘটবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বহিঃশক্তির সামরিক আক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে না।

স্তালিন বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির আবেষ্টনীর মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে তার স্বীয় ভূমিকায় আরও বেশী করে সুসংহত করাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা। সোভিয়েতসমূহের বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত স্তালিন-সংবিধানে জনগণের সেই রাষ্ট্রের সুসংহত ও দৃঢ়বদ্ধ রূপই শারীরিক রূপ পায়। সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার আইনী প্রতিমূর্তি হল এই নতুন সংবিধান যা সমস্ত জাতিগুলির এবং সমস্ত নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত স্তালিনের অবদান সূত্রায়িত হয়েছিল এমন এক সময় যখন বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্র ফ্যাসিষ্ট জার্মানির অভ্যুত্থান একাধিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে

১। **লেনিনবাদের সমস্যা**—স্তালিন, পৃঃ ৬৩৭।

বিপন্ন করে তুলেছিল। স্তালিন দেখালেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজয়ী সংগ্রাম শুধু রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বকে জার্মানগোষ্ঠীর ফ্যাসিবাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে এবং কয়েকটি রাষ্ট্রকে মুক্ত করে এক অসাধারণ আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালন করেছে। স্তালিন বলেছেন, 'সোভিয়েত ব্যবস্থা শুধু শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সংগঠনের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা তাই নয়, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে জনগণের সমস্ত বাহিনীগুলির সমাবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।'[১]

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গর্ভে মহান অক্টোবর বিপ্লবের পথ ধরে যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম তা স্তালিনের নেতৃত্বে ক্রমান্বয়ে সাফল্যের ধারায় অগ্রগতির নতুন নতুন ধাপে উন্নীত হয়ে সাম্যবাদের উচ্চ কোঠার দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে।

১। স্তালিন—সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে, পৃঃ ১২৩।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাপর্বে স্তালিনের নেতৃত্ব

প্রথম মহাযুদ্ধজয়ী ফরাসী অধিনায়ক মার্শাল ফস্ ভার্সাই সন্ধি চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'এটা শান্তি চুক্তি নয়, এটা বিশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি মাত্র।' ভার্সাই সন্ধির মূল লক্ষ্যই ছিল বিজিত জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তির প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। তাই ভার্সাই চুক্তির মূলগত দুর্বলতাজনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমি প্রস্তুত করে চলেছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ধূর্ততায় সবচেয়ে মুনাফা অর্জন করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম মহাযুদ্ধের সমস্ত মিত্রদেশই আমেরিকার কাছে বিপুল ঋণে জড়িত হয়ে পড়ল। ব্রিটেনের ঋণের পরিমাণ ছিল ৯২ কোটি পাউণ্ড আর ফ্রান্সের ৮০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। সকল রাষ্ট্রই চেষ্টা করতে লাগল এই ঋণের অর্থ বিভিন্ন কৌশলে জার্মানির কাছ থেকে আদায় করতে। ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়া ক্রমশ তীব্র হতে থাকল। 'Europe was in debt to America. America paid the piper and America called the tune. The piper was high finance and the tune more production; the industrialists of the world followed the piper like the children in Browning's poem, and he led them into a cave and they were engulfed in the crisis of 1929.'[১]

এদিকে রাশিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদী জারের পতনের মধ্য দিয়ে সেখানে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠছে তাও পশ্চিমী শক্তিবর্গের চক্ষুশূল। তাই তাকে সাম্রাজ্যবাদী আবেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। গোটা দুনিয়া দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত ও দরিদ্র জনগণ এবং অপরদিকে ধনতন্ত্রী ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা। এই সময় ধনতন্ত্রবাদের বিকৃত রূপ থেকে জন্ম নিল চরমপন্থা বা ফ্যাসিবাদ—মুসোলিনী ও হিটলারের নেতৃত্বে। ফ্যাসিবাদ একদিকে যেমন জনগণের মুক্তি,

১। The Between War World by J. Hampden Jackson, p. 355.

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের শত্রু, অপরদিকে তথাকথিত গণতন্ত্রী সংসদভিত্তিক ধনতন্ত্রবাদেরও বিরুদ্ধবাদী। ব্যক্তিগত প্রতিবাদকে স্বীকৃতি দেওয়া হল রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পদদলিত করে শ্রমিক ধর্মঘট ও মালিকদের লক-আউট বন্ধ করে দেওয়া হল। এক কথায় পুঁজিবাদীদের এক নির্মম শাসনতন্ত্র কায়েম হল যা ধনতন্ত্রবাদের চেয়েও ভয়াবহ। ফ্যাসিবাদ এক ধরনের নিষ্ঠুর রাষ্ট্রসর্বস্ব মতবাদ, যা সাম্যবাদ, উদারনীতিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী অথচ ধনতন্ত্রের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। ফ্যাসিবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে জনৈক লেখক বলেছেন: 'Once in power the fascists must follow certain inevitable steps : first, destroy the working class aquisations ; secondly, muzzle the organs of democratic opinion ; thirdly, guarantee the profits of big business by organising commerce and industry on lines of monopoly capitalism ; fourthly, give employment to the workers and dividend to the shareholders by gigantic schemes of rearment.'[১] ফ্যাসিবাদের স্বরূপ বুঝার পক্ষে এই মন্তব্যটি সুস্পষ্ট।

যুদ্ধের মুনাফা লুটতে ব্যর্থ ও বিপযস্ত ইতালীতে প্রথমে এবং পরে জার্মানীতে এই ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে ইতালীতে বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন ও ১৯১৮ সাল থেকে জার্মানীতে সৈন্য, নাবিক ও শ্রমিকদের বিপ্লব যে জোয়ার এনে দেয় তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উত্তুঙ্গ পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৩৩ সালে জার্মানীর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্বনামধন্য হিটলারের হাতে ন্যস্ত হল এবং তিনি জার্মান নাগরিকদের কাছে ঘোষণা করলেন: চিরন্তন শান্তি মানুষকে ধ্বংস করবে, যুদ্ধই মানুষের শ্রেষ্ঠ নীতি, ইউরোপে কখনও দুটি রাষ্ট্রশক্তিকে মাথা তুলতে দিও না; রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা ঈশ্বরের কাছে আবেদন-নিবেদন করে জার্মানীর হৃতরাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করা যাবে না, সশস্ত্র বলপ্রয়োগই একমাত্র পথ; পূর্ব ইউরোপ ও বিশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে নতুন দেশ ছিনিয়ে নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে; ব্রিটেন ও ইতালীকে হাতে রেখে ফ্রান্সকে ধ্বংস করতে হবে; জার্মানীর সীমান্তবর্তী সমস্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠিত করে বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে; এবং যথাযোগ্য

১। The Between War World by J. Hampden Jackson, p. 84.

অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা অনুকূল হলেই যুদ্ধারম্ভ করতে হবে এবং ইউরোপের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি বানচাল করে দিতে হবে।

হিটলারের এত নগ্ন ঘোষণা সত্ত্বেও ইউরোপীয় শক্তিরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি এর প্রধান কারণ ছিল উদীয়মান শক্তি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে রাজনৈতিক বিদ্বেষ এবং সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। সোভিয়েতের উত্থান পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছে, জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ফলে তাদের আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল। ১৯৩৪ সালে লয়েড জর্জ কমন্স সভায় ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বলেন: 'ইউরোপে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের একমাত্র বড় আশ্রয় জার্মানী এবং দুই-এক বৎসরের মধ্যেই এজন্য জার্মানীর দিকে আমাদের তাকাতে হবে। জার্মানী ইউরোপের ঠিক মধ্যস্থলে। তাই জার্মানীর আত্মরক্ষার প্রাচীর যদি ভেঙে যায় এবং কমিউনিস্টরা তাকে পেয়ে বসে তবে গোটা ইউরোপ সাম্যবাদী হয়ে পড়বে।' অতএব ব্রিটেন হিটলারী জার্মানীকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করলো এবং শক্তি যোগাতে লাগল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘে জার্মানীর পক্ষে ওকালতি করলেন তাই নয় জাতিশত্রু ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস ও হিটলার বাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রস্তাবও করলেন। এমন কি ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও প্রতিক্রিয়াশীলরা জার্মানীর পক্ষপাতী হয়ে পড়ল। 'This British support of Hitler and of German re-armament has been governed by general considerations of British foreign policy. Continuously since Versailles Britain has given general support to the restoration of German power in order to counterbalance French power in Europe and has sought in the same time to draw Germany into a western Orientation in opposition to the Soviet Union.··· Even in France which is directly menaced by Hitler the reactionary fascist and pro fascist sections of the bourgeoise have openly supported Hitler.'[১]

শুধু ব্রিটেন বা ফরাসীর শক্তিবর্গই নয় আমেরিকাও প্রভূত অর্থ দিল

১। World Politics, 1918–36 by R, Palme Dutta, P. 267.

জার্মানীকে। The big American Bankers financed the German cannon kings who in turn financed Hitler.[১] সুতরাং ১৯১৯-৩৯ সালের বিশ বৎসরের ইউরোপের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধাচরণের নীতি গ্রহণ করে ইউরোপে জার্মানীর এবং এশিয়ায় জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। অতএব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকা নিবিড়ভাবে প্রস্তুত হতে থাকল। হিটলারী পরিকল্পনা অনুসারে দেশে দেশে হত্যাকাণ্ড, আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতা, নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটতে লাগল। বহু রাষ্ট্রনেতা হত্যা হতে লাগলেন। ট্রট্স্কির নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেও অন্তর্ঘাত-মূলক কার্যকলাপ ধরা পড়ে গেল।

এই সময় সোভিয়েত দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংক্ষেপে ছিল এই রকম: সোভিয়েতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করেছে; অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশের অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে সোভিয়েত দেশ একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠেছে; সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছে। অপরদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়ে উঠছে; সাম্রাজ্যবাদী কোন কোন দেশের মধ্যে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারীতে জার্মানীতে ফ্যাসি-বাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সোভিয়েত-বিরোধী আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করেছে। অবাধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য নাৎসী জার্মানী ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করে এবং কয়েকদিন পর লীগ অব নেশনস (জাতিসঙ্ঘ) থেকে বেরিয়ে যায়।

ইতিপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৯৩৩ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আগ্রাসনের সংজ্ঞা-নির্ধারণমূলক এক খসড়া-ঘোষণা উপস্থিত করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই খসড়ার প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি এন্টনি ইডেন এই খসড়াকে 'অত্যন্ত কঠোর' বলে মন্তব্য করেন। এই খসড়ার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে থাকে। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যৌথ নিরাপত্তার দাবীতে কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু

১। Thus wars are made by Prof. Albert Narden, p. 58.

করে। এই সিদ্ধান্তের মর্ম হল সোভিয়েতের জাতিসংঘে আসন লাভ করা এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যুক্ত দেশ রক্ষার ভিত্তিতে আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদন করা।

ত্রিশটি দেশের আমন্ত্রণে ১৯৩৪ সালের আঠারই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসঙ্ঘে আসন লাভ করে। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ও ফরাসী দেশের মধ্যে প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়--এর লক্ষ্য ছিল পূর্বাঞ্চল চুক্তি সফল করে তোলা। চেকোশ্লোভাকিয়াও এই প্রোটোকলে স্বাক্ষর দান করে। পূর্বাঞ্চল চুক্তির শর্ত ছিল—পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী, বাল্টিক দেশসমূহ ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের প্রতি এই নিশ্চয়তা দেবে যে কোন দেশ অপর দেশের সীমানা লংঘন করবে না, স্বাক্ষরকারী কোন দেশ আক্রান্ত হলে তাকে সাহায্য করবে এবং আক্রমণকারী দেশের বিরোধিতা করবে। পূর্বাঞ্চল চুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিনষ্ট করার জন্য হিটলার অচিরেই তৎপরতা শুরু করে দেয়। ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে চুক্তি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ব্রিটেন প্রস্তাব দেয়। জার্মানী ও পোল্যাণ্ড কয়েকদিন পরই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ব্রিটেন জার্মানীকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার প্রশ্নে সাহায্যদানের ঘোষণা করে। জার্মান সরকার ১৩ই মার্চ ভার্সাই চুক্তি অমান্য করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং ১৩ই মার্চ জার্মানীতে সামরিক কাজে অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হয়। এইভাবে ব্রিটেনের প্রশ্রয়ে নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধপ্রস্তুতি চলতে থাকে।

ব্রিটেনে কমিউনিজম-বিরোধী প্রচার তখন উচ্চগ্রামে। এই অন্ধ ব্রিটিশ সমাজের মুখোস উন্মোচন করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখক বার্নার্ড শ' বলেন : 'সংস্কৃতির সচেতনতা ও সততার অভাবের ফলে যতটা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব বর্তমান ইংরেজ সমাজ, আমার নিজের পরিবেশ ততটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। একটা ভঙ্গীসর্বস্ব, মিথ্যাচারী, বাস্তবতাবিদ্বেষী, ধনলালসাগ্রস্ত, আমোদ-প্রমোদ ও আত্মপ্রচারে মত্ত এবং অর্থহীন লেখা ও বুকনিতে অভ্যস্ত একটা জনতা সমস্ত পাপপুণ্যের জ্ঞান হারিয়ে কেবল একটা কাজেই ব্যস্ত তা হচ্ছে ধনদৌলতের সৃষ্টি করে যে শ্রেণী তাদের অনাহারে রেখে তাদের কাছ থেকে ধনদৌলতের সিংহভাগ ছিনিয়ে নেওয়া।'

এই সত্যদ্রষ্টা লেখক বার্নার্ড শ' ১৯৩১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ

করেন। তাঁর সোভিয়েত ভ্রমণ শুধু যে তাঁর নিজের দৃষ্টির অস্বচ্ছতা দূর করেছিল তাই নয়, তাঁর চোখ দিয়ে বিশ্বকেও সত্যচিত্র উপহার দিয়েছিল। সোভিয়েত জনগণের সামনে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'যখন তোমরা তোমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে এবং আমি জানি তা তোমরা করবেই, তখন পশ্চিমে আমরা যারা এখনও সমাজতন্ত্র নিয়ে খেলা করছি, আমরা পছন্দ করি বা না করি তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ আমাদের করতেই হবে।' তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন, 'ভবিষ্যৎ নিবদ্ধ লেনিন এবং স্তালিনের মধ্যেই।'

১৯২৮ সালের শেষের দিকেও শ' প্রচলিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার নানারকম গালগল্পে প্রভাবিত হয়ে নানা ভ্রান্ত চিত্র তাঁর 'ইনটেলিজেন্ট উওম্যান'স গাইড টু সোশ্যালিজম এ্যাণ্ড ক্যাপিটালিজম্' পুস্তকে আঁকছিলেন। কিন্তু ১৯৩১ সালের সোভিয়েত ভ্রমণ এবং স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শ'র চিন্তা-ভাবনা পরিবর্তন করে দিল এবং তিনি স্তালিনের ভক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'এমন ব্যক্তির সঙ্গে আমার পূর্বে সাক্ষাৎ হয়নি যিনি এত ভালভাবে কথা বলতে পারেন।' তিনি স্তালিন সম্পর্কে আরও বলেছিলেন: 'একজন অভিনব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। এঁর সঙ্গে তুলনায় পশ্চিমী রাজনীতিজ্ঞদের মনে হবে এক সারি ক্ষয়ে যাওয়া মোমের পুতুলের মত যারা এমন একটা দুষ্ট এবং স্বয়ংক্রিয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ঝুলে আছে যে ব্যবস্থার একমাত্র যন্ত্র হচ্ছে ফাঁকা বুলি, মিথ্যা গল্প এবং কাজকর্মের অচল-পদ্ধতি।' স্তালিনের সঙ্গে আলোচনার প্রভাব তাঁর জীবনে এত অমোঘ ছিল যে বাকী জীবন তাঁর সহানুভূতি কমিউনিজম ও রাশিয়া থেকে সরে যায়নি। তিনি স্পষ্টতই বলেন: 'ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোন প্রতিকার নেই। প্রতিকার আছে কমিউনিজমে, আর ঠিক এই কমিউনিজম হচ্ছে তাই ফ্যাসিবাদ যাকে ঘৃণা করতে শেখায়।' শেষ বয়সে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের প্রতি শ'এর সমর্থন পুরোপুরি নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিগত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি লিখলেন: সমগ্র জগতের কাছে পুঁজিবাদের থেকে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপুল শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হচ্ছে রাশিয়া।'

স্বাধীনতার অপরিহার্য ভিত্তি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সোভিয়েত ইউনিয়নে সেই প্রকৃত স্বাধীনতার বিজয়কে শ' অভিনন্দিত করেছিলেন: 'রুশ রাজনীতিবিদরা

দেখিয়েছেন যে একটা প্রকৃত স্বাধীন দেশে অর্থাৎ যে দেশটা হচ্ছে জনগণের, সেখানে যে-কোন জনসেবী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের গোষ্ঠী যে কোন জন-সেবামূলক কাযকলাপ সংগঠিত করতে পারে এবং এর জন্য তাদের পার্লামেণ্টে প্রাইভেট বিল পাশ করানোর জন্য ছুটতে হয় না বা জমিদার ও আইনজ্ঞদের বিপুল পরিমাণ অর্থও দিতে হয় না। এই স্বাধীনতার স্বাদ এত বেশী যে বাস্তব উদাহরণ ছাড়া তা উপলব্ধি সম্ভব নয় এবং সেই উদাহরণ হচ্ছে যে রাশিয়া দশ বৎসরে যে সমস্ত সামাজিক পারিবর্তন সাধন করেছে আমাদের ব্যবস্থায় তা করতে একশ ৫ বৎসর লাগবে।'[১]

৬ই আগস্ট, ১৯৫০ রেনল্ড নিউজের সঙ্গে তাঁর প্রায় জীবন-শেষের সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে 'মঃ শ' আপনি কি কমিউনিস্ট ?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে ছিলেন: 'হ্যাঁ। অবশ্যই আমি তাই। কমিউনিজম-এর বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে একটা প্রচণ্ড জাজ্বল্য মূর্খামী ভবিষ্যৎ সেই দেশেরই রয়েছে যে দেশ কমিউ-নিজমকে সর্বাপেক্ষা দ্রুততার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক দূর নিয়ে যেতে পারে।'[২] বার্নার্ড শ'এর এই চিন্তা-চেতনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে তৎ-কালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কিভাবে স্তালিন ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে।

পুনরায় পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ব্রিটিশ সরকার যখন নাৎসী জার্মানীকে তোষামোদ করে একটা সমঝওতায় আসতে চেষ্টা করছে তখন সোভিয়েতের বিরুদ্ধতা না করারও একটা লোক-দেখানো কূটকৌশল অবলম্বন করে চলছিল। ব্রিটেনের মনোভাব পরিষ্কার করার জন্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন এণ্টনী ইডেনকে মস্কোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সাইমন এই বিশেষ অনুরোধও করেন যে ইডেন যেন স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান কেননা স্তালিন ইতিপূর্বে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। স্তালিন সাক্ষাৎকার অনুমোদন করেন। ১৯৩৫ সালের ২৯শে মার্চ ইডেন মস্কো পৌঁছান এবং স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় সোভিয়েতের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিত্‌ভিনভ ও রাষ্ট্রদূত ইভান মেইস্কি। এই আলোচনার বিবরণ কথোপকথনের

১। **নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন,** ডিসেম্বর, ১৯৩৪।
২। রজনীপাম দত্ত—**জর্জ বার্নার্ড শ'।**

আকার লিপিবদ্ধ হয়। এই বিবরণ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবে যে স্তালিন এবং তাঁর সরকার ফ্যাসিবাদী আক্রমণ-সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই বিবরণীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :

স্তালিন : আমি মনে করি আজকের পরিস্থিতি ১৯১৩ সালের তুলনায় খারাপ।

ইডেন : কেন ?

স্তালিন : কারণ ১৯১৩ সালে যুদ্ধের বিপদের একমাত্র উৎস ছিল জার্মানী ; কিন্তু আজ যুদ্ধের দুটি উৎস রয়েছে—জার্মানী ও জাপান।...

ইডেন : ইউরোপ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

স্তালিন : ইউরোপে জার্মানী গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। জার্মানীও (জাপান জাতিসঙ্ঘ ইতিপূর্বেই ত্যাগ করেছিল—লেখক) জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করেছে এবং আপনিই তো কমরেড লিত্‌ভিনভকে জানিয়েছেন যে পুনরায় জাতিসঙ্ঘে ফিরে আসার কোন আশাও সে পোষণ করে না। জার্মানীও প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি নাকচ করে দিচ্ছে। এটা বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করে জার্মানীর প্রতি আস্থা রাখতে পারি যে, দু-একটা আন্তর্জাতিক দলিলে স্বাক্ষর দিলে তা সে মেনে চলবে। আপনি কমরেড লিত্‌ভিনভকে বলেছেন যে, জার্মান সরকার পারস্পরিক সাহায্যের পূর্বাঞ্চল চুক্তির বিরোধিতা করে। জার্মানী কেবলমাত্র অনাক্রমণ চুক্তি করতে রাজী আছে।

ইডেন : জার্মানীকে সঙ্গে নিয়ে বা তাকে বাদ দিয়ে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্বন্ধে আপনি কি ভাবেন ?

স্তালিন : জার্মানীকে সঙ্গে নিয়ে, অবশ্যই জার্মানীকে সঙ্গে নিয়ে। আমরা কোন কাউকে ঘেরাও করতে চাই না। আমরা জার্মানীর বিচ্ছিন্নকরণ চাই না। বিপরীতক্রমে, আমরা জার্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জার্মানরা এক মহান সাহসী জাতি, আমরা কখনও তা ভুলি না। ঐ জাতিকে ভার্সাই চুক্তির শৃঙ্খলে দীর্ঘদিন ধরে আবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে না।...সে যা হোক, ভার্সাই থেকে এই মুক্তিলাভের পদ্ধতি ও পরিস্থিতি এমন ধরনের হচ্ছে যাতে আমরা গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না এবং সম্ভাব্য কোন অপ্রিয় জটিলতা পূর্ব থেকেই রোধ করবার জন্য বর্তমানে কোনরূপ একটা নিশ্চয়তার প্রয়োজন। এই ধরনের নিশ্চয়তাই হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্যের

পূর্বাঞ্চল চুক্তি ; এবং অবশ্যই জার্মানীকে নিয়ে যদি তা সম্ভব হয়।...

ইডেন :...হিটলার বলেছেন যে, আপনাদের লালফৌজের শক্তির জন্য এবং পূর্ব হতে তার উপর আক্রমণের বিপদের জন্য তিনি খুবই উদ্বিগ্ন আছেন।

স্তালিন : আপনি কি জানেন যে, একই সময়ে জার্মান সরকার ঋণ হিসেবে আমাদের এমন সব দ্রব্য সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে, যে সব দ্রব্যের কথা খোলাখুলি বলা কিছুটা মুস্কিল—সে সব জিনিস হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি।

ইডেন : (উত্তেজিতভাবে) কি? আপনি যা বলছেন তার অর্থ এই যে জার্মান সরকার লালফৌজকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে?

স্তালিন : হ্যাঁ, সম্মত হয়েছে এবং আমরা সম্ভবতঃ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঋণ সম্বন্ধে এক চুক্তি স্বাক্ষর করব।

ইডেন : আশ্চর্য ব্যাপার? যখন হিটলার অন্যদের বলেন যে, ইউ. এস. এস. আর থেকে সামরিক বিপদ আসছে তখন তার এই ধরনের আচরণের মধ্যে তেমন কোন সততা পাওয়া যায় না।

স্তালিন : ঠিক কথা। এখন বলুন, এ কি ধরনের কর্মনীতি? এ কি গুরুত্ববোধক কর্মনীতি? না নীচাশয় ও বিশ্রী ধরনের লোকেরাই বার্লিনে বসে আছে।

এইভাবে সাম্প্রতিক আলোচনা শেষ হয়। এর পরে চা পানের আসরে দেওয়ালে ঝুলানো মানচিত্রে গ্রেট ব্রিটেনের দিকে তাকিয়ে ইডেন মন্তব্য করেন : 'কত ছোট একটা দ্বীপ।' স্তালিন উত্তরে বলেন : 'একটা ছোট দ্বীপ, হ্যাঁ তা বটে ; কিন্তু এই ছোট দ্বীপের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এখন এই ছোট দ্বীপটি যদি জার্মানীকে বলে—আমি তোমাকে কোন অর্থ, কাঁচামাল বা ধাতুদ্রব্য দিচ্ছি না—তাহলে ইউরোপে শান্তি নিশ্চিত হবে।' ইডেন বেগতিক দেখে নিরুত্তর হয়ে যান।'[১]

কার্যতঃ ব্রিটেন দুমুখো নীতি গ্রহণ করেছিল। একদিকে সোভিয়েত-বিরোধী শক্তি হিসেবে জার্মানীকে সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করা ; অপরদিকে সোভিয়েতের সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা করে যৌথ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করা।

১। স্তালিনের কূটনৈতিক সংগ্রামের পরিচয়—মনোরঞ্জন বড়াল। **নন্দন**, দ্বাদশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

কিন্তু হিটলারী জার্মানী কোনরূপ পূর্বাঞ্চল চুক্তি সম্পাদন করতে আর আগ্রহী হল না। সুতরাং যুদ্ধের আবহাওয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জার্মানীতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম ডড ১৯৩৫ সালের ৫ই এপ্রিল তাঁর রোজনামচায় বলেছেন: 'এখানে যুদ্ধের বিপদ বিষয়ক তথ্যবাণী তারযোগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাল্‌কে জানালাম: সরকার আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। দায়িত্বশীল অথবা দায়িত্বহীন তিন ব্যক্তি হিটলার, গোয়েরিং ও গোয়েবেলস অতীতের কোন কিছু না জেনেই সহজভাবে জংলী কাজে মেতে উঠেছে। তাদের প্রত্যেকের মানসিক গঠন খুনীদের মতো।' ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে একের পর এক ঘোষণায় নাৎসী সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার জুন মাসে জার্মানীর সঙ্গে এক নৌ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নব নির্বাচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন কু্যাখ্যাত মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর করে হিটলারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার পথ সুগম করেন।

মিউনিক চুক্তির ফলে শক্তিশালী চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলারের গ্রাসের মধ্যে চলে যায়। এর ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী বিপুল সৈন্য সমাবেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রুমানিয়া, ইউক্রেন কিংবা পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল। এক কথায়, মিউনিক চুক্তিতে হিটলারের যেমন সুবিধা হল, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তেমনি বিপদ বৃদ্ধি পেল। ব্রিটেনের কমন্স সভায় চেম্বার্লিনের সমর্থক স্যার আর্নল্ড উইলসন বললেন (১১ই জুলাই, ১৯৩৮), 'আজকের পৃথিবীর আসন্ন বিপদ জার্মানী বা ইতালীর কাছ থেকে আসছে না, সেই বিপদ আসছে রাশিয়া থেকে।' এই অন্ধ সোভিয়েত বিদ্বেষ ও হিটলার তোষণনীতির পরিণাম যে কত ভয়ানক সে সম্পর্কে স্তালিন ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন: 'ইউরোপে ও এশিয়ায় অক্ষশক্তিবর্গ ইতিমধ্যেই যে অঘোষিত সংগ্রাম শুরু করেছে এবং যা কমিনটার্ন বিরোধী চুক্তির মুখোসে আড়াল করা হয়েছে, তা শুধু যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে তা নয়, বরং এখন কার্যত প্রধানত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাবে।

'এই যুদ্ধ চালান হচ্ছে আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা, যারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের উপর সর্বতোভাবে

আঘাত হানছে, কিন্তু এই সব রাষ্ট্র পিছনে সরে দাঁড়াচ্ছে, পশ্চাদপসরণ করছে এবং আক্রমণকারীদের কেবল সুবিধার পর সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে · প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না, বরং কিছুটা পরিমাণে জোট বেঁধে চলছে। এটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও একান্তভাবে সত্য।

'পশ্চিমের সমাজতন্ত্রবাদী দেশগুলির, বিশেষভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদগণ যৌথ নিরাপত্তার নীতি অগ্রাহ্য করেছে। এর পরিবর্তে তারা এখনও সোভিয়েত বিরোধী কোয়ালিশনের স্বপ্ন দেখছে ও তাদের এই মনোভাবকে তারা "appeasement, non intervention" এই সমস্ত কূটনৈতিক শব্দের দ্বারা আড়াল করছে।' স্তালিন আরও বলেন, 'যে বিপজ্জনক রাজনীতির খেলা চলেছে, তা এক মারাত্মক প্রহসনের মধ্যে শেষ হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে এখনও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং যৌথ নিরাপত্তার বাস্তব নীতি কামনা করে চলেছে। কিন্তু সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম ও আন্তরিক হওয়া চাই। ইঙ্গ ফরাসী রাজনীতিকগণের তোষণনীতির ক্রীড়নক হতে লালফৌজ প্রস্তুত নয়। তবে শেষ পর্যন্ত যদি যুদ্ধ বাধেই, তখন দেখা যাবে যে, অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে সোভিয়েত বাহিনীর সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ অনেক বেশী শক্তিশালী—রুশ সীমানার বাইরের সমরবিলাসীরা একথা স্মরণ রাখলে উপকৃত হবেন।'[১] যথেষ্ট দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে স্তালিন ইঙ্গ ফরাসী নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাজ হয়নি। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কত সতর্ক ও সচেতন ছিলেন।

অচিরেই স্তালিনের সতর্কবাণী বাস্তব হয়ে উঠল। চেকোশ্লোভাকিয়ার পর হিটলার পোল্যাণ্ডের উপর জমির দাবী জানালেন। এবার চেম্বারলিন প্রতিবাদ জানালেন। ইঙ্গ পোলিশ পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি ঘোষিত হল। হিটলার কিন্তু দমলেন না। বিরোধ চরমে পৌছাল যা ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালীন সংকট নামে পরিচিত। হিটলারের চাপে বেলজিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড হঠাৎ নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করলেন। স্পেন চলে গেল ফ্রাঙ্কোর দখলে। ফলে পশ্চিম ভূমধ্যসাগর এলাকায় ফ্যাসিস্ট প্রভাব অনেক বেশী বৃদ্ধি পেল। সুতরাং ইঙ্গ-ফরাসী-রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ল পোল্যাণ্ডকে

১। সাইরাস ও কান—দি গ্রেট কনস্পিরেসি এগেনষ্ট রাশিয়া, পৃঃ ১১৫।

রক্ষা করার প্রশ্নে। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী শাসকগোষ্ঠী অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষের ফলে এ ব্যাপারে অগ্রসর হলেন না। বরং রাশিয়াকে আহ্বান জানালেন পোল্যাণ্ডের রক্ষাকর্তার ভূমিকা গ্রহণের জন্য। তবে কমিউনিজম-বিরোধী রাজনীতিজ্ঞ ইংলণ্ডের চার্চিল, লয়েড জর্জ, লীডেল হার্ট, ইডেন এবং ফ্রান্সের পিয়ের কট, পল রেনো প্রমুখ অবিলম্বে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানালেন। স্তালিন আসন্ন সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক, রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সম্মিলিত বৈঠক ডাকার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ জনগণের এক ভোটে শতকরা ৮৭ জন ইংরেজ জার্মানীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর সপক্ষে মতামত জানান। এর ফলে চেম্বারলিন দূত পাঠালেন বটে কিন্তু নিম্ন পর্যায়ের এই আলোচনা ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের ভণ্ডামির জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল। এরা চাইছিলেন পরিস্থিতি মোকাবিলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এককভাবে রাশিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা যুদ্ধ এড়াবেন। এমন একটা অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে অনন্যোপায় হয়ে বৃহত্তর প্রস্তুতির জন্য জার্মানীর সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করা ছাড়া উপায় ছিল না। স্তালিন ভালভাবেই জানতেন ফ্যাসিস্ট জার্মানী হল সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার প্রথম শত্রু এবং সামান্য সুযোগ পেলেই তারা রাশিয়া আক্রমণ করবে। কিন্তু আরও প্রস্তুতি ও কালক্ষেপের উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-ফরাসী বজ্জাতিতে বীতশ্রদ্ধ স্তালিন এই অনাক্রমণ চুক্তি করতে বাধ্য হলেন।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যালিফ্যাক্সের মন্তব্য থেকে দেখা যায় ব্রিটেনের নীতি ছিল: 'It was desirable not to estrange Russia, but always to keep her in play.' এই খেলানর চাতুরীপূর্ণ উদ্দেশ্য স্তালিন সম্যকভাবে ধরে ফেলেছিলেন এবং এও বুঝেছিলেন ইঙ্গ-ফরাসীদের উদ্দেশ্য হল রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখা। সুতরাং. যে যুদ্ধ অনিবার্য তাকে যতদিন ঠেকিয়ে রেখে প্রস্তুতি করে নেওয়া যায় সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। হিটলারের থাবার নীচে কম্পমান পোল্যাণ্ডের মনোভাবও তখন অদ্ভুত। পোল্যাণ্ডের মনোভাব—With the Germans we risk loosing our liberty ; with the Russian our soul.' এই সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে লিত্‌ভিনভকে মুক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মলোটভকে এই মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৩৯ সালের ৩রা আগস্ট হিটলার স্তালিনকে জানালেন জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর দেশ প্রস্তুত। ১২ই আগস্ট স্তালিন আলোচনায় সম্মতি দেন। ১৪ই আগস্ট হিটলার স্তালিনকে অনুরোধ করলেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে আলোচনায় গ্রহণ করতে। ১৮ই আগস্ট রিবেনট্রপ এবং জরুরী তারবার্তায় সাক্ষাতের নিমিত্ত স্তালিনের অনুমতির জন্য কাকুতি-মিনতি করলেন। স্তালিন নিরুত্তর দেখে ২০শে আগস্ট হিটলার নিজে আবার তারবার্তায় স্তালিনকে অনুরোধ করলেন। অবশেষে ২২শে আগস্ট তাঁর সম্মতি পৌঁছাল। এই সংবাদে হিটলার আনন্দে প্রায় উন্মাদাবস্থা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় আনন্দে হিটলার মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত দেওয়ালে ঠুকতে থাকেন এবং আপনমনে কিছুক্ষণ বকবক করার পরে চীৎকার করে বলে ওঠেন, 'Now I have the world in my pocket.' কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার এটা মৈত্রী চুক্তি ছিল না, নিছক অনাক্রমণ চুক্তিমাত্র ছিল। একদিকে জার্মানী একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গন এড়াতে চেয়েছিল, অপরদিকে রাশিয়াও চেয়েছিল পূর্বদিকে জাপান ও পশ্চিমে জার্মানীর একই সঙ্গে সম্মুখীন না হতে।

২২শে আগস্ট ১৯৩৯ হিটলার সেনাপতিদের এক সভায় আহ্বান করেন এবং সেখানে এক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে বলেন: 'জার্মানীর পক্ষে বর্তমানে সময় খুব অনুকূল। ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবনে কোন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী লোক নাই। কোন জবরদস্ত, কোন কাজের লোক নাই। ভূমধ্যসাগরে ইতালীর সহিত নৌপাল্লা দিতে গিয়া এই দুই দেশের অবস্থাই কাহিল হইয়াছে। অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধায়োজন ইহাদের মোটেই উপযুক্ত নহে, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত ফ্রান্সের চিরাচরিত মৈত্রীর বন্ধন ভাঙিয়া গিয়াছে, ফ্রান্সের জন্মের হার অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রাচ্যখণ্ড লইয়া ব্রিটিশ নাজেহাল হইতেছে। এমন অনুকূল সময় দুই-তিন বৎসরের বেশী নাও থাকিতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ বাধাইবার এই তো সুযোগ।...

'চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের মত অতি তুচ্ছ কৃমি-কীট এত ভীতু যে, তারা আক্রমণের সাহস পাইবে না। আমার কেবল একটামাত্র ভয় আছে—চেম্বারলেন কিংবা তার মত আর কোন নোংরা শূকরের বাচ্চা কোন প্রস্তাব লইয়া আমার নিকট আসিতে পারে কিংবা মত বদলাইতে পারে। কিন্তু দরকার হইলে ব্যক্তিগতভাবে আমি পর্যন্ত তাকে ফটোগ্রাফারদের সামনে পেটে

লাথি মারিয়া সিঁড়ি দিয়া ফেলিয়া দিব।···পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল কেবলমাত্র সময় লইবার জন্য এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি যে অনাক্রমণ চুক্তি হইয়াছে তাহাও—ভদ্রমহোদয়গণ, পোল্যাণ্ডের মত অনুরূপ দশাই ঘটিবে। স্তালিনের মৃত্যুর পর আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকেও চূর্ণ করিব।'[১]

হিটলারের এই উক্তি ফ্যাসিস্ট চরিত্রের অন্যতম নিদর্শন। ফ্যাসিস্টদের কাছ থেকে কোন সৌজন্য, কোন আশ্বাসই আশা করা যায় না। স্তালিন তা ভালকরেই জানতেন। আর জানতেন বলেই অনাক্রমণ চুক্তির সুযোগ নিয়ে অনিবার্য যুদ্ধের জন্য নিজের দেশকে অভূতপূর্বভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার বাহিনী ভোরবেলা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। এই আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টির জন্য হিটলার যে পরিকল্পনা করলেন তা আর এক নৃশংস ঘটনা। ঠিক হল গোয়েন্দা দপ্তরের মাধ্যমে কিছু পোলিশ সৈন্যের পোশাক সংগ্রহ করে সেই পোশাক নিজেদের সৈন্যদের গায়ে পরিয়ে সীমান্তবর্তী জার্মানীর গ্লিভিৎস রেডিও স্টেশনের আক্রমণ করান হবে। তাই করান হল। উপরন্তু বন্দীশালা থেকে কয়েকজন শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীকে মদ খাইয়ে বেহুশ করে এনে গুলি করে হত্যা করে বিশ্ববাসীকে দেখান হল পোলিশ আক্রমণে জার্মানীর বহু মানুষ নিহত হয়েছে। এই অজুহাত সৃষ্টি করে হিটলার এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। শুরু হল পোল-জার্মান যুদ্ধ। মাত্র ১৮ দিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। জার্মানীর এই যুদ্ধ জয় সোভিয়েতের বিপদের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ১৭ই সেপ্টেম্বর রাশিয়া পোল্যাণ্ডে সৈন্য প্রেরণ করান কারণ পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম হোয়াইট রাশিয়ার অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি জার্মানীদের হাত থেকে রক্ষা করা কর্তব্য। সুতরাং পোল্যাণ্ড দুভাগে ভাগ হয়ে গেল—এক ভাগ রাশিয়ার প্রভাবাধীনে থেকে গেল। ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ কোন ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারল না কেননা তাদের কাছে তখনও স্তালিন অপেক্ষা হিটলারই কাছের লোক।

এর পরের ঘটনা রুশ-ফিনিশ যুদ্ধ। ১৯৩৯ সালের শরৎকাল থেকে ১৯৪০ সালের বসন্তকাল সময়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন নকল যুদ্ধ বা ফানিওয়ার চলছিল। সেই সময়ে উত্তর-পূব দিকে রাশিয়াকে ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করতে

১। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—**দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস,** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৪।

হল। কিন্তু কেন? পোল্যাণ্ডে জার্মানীর দ্রুতগতি বিজয়ে সোভিয়েতের আরও সতর্কতার প্রয়োজন হল। পোল্যাণ্ডের ভাগের মাধ্যমে পশ্চিম সীমানায় জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার দূরত্ব বাড়ল ঠিকই কিন্তু প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, বিশেষ করে লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তার জন্য উত্তরদিকে 'খোলা দরজাগুলো' অর্থাৎ সোভিয়েত প্রভাবাধীন বলে স্বীকৃত বাল্টিক রাজ্যগুলির সীমানা বন্ধ করে দেওয়া দরকার। ইতিমধ্যে এক সন্ধিচুক্তিতে এস্তোনিয়া, লাত্‌ভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যৌথ প্রতিরক্ষা মোর্চা গড়ে উঠেছিল। বাকী ছিল চতুর্থ বাল্টিক রাজ্য ফিনল্যাণ্ড। উত্তরদিকে ফিনল্যাণ্ডের সীমানা থেকে লেনিনগ্রাদের দুরত্ব মাত্র কুড়ি মাইল। ফিনল্যাণ্ডের সরকার প্রচণ্ড সোভিয়েত-বিরোধী ছিল এবং ফিনসেনাবাহিনী জার্মানীর দ্বারা শিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ১৯১৯ সালে এই ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়েই রাশিয়ার বিপদ ঘটেছিল। সুতরাং রুশ রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য বাল্টিক রাজ্যগুলির ও ফিনল্যাণ্ডের ঘাঁটি প্রয়োজন। ১৯৩৯ সালে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময়ও স্তালিন এবিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৪ই অক্টোবর ফিনিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু হল। কিন্তু ফিনিশ সরকার আলোচনা সার্থক হতে দিল না। আলোচনা সফল হলে ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েতের প্রস্তাবানুযায়ী সীমানাঞ্চলে দ্বিগুণ পরিমাণ ভূখণ্ড লাভ করত এবং উভয়েরই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেত।

এই সময় ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট-বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে অটো কুশিনেনের নেতৃত্বে এক সরকার গঠিত হল—নাম হল 'ফিনিশ ডিমোক্র্যাটিক রিপাবলিক'। স্তালিনের নেতৃত্ব তখন সমগ্র সোভিয়েত দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফ্যাসিস্ট হিটলারের মোকাবিলায় ধাপে ধাপে স্তালিনের নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নকে দৃঢ়ভূমিতে দাঁড় করতে থাকে। ১৯৩৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর স্তালিনের ৬০তম জন্মদিনে পার্টি ও দেশ শ্রদ্ধার অঞ্জলি ঢেলে দিল। কাগানোভিচ বললেন—Stalin the Great Engine-Driver of History। মিকোয়ান বললেন—Stalin is Lenin today। ফিনল্যাণ্ডের পরাজয় ও শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হল এবং ফলশ্রুতি এতদঞ্চলে ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা জোরদার হল। পরবর্তীকালে ক্রুশ্চভ অভিযোগ করেছেন স্তালিন জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন না। ক্রুশ্চভের এই অভিযোগ কতখানি মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিল এই পর্যায়ের উপরি বর্ণিত ঘটনাবলী তার সাক্ষ্য দেবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথম পর্যায় ও কূটনীতিবিদ স্তালিন

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ফিনিশ যুদ্ধ শেষ হল। রুশ সেনাবাহিনীর সাফল্যে হিটলারের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু উদ্বেগ গোপন করে রিবেনট্রপের মারফৎ স্তালিনকে বার্লিনে আমন্ত্রণ জানালেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য সরকার ও বার্লিন শহর অপেক্ষা করে আছে। স্তালিন বা মলোটভ কেউই এই আমন্ত্রণে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের পতন ও ব্রিটেনের পশ্চাদপসরণ স্তালিনকে আরও চিন্তিত করে তুলল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাল্টিক দরজা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বাল্টিক দেশগুলির সরকারগুলি রাশিয়ার চেয়ে জার্মানীর প্রতি পক্ষপাতী ছিল। এই সরকারগুলির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের জন্য ঝানভকে এস্তোনিয়ায়, বিশনস্কিকে লাত্‌ভিয়ায় এবং দেকানোজোভকে লিথুয়ানিয়ায় প্রেরণ করলেন। বাল্টিক দেশগুলি দ্রুত প্রগতিশীল সরকারে পরিণত হল। হিটলার নীরবভাবে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে গেলেন।

কিন্তু জার্মানী অচিরেই ফিনল্যাণ্ড ও বলকান রাষ্ট্রগুলিতে ধীরে ধীরে দখল নিতে শুরু করল। স্তালিন ও মলোটভ বারবার প্রতিবাদ জানালেন। ধূর্ত হিটলার এই চাপের মুখে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জার্মান-ইতালী-জাপান ও রাশিয়ার মৈত্রী প্রস্তাব দিলেন স্তালিনকে। বলা বাহুল্য, স্তালিন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন শুধু তাই নয়। তিনি পাশাপাশি ১৯৪১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যেই যুগোশ্লাভ ও জাপানের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রদূত ও গাব্রিলোভিচ মস্কোতে স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ আলোচনার পর এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি স্তালিনকে প্রশ্ন করেন, 'যদি জার্মানীরা অখুশী হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায়?' স্তালিন মৃদু হেসে উত্তর দেন, 'ওদের আসতে দিন!' জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুওকা ১৩ই এপ্রিল মস্কোতে আসেন। মস্কো আসার পথে তিনি বার্লিন হয়ে আসেন।

হিটলার ও রিবেনট্রপ তাঁদের মিত্রপক্ষ জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আসন্ন রাশিয়া আক্রমণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় থাকার চুক্তি সম্পাদিত হল। কেননা উভয় রাষ্ট্রই একযোগে দুটি ফ্রণ্টে লড়াই এড়াতে চেয়েছিল। স্তালিনের এই ভূমিকা হিটলারের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই এই পর্যায়ে রুশ-জার্মান আলোচনায় আর হিটলার আগ্রহ দেখাল না।

একমাসের মধ্যেই সীমান্তে উত্তাপ দেখা দিল। উভয় পক্ষ থেকেই সীমান্ত লংঘনের অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। রুশ সীমান্ত বরাবর জার্মান সৈন্য সমাবেশ ঘটতে থাকে। এপ্রিলের শেষে চার্চিল এক সাংকেতিক বার্তায় এ ব্যাপারে মস্কোকে সতর্ক করে দেন। মস্কোর জার্মান রাষ্ট্রদূত শুলেনবুর্গ বার্লিনে ছুটে আসেন এবং শান্তি রক্ষার জন্য হিটলারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর সরকারকে বলেন যে যদিও তিনি বিশ্বাস করেন যে রাশিয়া জার্মানী আক্রমণ করবে না কিন্তু আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি রাশিয়ার আছে।

৬ই মে রাশিয়ার জীবনে আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। স্তালিন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হলেন। আসন্ন যুদ্ধ যে ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হবে এবিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তাই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রধানতম পদে অধিষ্ঠিত থেকেই দেশকে নেতৃত্ব দিতে হবে—এ তিনি বুঝেছিলেন। তাই মে দিবসের সমাবেশের চরিত্রও ছিল এবার অভিনব। এক অভূতপূর্ব সেনাবিভাগীয় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এই সমাবেশে। সমাবেশের পরে স্তালিন সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সামনে এক গোপন অথচ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সুতরাং রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি স্তালিন যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই অব্যাহত রাখছিলেন। আবার যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিবাদীর মতোই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ এড়াবার জন্য জার্মানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভূমিকাও বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন।

হিটলার কিন্তু গোপনে গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল একবছর আগে থেকে। জার্মানীর আক্রমণের এক সপ্তাহ আগেও স্তালিন আলোচনার সূত্র সন্ধান করেছিলেন। সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে গেলেও তিনি হিটলারের আক্রমণের দিনক্ষণ সঠিকভাবে অনুমান করতে পারেননি। এই অভিযোগ

তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করে স্তালিন-বিরোধীরা পূর্বের রুশ-জার্মান চুক্তির জন্যও তাঁকে দোষারোপ করেন। পরবর্তীকালে ৩রা জুলাই ১৯৪১ এক বেতার ভাষণে স্তালিন এই রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে বলেন: 'প্রশ্ন হতে পারে হিটলার ও রিবেনট্রপের মত ভয়ানক শত্রুর সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে সোভিয়েত সরকার কিভাবে সম্মত হল? সোভিয়েত সরকারের পক্ষে এটা কি একটা ভ্রান্তি ছিল না? নিশ্চয়ই নয়! অনাক্রমণ চুক্তি হল দুটি দেশের মধ্যে শান্তির চুক্তি। এই চুক্তির জন্য জার্মানী ১৯১৯ সালে আমাদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল। এই প্রস্তাব বাতিল করতে কি সোভিয়েত সরকার পারত? আমার মনে হয় কোন শান্তিপ্রিয় দেশই তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারে না, এমন কি সে দেশ যদি হিটলার ও রিবেনট্রপের মত নরখাদক ও শয়তানের নেতৃত্বেও পরিচালিত হয়। তবে নিশ্চিতভাবেই তা হবে একমাত্র একটি শর্তে যে এই শান্তিচুক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের সীমানাগত অবস্থান, স্বাধীনতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না। এটা সর্বজনবিদিত যে রুশ ও জার্মানীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি ছিল এই জাতীয় এক চুক্তি।' এই চুক্তির ফলে সোভিয়েতের যে সুবিধা হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি আরও বলেন: 'জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে আমরা কি লাভ করেছিলাম? আমরা দেড় বছরের শান্তি অর্জন করেছিলাম এবং শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও যদি ফ্যাসিস্ট জার্মানী আমাদের দেশ আক্রমণ করত তা হলে তা প্রতিরোধ করার জন্য নিজেদের বাহিনীগুলিকে প্রস্তুত করার সুযোগ পেয়েছিলাম।'[১]

১৯৪০-৪১ সালে হিটলারের ব্রিটেন আক্রমণ আসলে রাশিয়া আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব। 'অপারেশন সী-লায়নের' পাশাপাশি 'অপারেশন বারবারোসার' পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চলছিল। হিটলারের এই 'অপারেশন বারবারোসা' অর্থাৎ হুকুমনামা নং ২১ বার্লিনে নভেম্বর মাসে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪০ জারী হয়। হুকুমনামাটির কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১। অধ্যাপক আই-মিনৎস—**সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী**, পৃঃ ১১০।

Operation Barbarossa. Top Secret.

The Fuehrar's Headquarters, December 18, 1940.

The German Armed forces must be prepared to crush Soviet Russia in a quick campaign before the end of the war against England.

Preparations are to be completed by May 15, 1941. Great precaution has to be exercised that the intention of an attack will not be recognised. এই হুকুমনামা মাত্র নয়টি কপি মুদ্রিত হয়। এর মধ্যে তিন কপি সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকে দেওয়া হয় এবং বাকী ছয় কপি কঠোর প্রহরায় গোপনীয় স্থানে রাখা হয়।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিটলার সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার-দের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হয়ে রুশ আক্রমণের বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা করেন। তিনি সেনাপতিদের বললেন, 'একথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হল বাল্টিক রাজ্যগুলি ও লেনিনগ্রাদ দখল করা।' তারপর স্বভাবসিদ্ধ বাগাড়ম্বর করে বলেন, 'যখন বারবারোসা শুরু হবে তখন সমস্ত বিশ্বের দম বন্ধ হয়ে যাবে এবং কেউ কোন মন্তব্য করবে না।'[১] এই নির্দেশে হিটলার আরও বলেন: 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এমন এক যুদ্ধ যা সেনাধর্ম পালনের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। এই যুদ্ধ মতাদর্শগত ও জাতি বিভেদগত এবং অভূতপূর্ব নির্দয়তা ও নিরবচ্ছিন্ন নির্মমতার পথে চালাতে হবে।···আমি জানি এমন পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালানর আবশ্যকতা আপনাদের অনুভবের বাইরে···কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে চাই আমার এই আদেশ আপনারা সেনাধ্যক্ষরা বিনা প্রতিবাদে কার্যকরী করবেন। রুশ কমিশাররা ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের সরাসরি বিরোধী মতাদর্শের ধারক-বাহক। অতএব এই কমিশারদের ধ্বংস করতে হবে।'[২] সন্দেহজনক যে-কোন রুশবাসীকে বিনা দ্বিধায় গুলি করে হত্যা করা, ব্যাপক লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণের অধিকার দেওয়া হয় জার্মান সৈন্যদের প্রতি এক সরকারী নির্দেশনামায়।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন ভোর বেলায় হিটলার অকস্মাৎ সমস্ত

১। উইলিয়াম শিয়েরার—**তৃতীয় রাইখের উত্থান ও পতন**, পৃঃ ৯৮৪

২। ঐ, পৃঃ ৯৯৩।

অনাক্রমণ চুক্তি পদদলিত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল। হাজার হাজার নাৎসী বিমান দেখা গেল রাশিয়ার আকাশে, ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে গেল রুশ বিমানক্ষেত্রগুলোর উপর। পিছনে এল শত শত ট্যাঙ্ক বাহিত অজস্র নাৎসী সৈন্য। হিটলার দাবি করল—'পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় সামরিক অভিযান আর কখনও হয়নি।' জার্মানরা সমস্ত ইউরোপ জয় করে এসেছিল। একবছর ধরে তারা এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পোল্যাণ্ডে সামরিক লক্ষ্য নিয়ে রাস্তা তৈরী করে, রুমানিয়া দখল করে, ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠিয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৮০০ মাইল ব্যাপী পশ্চিম সীমান্ত বরাবর পৌঁছে গেল। উত্তরে—তারা ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিনগ্রাদ ও উত্তর মেরুর বন্দর মরম্যানস্কের দিকে, মধ্যে—পোল্যাণ্ড থেকে মস্কোর দিকে, আর দক্ষিণে—রুমানিয়া থেকে কিয়েভ আর ওডেসার দিকে এগিয়ে গেল।

সমাজতন্ত্রের দৃঢ়ভিত্তিতে দেশের উন্নয়নের শান্তিপূর্ণ কাল শেষ হয়ে গেল, সমগ্র জাতিকে দ্রুত এই সর্বাত্মক আক্রমণের মোকাবিলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। আক্রমণ আকস্মিক হলেও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির কোন অভাব স্তালিন রাখেননি। সমগ্র দেশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক জাতি এক প্রাণ হয়ে দৃঢ় পায়ে দাঁড়াল। সুপ্রীম সোভিয়েত, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দ্রুত মিলিত হয়ে স্তালিনের সভাপতিত্বে একটি উচ্চতম পর্যায়ের প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করল। এই কমিটিতে ছিলেন স্তালিন, মলোটভ, ভরোশিলভ, বেরিয়া এবং ম্যালেনকভ। সমগ্র সীমানাকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। ভরোশিলভকে উত্তর খণ্ড, তিমোশেংকোকে মধ্য খণ্ড এবং বুদিয়েনিকে দক্ষিণ খণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ দায়িত্বে রইলেন স্বয়ং স্তালিন। স্তালিন-বিরোধী লেখক আইজাক ড্যুয়েৎসারও স্বীকার করেন, 'তাঁর হিসাবের গরমিল সত্ত্বেও স্তালিন জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য অপ্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁর দেশকে নিখুঁতভাবে সশস্ত্র করেছিলেন এবং সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন করেছিলেন।'[১]

৩রা জুলাই ১৯৪১ স্তালিন জনগণের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন

১। আইজাক ড্যুয়েৎসার, **স্তালিন—রাজনৈতিক জীবনী**, পৃঃ ৪৬১-৬২।

যা যুদ্ধকালীন অবস্থায় রুশ জনগণকে উদ্দীপিত করে। স্তালিনের ভাষণের কিছু কিছু অংশ পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা হল:

'হিটলারী জার্মানী ২২শে জুন আমাদের মাতৃভূমির উপর যে ঘৃণ্য আক্রমণ শুরু করেছিল, আজও তা চলছে। লালফৌজ বীর বিক্রমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করছে, শত্রুপক্ষের সেরা স্থল ও বিমানবাহিনী ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধে নতুন নতুন সৈন্য পাঠিয়ে শত্রুপক্ষ আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়ে আসছে। হিটলারের সেনাবাহিনী লিথুয়ানিয়া, লাতাভিয়ার ব্যাপক অংশ, বিয়েলোরাশিয়ার পশ্চিমাংশ এবং পশ্চিম ইউক্রেনের অংশ বিশেষ অধিকার করেছে। ফ্যাসিস্ট বিমানগুলি ক্রমশ বিমানের পাল্লা ভারী করে মরমনস্ক, ওর্শা, মোঘিলেক, স্মোলেনস্ক, কিয়েভ, ওদেসা এবং সেবাস্তোপোলের উপর বোমাবর্ষণ করছে। আমাদের দেশ আজ এক গভীর বিপদের সম্মুখীন।

'যে লালফৌজের অতীত ইতিহাস এত গৌরবময়, তার পক্ষে নিজ দেশের কতকগুলি নগরী ও জেলা এভাবে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে সমর্পণ কেমন করে সম্ভব হল? ফ্যাসিস্ট দেশগুলির দাম্ভিক প্রচারকগণ যে কথা অবিরত প্রচার করে থাকে, তা কি সত্য, জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী কি সত্যিই অপরাজেয়?

'কখনই না। ইতিহাসের শিক্ষা হল, কোনও সেনাবাহিনীই অপরাজেয় নয়, কোনও সেনাবাহিনীই অপরাজেয় থাকেনি। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীকে এক সময়ে মানুষ অপরাজেয় মনে করত। কিন্তু পর পর রাশিয়া, ইংলণ্ড ও জার্মানীর সেনাবাহিনীর কাছে তার পরাজয় ঘটেছে। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় লোকে কাইজার উইলহেলমের জার্মানবাহিনীকেও অপরাজেয় বলে মনে করত। কিন্তু রুশ ও ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর হাতে তাদের বার বার পরাজয় ঘটেছে, শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর কাছে তারা চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। আজকের হিটলার পরিচালিত জার্মান ফ্যাসিবাহিনী সম্পর্কেও একথা খাটে। জার্মান সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত ইউরোপ মহাদেশে কোথাও কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি, শুধু আমাদের দেশেই তারা এরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। ··আমাদের দেশের কিছু অংশ যে জার্মান ফ্যাসিবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত হয়ে আছে, তার প্রধান কারণ হল, যে অবস্থায় জার্মানী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তা জার্মানীর পক্ষে অনুকূল এবং সোভিয়েতের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। মোট কথা জার্মানী

তখন যুদ্ধরত থাকায় তার সমরায়োজন আগে থেকেই সম্পূর্ণ ছিল। জার্মানীর একশত সত্তর ডিভিশন সৈন্য রুশ সীমান্তে উপস্থিত হয় যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে, তারা শুধু নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী তখনও সীমান্তে সমাবিষ্ট হয়নি, তখনও সীমান্তে পৌঁছায়নি। ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, ফ্যাসিস্ট জার্মানী চূড়ান্ত আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে তা লঙ্ঘন করেছে। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় জার্মানীর সাফল্যের পিছনে এটাও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই চুক্তি ভঙ্গের জন্য বিশ্ব যে জার্মানীকে আক্রমণকারী রূপে চিহ্নিত করবে, এ চিন্তাও তাদের বিচলিত করতে পারেনি। আমাদের দেশ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয়, ফলে চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আমরা পারিনি।...

'আমাদের দেশ আজ যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তার ব্যাপকতা সোভিয়েত জনগণের পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাদের আজ উদাসীনতা ত্যাগ করতে হবে, যুদ্ধ-পূর্বকালে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজের মধ্যেই তাদের মন যে নিবিষ্ট হয়েছিল তা আজ দূরে সরিয়ে আনতে হবে। যুদ্ধের ফলে দেশীয় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এই মনোভাব ক্ষতিকর। শত্রু দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর। যে মাটি আমাদের পরিশ্রান্ত শরীরের ঘামে সিক্ত হয়েছে, আমাদের শ্রমে যে শস্য ও তেল উৎপন্ন আজ শত্রু তা ছিনিয়ে নিতে চায়। শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্য হল ভূম্যধিকারীদের শাসন ও জারতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, (সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে) জার্মানীকরণ করা, তাদের জার্মান রাজা ও ব্যারনদের ক্রীতদাসে পরিণত করা।...এ হল জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। সোভিয়েতের জনগণকে সমস্ত আত্মসন্তুষ্টি বর্জন করতে হবে।...শত্রুর প্রতি-কোন দয়ামায়া নেই।

'যদি কখনও আমাদের বাধ্যতামূলক পশ্চাদপসরণ করতেই হয় তাহলে সেখানকার সমস্ত মজুত তুলে নিয়ে আসতে হবে, একটিও ইঞ্জিন, একটি রেল কামরা, এক পাউণ্ড খাদ্যশস্য বা এক গ্যালন জ্বালানিও শত্রুর জন্য ফেলে আসা চলবে না। সমবায় চাষীরা তাঁদের সমস্ত গৃহপালিত পশু তাড়িয়ে নিয়ে আসবেন এবং তাঁদের সমস্ত খাদ্যশস্য পশ্চাদ্‌ভূমির নিরাপদ স্থানের রক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেবেন। ধাতুদ্রব্য, খাদ্যশস্য ও জ্বালানি সহ সমস্ত মূল্যবান সম্পদ, যা নিয়ে আসা সম্ভব হবে না, তা অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে

হবে। এর কোন অন্যথা হবে না।...শত্রু অধিকৃত এলাকায় পদাতিক ও অশ্বারোহী গেরিলা বাহিনী অবশ্যই গঠন করতে হবে; ব্রিজ ও রাস্তা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করার জন্য, বনজঙ্গল, মজুত ও যানবাহন ধ্বংস করার জন্য এবং শত্রুর প্রতিরোধ করার জন্য সর্বত্র অন্তর্ঘাত বাহিনী গঠন করতে হবে। অধিকৃত অঞ্চলসমূহ শত্রু ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের পক্ষে অসহনীয় করে তুলতে হবে। তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করতে হবে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। .

'ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা শুধু দুটি সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিবাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশপ্রেমী এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাধীনতায় আবদ্ধ সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সাহায্য করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য।

'ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম তার সঙ্গে একযোগে পরিচালিত হবে। মানুষের স্বাধীনতা হরণ, তাকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিটলারের ফ্যাসি-বাহিনীর এই অভিযানের যাঁরা বিরোধী ও স্বাধীনতার যাঁরা সমর্থক তাঁরা সকলেই এই দলে মিলিত হবেন।...'[১]

বার্লিন, লণ্ডন আর ওয়াশিংটনের ধারণা ছিল রুশদের প্রতিরোধ একমাসের ঝটিকা আক্রমণের মুখে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু একপক্ষ কাল প্রতিরোধের পরে ওয়াশিংটন স্বীকার করল: 'জার্মানরা এর আগে কখনও এত প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি।' ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বেতারে রুশদের 'চমৎকার নিষ্ঠা' ও সামরিক নৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন। ২০শে আগস্ট তারিখে রেমণ্ড ক্ল্যাপার লণ্ডন থেকে তার করলেন: 'রাশিয়া বিজয়ের একটা নতুন ছক খুলে ধরেছে। জয়ের উদ্দেশ্যে এমন পর্যাপ্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত জনবল এর আগে কখনও হিটলারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়নি।'

১। স্তালিন—**সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে,** পৃঃ. ৯-১৬।

১৯৫৬ সালে স্তালিন-বিরোধী অভিযানের সময় ক্রুশ্চভ অভিযোগ করেছিলেন জার্মান আক্রমণ সম্বন্ধে স্তালিন সতর্ক ছিলেন না এবং তার জন্ত সমরায়োজন ঠিকমত করেননি। এমন কি আক্রমণের পরেও স্তালিন প্রতিহত করার জন্ত তৎপর হননি। এ সম্পর্কে বিশিষ্টা লেখিকা আনা লুইস্ স্ট্রং লিখেছেন:

'এটা নিশ্চিত যে জার্মানরা ভূমির উপরই অনেক সোভিয়েত বিমান ধ্বংস করে দিয়েছিল,...প্রথম আক্রমণকারীর এ সুযোগটা থাকেই। কিন্তু লালফৌজ ২২শে জুনের সে আক্রমণ সম্বন্ধে অনবহিত ছিল না; তার প্রতিরক্ষা চেষ্টা দেখে পৃথিবীর লোক বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তার আগেকার সীমান্তের ঘটনাবলী সম্বন্ধে স্তালিন যদি উদাসীন থেকেও থাকেন তাঁর উদাসীন থাকার কারণ ছিল; মনে হয়, সে কারণটা ক্রুশ্চভ ধরতে পারেননি। শুধু অস্ত্রবলের উপর এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছিল না; নির্ভর করছিল পৃথিবীর মানুষ কোন্ পক্ষে যোগ দেবে তারই উপর। তাঁর যুদ্ধকালীন প্রথম বেতার বক্তৃতায় স্তালিন এই ইঙ্গিতটা করেন। এই বক্তৃতায় জার্মানদের আক্রমণ শুরু হবার দু'সপ্তাহ পরে তিনি সোভিয়েতের জনগণকে জানান যে, শত্রু অনেকখানি এলাকা দখল করেছে; তিনি আভাস দেন শত্রু আরো জমি দখল করবে। তিনি বলেন, "কিন্তু তাতে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ নেই। অজেয় বাহিনী বলে কোনও বাহিনী আজ পর্যন্ত হয়নি, হবে না"।'[১]

'বিশ বছরের উপর সোভিয়েতের জনসাধারণ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে তৈরী হচ্ছিল কিন্তু এই যুদ্ধ, তারা সবচেয়ে যেটা বেশী ভয় করত তা থেকে অন্য আকার নিল। তারা ভয় করত সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের সমবেত আক্রমণ; সমস্ত দুনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এটা হতে পারত দুবছর আগে, রাশিয়া যদি পোল্যাণ্ডে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত, যখন চেম্বারলিন প্রধানমন্ত্রী।'[২] অনাক্রমণ চুক্তির বাইশটি মাস স্তালিন দেখেছিলেন হিটলার ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ধনদৌলত ও অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করে শক্তি বৃদ্ধি করছে কিন্তু তিনি এ বিষয়ে এগিয়ে গিয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ করেন নি। কেননা ইউরোপের উচ্চতম শ্রেণীর মধ্যে জার্মানদের 'নববিধান' সম্পর্কে

১। আনা লুইস্ স্ট্রং—**স্তালিন যুগ,** পৃঃ ১৩৯।
২। ঐ, পৃঃ ১৪০।

ধারণা ছিল যে সমগ্র ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। কার্যতঃ দেখা গেল নাৎসীরা 'ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র' স্থাপন করেনি, বিজয়ী জার্মান জাতি ছাড়া আর সকলের জন্য নিয়ে এসেছে নিছক দাসত্ব ও বুভুক্ষা। নাৎসীদের এই অত্যাচার সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে ঘৃণায় উত্যক্ত করেছে, ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। স্তালিনের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিই সঠিক প্রমাণিত হল। হিটলারের বিশ্বজয়ের প্রগলভতা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনৈক্য এনে দিল এবং এই অনৈক্যের সুবিধা সোভিয়েত ইউনিয়ন লাভ করল। বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ শক্তি নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যদি নাৎসীদের বিরুদ্ধে না যেত এবং রাজনৈতিক পরিণতির আগেই যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ত তাহলে হয়ত দেখা যেত প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ বেষ্টনী রচনা করত। কিন্তু দেখা গেল পরিবর্তে কমিউনিস্ট থেকে রাজতন্ত্রী পর্যন্ত সকল শক্তিই নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হল। অথচ যুদ্ধের প্রথম দিককার দিনগুলোতেও ব্রিটেন আমেরিকার সোভিয়েত বিরোধিতা কত প্রবল ছিল সিনেটের হ্যারি ট্রুম্যানের উক্তি থেকে লক্ষ্য করা যাবে—'জার্মানরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত রুশদের সাহায্য করা, আর রুশরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত জার্মানদের সাহায্য করা, এইভাবে ওরা যত পারে লোক খুন করুক।'[১] সুতরাং লালফৌজের প্রস্তুত না থাকার ব্যাপারে ক্রুশ্চেভের স্তালিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সঙ্গে সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতের মিল নেই।

১৯৪১ সালের ২৯শে জুলাই জর্জ ফিলডিং এলিয়ট লিখেছিলেন, 'জার্মানদের এই প্রথম সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন একটা বাহিনীর যা ১৯১৮ সালের যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত হয়নি, যা শিক্ষিত হয়েছে ১৯৪১ সালের যুদ্ধের জন্যই।' ১১ই আগস্ট ম্যাক্স ওয়ানার 'নিউ রিপাবলিক' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'এ বাহিনী হচ্ছে গঠনে আধুনিক, রণকৌশলের দিক থেকে দক্ষ, রণনীতির দিক থেকে বাস্তবপন্থী।'

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে রাশিয়ার একমাত্র মিত্র ছিল ব্রিটেন, তাও দ্বিধাচিত্ত মিত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে। ব্রিটেন ও আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাদের ধারণা ছিল 'মাখনের মধ্যে ছুরি চালাবার মত' হিটলারী বাহিনী রাশিয়াকে বিদীর্ণ করে ফেলবে। খুব বেশী হলে এক

১। **নিউ ইয়র্ক টাইমস,** ২৪শে জুন, ১৯৪১।

বা দুমাস এই যুদ্ধ চলতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ যখন ক্রমশ দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে, হিটলার কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তখন ধীরে ধীরে চার্চিল ও রুজভেল্টের ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হয়। তাঁদের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক তৎপরতার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরা সরেজমিন তদন্তে রুশ-জার্মান যুদ্ধের অবস্থা জানার আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হ্যারি হপকিন্স মস্কো যাত্রা করলেন। মস্কো যাত্রার আগে হপকিন্স চার্চিল জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার গুরুত্ব' সম্পর্কে চার্চিলের কোন মতামত তিনি স্তালিনকে জানাতে পারেন কিনা? চার্চিল বললেন, 'তাঁকে (স্তালিনকে) বলবেন, আজ ব্রিটেনের একমাত্র লক্ষ্য ও ইচ্ছা হল হিটলারকে ধ্বংস করা। তাঁকে বলবেন, তিনি আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন।'[১]

দু'দফায় হপকিন্স স্তালিনের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করেন। আলোচনা চলাকালীন স্তালিন বুঝিয়ে দিলেন যে যুদ্ধে জার্মানদের সৈনিকবল অনেক নেমে গেছে। যদি এই সময় আমেরিকা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তাহলে হিটলারের মনোবল আরও ভেঙে পড়বে। এই সাক্ষাৎকারে হপকিন্স এত অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি নিজে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন: 'তিনি একবারও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেননি। তিনি যখন সহজভাবে কথা বলছিলেন তখন তিনি জানতেন যে তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি চালাচ্ছে। খুব দ্রুত কয়েকটি রুশীয় কথায় তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সংক্ষেপে দৃঢ়তা ও শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার করমর্দন করলেন। একটি শব্দও তিনি অপব্যয় করলেন না, তাঁর মধ্যে কোন অঙ্গভঙ্গী বা ম্যানারিজম ছিল না। আমি যেন একটি সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সঙ্গতিপূর্ণ যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলছিলাম, যে যন্ত্রের বুদ্ধি আছে। জোশেফ স্তালিনের জানা ছিল যে, তিনি কি চান এবং পশ্চিম কি চায়⋯যে প্রশ্নগুলি তিনি রেখেছিলেন সেগুলি ছিল তির্যক, পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত · তাঁর কথাগুলি ছিল একেবারে তৈরী, ব্যর্থহীন এবং মনে হয় যে কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেগুলি যেন বছরের পর বছর তাঁর জিহ্বাগ্রেই ছিল। তিনি একটি শব্দও বৃথা ব্যয়

১। রবার্ট ই শেরউড—**রুজভেল্ট ও হপকিন্স**, পৃঃ ৩৯১।

করেন না। যদি হঠাৎ কোন উত্তর তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং যদি তিনি সেটা একটু নমনীয় করতে চান তবে তিনি তা করেন অত্যন্ত রুক্ত নিয়ন্ত্রিত একটু মৃদু হাসির মাধ্যমে—সে হাসি হয় তো নির্বিকার কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ কঠিন অথচ উষ্ণ। তিনি কারও অনুগ্রহ চান না। তিনি আপনাকে এমন সুনিশ্চিত আশ্বাস দেবেন যে, রাশিয়া জার্মানীর এই আক্রমণ প্রতিরোধ করবেই এবং সেই সঙ্গে তিনি এটাও ধরে নেন যে, আপনারও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'[১] বিশেষ করে মার্কিনী রাজনীতিজ্ঞ বর্ণিত এই অন্তরঙ্গ চিত্র মানুষ স্তালিন সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল।

স্তালিনের সঙ্গে হপকিন্সের এই সাক্ষাতের বিবরণের উপর ভিত্তি করে সেপ্টেম্বরের শেষে মস্কোতে চার্চিল ও রুজভেল্ট একটি ইঙ্গ-মার্কিন মিশন পাঠালেন। ব্রিটেনের পক্ষে বিভার ব্রুক ও আমেরিকার পক্ষে আভেরিল হ্যারিমান ২৮শে সেপ্টেম্বর মস্কো পৌছান। কয়েকটি বৈঠকের শেষে ১লা অক্টোবর(১৯৪১) তিন রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। এইভাবেই হিটলারের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েত মৈত্রী গড়ে উঠছিল। মস্কো বৈঠকের পর বিভার ব্রুকের বিশ্বাস জন্মেছিল যে 'পৃথিবীতে একমাত্র রুশরাই পারে জার্মানীকে গুরুতরভাবে ঘায়েল করতে।' আলেকজেণ্ডার ভার্থ মন্তব্য করেছেন, 'বিভার ব্রুক স্তালিনের প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ হলেন যে তাঁকে প্রায় আকাশে তুলে দিলেন।···স্তালিনের তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি, তাঁর সংগঠন ক্ষমতা এবং সর্বোপরি জাতীয় নেতা হিসেবে তাঁর গুণাবলী বিভার ব্রুকের মনের উপর সত্যই গভীর রেখাপাত করেছিল।'[২]

এই সময় সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েত সপক্ষে জনমত সংগঠিত হতে থাকে। আমেরিকাতেও জনমত ক্রমশ সোভিয়েতের পক্ষে যেতে থাকে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, গণ-সংগঠন, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠান স্তালিনের নেতৃত্বে রুশ জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। লেখক থিওডোর ড্রেইজার, বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও আপটন সিনক্লেয়ার, সুবিখ্যাত গায়ক পল রবসন, চিত্রশিল্পী রকওয়েল কেন্ট, নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটস,

১। শেরউড—**রুজভেল্ট এবং হপকিন্স,** পৃঃ ৩৪৩।

২। **যুদ্ধরত রুশিয়া,** পৃঃ ২৬৭।

বিখ্যাত চিকিৎসক হেনরি সিগারিষ্ট প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে বিবৃতি দেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে রাশিয়ার সপক্ষে আসতে লাগল। লালফৌজের প্রশংসায় সমগ্র বিশ্ব মুখরিত হয়ে উঠল। অপরদিকে ১৯৪২ সালের বসন্তকালে ক্রমাগত যুদ্ধে ব্রিটেনের বিপর্যয়ে ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকল এবং ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রীর দাবী সোচ্চার হল। কিন্তু রক্ষণশীল চার্চিল ও রুজভেল্ট এই দাবীতে বিশেষ আমল দিলেন না। সকলেই জানত ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার সোভিয়েতের বিরুদ্ধে মরণ কামড় দেবে এবং তার প্রস্তুতিস্বরূপ ২৬২ ডিভিসন ও ১৬ ব্রিগেড সৈন্য রুশ সীমান্তে প্রেরিত হল। শুরু হল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবল হিটলারী আক্রমণ। ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলুন-স্তালিনের সময়োচিত দাবী চার্চিলের কুমন্ত্রণায় বার বার প্রত্যাখ্যাত হল। ফলে স্তালিনের নেতৃত্বে লালফৌজকে এককভাবেই চূড়ান্ত বীরত্বপূর্ণ লড়াই অব্যাহত রাখতে হল। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে রুজভেল্ট কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। মার্কিন সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ জর্জ মার্শালের সঙ্গে মলোটভের আলোচনার পর ১১ই জুন ১৯৪২ এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয় এই বছর ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে। গোটা বিশ্বে এই প্রতিশ্রুতি বিরাট আশার সঞ্চার করে। কিন্তু চার্চিলের কূটবুদ্ধিতে তা কার্যকর হল না। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পরিবর্তে উত্তর আফ্রিকা অভিযানের ইঙ্গ-মার্কিন সিদ্ধান্তে স্তালিন সঙ্গতভাবেই নিদারুণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং ২৩শে জুলাই চার্চিলের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বলেন: 'আমার আশঙ্কা এই যে, ব্যাপারটা একটা অবাঞ্ছিত পরিণতির দিকে মোড় নিচ্ছে। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের পরিস্থিতির বিবেচনায় আমি সর্বাধিক দৃঢ়তার সঙ্গে একথা না বলে পারছি না যে, ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রস্তাব স্থগিত রাখা সোভিয়েত সরকার বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নন।'[১]

এরপর ১২ই আগস্ট চার্চিল মার্কিন প্রতিনিধি হ্যারিমানকে নিয়ে মস্কোতে পৌঁছলেন দ্বিতীয় রণাঙ্গন না খোলার যুক্তি স্তালিনকে বুঝাবার জন্য। চার্চিলের অভ্যর্থনা যথাযোগ্যই হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে স্তালিনের সঙ্গে

১। **পত্রালাপ:** স্তালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৬।

ক্রেমলিনে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। চার্চিল যখন আলোচনা কক্ষে প্রবেশ করেন স্তালিন তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এই চরম রক্ষণশীল নেতাকে একবার পরিমাপ করে নিলেন। চার্চিল প্রথমেই সাদর অভ্যর্থনার জন্য স্তালিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। চার্চিল লিখেছেন: 'আমি ক্রেমলিনে পৌছলাম এবং সেই প্রথম মহান বিপ্লবী নায়ক, বিখ্যাত রুশ কূটনীতিবিদ ও যোদ্ধার সঙ্গে মিলিত হলাম—যাঁর সঙ্গে পরবর্তী তিন বছর কাল আমার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, কঠোর কিন্তু সর্বদাই উত্তেজনাপূর্ণ, এমন কি সময় সময় সৌজন্যপূর্ণ সাহচর্যও বটে।'[১]

চার্চিল নানান যুক্তিজাল বিস্তার করে ১৯৪৩ সালের পূর্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার অসুবিধাগুলি স্তালিনকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তীক্ষ্ণ পাল্টা যুক্তিতে স্তালিন তাঁর যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে দেন। তখন চার্চিল কোণঠাসা হয়ে বার বার উত্তর আফ্রিকা অভিযানের গুরুত্বের প্রসঙ্গে আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে থাকেন। স্তালিন বুঝলেন এ ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন মনোভাব অনমনীয়, সুতরাং বৃথা চেষ্টা। অতঃপর আলোচনা অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। এর পর ভোজসভা হয় এবং ভোজসভার শেষে স্বাস্থ্যানের আসর বসে। স্তালিন লালফৌজের বিভিন্ন বিভাগ এবং লালফৌজের বীর মার্শাল ও জেনারেলদের সম্মান দেখিয়ে নাম করে করে স্বাস্থ্যপান করেন। বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র রুজভেল্‌টের উল্লেখ করেন। এ ঘটনায় চার্চিল একটু বিচলিত হন।

তার পর গভীর রাতে পাশের ঘরে কফির টেবিলে আবার দুই নেতার বৈঠক বসে। দুজনে স্মৃতিচারণায় প্রথমে ডুবে যান। তিরিশের দশকে লেডী এ্যাস্টরের সোভিয়েত সফরকালের ঘটনা উল্লেখ করে স্তালিন বলেন: লেডী এ্যাস্টর আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, চার্চিলের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে। তিনি আর রাজনৈতিকক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। তাঁকে বলেছিলাম—"যদি যুদ্ধ আসে, তবে চার্চিলই প্রধানমন্ত্রী হবেন।" স্তালিনের এই ভবিষ্যত মূল্যায়নের কথা শুনে চার্চিল খুব খুশী হন এবং আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে বলেন: আমি অবশ্য সব সময় সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলাম না, বিশেষ করে প্রথম যুদ্ধের পরে।

১। চার্চিল—**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ,** ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৯

স্তালিন : আমি তা জানি।...

চার্চিল : আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন ?

ক্ষণকাল নীরবতার পরে স্তালিন বলেন : আমার ক্ষমা করার প্রশ্ন নয়। আপনার ভগবানের ইচ্ছে আপনাকে ক্ষমা করা। কিন্তু চূড়ান্ত রায় দেবে ইতিহাস।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হচ্ছে না বুঝতে পেরে হিটলার সোভিয়েতের উপর আক্রমণ আরও তীব্র করল। প্রতিরোধও চলতে লাগল সমান তালে। ব্যাপক রক্তক্ষয়ী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলতে লাগল। ১৯৪২ পেরিয়ে ১৯৪৩-এর শেষ পর্যায়ে পৌঁছল কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন মহলের কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। অগত্যা আবার আলোচনা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্ডেলহাল ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মস্কোয় এলেন (১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৩) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি আলোচনার জন্য। প্রতিনিধি দল কয়েক দফা মলোটভের সঙ্গে আলোচনার পর ২৫শে অক্টোবর স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিক্ত-বিরক্ত মনোভাব নিয়েও স্তালিন কিন্তু প্রগাঢ় ধৈর্যের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন হৃদ্যতাপূর্ণভাবে। কার্ডেল হাল স্তালিনকে রুজভেল্টের এক ব্যক্তিগত পত্র দেন—এই পত্রে তিন রাষ্ট্রপ্রধানের সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় এবং স্থান নির্বাচনের কথা বলা ছিল।

স্তালিন রাষ্ট্রপ্রধানদের সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন তাঁর পক্ষে এই জটিল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আগামী ছ মাসের মধ্যে রণাঙ্গন থেকে বেশী দূরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ লালফৌজ শীতকালীন অভিযানের সঙ্গে গ্রীষ্ম-কালীন অভিযান যুক্ত করেই সামরিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তিনি খোলামেলা-ভাবেই বলেন : 'বর্তমানে সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম এক সুযোগ আসছে, যখন জার্মান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা যেতে পারে। জার্মান বাহিনীর রিজার্ভ শক্তি আর বেশী নেই যা টেনে এনে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাতে পারে, অন্যদিকে গোটা বছর ধরে সামরিক অভিযান চালাবার মতো রিজার্ভ শক্তি লালফৌজদের রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্যই চায় না যে, প্রত্যেক দশ বৎসরে একবার করে জার্মানীর সঙ্গে তার যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং এই সুযোগ ব্যবহার করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এই সমস্যার আমূল সমাধান করার অর্থাৎ আগামী বহুকাল যাবৎ আমাদের উপর জার্মানীর

'আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ় আঘাত করার সুযোগ এখন আমাদের আছে। আগামী পঞ্চাশ বছরেও এমন সুযোগ আর না আসতে পারে।'

শেষ পর্যন্ত বহু আলোচনার পর তিন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইরানের রাজধানী তেহরানে ১৯৪৩ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

লালফৌজের ঐতিহাসিক বিজয়

স্তালিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের যে যুদ্ধ তা ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হবে। দাসত্বের বিরুদ্ধে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর দাসসৃষ্টির হুঙ্কারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে সামিল জনগণের এ হবে এক যুক্তফ্রন্ট।'[১] পরবর্তী ঘটনাবলী তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে। ১২ই জুলাই ১৯৪১ সালে যৌথ প্রতিরোধের চুক্তি সম্পাদিত হয় ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে। ১৯৪২ সালের জুন মাসে জার্মানীর যুদ্ধের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি হয় আমেরিকার সঙ্গে। এইভাবে জার্মান-ইতালী ফ্যাসিস্ট জোটের বিরুদ্ধে এ্যাংলো-সোভিয়েত-আমেরিকান মোর্চা গঠিত হল।

হিটলারের যুদ্ধ কৌশল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বুকে বিজয় পতাকা উড়িয়ে এসে রাশিয়ার মাটিতে এসে ঠেকে গেল। দ্রুত জয়লাভের জন্য ঝটিকা আক্রমণের উপরে হিটলারের এত দিনের ভরসা এখানে পঙ্গু হয়ে গেল। শত্রুকে দ্রুত পরাজিত করার পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে তাকে যেতে হল। জার্মানদের অর্থনীতির পক্ষে এই ভার সওয়া সহজ ছিল না। হিটলারকে এই প্রথম সামগ্রিক প্রতিরক্ষার জন্য সংগঠিত একটা সমগ্র জাতির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছিল। সোভিয়েতের রণধ্বনি ছিল: 'যেখানে কামান গর্জাচ্ছে সেখানেই শুধু আমাদের রণাঙ্গন নয়, আমাদের রণাঙ্গন হচ্ছে প্রত্যেকটি কারখানা, প্রত্যেকটি খামার।' সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে আছে তখন কৃষিপ্রধান একটি দেশ রাশিয়া এবং তার নেতা স্তালিনের দিকে, হিটলারের

১। জে. ভি. স্তালিন—**সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে**, পৃঃ ১৬।

অশ্বমেধের ঘোড়া কিভাবে বেঁধে ফেলল এই তাদের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। ন'সপ্তাহ যুদ্ধের পর মস্কো যখন বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির কথা ঘোষণা করেও যুদ্ধে বিজয়ের নিশ্চয়তা দান করল তখন বিশ্ববাসী আরও হতবাক্ হল।

প্রাথমিক বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে স্তালিন দেখান যে ইউরোপে অন্যত্র দ্বিতীয় কোন যুদ্ধফ্রন্ট না থাকায় হিটলারের সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া সংখ্যার দিক থেকে রুশ ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট নয়। অতঃপর স্তালিনের আহ্বানে অধিকসংখ্যক ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান নির্মাণে সমগ্র জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর সামনে তিনি হিটলারের 'জাতীয় সমাজবাদের' মুখোশ খুলে দিয়ে হিটলারের পার্টিকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অপধাধী ও খুনীদের সংগঠন বলে চিহ্নিত করলেন।

১৯৪২ সালের ১লা মে স্তালিন রুশ বাহিনীর সামনে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন জার্মানদের মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, বিজয়ীর ঔদ্ধত্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে তাদের টেনে আনা গেছে। এখন আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে সমগ্র দেশবাসীর সহযোগিতায় সেনাবাহিনীকে আরও উন্নত মানের যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষালাভ করতে হবে। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন রুশ যুদ্ধাস্ত্র জার্মানীদের চেয়ে অনেক উন্নত মানের এবং এই উন্নত মানের সমর সরঞ্জাম ব্যবহার করার কৌশল দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করতে হবে।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপে দ্বিতীয় কোন যুদ্ধফ্রন্ট না থাকার সুযোগ নিয়ে হিটলার তার নিজস্ব ও মিত্রবাহিনীর সমস্ত সৈন্য রুশ ফ্রন্টে সমাবেশ করল। লক্ষ্য রাজধানী মস্কো দখল করে ১৯৩২ সালের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করা। মস্কোযুদ্ধের সময় স্তালিনের দুটি ভাষণ জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ৬ই নভেম্বর জার্মানরা মস্কো থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে অবস্থান করছে, গোটা নগরী প্রায় অবরুদ্ধ। তখন বিপ্লবের ২৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভাষণে স্তালিন বলেন: 'এরা হল সেই সমস্ত মর্যাদাহীন ও বিবেকহীন মানুষ, জন্তুর নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ, যাদের ঔদ্ধত্য হয়েছে মহান রুশ জাতিকে নির্মূল করার আহ্বান জানানর—সেই রুশ জাতি যা হল প্লেখানভ ও লেনিনের, বেলিনস্কি ও চের্নিশেভস্কির, পুশকিন ও তলস্তয়ের, গোর্কী ও চেকভের, গ্লিন্কা ও চাইকোভস্কির, সেচনভ ও পাভলভের, সুবোরভ ও কুতুজভের। জার্মান আক্রমণকারীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিনাশকামী যুদ্ধ চায়। খুব ভাল তাই হবে। তারা যদি সম্পূর্ণ বিনাশকামী যুদ্ধ চায় তারা তাই পাবে।

(দীর্ঘ ও ঝড়ো হাততালি)। এখন আমাদের কাজ হবে আমাদের দেশ দখল করতে যে সব জার্মানী এসেছে তাদের প্রত্যেকটিকে, শেষ মানুষটি পর্যন্ত ধ্বংস করা। জার্মান আক্রমণকারীদের কোন ক্ষমা নেই। (আবার হাততালি)।'[১]

পরের দিন আরেকটি ভাষণে স্তালিন লালফৌজকে স্মরণ করিয়ে দেন, এটা কেবল স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধ নয় সমগ্র ইউরোপীয় জনগণের মুক্তিযুদ্ধ। তিনি বলেন :

'এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত হয়ে উঠুন। আপনারা যে যুদ্ধ করছেন তা হল মুক্তিযুদ্ধ, ন্যায় যুদ্ধ।···মহান লেনিনের বিজয়ী পতাকার আশীর্বাদ আপনারা লাভ করুন! জার্মান আক্রমণকারীদের মৃত্যু সুনিশ্চিত করুন! আমাদের গৌরবোজ্জ্বল দেশ, তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘস্থায়ী হোক! লেনিনের পতাকার নেতৃত্বে বিজয়ের জন্য এগিয়ে যান।'[২]

মস্কো আক্রমণে হিটলার সর্বশক্তি নিয়োগ করেও প্রবল প্রতিরোধের মুখে পরাস্ত হতে থাকে। মস্কো অবরোধ বিফল হয়ে যেতে থাকে। ঐতিহাসিক শিয়েরার বলেন, যে হিটলারী বাহিনী গত দুবছর একটানা জয় অর্জন করে আসছিল তারা এই প্রথম শ্রেষ্ঠতর শক্তির পাল্লায় পড়ে পিছু হটতে লাগল। এমন কি জার্মান জেনারেল হ্যালডারও স্বীকার করলেন—'জার্মান বাহিনী অপরাজেয়, এই উপকথারও শেষ হল।' প্রধান সেনাপতি ব্রাউৎস্কি পদত্যাগ করলেন চরম হতাশার মধ্যে। আরও পাঁচমাস যুদ্ধের পরও লালফৌজ ধ্বংস হল না। বরং হিটলারের আক্রমণের প্রধান তিনটি লক্ষ্যস্থল ইউক্রেন, মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে একমাত্র প্রথমটি ছাড়া বাকী দুটি অজেয় থেকে গেল। সেনাধ্যক্ষরা কেউ কেউ বলে ফেললেন : 'আমরা আমাদের বিজয়ের ফলেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।' এই হতাশার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে চাঙ্গা করার জন্য হিটলার উন্মত্তের মত রুশদের গালি দিয়ে বললেন : 'রুশরা নিষ্ঠুর, পশুর মতো এবং জানোয়ারের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী।' আবার এক সময় স্বীকার করে ফেললেন যে লালফৌজের সামরিক শক্তির পরিমাপ করতে তাঁর ভুল হয়েছিল : 'আমরা একটি বিষয়ে ভুল করেছিলাম। এই শত্রুরা জার্মানদের বিরুদ্ধে কী ভয়ানক প্রস্তুতি করেছিল, শুধু জার্মানীকে নয়, গোটা ইউরোপকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে

১। আলেকজেণ্ডার ভার্থ—**যুদ্ধরত রাশিয়া,** পৃঃ ২৩৭

২। ঐ, পৃঃ ২৩৯।

কী অভূতপূর্ব বিপদ সৃষ্টি করে রেখেছিল, তা আমরা আগে বুঝতে পারিনি। এ বিষয়ে আমাদের ভুল হয়েছিল।'[১]

লেনিনগ্রাদের অবরোধ ও মস্কোর যুদ্ধে নির্মম অভিজ্ঞতার পর বোধকরি হিটলারের এই বোধ জন্মাতে শুরু করেছিল এবং ফ্যাসিস্ট দম্ভ অবদমিত হয়ে আসছিল। ১৯৪২ সালের লালফৌজ ও গেরিলাবাহিনীর শীতকালীন প্রতি-আক্রমণে হিটলারী দম্ভ আরও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ১৯৪২ সালের ১০ই মে চার্চিল রাশিয়ার শীতকালীন অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: 'কত লক্ষ জার্মান সৈন্য রুশ রণাঙ্গনে ও বরফের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না। তবে একথা নিশ্চিত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সাড়ে চার বছরে যত জার্মান সৈন্য নিহত হয়েছিল, রাশিয়ায় ইতিমধ্যেই তার চেয়ে অনেক বেশী সৈন্য মারা পড়েছে। বোধ হয় এটাও কম করে বলা হল।' জার্মানীতে এই সময় লোকাভাব প্রকট হয়ে পড়ল। এই লোকাভাব সেনাবাহিনী ও কলকারখানা উভয় ক্ষেত্রেই দেখা দিল। হিটলারের ব্যক্তিগত দূত কাইটেল, গোয়েরিং, গোয়েবলস বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছুটলেন লোকের সন্ধানে। হিটলার স্বয়ং হাজির হলেন মুসোলিনীর কাছে।

ক্ষয়ক্ষতি রুশ পক্ষেরও কম হয়নি। কিন্তু তাঁদের ছিল স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ। তাই মনোবল ছিল অতীব দৃঢ়। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি তাঁরা অভূতপূর্ব নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূরণ করে নিয়েছিলেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সমস্ত কলকারখানা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের ঘটনা সমগ্র বিশ্বকে হতচকিত করেছিল। খাদ্যাভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও সুষম বণ্টনের কারণে মানুষ নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও হাসিমুখে যুদ্ধের সমস্ত রকম প্রস্তুতি করে গেছেন।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ককেশাসের যুদ্ধও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। স্তালিনগ্রাদে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ককেশাসে রুশ পক্ষ কিছুটা হীনবল ছিল। সেই সুযোগে জার্মানরা আক্রমণ তীব্রতর করেছিল। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত হাইকম্যাণ্ড বা স্তাভকা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতি সামলাবার জন্য সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক স্তালিন ২৮শে জুলাই ১৯৪২ যে নির্দেশ (নির্দেশ নং ২২৭) দেন তা রাশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে স্মরণীয় হয়ে আছে। নির্দেশের সারমর্ম হল: 'সমগ্র দক্ষিণ রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা ভয়ংকর। আরও পিছু হটলে দেশ ও জাতি ঘোরতর বিপদে পড়বে। সুতরাং হাইকম্যাণ্ডের অনুমতি

১। লুই স্নাইডার,—দি ওয়ার, পৃঃ ৩৭৩।

ছাড়া কোন সৈন্যদলেরই আর এক পা পশ্চাদপসরণ করা চলবে না। এই কর্তব্য পালনের জন্য আপনাদের স্বদেশ আপনাদের প্রতি এই জরুরী নির্দেশ দিচ্ছে।' স্তালিনের এই নির্দেশ সেনাবাহিনী ও গেরিলাদলের মধ্যে মন্ত্রের মতো কাজ করে। সমগ্র বাহিনী বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্যাসিবাহিনীর উপর। হিটলার এখানে গুপ্তচর মারফৎ জাতিবিদ্বেষ ও সম্প্রদায়বিদ্বেষ ছড়াবার চেষ্টা করেছিল। মার্শাল আন্দ্রেই গ্রেচকো বলেছেন, ককেশাসের এই যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী এক পরিবারের ভাইয়ের মত একযোগে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির জন্য মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন এবং হিটলারী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই রণাঙ্গন থেকেও জার্মান বাহিনীকে পরাজিত কুকুরের মত পালিয়ে যেতে হল। জুলাই মাসের (১৯৪২) মাঝামাঝি জার্মানীরা স্তালিনগ্রাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হানল—উদ্দেশ্য রুশ বাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা এবং স্তালিনগ্রাদ দখল করে ভল্‌গার তীর ধরে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে মস্কো অধিকার করা। কমরেড স্তালিন স্তালিনগ্রাদ ফ্রণ্টের সেনাধ্যক্ষকে নির্দেশ পাঠালেন, যে-কোন উপায়ে স্তালিনগ্রাদ দখলে রাখতে হবে। আমি চাই স্তালিনগ্রাদ প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করবেন। শত্রুর হাতে স্তালিনগ্রাদ কোনক্রমেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ শুরু হল স্তালিনগ্রাদে। সৈন্যদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও রাস্তায় রাস্তায়, মহল্লায় মহল্লায় লড়াই করে চলল; রাইফেল থেকে হাতবোমা, ইটপাটকেল পর্যন্তও তাদের হাতে অস্ত্র। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লালফৌজ স্তালিনকে তারবার্তায় জানাল: 'আমাদের যুদ্ধমান এবং সমগ্র দেশের সামনে শপথ গ্রহণ করছি আমরা রুশ সমরাস্ত্রের গৌরব কলুষিত হতে দেব না, শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাব। আপনার নেতৃত্বে আমাদের পিতারা জারিৎসিনের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন এবং আজ আপনার নেতৃত্বে স্তালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই।'[১] এইভাবে ৮২ দিন যাবৎ স্তালিনগ্রাদে যুদ্ধ চলল। ভিতরে যখন লালফৌজ লড়াই করছিল ঠিক তখন সাইবেরিয়ার সুদূর প্রান্তে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত নতুন মজুত সেনাদল সমতলভূমির উপর দিয়ে এসে স্তালিনগ্রাদকে সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল। ৩ লক্ষের উপর জার্মান সৈন্য এই ফাঁদে আটকে পড়ল। ১৯৪৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী জার্মানরা আত্মসমর্পণ করল। এখান থেকে যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। ভল্‌গার তীরবর্তী একটি শহরের বুকে লালফৌজ

১। প্রাভদা, ২৮ নং, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪।

ও জনগণের প্রত্যাঘাতে ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। এই বিজয়ের ভবিষ্যৎ তাৎপর্য সম্পর্কে স্তালিন বলেন, 'স্তালিনগ্রাদ জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এটা সাধারণ জ্ঞান থেকেই বুঝা যায় স্তালিনগ্রাদ কসাইখানা থেকে জার্মানরা কখনও নিজেদের পুনরুজ্জীবিত করতে পারেনি।'[1]

স্তালিনগ্রাদের এই চূড়ান্ত পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন স্তালিন স্বয়ং জুকোভ ও ভ্যাসিলেভস্কিকে সঙ্গে নিয়ে। জুকোভ ছিলেন রুশ সেনাবাহিনীর এমন একজন অধিনায়ক যিনি কখনও পরাজিত হননি। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সেনাধ্যক্ষ পাউলাস আত্মসমর্পণ করলেন। জার্মানীতে নেমে এল অন্ধকার শোকের ছায়া। প্রায় উন্মাদগ্রস্ত হিটলার সর্বপ্রথম এই চরম পরাজয়ে বিহ্বল হয়ে সমগ্র জার্মানীতে তিনদিন শোকদিবস পালনের নির্দেশ দিলেন। প্রেসিডেন্ট, রুজভেল্ট প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রমুখ অসংখ্য রাষ্ট্রনায়ক স্তালিনের কাছে অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন। বিশ্বের প্রগতিকামী মানুষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

স্তালিনের সামরিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মিলল স্তালিনগ্রাদে। প্রধানত তাঁরই প্রত্যক্ষ নির্দেশে এবং জেনারেল জুকোভ ও জেনারেল ভ্যাসিলেভস্কির তত্ত্বাবধানে এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়েছিল। এক কথায় লালফৌজ, গেরিলাবাহিনী, পার্টি কর্মী, সাধারণ অসামরিক নাগরিক সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ রক্ষার এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করলেন স্তালিনগ্রাদে—যা গোটা বিশ্বকে চমৎকৃত করে দিল। সামরিক জগতের পীঠস্থান স্তালিনগ্রাদ। স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধ জয় শুধু যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাঁক পরিবর্তন করে দিয়েছিল তাই নয় পৃথিবীর ইতিহাসের মোড়ও ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

এই যুদ্ধ বিজয়ের ফলে যাতে দেশবাসী ও লালফৌজের মধ্যে আনন্দের উন্মাদনা না দেখা দেয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান রাজনীতিজ্ঞ ও শিক্ষক সর্বোচ্চ সেনানায়ক কমরেড স্তালিন লেনিনের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'প্রথমতঃ, বিজয়ের ফলে আত্মহারা হওয়া বা গর্ব করা চলবে না; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ জয়কে আরও সংগঠিত করতে হবে এবং তৃতীয়তঃ, শত্রুকে শেষ

১। স্তালিন—সোঃ ইউনিয়নের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে, পৃঃ ১১৬।

আঘাত দিতে হবে।'[১] বিজয়ের পর স্তালিনের নির্দেশে রুশ সৈন্তরা যুদ্ধের শুরুতে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে থাকে।

যুদ্ধ পরিচালনায় কৃতিত্বপূর্ণ নেতৃত্বের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েত থেকে কমরেড স্তালিনকে মার্শাল উপাধি দেওয়া হয়। যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অন্যান্য যে সব সেনাধ্যক্ষরা সম্মানিত হলেন তাঁদের মধ্যে ভরোশিলভ, জুকভ, ভ্যাসিলিয়েভস্কি, রকোসভোস্কি, ভরোনোভ, ভাতুতিন, ম্যালিনভস্কি, চুইকভ, চেরনিয়াকভস্কি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর যুদ্ধক্ষেত্রের পাশাপাশি কৃতিত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য যাঁরা সম্মানিত হলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন মলোটভ, কাগানোভিচ, মিকোয়ান, ঝানভ, আন্দ্রায়েভ প্রমুখ।

ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানরা আরেক দফা আক্রমণের উদ্যোগ করছিল। ২রা জুলাই স্তালিন ওরেল-কুর্স্ক সীমান্তের অধিনায়ককে সাবধান করে দিয়ে বললেন ৩রা থেকে ৬ই জুলাইয়ের মধ্যে এই সীমান্তে আবার জার্মান আক্রমণ হতে পারে। সত্যিই দেখা গেল ৫ই জুলাই বিশাল নাৎসী বাহিনী ওরেল-কুর্স্ক সীমান্তে প্রচণ্ড আক্রমণ হানল। কিন্তু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রুশ বাহিনীর প্রতি-আক্রমণে নাৎসী বাহিনী আবার পরাজিত হল। স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের মাধ্যমে জার্মান বাহিনীর অবস্থার অবনতি ঘটেছিল এবং এই যুদ্ধের পরাজয় চরম বিপর্যয়ের রূপ নিল। ১৯৪৩ সালের ৫ই আগস্টের মধ্যে ওরেল এবং বেল গোরদ পুনরুদ্ধার হয়ে গেল নাৎসীদের কাছ থেকে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত রুশ বাহিনী জার্মানীর দখল থেকে মাতৃভূমির দুই-তৃতীয়াংশ জমি উদ্ধার করল।

তিন রাষ্ট্রপ্রধানের শীর্ষ বৈঠকের জন্য আবার ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে চাপ আসতে লাগল। এবার স্তালিন রাজী হলেন বিজয়ীর বেশে। ১৯৪৩ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর তেহেরানে এক শীর্ষ সম্মেলনে স্তালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট মিলিত হন। বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পর সমাপ্তিতে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়: 'আমরা আশা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। বাস্তব দিক থেকে, পার-

১। জে. ভি. স্তালিন—সোঃ ইঃ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে, পৃঃ ৯৩।

স্পরিক হৃদ্যতা ও কাজের লক্ষ্য থেকে আমরা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

এর পরেও আরও দুটো বছর যুদ্ধের বিভীষিকা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে রাখল। স্তালিনগ্রাদ থেকে জার্মানদের ক্রমশই পিছু হটিয়ে দেওয়া হল। ১৯৪৩ সালে ইউক্রেন থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে যে পিছু ধাওয়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে তাদের সোভিয়েত সীমান্তের বাইরে নিয়ে গিয়ে রাশিয়াকে নাৎসী আক্রমণ থেকে মুক্ত করা হল। সেখানেই শেষ নয়, জুলাই মাসের শেষ দিকে রুশ বাহিনী তাদের ওয়ারশ থেকে বিতাড়িত করল।

পিছু হটার সময় জার্মানরা যে ধ্বংসকাণ্ড করে যায় চেঙ্গিস খাঁর পর এমনটি আর বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্যাস ঘরে, জলে ডুবিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। গৃহপালিত জীবজন্তু যা পায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ত্রিশ লক্ষ লোককে ক্রীতদাস করে সঙ্গে নিয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের হেমন্তকালের শেষদিকে রুশ সৈন্যরা ওয়ারশর দিকে মুখ করে ভিশ্চুলা নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। ১২ই জানুয়ারী মার্শাল কোনেভের প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনী দক্ষিণ পোল্যাণ্ড থেকে আক্রমণ শুরু করে নয় সারি দুর্গ চূর্ণ করে দুদিনে ২৫ মাইল এগিয়ে গেল। প্রথম পোল বাহিনী নিয়ে মার্শাল জুকভের প্রথম বিয়েলোরুশ বাহিনী মধ্যভাগে আক্রমণ করল এবং দুদিনে ১২০০ জনপদ অধিকৃত হল। উত্তরে নারুনদী যেখানে ভিশ্চুলায় এসে মিশেছে, সেখানকার জমে যাওয়া জলাভূমির উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্শাল রকোসোভস্কির দ্বিতীয় বিয়েলোরুশ বাহিনী। জার্মান ব্যূহ ভেদ করা হয়ে গেলে, অগ্রগামী সাঁজোয়া বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলল। জুকভের ট্যাঙ্কগুলো একদিনে সত্তর মাইল এগিয়ে গেল—সে এক দেখার মত জিনিস।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আনা লুই স্ট্রং-এর বিবরণী অনুসরণ করা যেতে পারে :

'যেদিক থেকে জার্মানরা প্রত্যাশা করেনি ঠিক সেদিক থেকেই এগিয়ে, পরস্পরের কাছে ঠিক যতটুকু সাহায্যের দরকার সেটা পাওয়ার উপর নির্ভর করে, ঐ বড় বড় বাহিনীগুলো কীভাবে শহরের পর শহর ঘেরাও করল, একজন অসামরিক লোক হয়েও আমি মানচিত্রের সাহায্যে সেটা বুঝতে গিয়ে, তার অপূর্ব ছন্দ ধরতে পারলাম। জুকভ ওয়ারশ দখল করলেন উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিম থেকে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে, জার্মানরা যেদিক থেকে প্রত্যাশা

করেছিল শুধু সেই পূর্ব দিকটা বাদ দিয়ে; কোনেভের বাহিনী অবাধে দক্ষিণ পোল্যাণ্ড অতিক্রম করে গিয়ে জার্মান সীমান্তের একটা দুর্গ নগরকে পাশে ফেলে বার্লিনের দিক থেকে পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করল।...কোনেভের বাহিনীর একটি মুখ পিছনের দিকে ধাওয়া করে ক্রাকাউ শহরটাকে দখল করে নিল।...জুকভও অমনি অতর্কিতে এবং অক্ষত অবস্থায় লোদ্‌য শহরটাকে অধিকার করলেন।'[১]

প্রবাসী প্রথম পোল বাহিনীকে যে সব কাজের ভার স্তালিন দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এর ফলেই ওয়ারশ দখলের সম্মান পোলরাই পেয়েছিল। জুকভের বাহিনী শহরটাকে ঘিরে রেখে পোল বাহিনীকে শহরে ঢুকিয়ে দেয় এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পোলরা শহরের কেন্দ্রস্থল দখল করে নেয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। সেখানে দখল নিয়ে দ্বিতীয় পোল বাহিনী সংগঠিত করে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি সামলাবার দায়িত্ব দেওয়া হল।

যে অভিযানের ফলে পোলাণ্ড মুক্ত হল, সে অভিযান ওডার নদীর ধারে এসে থামল। নদী পার হওয়া ও বার্লিন আক্রমণের সমস্ত আয়োজন দ্রুত সম্পন্ন করে ১৮ই এপ্রিল তারিখে আক্রমণ শুরু করা হল। সোভিয়েত ফটোগ্রাফার-সাংবাদিক কারমেন 'ইজভেস্তিয়ায়' লিখেছেন, 'ওডারের তীরে সেদিনের ভোরবেলাটা কখনও ভুলবো না। হাজার হাজার কামান দাগতে দাগতে সারা সোভিয়েত দেশটাই যেন বিশটার বেশী রাস্তা ধরে শত্রুপক্ষের রাজধানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।' ইতিমধ্যে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে জার্মানীর প্রধান দোসর ইতালী ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করল যা হিটলারকে আরও অসহায় করে দিল। ১৯৪৪ সালের স্তালিনের পরিকল্পনা অনুসারে উপর্যুপরি সাফল্য অর্জিত হল। রুশ বাহিনীর প্রবল আঘাতে রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে হিটলারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরল। ১৯৪৪ সালে অক্টোবর বিপ্লবের সাতাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ভাষণে স্তালিন ঘোষণা করেন মিত্রপক্ষের সাহায্য ছাড়াই লালফৌজ বার্লিন দখল করতে পারবে।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই ক্রিমিয়ার ইয়ালটাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ব্রিটেন তিন মিত্রশক্তি বৈঠকে মিলিত হল এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনা রচিত হল। এই বৈঠকে তিন রাষ্ট্রপ্রধান

১। আনা লুই স্ট্রং—**স্তালিন যুগ**, পৃঃ ১৫৬।

স্তালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে ঐক্যমত হওয়ার চেষ্টা করেন। জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা নিয়েও আলোচনা হয়। স্তালিন এ ব্যাপারে তাঁর মত দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেন। কেননা ইতিপূর্বে জাতি-সংঘ থেকে রাশিয়াকে বের করে দেওয়ার সময় ব্রিটেন ও আমেরিকা নিশ্চুপ ছিল। মিত্র পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়। হিটলারের পতনের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ভূমিকা কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে স্তালিন প্রশ্ন তোলেন। চার্চিল বলেন, যতদিন তাঁরা বেচে আছেন মিত্র পক্ষের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বাধবে না। ঐ মাসেই চল্লিশ দিন ব্যাপী এক অভিযানে শত্রুকে আরও পশ্চিমে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণ এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরাট অংশ মুক্ত হল এবং পূর্ব প্রাশিয়া ও জার্মান সাইলেশিয়ার অধিকাংশ অধিকার করে নিল। রুশ বাহিনীর আক্রমণে জার্মানীর সর্বশেষ মিত্র হাঙ্গেরি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াল। 'জার্মানের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয় সম্পূর্ণ করায়ত্ত' ঘোষণা করলেন স্তালিন।

স্তালিনের নির্দেশে লালফৌজ আরও অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে জার্মানীর শক্ত ঘাঁটিগুলি, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করে বার্লিনের উপকণ্ঠে পৌছল। 'বার্লিনের বুকে বিজয় পতাকা উত্তোলন কর' কমরেড স্তালিনের এই আহ্বান রুশ বাহিনীকে আরও উদ্দীপ্ত করল। ১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল বার্লিন পতনের প্রাক্‌মুহূর্তে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে স্তালিন রাশিয়া ও পোলিশ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২রা মে, ১৯৪৫ বেতারে ঘোষিত হল জার্মানীর রাজধানী বার্লিন সম্পূর্ণ দখলে এসেছে এবং বিজয়পতাকা সেখানে এখন উড্ডীন। হিটলারের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল। ৮ই মে, ১৯৪৫ জার্মান হাইকম্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা বার্লিনে শর্তহীন আত্মসমর্পণের কাগজে সই করল। ৯ই মে, সমগ্র দেশে বিজয় উৎসবের প্লাবন বয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক দিবসে রণাধ্যক্ষ কমরেড স্তালিন এক বেতার ভাষণে প্রচার করলেন :

'কমরেডগণ! স্বীয় দেশবাসী মহিলা ও পুরুষগণ! জার্মানীর বিরুদ্ধে বিজয়ের পরম লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী জার্মানী লালফৌজ ও মিত্র বাহিনীর দ্বারা নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে এবং পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে তার শর্তহীন আত্মসমর্পণ ঘোষণা করেছে।...আমার প্রিয় সহযোগী

দেশবাসী নারী ও পুরুষগণ! বিজয়ের জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।'[১]

১৯৪৫ সালের ২৪শে জুন লেনিনের স্মৃতিসৌধের সামনে হিটলারের আক্রমণ প্রতিরোধের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে এবং বিজয় উৎসবের জন্য লাল-ফৌজের বিজয় প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। অভিবাদন গ্রহণ করেন স্তালিন এবং তাঁর পাশে ছিলেন মস্কো, স্তালিনগ্রাদ ও বার্লিন যুদ্ধ জয়ের নায়ক জুকভ। সেনাদল হিটলার বাহিনীর ফেলে যাওয়া অসংখ্য পতাকা স্তালিনের পায়ের কাছে নিবেদন করেন। সমগ্র জাতি আজ গর্বিত স্তালিনের নেতৃত্বের জন্য। শুধু যুদ্ধে বিজয় নয়, সম্ভাব্য যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য স্তালিন দশ বছরের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করার যে আহ্বান দিয়েছিলেন তার জন্যও দেশবাসী কৃতজ্ঞ। তখন এই শিল্পায়ন ও ভূমির যৌথীকরণ যদি স্তালিনের কঠোর নির্দেশে না ঘটত তাহলে দুর্ধর্ষ হিটলার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ জয় সম্ভব হতো না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েত ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুনের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কমরেড স্তালিনকে দ্বিতীয়বার 'অর্ডার অব ভিক্টরি' সম্মানে ভূষিত করেন। নিদারুণ দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বৃহত্তম ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাজিত করার পর জনগণের মধ্যে যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল তা তাদের প্রিয় নেতা স্তালিনকে আরও ঘনিষ্ঠ করেছে। তাদের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন সব কিছুর সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল ঐ একটি নাম। সরকার, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে অসংখ্য সম্মানে ভূষিত করা হয় যার বিবরণ দীর্ঘস্থান জুড়ে নেবে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান 'জেনারেলিসিমো অফ্ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন' উপাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই স্তালিন উপস্থিত হলেন বার্লিনের উপকণ্ঠে পটাসডামে ত্রিশক্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য। সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন ও আমেরিকার সরকারী প্রধানরা মিলিত হলেন যুদ্ধ বিজয়কে সুসংহত করা এবং জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য। মিত্রশক্তিরা ও চীন দাবী করে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের

১। জে. ভি. স্তালিন—**সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে**, পৃঃ ১৯৬-৯৮।

বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া যোগ দিক। স্তালিন ভেবে দেখলেন জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব যতদিন আছে শান্তির আশু সংকট নিরসন হচ্ছে না। সুতরাং স্থায়ী শান্তির জন্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানের সরকারী সিদ্ধান্তকে রুশ জনগণ সমর্থন জানাল। ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট রুশ বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল। বেপরোয়া ব্যর্থ প্রতিরোধ অন্তে জাপানী কুওয়াণ্টাঙ্ বাহিনী নতজানু হয়ে হার স্বীকার করে নিল রুশ বাহিনীর কাছে এবং এর ফলে মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ সাখালিন, উত্তর কোরিয়া ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জসমূহ মুক্ত হল। ২রা সেপ্টেম্বর টোকিওয় জাপানী রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করে। জাপান বিজয়ের দিন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে স্তালিন সগৌরবে ঘোষণা করেন, 'অতঃপর পশ্চিমে জার্মানী ও পূর্বে জাপানী আক্রমণের বিপদ থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত বলে ধরে নিতে পারি। বিশ্ববাসীর জন্য দীর্ঘকাল আকাঙ্খিত শান্তি আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'[১]

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্তালিন সংবিধান অনুসারে রুশ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধকালীন দুঃখদুর্দশা সত্ত্বেও রুশ জনগণ বলশেভিক পার্টি, সোভিয়েত সরকার ও তাদের প্রিয় নেতা স্তালিনের প্রতি গভীর আস্থা স্থাপন করে। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টি সমর্থক মোর্চার প্রার্থীরা শতকরা ৯৯·১৮ ভাগ ভোট পায়।

যুদ্ধের কামান গর্জন শান্ত হল, বাতাসে বারুদের গন্ধ আর পাওয়া গেল না। মস্কোর আকাশে রঙীন হাউই উঠল, রাস্তায় আলোর রোশনাই। উৎসব-মুখরিত মানুষ যুদ্ধ সমাপ্তির রাতেই জানত পরের দিন ভোরবেলা থেকেই তাদের দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে, যা গিয়েছে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। ধ্বংস হয়েছিল প্রচণ্ড—তার সীমা নির্ধারণ অসম্ভব হয়েছিল। কলকারখানা, রেলপথ, বাঁধ, শস্যক্ষেত্র কত যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা বলে শেষ করা যায় না। জনবলের ক্ষতি হয়েছিল আরও ভয়ানক। এমন পরিবার ছিল না যার একজন অন্তত মৃত্যুবরণ করেনি।

যে অসীম উদ্যাম ও মনোবল নিয়ে স্তালিন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে পৃথিবীর জঘন্যতম শত্রুকে পর্যুদস্ত করেছেন তার চেয়েও

১। জে. ভি. স্তালিন -সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে. পৃঃ ২১০।

অধিকতর শক্তি নিয়ে দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন। নতুন একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৪৪ সালে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই। স্থির হয়েছিল ১৯৪৯ সালের মধ্যেই শত্রুমুক্ত এলাকাগুলোতে এই পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের চেয়ে। অর্থাৎ বিপ্লবের পর যেভাবে কাজ হয়েছিল তার চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হল। তবে ১৯২১ সালে তাদের গড়তে হয়েছিল একটা সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ধ্বংসস্তূপের উপর, এবার তারা গড়বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তির উপর; যে অর্থনীতি ক্ষতবিক্ষত হলেও যুদ্ধটাকে জয় করতে পেরেছে।

দেশের এই পুনর্গঠনে রাশিয়া বিদেশী কোন মিত্র রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায়নি বললেই চলে, যদিও আশা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে স্তালিন ও রুশ সরকারের মিত্রশক্তির প্রতি গভীর আশা ও আস্থা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময়ই দেখা গেছে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। রুজভেল্ট ও চার্চিল কেউই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে পালন করেননি। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে যখন সমগ্র রাশিয়া শত্রুমুক্ত করে রুশবাহিনী পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন বোধ হয় বিশ্ব ভাগাভাগির অংশ নিজ অনুকূলে আনার দূরদৃষ্টি নিয়েই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী যুদ্ধে নামে। ফলে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যা কিছু তার সিংহভাগই ভোগ করতে হল রাশিয়াকে। রুজভেল্টের বিশেষ দূত ডোনাল্ড নেলসন ১৯৪৩ সালে মস্কোতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ছয়শ কোটি ডলার ঋণ আমেরিকা রাশিয়াকে দেবে। রাশিয়া যখন তার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়ে প্রথম বছরের জন্য একশ কোটি ডলার ঋণ চাইল তখন সে চিঠি এক বছরের জন্য হারিয়ে ফেলা হল। এই ঋণ পেলে হয়ত বিজয়ের বছরে কয়েক সহস্র মানুষকে অনাহারে, শীতে কষ্ট পেতে হতো না। ইতিমধ্যে রুজভেল্টের মৃত্যু হল এবং ট্রুম্যান ঋণ দেওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলেন এমন কি নিউইয়র্কে রাশিয়ার জন্য প্রস্তুত বোঝাই জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে নেওয়া হল। তা সত্ত্বেও অপরিসীম দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিদারুণ খাদ্যাভাব মোকাবিলা করে দেশকে রক্ষা করেন।

সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধজনিত নিজস্ব ক্ষত নিজের পায়ে

দাঁড়িয়েই সারাতে হল। শুধু নিজের দেশের পুনর্গঠন নয় তার সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির দায়িত্বও অনেকখানি নিতে হল। কেননা আমেরিকা রুশ প্রীতির জন্য এই দেশগুলিকেও বিশেষ কোন সাহায্য বা ঋণ দিল না। বরং ধীরে ধীরে ট্রুম্যানের নেতৃত্বে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ প্রকটিত হতে থাকল। বিশ্বের প্রধান শক্তি হয়ে ওঠার মার্কিনী উদগ্র প্রচেষ্টা স্তালিনের কূটনীতি ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তিনি বিশ্ববিপ্লবের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের দেশের পুনর্গঠনের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও শোষণ মুক্তির লড়াইকে সমর্থন জানাতে থাকেন। ১৯৪৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এক নির্বাচনী ভাষণে স্তালিন দেশবাসীকে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে রাশিয়া ও বিশ্ব আজ মার্কিন আণবিক বোমার কর্তৃত্বের মুখোমুখি হয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় আমেরিকার আণবিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নকেই দিতে হবে। সমগ্র বিশ্ব স্বস্তি বোধ করল মহান নেতার এই প্রতিশ্রুতিতে। স্তালিন এই ঘোষণা করেন হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের মাত্র কয়েক মাস আগে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বের সামনে আমেরিকার সংকীর্ণ যুদ্ধবাদী নীতি যেমন হেয় হল, অপরপক্ষে স্তালিনের রাশিয়ার শান্তি ও বিশ্ববিপ্লবের সমর্থক নীতি নেতৃত্বের আসন অধিকার করল।

এই সময় স্তালিনের অন্যতম কৃতিত্ব হল অবলুপ্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনর্গঠন। ঝানভ ও ম্যালেনকভ এই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে গেলেন স্তালিনের নির্দেশে। প্রথম অধিবেশনে ঝানভ তাঁর বক্তৃতায় বিশ্বে নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার অভ্যুত্থানের বিপদ এবং দেশে দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের কোন কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় প্রবণতার সমালোচনা করেন। তাঁর মতের প্রতিধ্বনি করে যুগোস্লাভ প্রতিনিধি কার্দেলজ বলেন, 'যদি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি সংসদীয় মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে।...আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে শোষণমূলক ও বিচ্যুতিমূলক এক প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি।' ইতিমধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্তালিনের উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করে। বার্লিনে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে আপাত মীমাংসা হল পশ্চিমীদের সঙ্গে। সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা ঘটল ১৯৪৯

সালে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের বিপ্লব। চীনের বিপ্লবের সাফল্য সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে বিপুলভাবে দৃঢ় করে তুলল। কমিউনিজমের জয়যাত্রা ইউরোপ ভূমি থেকে এশিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ল। টিটোর সংশোধনবাদী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে স্তালিনের সংগ্রাম আজকের বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথিকৃৎ স্বরূপ ছিল। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে স্তালিনের আমন্ত্রণে মাও সে-তুঙ রাশিয়ায় যান এবং কমিউনিস্ট দুই মহান নেতা পরস্পর মিলিত হয়ে বিশ্ব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। কোরিয়া যুদ্ধে স্তালিনের অবদান আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির উনবিংশতম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে মহান নেতা স্তালিন পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রতিবেদন পেশ করেন। মৃত্যুর আগে তাঁর এই শেষ পার্টি অধিবেশন। দীর্ঘ তের বছর পরে এই কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ হ্যারিসন স্যালিসবারি লিখলেন, 'কংগ্রেসের মেজাজে ফুটে উঠল এই দৃঢ়তম বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে যে রকম পরীক্ষাই আসুক না, সোভিয়েতগোষ্ঠী তার সম্মুখীন হতে পারবে, তাতে উত্তীর্ণ হতে পারবে।' স্তালিন এই কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে আর একটি রিপোর্ট উপস্থিত করেন। এই রিপোর্টে তিনি বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ বিশ্ববাজার ধ্বসে গিয়েছে', পরিবর্তে 'দুটো সমান্তরাল ও পরস্পর বিরোধী বাজার সৃষ্টি হয়েছে'। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আরও বলেন—ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করতে ভয় পাবে কারণ তাদের নিজেদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভীতি আছে। স্তালিন তাঁর এই রচনায় বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান ও গতিগতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন। এ পর্যায়ে তাঁর আর একটি রচনা 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' যুগে যুগে মার্কসবাদীদের কাছে উল্লেখযোগ্য অবদান রূপে স্বীকৃত হয়ে আছে।

এইভাবে বিপ্লব সংগঠিত ও সফল করার মাধ্যমে স্তালিনের নেতৃত্বের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন, বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ ও পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথ ধরে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ইস্পাতদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দুনিয়া জোড়া শ্রমিক-

শ্রেণীর চোখের মণি রুশ সমাজতন্ত্রকে সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে তিনি শুধু রক্ষা করেছিলেন তাই নয় তাঁর শিক্ষা, তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর উপদেশ আরও কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে অর্থাৎ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূমিতে সমাজতন্ত্রের পতাকাকে প্রোথিত করতে সহায়তা করেছিল। তাই ১৯৩৯ সালে তাঁর ৭০তম জন্মদিবসে সমস্ত দেশ শ্রদ্ধা প্রকাশে ও উৎসবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি বিদ্যালয়, কৃষিখামার, পার্টি কমিটি এবং সর্বস্তরের জনগণ থেকে অভিনন্দনবার্তা তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। এর সামান্য অংশ প্রাভদায় প্রকাশ করতেও বৎসরাধিক কাল লেগেছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে স্তালিন

মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদকে বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে মহান লেনিনের পাশে স্তালিনের ভূমিকা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। বিপ্লবের সফল সংগঠনে, লেনিনের মৃত্যুর পর পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যের মূলে লেনিনের শিক্ষা ও কোটি কোটি রুশ জনগণের সক্রিয় অবদানই মূল শক্তি হলেও স্তালিন ছিলেন এর প্রধান স্থপতি, শ্রেষ্ঠ রূপকার। লেনিনের পরে তিনিই ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববিপ্লবের উদ্গাতা এবং মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বের শিক্ষক ও প্রসারক।

লেনিনের অকাল বিয়োগের পর বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা এবং ভিতর ও বাইরের শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ থেকে কঠিন হাতে রক্ষা করাই নয় প্রতিটি তাত্ত্বিক প্রশ্নের মার্কসবাদের আলোকে রুশ পার্টিকে তথা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অনিবার্য পথ দেখানোর কাজ তিনি সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিলেন। সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস অজস্র সৃষ্টি রেখে গেছেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য-চারুকলা বিষয়ে মার্কসবাদের এই দুই পথিকৃৎ ইতস্তত কিছু মন্তব্য ছাড়া কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রেখে যাননি। মার্কসবাদের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মহামতি লেনিন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ ও বীক্ষণপদ্ধতি থেকে এ বিষয়ের উপর অনেকখানি আলোকপাত করেছেন। অকালমৃত্যু না হলে প্রয়োজনের চাপেই হয়তো তাঁকে শিল্প-কলা-সাহিত্য বিষয়ে আরও মূল্যবান বিচার-বিশ্লেষণ রেখে যেতে হতো। তাঁর অবর্তমানে স্তালিনকে ভিতরে-বাইরে এত বেশী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় যে তাঁর পক্ষেও এ বিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু তাঁর সর্বব্যাপী প্রতিভার স্পর্শে যখনই এ বিষয়ের কোন সমস্যা এসেছে তখনই তিনি তার উপর মৌলিক অবদান রেখেছেন।

স্তালিনের উপযুক্ত তাত্ত্বিক শিক্ষায় তৎকালীন রুশ সংস্কৃতি রুশ বুর্জোয়া-শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্তকে পরাজিত করার অন্যতম হাতিয়ার এবং সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলার উপাদান হিসেবে গড়ে উঠে। স্তালিনের নেতৃত্ব শুধু রুশ দেশের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে পথপ্রদর্শক ছিল তাই নয় দেশে দেশে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত নির্দেশও এসেছিল সেখান থেকে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের উপযোগী সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি যেমন তৎকালে গড়ে উঠেছিল তেমনি দেশে দেশে সংগ্রামরত প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মীর কাছে শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছিল।

লেনিনের মতে মার্কসের অসাধারণ কীর্তি হচ্ছে সমাজকে জানবার ও বুঝবার জন্য এক সমাজবিজ্ঞান তৈরী করা। সেই সমাজবিজ্ঞান রচনা করতে গিয়ে তিনি পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন যে আমাদের ধ্যানধারণা সমাজের আর্থিক ভিতের অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে কোনও সমাজে সেই সব আদর্শ ও চিন্তাভাবনাই মুখ্য ও শক্তিশালী যেগুলি শাসকশ্রেণীর। যে সব আদর্শ ও চিন্তাভাবনা শাসক-শ্রেণীর শোষণকে কায়েম রাখে সেগুলির প্রচার শাসকশ্রেণী প্রবলভাবে করে, এবং বিরোধী আদর্শ ও ধ্যানধারণাকে দমিয়ে রাখে এবং নির্মূল করার চেষ্টা করে। লেনিন বারবার সমাজের আর্থিক ভিত্তি আর তার উপরকার সৌধের উল্লেখ করে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।

স্তালিন তাঁর লেখাতে ভিত্তি আর উপরিসৌধ সম্পর্কে মার্কস-লেনিনের মতবাদকে সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরও বিকশিত করেছেন। ১৯৫০ সালে তরুণ কমরেডরা ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন তাঁর কাছে রাখেন। তাঁর উত্তরে তিনি বলেন যে, ভাষা ভিত্তির উপরকার সৌধের অংশ নয়, বিপ্লবের দরুণ ভিত্তি বদলালে ভাষা সেরকমভাবে বদলায় না। রুশ বিপ্লবের পর রুশ ভাষায় কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তার কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি। প্রসঙ্গতঃ স্তালিন সমাজের ভিত্তি ও উপরিসৌধের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উপর মহল

গড়ে ওঠে। জমিদার আর ভূমিদাস নিয়ে সামন্তপ্রথা—তার নিজস্ব উপরমহল ছিল সামন্তপ্রথাকে যে সাহায্য করে এমন রাজনৈতিক আদর্শ, আইনকানুন সম্বন্ধে ধ্যানধারণা ইত্যাদি চালু ছিল এবং সেই আদর্শ ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী সমস্ত প্রথার পক্ষে কাজ করে এমন সরকার, আইন-আদালত, সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এর পর যখন পুঁজিবাদী সমাজ এল তখন তার ভিত্তি অনুযায়ী উপর মহল গড়ে উঠল। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গঠিত হওয়ার পর তদনুযায়ী উপর মহলের জন্ম হল।

স্তালিন বলেছেন: 'সামাজিক ভিত্তি হল, সমাজ বিকাশের কোন এক বিশেষ স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো; আর উপরিসৌধ হল সমাজের রাজনৈতিক, আইনী, ধর্মীয়, শিল্পকলাগত ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক, আইনী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ভিত্তিরই তার নিজস্ব উপযুক্ত উপরিসৌধ থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তির নিজস্ব উপরিসৌধ আছে, আছে নিজস্ব রাজনৈতিক, আইনী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। পুঁজিবাদী ভিত্তিরও নিজস্ব উপরিসৌধ আছে। তেমনি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিরও নিজস্ব উপরিসৌধ রয়েছে। যদি ভিত্তি বদলে যায় বা তাকে উচ্ছেদ করা হয় তবে তার পিছনে পিছনে তার উপরিসৌধও বদলে যায় বা তাকে উচ্ছেদ করা হয়। যদি একটি নতুন ভিত্তির উদয় হয়, তবে তাকে অনুসরণ করে তার উপযুক্ত উপরিসৌধ গড়ে ওঠে।'[১]

স্তালিন এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে ভিত থেকেই উপরিসৌধ জন্মায় ঠিকই কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে উপরিসৌধ ভিত-এর ছায়া মাত্র। এটা ঠিক নয় যে উপরিসৌধ নিশ্চেষ্ট বা নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, ভিত-এর ভাগ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকে, শ্রেণীগুলো সম্পর্কে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্বিকার থাকে। স্তালিন বলেছেন: 'উপরিসৌধ হল ভিত্তিরই ফসল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তার কাজ হল ভিত্তিকে কেবলমাত্র প্রতিফলিত করা এবং ভিত্তির ভবিষ্যৎ, শ্রেণীগুলির ভবিষ্যৎ ও সমাজব্যবস্থার চরিত্র সম্বন্ধে উপরিসৌধ নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত থাকে। ঘটনাটি ঠিক তার উল্টো। জন্ম হওয়ার পর উপরিসৌধ একটি বিরাট সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়, তার ভিত্তিকে গড়ে

১। স্তালিন—মার্কসবাদ ও ভাষা বিজ্ঞানের সমস্যা

তুলতে ও সুসংহত হতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে এবং পুরানো ভিত্তি ও পুরানো শ্রেণীগুলিকে খতম করা ও উচ্ছেদ করার কাজে নতুন ব্যবস্থাকে প্রাণপণ সাহায্য করে।'[১]

স্তালিনের এই বক্তব্যের পরে দিবালোকের মত এই সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে যে শোষকশ্রেণী যখন যে রূপে শাসন ক্ষমতা দখল করেছে তখন নিজের অনুকূলে একদল পা-চাটা বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি করেছে—এরা সংস্কৃতিরূপে যা প্রচার করেছে তা শোষণ ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেছে মানুষের মনে। এই উপরিসৌধ শাসকশ্রেণী যে ভিত এর উপর দাঁড়িয়ে, সেই শোষণের ভিত-এর জন্যই প্রয়োজন। এই উপরিসৌধকে সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয়।

মার্কস দেখিয়েছেন যে এই উপরিসৌধটা কোথাও দ্রুত, কোথাও ধীরে ধীরে বদলায়। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন আর উপরিসৌধের সবকিছুর পরিবর্তন একই সঙ্গে ঘটে ন'—উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেলেও প্রাক্তন উপরি-সৌধের কিছু কিছু অবশেষ থেকে যেতে চায়। পুঁজিবাদী যুগেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্যানধারণা, আদর্শ, সংস্কৃতি ও চিন্তার অবশেষ থেকে যায়। আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে গেলেও বেশ কিছুদিন ধরে সামন্ত বা পুঁজিবাদী শ্রেণীর ভাবধারার, সংস্কৃতিবোধের শিকড় প্রোথিত থেকে যায়। তাই বিপ্লবের পরেও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করতেই হয়। নতুবা এই শিকড়গুলি কালে কালে প্রতিবিপ্লবী মহীরুহের জন্ম দেয় যা বুনিয়াদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় এই সাংস্কৃতিক, ধ্যানধারণা, আদর্শের সংগ্রাম কে পরিচালনা করে? পরিচালনা করে এই উপরিসৌধ। নতুন সমাজের ভিত্তিকে রক্ষা করবার জন্যে যেমন নতুন উপরিসৌধ সতর্ক থাকে তেমনি পুরানো ভিত্তি বজায় রাখার জন্য পুরানো উপরিসৌধ সক্রিয় থাকে। যেমন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির বাইরের দেশগুলির উপরমহল অর্থাৎ সরকার, দর্শন, আইন-আদালত, সংবিধান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার সপক্ষে লড়াই চালিয়ে যায় এবং যাতে সাম্যবাদের চিন্তাধারা, শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের মুক্তির ধ্যানধারণা শক্তিশালী না হতে পারে তার জন্য সতর্ক প্রহরায় সর্বদা নিযুক্ত থাকে। তাইতো পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শোষকশ্রেণী ও

১ স্তালিন—মার্কসবাদ ও ভাষা বিজ্ঞানের সমস্যা

তার রাষ্ট্রকাঠামোর পদসেবী পণ্ডিত, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের নানা কৌশলে পুঁজিবাদ, শ্রেণীবিভাগ, বঞ্চনার সপক্ষে ওকালতি করতে দেখা যায়। এঁরা হলেন পুরানো ভিত সামলাবার প্রহরী। সামন্ত-ধনিক প্রভুদের এঁরা চাকর, মিথ্যাশ্রয়ী চাকর। প্রভুর স্বার্থে অবিরাম এঁরা সামন্ত প্রথা আর পুঁজিবাদের হয়ে মিথ্যা রঙবেরঙের চিত্র এঁকে চলেন। শোষক সমাজের ভিত এদের কণ্ঠে কথা কয়। আমরা খারাপ বলে সমাজব্যবস্থা খারাপ —এই বলে সাধারণ মানুষকে তাঁরা ভুলিয়ে রাখেন। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হলে যে মানুষের বঞ্চনার অবসান হতে পারে এ সত্য তাঁরা গোপন রাখেন। নতুন সমাজভাবনার ভিত-এর নতুন বুদ্ধিজীবীদের কাজ হল এর বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালানো। পুরানো উপরিসৌধের পণ্ডিতদের বজ্জাতিপূর্ণ মুখোশ উন্মোচন করে নতুন সমাজভাবনার পক্ষে প্রচাব চালান নতুন দিনের সংস্কৃতি-কর্মীদের কাজ।

সুতরাং স্তালিনের এই সূত্র থেকে পরিষ্কার হল যে শিল্প-সংস্কৃতি হল উপরিসৌধের অংশ এবং যেমন ভিত তেমনি উপরিসৌধ। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো দাসপ্রথার নির্ভরশীল সমাজে বাস কবতেন বলে দাসপ্রথার সমর্থন করেন। বেদের কবিতায় বলা হয় একই পরম পুরুষের দেহ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জন্মেছে অর্থাৎ শ্রেণীভেদ ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে এবং পরস্পর মিলেমিশে থাক, শ্রেণীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে সামন্ত প্রভুর সুবিধা হয়। আর রাজার শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার জন্যই শূদ্রদের অর্থাৎ নীচের তলার মেহনতী মানুষের শাস্ত্র চর্চার অধিকার নিষিদ্ধ হল। পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তর ঘটেছে, কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু ভূমিকা একই লক্ষ্যমুখীন রয়েছে।

স্তালিনের এই সূত্র থেকে শিল্প-সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয় —কার জন্যে শিল্প সৃষ্টি? ভাববাদী, পুরানো উপরিসৌধের সমর্থক শিল্পী-সাহিত্যিকরা বলে থাকেন—শিল্প শিল্পের জন্য, সাহিত্য সাহিত্যের জন্য। লেনিনবাদের শ্রেষ্ঠ অনুগামী স্তালিনের উত্তর এ প্রশ্নে স্পষ্ট। সোভিয়েত নাটকে কয়েকটি ভ্রান্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯২৯ সালে বোলাৎসারকোভস্কিকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন সাহিত্য সমালোচনার সময়, 'শ্রেণীমূলক শব্দ ব্যবহার করা, এমনকি সোভিয়েত-সোভিয়েতবিরোধী, বিপ্লব-বিপ্লববিরোধী ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রয়োগ করা আরো সঠিক হবে।' এই

বক্তব্যের মাধ্যমে স্তালিন শিল্প-সাহিত্যের শ্রেণী পক্ষপাতমূলকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিপ্লবের পরে রাশিয়ার শ্রমজীবী ব্যাপক জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের উৎসব পড়ে যায়। একদিকে গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করা, শান্তির সময়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা, পাশাপাশি জনগণের শিক্ষার মানকে উন্নত ও ব্যাপক করা। এই কার্যক্রমের সফলতার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক প্রসারতা ঘটে। স্তালিনের সঠিক সাংস্কৃতিক নীতির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে যার স্বীকৃতি পাওয়া যায় ম্যাক্সিম গোর্কীর বক্তব্যে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাংস্কৃতিক বিকাশের অগ্রগতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোর্কী বলেন, 'লেনিনের শিক্ষা ও পার্টি এবং স্তালিনের অফুরন্ত, চিরবর্ধমান কর্মপ্রয়াসে পরিচালিত সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণী এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন, মেহনতী মানুষের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।'

জনগণের নিম্নমানের সাংস্কৃতিক চেতনাকে উন্নত করার উদ্দেশ্য নিয়েই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পরই সহজগম্য সাংস্কৃতিক আঙ্গিক চলচ্চিত্র শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার চিন্তা করা হয় এবং ১৯১৯ সালের এক নির্দেশনামায় চলচ্চিত্র শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে স্তালিন বলেন, 'চলচ্চিত্রে গণ-আন্দোলন বিকাশের সর্বাপেক্ষা উপযোগী মাধ্যম, এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য।' চলচ্চিত্রের ভূমিকা বিষয়ে স্তালিন আরও বলেন: 'সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির কাছে চলচ্চিত্র হল এক মহৎ ও অপরিমেয় শক্তি।'

রাষ্ট্রায়ত্ত চলচ্চিত্র সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সাফল্য ও সুবিধা-অসুবিধাগুলিকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর সঙ্গে জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষামূলক ছবি প্রস্তুত হতে থাকে। পাশাপাশি কাহিনীমূলক ছবিও তৈরী হতে থাকে। ১৯২২-২৪ সালে শিল্পকলার দিক থেকেও চলচ্চিত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ১৯২৪ সালে আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি 'দি ষ্ট্রাইক' মুক্তিলাভ করে এবং নির্বাক যুগেই 'ব্যাটলসিপ পটেমকিন', 'অক্টোবর' ও 'দি ওল্ড এ্যাণ্ড দি নিউ' ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়। এই নির্বাক যুগেই রুশ চলচ্চিত্র এমন এক সমুন্নতি লাভ করে যা আজও অম্লান আছে। এই যুগের ছবিগুলি দেখার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র দর্শক-

দের আগ্রহের অভাব নেই। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে আইজেনস্টাইনের ছবিগুলি ছাড়াও রয়েছে জুদোভদিনের মাদার, স্টর্ম ওভার এশিয়া, ডভঝেঙ্কোর আর্থ ইত্যাদি। ১৯৩১ সালে প্রথম সবাক চিত্র মুক্তি-লাভ করে নিকোলাই-এর 'দি রোড টু লাইফ'। এ পর্যায়ে মূলত মহান অক্টোবর বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ ও শান্তির পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবে স্থান দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে চলচ্চিত্র অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই সময় বহু দলিল চিত্র তৈরী হয়। চলচ্চিত্রের কাজে রাষ্ট্রের দাবীর প্রতিধ্বনি করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার ডভঝেঙ্কো বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্র শ্রমিকেরা, আজকের জীবনে কোন প্রলেপ লেপন করো না, তোমাদের ছবিকে কোন প্রসাধনের আবরণে ঢেকে দিও না, তোমাদের শিল্পকর্মকে তুচ্ছ ব্যক্তিগত সমস্যায় নিবদ্ধ করো না, চলচ্চিত্র মহান আদর্শকে রূপায়িত করার পক্ষে এক নিশ্চিত হাতিয়ার, চলচ্চিত্রকে সমকালীন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলির উত্তর সন্ধান করতে হবে। মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার অবসানের পথানুসন্ধানে চলচ্চিত্রকে পথ দেখাতে হবে।'

শুধু চলচ্চিত্র নয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকের ক্ষেত্রেও স্তালিন যুগের রাশিয়ায় সৃষ্টির প্লাবন দেখা দেয় এবং বুর্জোয়া শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মের চেয়ে শিল্পগুণে তা বহুক্ষেত্রে অনেক বেশী উন্নত। সমাজ সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, প্রকারণ ও উপাদান নিয়ে অকুণ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্তালিনের আমলে হয়েছে। গোর্কী, মায়াকোভস্কি, ফাদায়েভ প্রমুখ বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। প্রতিবিপ্লবীদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র, তত্ত্বগত বিভ্রান্তি সৃষ্টির মোকাবিলা করার পাশাপাশি রুশ সমাজতন্ত্রকে ঘনিষ্ঠ লালনপালনে গড়ে তোলার নেতৃত্ব দিয়েছেন কমরেড স্তালিন। এরই ফাঁকে ফাঁকে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখনই সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তাঁর কাছে উপস্থাপিত হয়েছে তখনই তিনি তার সমাধান দিয়েছেন। আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের নির্মম আক্রমণের হাত থেকে শিশু শ্রমিক রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্যই কমরেড স্তালিনকে অনেক সময় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। যেগুলিকে আজকাল যুগ নিরপেক্ষভাবে বড় করে তুলে তাঁর নিন্দাবাদ করা হচ্ছে।

কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তা থেকে কমরেড স্তালিনের ধৈর্য ও সহনশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল রচনাদির ব্যাপারে সমালোচনা যে গঠনমূলক ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে স্তালিন সচেতন ছিলেন। বিপ্লবোত্তর যুগে রাশিয়ায় যে ভিত-এর বদল ঘটে তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে নতুন উপরিসৌধ, নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নানা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নতুন ভাবাদর্শের বহু জটিলতার সমাধান করে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা দুরূহ কাজ। নতুন পুরানোর সংঘাতই বড় সমস্যা। এই সময় মহান নেতা কমরেড স্তালিন অসাধারণ বিচক্ষণতার সাক্ষর রাখেন, তাঁর নেতৃত্বে সঠিক সাংস্কৃতিক নীতির ফলেই ব্যালে প্রযোজক ডিয়া গেলেফ, লেখক এরেণবুর্গ প্রমুখ আবার দেশে ফিরে শিল্পসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন।

নানা শিল্প আঙ্গিক ও ধ্যানধারণার মধ্যে এই সময় সংঘাতকে কেন্দ্র করে বহু সাহিত্যগোষ্ঠী ও চক্র গড়ে ওঠে। মত বিভিন্নতা ও দ্বন্দ্ব এমন স্তরে পৌঁছয় যে পার্টির পক্ষে নিশ্চুপ থাকা সম্ভব হয় না। স্তালিনের তত্ত্বাবধানে ৯২৫ সালে শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়: 'সাহিত্যে বিভিন্ন প্রবণতার সামাজিক ও শ্রেণীগত অন্তর্বস্তু নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেও পার্টি কিছুতেই সাহিত্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ রীতিকে অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকতে পারে না। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ধারার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতাকে পার্টিকে অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে।' পার্টিগত অনুশাসন দিয়ে সবসময় শিল্প-সাহিত্যের ভাবাদর্শগত বা আঙ্গিকগত দ্বন্দ্বের সমাধান হয় না বরং অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্বের সমাধান সহজ হয় এবং সৃষ্টিশীলতা বজায় থাকে—স্তালিনের নেতৃত্বে তৎকালীন পার্টি তা বলেছিলেন।

সাধারণভাবে নীতি নির্ধারণ করেই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়নি। কোন কোন শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে এমন ঝড় উঠেছে যে কমরেড স্তালিনকে হস্তক্ষেপ করে সমাধান দিতে হয়েছে। রুশ শিল্প-সাহিত্যের জগতে সর্বাপেক্ষা বিতর্ক উঠেছিল নাটকের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে এই সময় (১৯২৫ সালে) আর্ট থিয়েটার অভিনীত বুলগাকভের 'তারবিনদের দিনগুলি' (Days of the Turbins) নাটকটিকে কেন্দ্র করে সংঘাত চরমে ওঠে। নাট্যকারের লেখা 'হোয়াইট গার্ড' উপন্যাসের এটি ছিল নাট্যরূপ। এ নাটক

এমন মতাদর্শগত বিতর্ক সৃষ্টি করে যে বহু গোষ্ঠী থেকে অভিযোগ আসে যে নাটকটিতে শ্বেতরক্ষীদের পক্ষাবলম্বন করা হয়েছে এবং কোন কোন দিক থেকে প্রকাশ্য বিচারের দাবী উত্থাপিত হয়। নাটকটির অভিনয় বাধ্য হয়ে বন্ধ করেও দিতে হয়। এই সময় স্তালিন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং শোনা যায় তিনি পনের বার নাটকটির অভিনয় দেখতে যান।

অবশেষে ১৯২৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বিল সেরকোভস্কিকে লেখা এক চিঠিতে স্তালিন তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেন। মার্কসবাদী শিল্প সাহিত্য নীতির ক্ষেত্রে এই পত্রটি এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তিনি বলেন :

'বুলকাগভের নাটকগুলি এত বেশী অভিনয় করা হয় কেন? সম্ভবতঃ অভিনয় করবার মত আমাদের নিজস্ব যোগ্য নাটক বেশী নেই বলে। যোগ্য নাটকের অভাবে 'তারবিনদের দিনগুলি'র মত নাটকও করতে হচ্ছে। অপ্রলেতারীয় সাহিত্যের 'সমালোচনা' ও নিষিদ্ধকরণের দাবী পেশ করা খুব সহজ কিন্তু যেটা করা সবাপেক্ষা সহজ সেটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা কখনোই ঠিক নয়। এটা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপার নয়। বরং ধাপে ধাপে পুরানো ও নতুন অপ্রলেতারীয় আবর্জনাকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দূর করা, একে হটিয়ে সেই স্থান লাভের যোগ্য খাঁটি, আগ্রহ সৃষ্টিকারী, শিল্পসমৃদ্ধ সোভিয়েত নাটক সৃষ্টি করাই কর্তব্য। প্রতিযোগিতা একটা বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ প্রতিযোগিতার পরিবেশের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রলেতারীয় সাহিত্যের গঠন এবং অবয়ব দিতে পারব।

আর "তারবিনদের দিনগুলি" সম্বন্ধে বলা যায়, এটা এত খারাপ নাটক নয় কারণ এর বক্তব্য ক্ষতির চেয়ে ভালই বেশী করে। ভুলে যাবেন না যে, দর্শকদের মধ্যে পরিণতিতে যে ছাপটা থাকে সেটা বলশেভিকদের পক্ষেই অনুকূল। তারবিনদের মতো মানুষদেরও অস্ত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা যায় এবং তাদেরও জনগণের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। কারণ তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে তাদের লক্ষ্য সুনিশ্চিতভাবে পরাজিত। তাহলে বলশেভিকরা অজেয় এবং তাদের কিছু ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই। বলশেভিকদের সর্বজয়ী শক্তির একটি নিদর্শন "তারবিনদের দিনগুলি"। যদিও এর লেখক এই প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সম্পূর্ণ "অজ্ঞ"। কিন্তু সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়।' এই আলোচনার পর নাটকটির পুনরাভিনয় শুরু হয়।

অনুরূপভাবে অনেক সময় শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন লেখক শিল্পীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক জটিলতা নিয়ে স্তালিনকে সহস্র কাজের মধ্যেও ভাবতে হয়েছে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনা করতে হয়েছে। সৃষ্টিশীল শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের প্রয়োজনে তিনি যেমন নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন তেমনি আবার সমাজতন্ত্র গঠনের স্বার্থে, সামগ্রিকভাবে পার্টি কেন্দ্রিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বহু লেখক শিল্পীর আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহং বোধের বিরুদ্ধে তাঁকে কঠোর শিক্ষকের ভূমিকাও গ্রহণ করতে হয়েছে। তৎকালীন অগ্রগণ্য কবি দেমিয়ান বেড্‌নিকে তাঁর চিঠির উত্তরে ১৯৩০ সালের ১২ই ডিসেম্বর যে চিঠিটি স্তালিন লেখেন সেটিও প্রতিটি লেখক শিল্পীর কাছে শিক্ষণীয়। কবি বেদনি তাঁর কবিতায় বিপ্লবোত্তর যুগে সমাজতন্ত্র গঠনে নিয়োজিত জনগণ ও পার্টিকে নগ্নভাবে আক্রমণ করে আত্মম্ভরিতার প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় কমিটি কবির এই প্রবণতাকে সমালোচনা করে। এই সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে কবি স্তালিনকে পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে স্তালিন যা লেখেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল।

'আপনার বিচারে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তটি হল "একটি ফাঁস"—"আমার (অর্থাৎ আপনার) অন্তিমকাল যে ঘনিয়ে এসেছে" তারই একটি ইঙ্গিত। কেন, কোন্ কারণে? যে কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য প্রতিফলিত করার পরিবর্তে এবং নিজের ভুলগুলি সংশোধনের বদলে এই সিদ্ধান্তকে একটি "ফাঁস" বলে গণ্য করে তাকে কি বলা উচিত?···

'প্রশংসা যখন আপনার প্রাপ্য ছিল তখন কেন্দ্রীয় কমিটি বহুবার আপনার প্রশংসা করেছে। বহুবার কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাকে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বা পার্টি সদস্যদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে (অবশ্যই ব্যাপারগুলোকে খানিকটা বাড়িয়ে না দেখে নয়)। যখন তাঁরা ভুল করেছেন তখন অনেক কবি ও লেখককেই কেন্দ্রীয় কমিটি ভর্ৎসনা করেছে। এসবকে স্বাভাবিক ও বোধগম্য বলে আপনার কাছে মনে হয়েছে। কিন্তু যখন কেন্দ্রীয় কমিটি আপনার ভুলগুলি সমালোচনা করতে বাধ্য হল তখনই আপনি ফুঁসতে শুরু করলেন এবং এটাকে একটা "ফাঁস" বলে চেঁচামেচি করে বেড়াতে লাগলেন। কোন্ যুক্তিতে? আপনার ভুলগুলি সমালোচনা করার অধিকার কেন্দ্রীয় কমিটির নেই বলে আপনার মনে হয়? সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আপনার কাছে বাধ্যতামূলক নয় তাই না? আপনার কবিতা বোধ করি সমস্ত

সমালোচনার উর্ধ্বে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে "অহংবোধ" নামক অস্বস্তিকর ব্যাধিটার দ্বারা আপনি আক্রান্ত হয়েছেন?'[১]

শুধু ভর্ৎসনা করেই স্তালিন শেষ করেননি, তিনি চিঠির বাকী অংশে কবির কবিতাগুলি ধরে ধরে আলোচনা করে এবং নিজের আলোচনার সম্পর্কে লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে ভুলগুলি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই চিঠি অসহিষ্ণু রাষ্ট্রনেতার নয়, মহান কমিউনিস্টের, প্রবীণ শিক্ষকের। আবার মায়াকভস্কির রচনার উৎকর্ষের প্রতি কটাক্ষ করে একদল সমালোচক যখন তাঁকে নিম্ন মানের কবি বলে অভিহিত করতে থাকেন তখন স্তালিন তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মায়াকভস্কি সোভিয়েত যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।'

পুঁজিবাদী দুনিয়ার ব্যাপক প্রচার আছে যে স্তালিন সমালোচনা-আত্মসমালোচনা সম্পর্কে অসহিষ্ণু ছিলেন। ক্রুশ্চেভের কালাপাহাড়ী স্তালিন বিরোধী অভিযান এই প্রচারে ইন্ধন জুগিয়েছে। ১৯৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারী এ. এম. গোর্কীকে লিখিত একটি ব্যক্তিগত পত্রে স্তালিন আত্মসমালোচনার নীতিগত দিককে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। স্তালিন বলেন: 'আত্মসমালোচনা ছাড়া আমরা চলতে পারি না। আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ, আমরা পারি না। এ ছাড়া গতিরুদ্ধতা, প্রশাসনে দুর্নীতি, আমলাতন্ত্রের উদ্ভব, শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টিশীল উদ্যোগে দুর্বলতা অনিবার্যভাবে দেখা দেবে। অবশ্য আত্মসমালোচনা শত্রুর হাতে খোরাক যোগায়। এব্যাপারে আপনি সঠিক কিন্তু এর দ্বারা অগ্রগতির পথে উপাদান (এবং উৎসাহ) সংগ্রহে শ্রমজীবী জনগণের গঠনমূলক শক্তিকে দুর্বার করতে সহায়তা সৃষ্টি হয়।'[২]

সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গেও তাঁকে চিন্তা করতে হয়েছে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে হয়েছে। গোর্কীকে লিখিত উপরোক্ত চিঠিতে যুদ্ধভিত্তিক কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি একটি মূল্যবান উপদেশ দেন যা যুদ্ধ সম্পর্কে তথাকথিত মানবিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণের পার্থক্য নির্ণয় করছে। স্তালিন লিখেছেন: 'যুদ্ধ ভিত্তিক গল্পগুলি প্রসঙ্গে বলবার বিষয় হল, সেগুলি খুবই বাছাই করে প্রকাশ করতে হবে। বইয়ের বাজার ব্যাপক সংখ্যার কথা সাহিত্যে ছেয়ে গেছে যার মধ্যে যুদ্ধের "বীভৎসতা" বর্ণিত হয়েছে এবং সমস্ত ধরনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা

১। **স্তালিন রচনাবলী**, ১৩শ খণ্ড।
২। ঐ, ১২শ খণ্ড।

জোর করে সৃষ্টি করা হয়েছে (শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, সমস্ত ধরনের যুদ্ধ)। এগুলি বুর্জোয়া-শান্তিবাদী গল্প, এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। আমাদের এমন সব গল্পের প্রয়োজন যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বীভৎসতা থেকে যুদ্ধ সংঘটনকারী সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি থেকে অব্যাহতি পাবার প্রয়োজনীয়তার বোধে পাঠকদের পৌঁছে দিতে সক্ষম। তাছাড়া আমরা তো সমস্ত যুদ্ধের বিরোধী নই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ আমরা তার বিরোধী। কিন্তু মুক্তির সপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বিপ্লবী যুদ্ধের আমরা সমর্থক যদিও আমরা জানি এই সমস্ত যুদ্ধও "রক্তপাতের বীভৎসতা" থেকে মুক্ত তো নয়ই বরং যথেষ্ট ঘটে থাকে।'[১]

একজন বিপ্লবী লেখকের কাছে রাষ্ট্রনায়ক স্তালিনের প্রত্যাশাও যে কতখানি বৈপ্লবিক, গোর্কীকে লেখা একটি অভিনন্দনপত্রে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৩২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরের এই পত্রে স্তালিন লেখেন: 'অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছি। শ্রমজীবী জনগণের আনন্দ ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য আপনার দীর্ঘ জীবন ও কর্মক্ষমতা কামনা করছি।'[২]

স্তালিন লেখকদের 'মানবাত্মার কারিগর' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই উক্তির দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? লেখকদের কাছে কি প্রত্যাশা করেছেন? এ সম্পর্কে স্তালিনের সহকর্মী প্রখ্যাত মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক এ. এ. ঝানভ সোভিয়েত লেখকদের ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে ভাষণ উপলক্ষে চমৎকার ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন:

'প্রথমত: এর দ্বারা বুঝান হয়েছে, শৈল্পিক সৃষ্টিতে জীবনকে সত্যমূলকভাবে চিত্রিত করতে অবশ্যই আপনাদের জানতে হবে, এ চিত্রায়ণ "পণ্ডিতম্মণ্য"-ভাবে বা নির্জীবভাবে নয়, নিছক "তন্ময়বাস্তব" (objective reality)-ভাবেও নয় বরং বৈপ্লবিক অগ্রগতির বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে। শৈল্পিক চিত্রকল্পের সত্যপরায়ণতা ও ঐতিহাসিক যথার্থতাকে আদর্শগত রূপান্তরের করণীয় কাজের সঙ্গে, সমাজবাদের আলোকে জনগণের শিক্ষার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। কথাসাহিত্য ও সাহিত্যিক সমালোচনার ক্ষেত্রে এই

১। **স্তালিন রচনাবলী**, ১২শ খণ্ড।

২। ঐ, ১৩শ খণ্ড।

পদ্ধতিকে আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি বলে অভিহিত করে থাকি।

'আমাদের সোভিয়েত সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক বলে অভিহিত হতে ভীত নয় কারণ শ্রেণী-সংগ্রামের যুগে শ্রেণীহীন, উদ্দেশ্যহীন ও অরাজনৈতিক (apolitical) সাহিত্য বলে কিছু নেই এবং থাকতে পারে না।···

'মানবাত্মার কারিগর হতে গেলে বাস্তব জীবনের একান্ত ঘনিষ্ঠ হতে হবে। বিপরীতপক্ষে এর অর্থ হল পুরানো-রীতির রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত হওয়া, যে রোমান্টিকতার মাধ্যমে পাঠককে জীবনের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা থেকে সরিয়ে নিয়ে এক অবাস্তব ও কল্পনার জগতে পৌঁছে দিয়ে চিত্রিত করা হয় অস্তিত্ববিহীন জীবনযাত্রা ও অস্তিত্ববিহীন বীরত্বের কাহিনী। রোমান্টিকতা আমাদের সাহিত্যের সহযোগী নয়, যে সাহিত্য দৃঢ়ভাবে বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এক নতুন ধরনের রোমান্টিকতা আমাদের আছে, তা হল বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা।

'আমরা বলছি যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল সোভিয়েত কথাসাহিত্য ও সাহিত্যিক সমালোচনার প্রধান রীতি এবং এর দ্বারা বুঝান হল যেহেতু আমাদের পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগ্রামের সমগ্র জীবন হল মহত্তম বীরত্ব ও ব্যাপকতম পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে কঠোরতম ও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত দৈনন্দিন কার্যাবলীর মিলন সেহেতু বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা সাহিত্যিক সৃষ্টির অখণ্ড অঙ্গ হিসেবে প্রতিভাত হবেই।

'আমাদের বীরদের রূপায়িত করতে ও আমাদের আগামী দিনকে দেখতে সোভিয়েত সাহিত্যকে সমর্থ হতে হবে। আমাদের আগামী দিন সুপরিকল্পিত-ভাবে ও সচেতন কর্মপ্রয়াসের দ্বারা আজ গড়ে তোলা হচ্ছে সেহেতু তা কল্পনার বিষয় হবে না।'

'মানবাত্মার কারিগর' বলতে স্তালিন শুধু বিষয়বস্তুর দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তাই নয়। সমভাবে রচনাশৈলী ও কলাকৌশল অনুশীলনের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রচনাশৈলীতে দক্ষতা ব্যতীত কোন লেখকের পক্ষে মানবাত্মার কারিগর হওয়া সম্ভব নয়। ঝানভ বলেছেন, 'আপনার হাতে অনেক হাতিয়ার আছে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সমস্ত যুগে সৃষ্ট যা কিছু সুন্দরতম তার সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এই সব হাতিয়ারগুলি (প্রজাতি, রীতি আঙ্গিক ও সাহিত্য সৃষ্টি পদ্ধতি) সমস্ত বৈচিত্র্যের সঙ্গে এবং সার্থকতমভাবে

ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ সোভিয়েত সাহিত্যে রয়েছে। আপনাকে যদি মানবাত্মার কারিগর হয়ে উঠতে হয় তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে রচনাশৈলীর দক্ষতা ও প্রতিটি যুগের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পর্যালোচনামূলক আত্মীকরণ ঘটান হল একটি কর্তব্যকর্ম যা অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।...মানবাত্মার কারিগর হওয়ার অর্থ হল কথার কারিগরি ও সৃষ্টির উন্নত মানের জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম চালান।'

রুশদেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের যুগে সর্বাপেক্ষা সংকটময় সময়ে কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে দেশে অর্থনৈতিক ভিত্তির সমাজতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও সমভাবে বিজয়ী হয়েছিল। তাই সৃষ্টির সমস্ত বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৪ সালে আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল রুশ লেখক সম্মেলনে মিলিত হয়ে লেখক সমাজ ম্যাক্সিম গোর্কীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের পর্যালোচনা ও পথ নির্দেশমূলক প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। ঐ সম্মেলনে গোর্কীর মূল্যবান ভাষণে রুশ সাহিত্যের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ নির্দেশ করা হয়েছে তাই নয় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের হাতিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্তালিনের মৃত্যুর পর রুশ দেশে আজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তে জনগণের সংস্কৃতি—সকল শ্রেণীর মানুষের বেঁচে থাকার সংস্কৃতি, একটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার সংস্কৃতি প্রচার করা হচ্ছে। স্তালিন-বিরোধী জেহাদের পর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন বিচ্যুতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই বিচ্যুতি আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। উদারনৈতিকতার আবহাওয়ায় যে সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিক প্রতিবিপ্লবী, সমাজতন্ত্র-বিরোধী ভূমিকার জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন তাদের আবার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। কিন্তু সুবিধাবাদের দৈত্যকে একবার ঘুম ভাঙালে সে গ্রাস করতে চাইবেই। উদারনীতির বিষবৃক্ষ আজ রুশ ভূমিতে অতি স্বল্পকালের মধ্যেই যে ফল ফলিয়েছে তা যখন পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকতায় শাখা পল্লব দূরপ্রসারী করতে চাইছে তখন রুশ নেতাদের সংশোধনবাদী আর্তনাদ বড় করুণ বলেই সকলের কানে বাজছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্তালিনের জীবনাবসান

'নেতারা আসেন, যান; মানুষ থেকে যায়। জনসমাজই শুধু মৃত্যুহীন' —১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ধাতু শিল্প শ্রমিকদের সামনে ভাষণ প্রসঙ্গে কথাগুলি বলেছিলেন কালজয়ী নেতা জোসেফ স্তালিন। ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ ৭৩ বছর বয়সে স্তালিন চলে গেলেন, কিন্তু পিছনে রয়ে গেল শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নয়, বিশ্বের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী। এই আকস্মিক সংবাদ তাদের হতবাক্ করে দিল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রীরা উল্লসিত হল তাদের প্রধানতম শত্রুর মৃত্যু ঘটেছে বলে কিন্তু পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষ হারাল তাদের প্রিয় নেতাকে, বিপ্লবী ধ্রুবতারাকে, রাজনৈতিক নেতাকে।

মস্কোতে জনগণের মধ্যে ক্রন্দন রোল পড়ে গেল। কোটি কোটি মানুষ সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ আবেগে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল, শিশুদের নিয়ে মেয়েরাও বরফপড়া রাতে রাজপথে লাউডস্পিকারের সামনে দাঁড়িয়ে। উদ্দেশ্য নিজের কানে শুনবে কেমন করে, কখন প্রিয় নেতার বিয়োগ হল। অনিবার্য হলেও একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যু যেমন অনেক সময় যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে মেনে নেওয়া যায় না এ যেন ঠিক তেমনি। 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' জনৈক সাংবাদিক একটি ছোট্ট অথচ হৃদয়গ্রাহী সংবাদ দিল। প্রশ্নের উত্তরে একটি মেয়ে এই সাংবাদিককে জানাল—'বিস্তারবাদ দিয়ে স্তেপ্‌স তৃণভূমির কল্পনা করতে পারে কেউ? জল বাদ দিয়ে ভল্‌গা নদীর কল্পনা করতে পারে কেউ। আর স্তালিনকে বাদ দিয়ে রাশিয়ার?' যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্তালিনের মরদেহ সমাধিস্থ হল লেনিনের সমাধির পাশে।

সারা দুনিয়ায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চোখের জল ঝরেছিল এই সংবাদে। বাতাসে তখনও বারুদের গন্ধ দূরীভূত হয়নি। হিরোসিমা নাগাসাকিতে মার্কিনীরা যে হত্যা যজ্ঞ করল তার ধোঁয়া তখনও বিশ্ব জনগণের

আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও যেন এই নামটি সাধারণ মানুষের রক্ষাকবচ, শান্তির নিশ্চয়তা। বহু রাষ্ট্রই রাষ্ট্রীয় শোক পালন করল, ছুটি দিয়ে প্রিয় নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল। পিকিং-এর সংবাদপত্র স্তালিনের মৃত্যুর সংবাদ কাগজের চারপাশে কালো রেখা টেনে। ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী পাণ্ডা মার্কিন মুলুকে কিন্তু চাপা উল্লাস লক্ষ্য করা গেল। হ্যারি ট্রুম্যান নিতান্ত উপেক্ষাভরে বললেন—'পরিচিত লোকের মৃত্যুর সংবাদে আমি সবসময়েই দুঃখ পেয়ে থাকি।' 'লস এঞ্জেলস টাইমস' অতি আতিশয্যে অসভ্যতার চূড়ান্ত করল, 'স্তালিনের নরক যাওয়ার টিকিট ঠিকই আছে। বড় জোর আমরা আশা করতে পারি, তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে একটা মারামারি।' মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেন হাওয়ার এই বর্বরতাকে আরও প্রকট করল। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল—শোক প্রকাশ করা হল কিন্তু তা একান্তই নিয়মমাফিক। তারপরই খবর দেওয়া হল যে, সরকার 'সোভিয়েতের পরিস্থিতিটার সুযোগ নেওয়ার জন্যে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার জন্য তৈরী হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য প্রচারের সমস্ত যন্ত্রই ব্যবহার করা হবে ; অধিকন্তু রাশিয়ার মধ্যে বিবাদের উস্কানি দেওয়া হবে এবং সোভিয়েতকে তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে।'[১]

আমেরিকার এই প্রতিক্রিয়া দেখে পশ্চিম ইউরোপ মর্মাহত হল। ইউ-রোপকে নাৎসীদের কবল থেকে উদ্ধার করল যে মানুষটি তাঁর স্মৃতির প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা জানালেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হল। পাঁচ মিনিট দণ্ডায়মান হয়ে সমস্ত মানুষ প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল।

স্তালিনের ভাস্বর জীবন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও কর্মপ্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তরুণ বয়স থেকে তিনি পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত সাধারণ মানুষের জন্যই সংগ্রাম করে গেছেন। মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তিনি একজন উৎসাহী প্রচারক। উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে তিনি লেনিনের সঙ্গে একপথে চলেছেন এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত সে পথ থেকে বিচ্যুত হননি। লেনিনের সঙ্গে একত্রে তিনি বিপ্লব সংগঠিত করেন,

---

১। **ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল,** ৫ই মার্চ, ১৯৫৩।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন এবং পরবর্তীকালে সমস্ত আক্রমণ থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। লেনিনের সহযোগীরূপে তিনি তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলেন এবং সমস্তরকম সুবিধাবাদ থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখেন।

বিখ্যাত বলশেভিক নেতা সের্গেই কিরভ ১৯৩৪ সালে লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের পার্টি সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

'স্তালিনের বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। বিগত কয়েক বৎসর পরে, লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে আমরা যে কাজ চালিয়ে এসেছি তাতে আমাদের যা কিছু বৃহৎ কাজ, নতুন নীতি, শ্লোগান ও গুরুত্বপূর্ণ পথের সূচনা হয়েছে, তা সবই স্তালিনের দান। সমস্ত বড় কাজই কমরেড স্তালিনের নির্দেশে, উদ্যোগে ও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে—এ খবর পার্টি সভ্যদের জানা উচিত। পররাষ্ট্র নীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সিদ্ধান্ত তাঁরই নির্দেশে গ্রহণ করা হয়। শুধু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নয়, অতি সাধারণ সমাস্যাগুলিতেও তিনি মনোনিবেশ করেন, যদি তাতে শ্রমিক, কৃষক বা দেশের শ্রমনিযুক্ত জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত থাকে।

'শুধু সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে নয়, আমাদের প্রত্যেক কাজের খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁর অবদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—আমাদের দেশের আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যা কিছু সাফল্য লাভ করেছি যে-সব কথা আমি আগেই বলেছি, তা সবই প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্তালিনের জন্যই সম্ভব হয়েছে।'[১]

এইসব উল্লেখযোগ্য দানের জন্যই তরুণ থেকে প্রবীণ পার্টির সভ্য, কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে স্তালিনের এত জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর পঞ্চাশতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে বিদেশ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন জানান হয় তার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন : 'বন্ধুগণ! আপনারা নিঃসন্দেহ হতে পারেন যে, ভবিষ্যতেও আমি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, শ্রমিক বিপ্লব ও বিশ্বে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রয়োজন হলে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করতে প্রস্তুত আছি।'[২]

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি—**জোসেফ স্তালিন,** পৃঃ ২২৫-২৬।

২। ঐ, পৃঃ ২২৬।

লেনিনের মত তিনিও সরলভাবে জনতার কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সরল ও আড়ম্বরহীন, আহারে-বিহারে, পোশাকে, জীবনযাত্রায় এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে। তাঁর সরলতা দিয়েই তিনি তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁর নিরহঙ্কারী মন বিদেশীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁরী বারবুস্ লিখেছেন: 'স্তালিন অনেকগুলি বই লিখেছেন, সেগুলি খুব মূল্যবান। তাঁর রচনার অধিকাংশ মার্কসীয় সাহিত্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে, কিন্তু যখন তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় কি?" তিনি বলেছিলেন, "আমি লেনিনের শিষ্য মাত্র এবং আমার লক্ষ্য হল তাঁর যোগ্য শিষ্য হওয়া"।'

শিশু ও কিশোরদের মধ্যে স্তালিনের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। 'কমিউনিস্ট লীগের' প্রসার ও প্রভাব বিশেষ করে তাঁর জন্যই বেড়েছে। তাঁর কাজ করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি অনেক সময় রাত্রি চারটা পর্যন্ত কাজ করতেন। আঁরী বারবুস্ স্তালিনের জীবনীতে লেনিনের পাশাপাশি এই বিপ্লবী নায়কের চরিত্র সুন্দরভাবে এঁকেছেন:

'যখন রাত্রে কেউ মস্কো রেড স্কোয়ারে পদচারণা করে, এই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতের সামনে মনে হয় মহাকাল দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক দিকে বর্তমানের শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্যদিকে ১৯১৭ সালের পূর্ববর্তী এক পুরাতন যুগ। মনে হয়, রাত্রিতে এই নির্জন স্কোয়ারে সমাধিতে যিনি শয়ন করে আছেন তিনিই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি। তিনি তাঁর চতুর্দিকে নগর গ্রামে সব কিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। তিনিই প্রকৃত পথপ্রদর্শক। শ্রমিকরা তাঁর জয়গান গেয়ে বলে—তিনি একাধারে আমাদের গুরু এবং সাথী, তিনি সহোদর ভ্রাতার মত সবদিকে লক্ষ্য রাখছেন। তুমি তাঁকে না জানতে পার, তিনি তোমাকে চেনেন এবং তোমার জন্য চিন্তাভাবনা করছেন তুমি যেই হও এই উপকারী বন্ধুকে তোমার প্রয়োজন হবে। তুমি যেই হও তোমার ভবিষ্যতের সুন্দরতম অংশ অন্য জনের হাতে ন্যস্ত এবং তিনিও তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন, প্রহরা দিচ্ছেন, তোমার জন্য শ্রম করছেন—তাঁর মন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মত, শ্রমিকের মত মুখমণ্ডল এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ সৈনিকের মত।'[১]

১। আঁরী বারবুস,—**স্তালিন,** পৃঃ ২৯৭

স্তালিনের নামে রাশিয়ার জনসাধারণ যে প্রশস্তি গাথা রচনা করেছে তাতে তাঁকে উদ্যান-পালকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর উদ্যানকে ভালবাসতেন, তাঁর উদ্যান হল গণমানব। এই গণমানবের স্বার্থের কোন বিরোধিতা তিনি সহ্য করেননি, যখনই তাঁকে কঠোর হতে হয়েছে তা পার্টির স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে। খাঁটি লেনিনবাদী হিসেবে কোন সুবিধাবাদের সঙ্গে তিনি কখনও সমঝওতা করেননি। ১৯৩৭ সালে নিজের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন:

'আমাদের নির্বাচক, আমাদের জনসাধারণের দাবী হবে যে, তাদের প্রতিনিধিরা—তাদের পদের সম্মান রক্ষা করবে। তারা যেন সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদে পরিণত না হয়, তাদের পদে তারা লেনিনের মত শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ হতে চেষ্টা করবে। সাধারণের নেতা হিসেবে তারা লেনিনের মত পরিষ্কার ও নির্ভুল নীতি গ্রহণ করে চলবে। তারা সংগ্রামে নির্ভীক হবে এবং জনসাধারণের শত্রুদের প্রতি ক্ষমাহীন হবে লেনিনের মত। যখন অবস্থা জটিল হয় বা বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়, লেনিনের মতই তাদের মধ্যে ভয়ের ছায়া রেখাপাত করবে না। দুরূহ সমস্যার সমাধানে যখন নতুন নীতি গ্রহণ করতে হবে, তারা লেনিনের মতই সবদিক বিচার করে দেখবে। লেনিনের মত তারা নীতি-নিষ্ঠ ও উন্নত চরিত্র হবে, তারা লেনিনের মত জনসাধারণকে ভালবাসবে।'[১]

স্তালিন নিজে এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। লেনিনের মতই তিনি জনসাধারণকে ভালবাসতেন তাই জনগণও তাঁকে ভালবাসত। আঁরী বারবুস্ লিখেছেন:

'তাঁর জীবন হচ্ছে উত্তুঙ্গ বাধা-বিপত্তির মধ্যে এক বিজয় অভিযান। ১৯১৭ সালের পর থেকে তাঁর জীবনে প্রতি বছরই তিনি এমন কাজ করেছেন যা করে একজন লোক বিখ্যাত হতে পারে। তিনি লোহা দিয়ে গড়া মানুষ। তাঁর নামেই এর পরিচয়—স্তালিন, রুশ ভাষায় যার অর্থ হল ইস্পাত। ইস্পাতের মত তিনি কঠিন আবার ইস্পাতের মতই তিনি নমনীয়। তাঁর ক্ষমতার উৎস হচ্ছে, তাঁর বুদ্ধিমত্তার গভীরতা, তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি, তাঁর অদ্ভুত একাগ্রতা, প্রতিটি বিষয়ে সূক্ষ্মবোধ, তাঁর দৃঢ় নীতিনিষ্ঠতা, দ্রুত স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যোগ্য পদে নির্বাচন করা।

১। ই. ইয়ারোস্লাভস্কি —**জোসেফ স্তালিন**, পৃঃ ২৩০।

'মৃতেরা মাটির মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু বিপ্লবীরা যেখানে আছেন সেখানেই লেনিন বেঁচে আছেন। আরও বলতে পারা যায়, অন্য কারও চেয়ে বিশেষভাবে স্তালিনের মধ্যেই লেনিনের চিন্তা ও বাণী জাগ্রত হয়ে আছে। তিনিই আজকের যুগের লেনিন।'[১]

সমগ্র রুশবাসীর মধ্যে স্তালিনের জনপ্রিয়তা ছিল তুলনাহীন। শুধুমাত্র শিক্ষিত শহরবাসীর মধ্যে নয়, সুদূর পার্বত্য উপজাতিদের কাছেও তিনি ছিলেন চোখের মণি, হৃদয়ের আবেগ, অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। দাঘেস্তানের পার্বত্য অধিবাসীরা স্তালিনকে নিয়ে গান লিখেছেন—

'জাহাজের পিছনে যেমন থাকে দ্বিখণ্ডিত জলরেখা
আর লাঙলের পিছনে কর্ষণরেখা
তেমনি কোটি লোক পশ্চাতে তোমার চলেছে সর্বত্র।
গ্রহণ করেছি যে পথ মোরা
তা থেকে যাব না যাব না সরে
এই আমাদের স্থির লক্ষ্য
আমাদের প্রকৃত পথ।'

লাক্ নামে এক ক্ষুদ্র উপজাতি তাঁর সম্বন্ধে একটি গাথা রচনা করেছে:

'নদী চায় সমুদ্রকে
লোহা চায় চুম্বককে
ঘাস চায় সূর্যকে
পাখীরা যেতে চায় দক্ষিণে।
মানুষ চায় সুখ
মানুষ চায় সত্যকে
তাদের হৃদয় চায় বন্ধুত্ব
আর তাদের চিন্তা ঘিরে আছে তোমাকে।'

যতদিন পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে শ্রেণী শোষণ থাকবে, জনগণের সংগ্রাম থাকবে, বিপ্লবী আন্দোলন থাকবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আকাঙ্খা থাকবে ততদিন নিপীড়িত শোষিত শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ে চেতনায় স্তালিন চিরজাগরুক থাকবেন। যেদিন মহাবিপ্লব সমাধা হবে, সমগ্র দুনিয়ায় সমাজবাদী সুখী সমৃদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন লেনিনের

১। আঁরী বারবুস,—স্তালিন, পৃঃ ১৮৯-৯০।

পাশাপাশি স্তালিনের নামও অন্যতম প্রধান স্থপতিরূপে চিরস্বীকৃতি পাবে। পৃথিবীর সকল দেশে তাঁর নাম কোটি কোটি মানুষ স্মরণ করে শ্রদ্ধা ও অনুরাগে। বিশ্বের কোন চক্রান্তকারী শক্তি বা অনুকূল আবহাওয়ায় মরচে ধরা সংশোধনবাদের সাধ্য নেই এই রক্তকরবীকে চাপা দিয়ে রাখে। সংশোধনবাদী সর্দারতন্ত্র ভাবীকালের সামনে তাকে গোপন করার চেষ্টা করছে, তাঁর রচনাবলী পাঠের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে, গৌরবময় জীবনীতে কালিমা লেপন করেছে কিন্তু ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর ও অনিবার্য, কালের কিশোর ভাবীকালের নন্দিনীর জন্য বিপ্লবের প্রতীক, সংগ্রামের ধ্রুবতারা এই রক্তকরবীকে ছিনিয়ে আনবেই এবং বিশ্বমাঝে আবার ছড়িয়ে দেবে। এ বিশ্বাস বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণের।

পরিশেষে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে স্তালিন ও স্তালিন যুগ সম্পর্কে নানা কুৎসার জবাবে বিখ্যাত সাংবাদিক আনা লুই ষ্ট্রং-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

'পশ্চিমী বন্ধুদের কাছে আমার বক্তব্য: এ যুগটা ছিল ইতিহাসের একটা মহান গতিশীল যুগ, হয়তো মহত্তম যুগ। এ যুগ শুধু রাশিয়ার জীবন নয়, সমস্ত পৃথিবীর জীবন বদলে দিয়েছে। যারা এ যুগ সৃষ্টি করেছে এ যুগ তাদের কারও জীবন অপরিবর্তিত রাখেনি। এ যুগ কোটি কোটি বীরের জন্ম দিয়েছে, তেমনি জন্ম দিয়েছে কিছু শয়তানেরও। ইতর লোক এর পানে পিছন ফিরে তাকিয়ে এর দোষত্রুটির ফিরিস্তি করতে পারে কিন্তু যারা এ যুগের সংগ্রামের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, এমন কি সে দ্বন্দ্বে যারা প্রাণ হারিয়েছে, তারা সমাজতন্ত্র গড়ার মূল্য বলেই সেসব দোষত্রুটি সয়ে গিয়েছিল।···স্তালিন যুগ শুধু পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই গড়েনি, যে শক্তি হিটলারের গতিরোধ করেছিল শুধু সে শক্তিই গড়ে তোলেনি, মানব জাতির এক-তৃতীয়াংশ আজ যেসব সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করে, তাদেরও জন্যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলেছে এ যুগ।·····সুতরাং স্তালিন যুগই তৈরী করেছে সেই ভিত্তি যার উপর দুনিয়ার নানা জাতির স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য গড়ে উঠতে পারে, স্থায়ী শান্তির মধ্যে তাদের ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।'[১]

১। আনা লুই ষ্ট্রং—**স্তালিন যুগ**, পৃঃ ২-৩।

পরিশিষ্ট

প্রত্যুষ বেলায়

প্রভাতী সূর্যের রঙ মেখে নিয়ে
গোলাপেরা জাগে
কোমল পাপড়ি মেলে শিহরিত আলোর ছোঁয়ায়।
ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে লিলি—
মধুর বাতাসে দোলে ফুলের শরীর।

উধাও আকাশে ভাসে লারক্‌ ডানা মেলে
মিঠেল সুরেলা স্বরে গান গায়
গান গেয়ে যায়
এবং বাঁশীর সুরে ঘুম ভাঙা ঘুঘু
অবিরাম বাতাস মাতায়।

হে আমার বন্দিত মাটির স্বদেশ
তুমি হও আলোক উর্বরা,
হে আমার প্রিয় ইভেরিয়া
আহ্লাদ-আমেজে হও তুমি স্বয়ম্ভরা।
এবং আমার প্রিয়
হে আমার জর্জিয়ার প্রিয় দেশবাসী
প্রভাতী আলোর মতো অমলিন সুখ আর শান্তি অনুভবে
এসো আজ হই সুশোভিত।

মূল রচনা : জোশেফ স্তালিন
অনুবাদ : জিয়াদ আলি

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮৭৯—১৯৫৩

১৮৭৯ : ৯ই (২১শে নতুন হিসাবে) ডিসেম্বর জর্জিয়ার গোরী শহরে জোশেফ ভাসিরিওনোভিচ জুগাশভিলির (স্তালিন) জন্ম হয়।

১৮৮৮ : সেপ্টেম্বর মাসে গোরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৮৯৪ : জুন মাসে গোরীর বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে স্নাতক হন। সেপ্টেম্বর মাসে তিফ্লিসের থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে ভর্তি হন।

১৮৯৫ : জার সরকার কতৃক ট্রান্সককেশিয়ায় নির্বাসিত মার্কসবাদী রুশ বিপ্লবীদের আত্মগোপনকারী দলগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়।

১৮৯৬-৯৮ : তিফ্লিসের থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে ছাত্রদের নিয়ে মার্কসবাদী পাঠচক্র শুরু করেন। এখানে ক্যাপিটাল, কমিউনিস্ট ইস্তাহার, ভি. আই. লেনিনের প্রথম জীবনের রচনাবলী পঠন-পাঠন হয়। তিফ্লিসের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কারখানায় মার্কসবাদী পাঠচক্র গঠন করেন। জর্জীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংগঠন মাসামে দাসিতে যোগ দেন।

১৮৯৯ : ২৯শে মে মার্কসবাদ প্রচারের অভিযোগে থিওলজিক্যাল সেমিনারি থেকে বহিষ্কৃত হন। ২৮শে ডিসেম্বর থেকে তিফ্লিস ফিজিক্যাল অবজারভেটরিতে কাজ শুরু করেন।

১৯০০ : তিফ্লিসের বহির্ভাগে লবণহ্রদ অঞ্চলে মে দিবস উপলক্ষে এক শ্রমিক সভায় সর্বপ্রথম ভাষণ দেন। লেনিনের অনুগামী ভি. কে. কুর্নাতভস্কির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট পরিচালনা। স্থানীয় ভাষায় মার্কসীয় সাহিত্য অনুবাদ ও প্রচার।

১৯০১ : ২১শে মার্চ ফিজিক্যাল অবজারভেটরিতে তাঁর বাসস্থানে পুলিশের খানাতল্লাসি—স্তালিন কর্তৃক বাসস্থান ত্যাগ ও আত্মগোপনে চলে যাওয়া। তাঁর উদ্যোগে সেপ্টেম্বর মাসে বাকু থেকে বেআইনী সংবাদপত্র 'বর্দজোলা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় তাঁরই রচনা। ১১ই নভেম্বর লেনিনবাদী-ইস্ক্রা অনুসারী আর. এস. ডি. এল. পির প্রথম তিফ্লিস কমিটিতে তিনি নির্বাচিত হন। নভেম্বরের শেষে বাটুমে সাংগঠনিক কাজে প্রেরিত হন। ৩১শে ডিসেম্বর এক গোপন পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি নির্বাচিত হয়।

১৯০২ : জানুয়ারী মাসে বাটুমে গোপন মুদ্রণ পরিকল্পনা করেন। মান্তাশেভ শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘট পরিচালনা করেন এবং ধর্মঘট জয়যুক্ত হয়। ৯ই মার্চ বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের মুক্তি দাবী করে মিছিল পরিচালনা করেন—সেই মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৫ জন শ্রমিক নিহত হন। ৫ই এপ্রিল শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ করার অপরাধে স্তালিন গ্রেপ্তার হন এবং বাটুম জেলে বন্দী থাকেন।

১৯০৩ : আর. এস. ডি. এল পির প্রথম ককেশীয় কংগ্রেসে বন্দী অবস্থাতেই স্তালিন ককেশীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল কুতাই জেলে স্থানান্তরিত হন। আবার বাটুম জেলে আনা হয় এবং পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ২৭শে নভেম্বর নির্বাসনস্থল নভোয়া উদা গ্রামে উপস্থিত হন। এখানেই সর্বপ্রথম লেনিনের কাছ থেকে চিঠি পান।

১৯০৪ : ৫ই জানুয়ারী নির্বাসনস্থল থেকে পালিয়ে যান এবং ফেব্রুয়ারী মাসে তিফ্লিসে ফিরে আসেন। ফিরেই পার্টির কাজ করতে থাকেন। বাকুতে পৌঁছে মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে বলশেভিক কমিটি গঠন করেন। কুতাইতেও নতুন বলশেভিক কমিটি গঠিত হয়। নভেম্বর মাসে বাকুতে পৌঁছে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের দাবীতে প্রচার শুরু করেন। ডিসেম্বর মাসে বাকুর শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট পরিচালনা করেন।

১৯০৫ : ১লা জানুয়ারী 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা' পত্রিকায় স্তালিনের বিখ্যাত রচনা 'সর্বহারাশ্রেণী ও সর্বহারা পার্টি' প্রকাশিত হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে মেনশেভিকদের বিতাড়িত করে তিফ্‌লিস বলশেভিক কমিটি গঠন করেন। মে মাসে 'পার্টির মধ্যে মত-দ্বৈধতা প্রসঙ্গে কিছু কথা' পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৫ই জুলাই 'প্রলেতারিয়াতিস বর্দজোলা' পত্রিকায় 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও আমাদের কৌশল' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নভেম্বরের শেষ আর. এস. ডি. এল. পির ককেশীয় ইউনিয়নের চতুর্থ বলশেভিক সম্মেলন স্তালিন পরিচালনা করেন। ১২-১৭ই ডিসেম্বর টেমার ফোরসে প্রথম নিখিল রুশ বলশেভিক সম্মেলনে যোগ দেন। এখানে লেনিনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়।

১৯০৬ : মার্চের শেষে তিফ্‌লিস সংগঠনের পক্ষ থেকে আর. এস. ডি. এল. পির চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১০-২৫শে এপ্রিল স্টকহোমে অনুষ্ঠিত চতুর্থ (ঐক্য) কংগ্রেসে স্তালিন অংশগ্রহণ করেন এবং মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বলশেভিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। জুন থেকে নভেম্বর তিফ্‌লিসে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন।

১৯০৭ : ১১ই মার্চ স্তালিনের পরিচালনায় 'দ্রো' (সময়) সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ৩০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে আর. এস. ডি. এল. পির পঞ্চম লণ্ডন কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ২০শে জুন গোপন সংবাদপত্র 'বাকিনিস্কি প্রলেতারি' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা করেন। ২৫শে অক্টোবর আর. এস. ডি. এল. পির বাকু কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯০৮ : জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে স্তালিনের পরিচালনায় বাকুতে ব্যাপক ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। ২৫শে মার্চ স্তালিনকে গ্রেপ্তার করে বাইলভ জেলে আটক রাখা হয়। জেলে বলশেভিকদের সংগঠিত করেন এবং পাঠচক্র গড়ে তোলেন। ৯ই নভেম্বর ভলোগদা স্তবারনিয়ায় দুবছরের জন্য তাঁকে নির্বাসিত করা হয়।

১৯০৯ : জানুয়ারী মাসে ভলোগদায় পৌছান এবং নির্দিষ্ট জেলে নিয়ে

যাওয়ার সময় পথে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিন হাসপাতালে রাখার পর তাঁকে ভাইত্কা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৪শে জুন জেল থেকে পালিয়ে যান। জুলাই মাসের শেষের দিকে সেন্ট পিটার্সবুর্গ হয়ে বাকুতে পৌছান। সেপ্টেম্বরে গোপন ছাপাখানা আবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'তিফ্লিস্কি প্রলেতারি' প্রকাশ করেন। নভেম্বর-ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের জন্য 'ককেশাসের চিঠি' পর্যায়ে কতকগুলি রিপোর্টাজ লেখেন।

১৯১০ : এই বছরের প্রথমেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তাঁর পরিচালনায় 'তিফ্লিস্কি প্রলেতারী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরে সদর দপ্তর স্থানান্তরণ ও একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রকাশের দাবী করে বাকু কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে স্তালিনের নির্দেশে। ২৩শে মার্চ ঝাকার গ্রিগোরিয়ান মিলিকিয়ান্তস ছদ্মনামে স্তালিন গ্রেপ্তার হন। বাইলভ কারাগারে তাঁকে রাখা হয়। সেখানেই জারের আদেশে পাঁচ বছরের জন্য ককেশাস থেকে বহিষ্কৃত হন। ২৯শে অক্টোবর সলভিচেগোদস্ক-এ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই লেনিনের সংগে সংযোগ স্থাপন করেন নভেম্বর মাসে।

১৯১১ : ১লা জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত আর. এস. ডি. এল. পির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে আসন্ন পার্টি সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য গঠিত সংগঠনী কমিটির বদলী সদস্য নির্বাচিত হন স্তালিন। ২৭শে জুন নির্বাসনকাল শেষ হওয়ার পর তাঁকে ককেশাসের বাইরে ভলোগ্দাতে পাঠান হয়। সেখানে তাঁকে কঠোর পুলিশ প্রহরায় রাখা হয়। জুলাই মাসে লেনিনের উদ্দেশ্যে এক পত্রে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বা মস্কোতে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর আত্মগোপন করে সেন্ট পিটার্সবুর্গে পৌছান এবং সেখানকার পার্টি সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৪ই ডিসেম্বর ভলোগ্দাতে তিন বছরের জন্য প্রেরিত হন।

১৯১২ : ১৮ই থেকে ৩০শে জানুয়ারী প্রাগে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ পার্টি সম্মেলনে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

রাশিয়ার অভ্যন্তরে কাজ চালাবার জন্য সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির রুশীয় ব্যুরো গঠিত হয় এবং স্তালিনকে ইনচার্জ করা হয়। লেনিনের নির্দেশে অর্জোনিকিদ্জে তাঁকে ভলোগ্দায় এসে প্রাগ সম্মেলনের বিবরণ দেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভলোগ্দার নির্বাসন থেকে পালিয়ে যান এবং মার্চ মাস ব্যাপী বাকু ও তিফলিস ভ্রমণ করে পার্টি কমিটিগুলিতে প্রাগ সম্মেলনের বিবরণী উপস্থিত করেন এবং কয়েকটি ইস্তাহার রচনা করে বিলি করেন ব্যাপকভাবে। ১০ই এপ্রিল গোপনে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসেন। ২২শে এপ্রিল 'প্রাভদা'র প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা 'আমাদের লক্ষ্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আবার গ্রেপ্তার হন এবং ২রা জুলাই নারিক সীমান্তে তিন বছরের জন্য নির্বাসিত হন। ১লা সেপ্টেম্বর নারিক থেকে পালিয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে আসেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চতুর্থ রাষ্ট্রীয় ডুমার নির্বাচন পরিচালনা করেন এবং 'প্রাভদা' সম্পাদনা করতে থাকেন। লেনিনের নির্দেশে ক্রুপস্কায়া স্তালিনকে জরুরী প্রয়োজনে ক্র্যাশেতে আসার জন্য চিঠি লেখেন। অক্টোবরের শেষে মস্কোতে নির্বাচিত ডুমা সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। ১০ই নভেম্বর লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ক্র্যাশেতে পৌছান। সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগ দেন। নভেম্বরের শেষে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করেন। আবার ডিসেম্বরের শেষে লেনিনের ডাকে ক্র্যাশেতে আসেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোগদানের জন্য।

১৯১৩ : জানুয়ারীর প্রথম দিকে ক্র্যাশে থেকে ভিয়েনায় পৌছান এবং ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে জেলে পরে তুর্খানস্ক-এ নির্বাসিত হন।

১৯১৪ : নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

১৯১৫ : ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাসন থেকে লেনিনকে লিখিত এক পত্রে প্লেখানভ ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সুবিধাবাদী

নীতির সমালোচনা করেন। গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রীয় কমিটি ও চতুর্থ ডুমার নির্বাসিত নেতাদের নিয়ে সভা করেন।

১৯১৬ যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্বাসিতদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতে থাকে। স্তালিনও আবেদন করেন এবং তাঁকে পুলিশ প্রহরায় পরীক্ষা করার জন্য ক্রাসনোয়িরাস্ক-এ পাঠান হয়।

১৯১৭ স্তালিনকে সামরিক বিভাগে গ্রহণ করা হয় না। নির্বাসন কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আচিনস্ক-এ থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে পেত্রোগ্রাদে চলে আসতে পারেন ১২ই মার্চে। ১৫ই মার্চ 'প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন। ৩রা এপ্রিল বাইলো-ওস্ত্রভ স্টেশনে অন্যান্যদের সঙ্গে লেনিনকে অভ্যর্থনা জানান। ৪ঠা এপ্রিল সোভিয়েতগুলির নিখিল রুশ সম্মেলনে যোগ দেন এবং লেনিনের 'এপ্রিল থিসিসের' সপক্ষে জোরালো বক্তৃতা করেন। ২৪-২৯শে এপ্রিল লেনিন ও স্তালিন বলশেভিক পার্টির সপ্তম নিখিল রুশ সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু এ-পদে ছিলেন। ১৬-২৩শে জুন লেনিন ও স্তালিন পার্টির সেনাবাহিনীগুলির মধ্যেকার সংগঠনগুলির সম্মেলন পরিচালনা করেন। ২০শে জুন সোভিয়েতগুলির প্রথম নিখিল রুশ কংগ্রেসে স্তালিন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১১ই জুলাই লেনিনকে আত্মগোপনে যেতে সাহায্য করেন এবং বিপ্লব পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। ২৬শে জুলাই-৩রা আগস্ট বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও কর্মসূচী তিনিই পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুনর্নির্বাচিত হন এবং 'রাবোচি ই সোলদাৎ' সম্পাদনা করেন। কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীর জন্য পার্টি মনোনীত তালিকায় লেনিনের পাশে তাঁর নামও ছিল। ৮ই অক্টোবর লেনিন গোপনে পেত্রোগ্রাদে আসেন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন স্তালিনের সঙ্গে। ১০ই অক্টোবরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় লেনিনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় এবং

লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে সাতজনের এক পলিটব্যুরো গঠিত হয়। বিশ্বাসঘাতক জিনোভিয়েভ ও কামনেভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ২৪শে অক্টোবর লেনিন স্মোলনিতে উপস্থিত হন এবং স্তালিনের সঙ্গে অভ্যুত্থানের সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২৪-২৫শে অক্টোবর লেনিনের সঙ্গে স্তালিন সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন। ২৫-২৬শে অক্টোবর সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জাতি বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ২৩শে ডিসেম্বর লেনিন ছুটিতে গেলে সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯১৮ : ৮ই জানুয়ারী মন্ত্রীসভা কর্তৃক খাদ্যনীতি নিরূপনের জন্য কমিটিতে স্তালিনকে সদস্যরূপে গ্রহণ। ১০-১৮ই জানুয়ারী সোভিয়েতসমূহের তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ। ২১শে ফেব্রুয়ারী জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করেন। ৬-৮ই মার্চ আর. সি. পি. (বি)র সপ্তম কংগ্রেসে যোগদান। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচন। ১৪-১৬ই মার্চ বিশেষ নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচন। ১৬-১৯ই মে তাতার-বসকির সোভিয়েত রিপাবলিকের কংগ্রেস পরিচালনা। ২৯শে মে মন্ত্রীসভা বিশেষ ক্ষমতাসহ স্তালিনকে দক্ষিণ রাশিয়ার খাদ্যবিভাগের দায়িত্বভার দিলেন। ৪ঠা জুন মস্কো থেকে জারিৎসিনে গেলেন এবং খাদ্যশস্য পাঠাতে শুরু করলেন। সামরিক বিভাগের কর্তৃত্বও পালন করেন এই অঞ্চলে। জারিৎসিন সীমানা লড়াইয়ের সংবাদ লেনিনকে দেন এবং লড়াই পরিচালনা করেন স্তালিন ও ভরোশিলভ। ৬-৯ই নভেম্বর বিশেষ ষষ্ঠ নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা। ১৩ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তাঁকে প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত করে। ৩০শে ডিসেম্বর লেনিন তাঁকে পূর্ব সীমান্তে পাঠান।

১৯১৯ : ২-৬ই মার্চ স্তালিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮-২৩শে মার্চ রুশ কমিউনিস্ট পার্টি

(ব) অষ্টম কংগ্রেসে যোগ দেন এবং কর্মসূচী প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা নেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো এবং সংগঠনী ব্যুরোতে নির্বাচিত হন। ৩০শে মার্চ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মন্ত্রী হন। ৪ঠা মে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ রাজনৈতিক অধিবেশনে অংশ নেন। ১৯শে মে পশ্চিম সীমান্তের সামরিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৬ই জুন ক্রাসনায়া গোর্কা ও সিরিয়া সোশাদ দুর্গ দখল করেন। ৩-৪ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ রাজনৈতিক অধিবেশন অংশ গ্রহণ। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম সীমানায় গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁকে আবার দক্ষিণ সীমান্তে পাঠান হয়। নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ সীমান্তে লালফৌজের প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দান। ২০শে নভেম্বর পেত্রোগ্রাদ ও দক্ষিণ সীমান্তে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রেসিডিয়াম তাঁকে 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার' সম্মান প্রদান করেন। ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ সীমান্তেই কাজ করেন।

১৯২০ : জানুয়ারী মাস ব্যাপী দক্ষিণ সীমান্তেই কাজ করেন। আর. এস. এফ. এস. আর-এর ফেডারেল গঠনগত সমস্যা দূরীকরণের জন্য গঠিত কমিশনে স্তালিনকে সদস্য করা হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে যান এবং সেখানকার সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সংগঠনের ব্যাপারে কাজ করেন। ১৭-২৩শে মার্চ ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। ২৯শে মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিল রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ। আবার কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো ও সংগঠনী ব্যুরোতে নির্বাচিত হন। ২৩শে এপ্রিল লেনিনের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে ভাষণ প্রদান। ৪ঠা মে স্বাধীন তাতার সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিশন গঠিত হয় স্তালিন তার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় সামরিক বিভাগের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিশনের সভাপতিপদে নির্বাচিত হন। ২৬শে মে পোল্যাণ্ডের আক্রমণ মোকাবিলার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ছুটে যান। ২২-২৫শে সেপ্টেম্বর পার্টির নবম নিখিল রুশ-

সম্মেলনে অংশ গ্রহণ। নভেম্বর মাসে আজারবাইজান কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মে পরামর্শ দান। ২২-২৯শে ডিসেম্বর অষ্টম নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে যোগ দেন। ৩১শে ডিসেম্বর প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হন।

১৯২১ : মার্চ মাসে ক্রনস্তাদৎ অভ্যুত্থান মোকাবিলায় স্তালিনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। ক্রনস্তাদৎ অভ্যুত্থান পর্যুদস্ত হয় এবং নেপ কর্মসূচী গৃহীত হয়। ৪-১৬ই মার্চ পার্টির দশম কংগ্রেসে লেনিনের পাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন। জুলাই মাসে পার্টি সদস্যদের সামনে ভাষণে পার্টি বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন। সোভিয়েতসমূহের নবম কংগ্রেসে ২৩শে ডিসেম্বর প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হন।

১৯২২ : ২৭শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পার্টির একাদশ কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন। এবং প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হন। ৩রা এপ্রিল পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মে মাসে লেনিন অসুস্থ হওয়ায় পার্টি ও সরকারের প্রধান দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত হয়। গ্রীষ্মকালে রাশিয়া ও অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বুঝাপড়া করার জন্য সংবিধান সংশোধন হয় স্তালিনের নেতৃত্বে। লেনিনের অসুস্থতার সময় তাঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তিনি কাজ চালিয়ে যান। ৪-৭ই আগস্ট পার্টির দ্বাদশ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ২৩-২৭শে ডিসেম্বর সোভিয়েতসমূহের দশম কংগ্রেসে যোগ দেন। ইউ. এস. এস. আরের প্রথম কংগ্রেসে প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হন।

১৯২৩ : ১৭-২৫শে এপ্রিল পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হন। ২৩-২৫শে সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম পরিচালনা করেন। ২৫-২৭শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের যৌথ প্লেনাম পরিচালনা করেন।

১৯২৪ : ১৪-১৬ই জানুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজ পরিচালনা করেন। ১৬-১৮ই জানুয়ারী পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলন পরিচালনা করেন। ২১শে জানুয়ারী লেনিনের মৃত্যু হয়।

স্তালিনের তত্ত্বাবধানে যথাযোগ্য মর্যাদায় লেনিনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২৯-৩১শে জানুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে অংশ গ্রহণ করেন। ইউ. এস. এস. আরের সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে ৩০শে জানুয়ারী সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন। ২৩-৩১শে মে ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস পরিচালনা করেন। পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৭ই জুন-৮ই জুলাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হন। ১৬-২০শে আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজ পরিচালনা করেন। এই সময় গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজ জোরদার করার জন্য আহ্বান জানান। ৮ই ডিসেম্বর পার্টি-কর্মীদের শিক্ষার উপর গঠিত কমিশনে ভাষণ দেন।

১৯২৫ : ১৭-২০শে জানুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম পরিচালনা করেন। ২৮শে জানুয়ারী কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটি ও প্রেসিডিয়ামের সভায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী আবার আন্তর্জাতিকের সভায় অংশ নেন। ২১শে মার্চ-৬ই এপ্রিল আন্তর্জাতিকের পঞ্চম বর্ধিত প্লেনামের কাজে যোগ দেন। ২৭-২৯শে এপ্রিল পার্টির চতুর্দশ সম্মেলন পরিচালনা করেন। ৭-১১ই মে সোভিয়েতসমূহের দ্বাদশ কংগ্রেস পরিচালনা করেন। ১৩-২০শে মে ইউ. এস. এস. আরের তৃতীয় কংগ্রেসে নেতৃত্ব দেন। ৩-১০ই অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর প্রস্তাবক্রমে পার্টির নাম পরিবর্তিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)। ১৮-৩১শে ডিসেম্বর সি. পি. এস. ইউ (ব)র চতুর্দশ কংগ্রেস পরিচালনা করেন।

১৯২৬ : ৫ই ফেব্রুয়ারী ই. সি. সি. আই-এর বর্ধিত ষষ্ঠ প্লেনামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ ই. সি. সি. আই-এর ষষ্ঠ বর্ধিত প্লেনামে অংশ গ্রহণ ও প্রেসিডিয়ামে নির্বাচন। ৬-৯ই এপ্রিল

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজ পরিচালনা করেন। জিনোভিয়েভের উপদলীয় কাজকর্মের বিরুদ্ধে একাধিক ভাষণ দেন। ৩রা জুন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করে ভাষণ দান। ৬ই আগস্ট ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের এক চিঠির উত্তর দেন। ২৬শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর পার্টির পঞ্চদশ সম্মেলন পরিচালনা করেন। ২২শে নভেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ই. সি. সি. আই-এর বর্ধিত সপ্তম প্লেনামে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯২৭ : ৭-১২ই ফেব্রুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম পরিচালনা করেন। ১০-১৬ই এপ্রিল সোভিয়েতসমূহের ত্রয়োদশ সারা রুশ সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। ১৮-২৬ এপ্রিল ইউ. এস. এস. আরের চতুর্থ কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৩ই মে চীনের বিপ্লব সম্পর্কে সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ২৪শে মে আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির প্লেনামে চীনের বিপ্লব ও আন্তর্জাতিকের কর্তব্য সম্পর্কে ভাষণ দেন। ৬-৯ই আগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের যৌথ প্লেনামে জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কির পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ২-১৯শে ডিসেম্বর পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করেন।

১৯২৮ : ৯-২৫শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিকের কার্যকরী কমিটির নবম প্লেনামে অংশ গ্রহণ করেন। ৪-১২ই জুলাই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম পরিচালনা করেন। ১৭ই জুলাই আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস তাঁকে প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত করে। ১৬-২৪শে নভেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম পরিচালনা করেন। ১৯শে ডিসেম্বর আন্তর্জাতিকের প্রেসিডিয়ামের অধিবেশন 'জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতে দক্ষিণপন্থার বিপদ সম্পর্কে ভাষণ দেন।

১৯২৯ : ১২ই ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনের লেখক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২৩-২৯শে এপ্রিল পার্টির ষোড়শ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন ২০-২৮শে মে ইউ. এস. এস. আরের সোভিয়েতসমূহের পঞ্চম কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন এবং

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১০-১৭ই নভেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজ পরিচালনা করেন। ১৩ই নভেম্বর বুখারিন গোষ্ঠীর উপদলীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করে ভাষণ দেন। ২১শে ডিসেম্বর তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন বার্তাসমূহের প্রত্যুত্তর জানান।

১৯৩০ : ১৩ই ফেব্রুয়ারী সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে দ্বিতীয়বার 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার' সম্মানে ভূষিত করা হয়। মে দিবসের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। ২৫শে জুন পলিটব্যুরো আসন্ন ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্ট উপস্থিত করার জন্য স্তালিনকে দায়িত্ব দেয়। ২৭শে জুন পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক রিপোর্ট উপস্থিত করেন। এই কংগ্রেস থেকেও যথারীতি কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পলিটব্যুরো, সংগঠনী ব্যুরো এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ১৭-২১শে ডিসেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের যৌথ প্লেনাম পরিচালনা করেন।

১৯৩১ : ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চ সোভিয়েতসমূহের পঞ্চদশ সারা রুশ সম্মেলন পরিচালনা করেন। ৮-১৭ই মার্চ ইউ. এস. এস. আরের ষষ্ঠ কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করেন। ২৮-৩১শে অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজ পরিচালনা করেন। ৬ই ডিসেম্বর সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একদল লেখকের সঙ্গে আলোচনা করেন।

১৯৩২ : ৩০শে জানুয়ারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের কাজ পরিচালনা করেন। ২৬শে অক্টোবর এ. এম. গোর্কীর বাসভবনে একদল লেখকের সঙ্গে মিলিত হন এবং ভাষণ প্রসঙ্গে লেখকদের 'মানবাত্মার কারিগর' রূপে অভিহিত করেন। ৮ই নভেম্বর স্তালিনের স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

১৯৩৩ : ৭-১২ই জানুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের যৌথ প্লেনাম পরিচালনা করেন। ১৪ই মার্চ কার্ল মার্কসের পঞ্চাশতম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সভায় ভাষণ দেন। ২২শে

জুন ক্লারা জেটকিনের শোকযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। ২৫শে ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধি মিঃ ডুরান্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৩৪ : ২৬শে জানুয়ারী থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী সপ্তদশ কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করেন। সেপ্টেম্বর মাসে 'লীগ অব নেশনস'-এ যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ : মার্চ মাসে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্টনী ইডেন মস্কোয় আসেন এবং স্তালিনের সঙ্গে দেখা করেন। রুশ-ফ্রান্স ও রুশ-চেক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৩৯ : মার্চ মাসে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন এবং আলোচনা পরিচালনা করেন। ১৫ই এপ্রিল ব্রিটেন-ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি করার জন্য স্তালিন প্রস্তাব দিলেন কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। ২৩শে আগস্ট স্তালিনের অনুমোদনক্রমে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ। ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম হোয়াইট রাশিয়ার অধিবাসীদের রক্ষা ও জার্মানদের অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য স্তালিন সৈন্য পাঠিয়ে খানিকটা অংশ দখলে রাখেন। ৩০শে নভেম্বর রুশো-ফিনিশ যুদ্ধ সুরু হয়। ২১শে ডিসেম্বর স্তালিনের ৬০তম জন্মদিনে মিকোয়ান বলেন, 'স্তালিন আজকের যুগের লেনিন।' ২রা ডিসেম্বর রাশিয়া লীগ অব নেশনস থেকে বহিষ্কৃত হয়।

১৯৪০ : মার্চ মাসে স্তালিনের নেতৃত্বে লালফৌজ ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং এর ফলে হিটলার-বিরোধী শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্স হিটলার বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং ব্রিটেনও যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়। ফলে রাশিয়ার উপর জার্মান চাপ বৃদ্ধি পায়। সীমান্ত দরজা রুদ্ধ করবার জন্য বাল্টিক সরকারগুলি আয়ত্তে আনবার জন্য ঝানভ, বিশিনিস্কি ও দেকানোভকে যথাক্রমে এস্থোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় পাঠান। স্তালিন হিটলারের শান্তি চুক্তি প্রস্তাব বাতিল করে দেন।

১৯৪১ : ৪ঠা এপ্রিল স্তালিনের পরামর্শে মলোটভ যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে চুক্তি

সম্পাদন করেন। ১৩ই এপ্রিল জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুওকা মস্কোতে স্তালিনের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন এবং পারস্পরিক নিরপেক্ষতার এক চুক্তি জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত হয়। ৬ই মে স্তালিন প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়ে সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ২২শে জুন জার্মানী অনাক্রমণ চুক্তি অগ্রাহ্য করে রাশিয়া আক্রমণ করল। প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য স্তালিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মলোটভ, ভরোশিলভ, বেরিয়া এবং ম্যালেনকভ। ৩রা জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন। নভেম্বরে হিটলার বাহিনী মস্কো ঘেরাও করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৬ই নভেম্বর মায়াকভস্কি স্টেশনে বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে লালফৌজের সামনে স্তালিন ভাষণ দিয়ে বলেন শত্রু অপরাজেয় নয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে পরাজিত করুন।

১৯৪২ : মে মাসে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে স্তালিন মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছেন। আগস্ট মাসে চার্চিল রাশিয়া সফরে আসেন এবং স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার রুশ দাবী চার্চিল মেনে নেন না। ৫ই অক্টোবর স্তালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করার আহ্বান জানান স্তালিন।

১৯৪৩ : ২রা ফেব্রুবারী স্তালিনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় লালফৌজ স্তালিনগ্রাদের রণাঙ্গনে হিটলারী বাহিনীকে নিদারুণভাবে পরাস্ত করে। মার্চ মাসে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি লালফৌজের কৃতী সেনাদের বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করেন। নভেম্বর মাসে তেহেরানে স্তালিন-চার্চিল-রুজভেল্টের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন বসে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনার জন্য এবং এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ : জানুয়ারী মাসে স্তালিনের নির্দেশে কোনেভ ও জুকভ জার্মানীদের পিছু ধাওয়া করে এগিয়ে গেল। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়া হিটলারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরল। বিপ্লবের ২৭ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর ভাষণ দান।

১৯৪৫ : ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়ালটাতে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। ২১শে এপ্রিল রাশিয়া ও পোলিশ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যে মৈত্রীচুক্তি হয় স্তালিন তাতে স্বাক্ষর করেন। ৮ই মে জার্মানীর আত্মসমর্পণ। ৯ই মে বেতারে তাঁর বিজয় ভাষণ। ২৪শে জুন বিজয় প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ। ২৬শে জুন তাঁকে দ্বিতীয়বার 'অর্ডার অব ভিক্টরি' সম্মান দেওয়া হয়। ১৬ই জুলাই পটাসডা সম্মেলনে যোগদান করেন। আগস্ট মাসে তাঁর নির্দেশে জাপান আক্রমণ।

১৯৪৬ : ফেব্রুয়ারী মাসে স্তালিন সংবিধান অনুসারে সারা রুশ দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয়।

১৯৪৭ : স্তালিনের নির্দেশে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পুনর্গঠন।

১৯৪৯ : চীন বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মাও সে-তুঙের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডিসেম্বরে ৭০তম জন্মদিবস পালন।

১৯৫২ : অক্টোবর মাসে পার্টির উনবিংশতিতম কংগ্রেস পরিচালনা করেন।

১৯৫৩ : ৫ই মার্চ ৭৩ বছর বয়সে স্তালিনের জীবনাবসান।

নির্ঘণ্ট